

বৈষয়িক ব্যবহার।

অর্থাৎ

বিষয় কর্ম্ম সম্বন্ধীয় সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বক্ষণ প্রয়োজনীয়
বিবিধ লিপিকাবলী।

সাধারণ স্কুল ব্যবহারার্থ এবং বিষয়ী ব্যক্তিবর্গের হিতার্থ

রায় কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক
প্রণীত।

শ্রীশক্তিপ্রসন্ন সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক সংশোধিত।

পঞ্চম সংস্করণ।

(পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত)

কলিকাতা,
৫ নং নন্দকুমার চৌধুরির সেকেণ্ড লেন,
সংস্কৃত প্রেসে,
শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৮৩০।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র।

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,
30, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

PREFACE TO THE FIRST EDITION.

Poems, Histories, Dramas and various other works of a literary kind are being produced and published every day for the education of school-boys in this country. But our boys, though well-taught in the language of the country, are mostly devoid of all knowledge of business, and are ill-qualified for any thing except the earning of a livelihood from a few of the humbler occupations. They can not even understand the expressions used in business, while numerous men of inferior education, on account of some knowledge of business, succeed in acquiring considerable wealth. This is much to be regretted. On account of this, I was induced to take great deal of pains for the preparation of this work, and I have been assisted in the preparation by my brother Rai Hara Narayan Sen, with labour and advice. The publication of this book is owing mainly to the encouragements given by Babu Sripati Mukherji, Deputy Inspector of schools at Santipore, and by Babu Bhoodeb Mukherji, Additional Inspector of Schools, and also to a desire to carry out the views of H. Woodrow Esqr. M. A., the learned Inspector of Schools of the Central Division, Bengal. This book will not only help the learning of business, but it will, in all probability, impart a knowledge of the various forms of business-transactions, and it may not only do good to school-boys, but men of business generally, including the Zemindars, the Talukdars and their officers, the Money-lenders, the Vakils, and the Mooktears will be able to derive benefit from it. Most people are not aware of all the different forms and methods in use and are not able to prepare one for themselves. This causes great impediment to work and renders necessary the seeking of another's help and the incurring of trouble and expense. Even competent men incur much loss of time in drawing up from memory the necessary terms of a particular instrument.

There are many Persian words which we often use in the transaction of business. These have not been rejected in the present compilation. A replacement of them may cause alteration in the original ideas and the real signification, and above all it is not possible to transact business without knowing the meanings of all extant expressions. To help in understanding these words, their meanings in Bengali have been given at the end of this book.

It may be said of all kinds of "*forms*" that when the terms of an instrument are prepared for a real transaction in hand they are better done, than when prepared for a theoritical purpose. Should any defect be found in any of the matters dealt with in this book, it is hoped that gentlemen well-versed in the practice of business will overlook it.

SOMRAH, The 7th June, 1863. } KALI PRASANNA SEN GUPTA.

PREFACE TO THE SECOND EDITION.

The forms and style which were in use at the time of the publication of the first edition, having changed in many ways, they have been corrected and adapted to the practice of the present day. Many new forms have been added and a large number of Persian words have been eliminated. Only such of the Persian words have been retained as are deeply rooted and are in full use in the language of the day, and as are incapable of a modification, or if modified, incapable of being easily understood.

A large number of school-boys are now passing the public examinations every year, and unless some of them are given a training in Zemindari, Banking or other business, there will be little room for such a large number to earn their livelihood solely in the offices of Government.

It is a matter of regret that the learned gentlemen who at present select text books for the schools have not thought it fit to consider how far a book of this kind would be useful in the learning of the Zemindari, Banking and other business. A representation of this grievance can only be made before these gentlemen.

I annex to this book copy of a letter addressed to me by the late H. Woodrow Esqr. M. A., Director of public Instruction Bengal, (quondum Inspector of schools) upon the introduction of this book into the Schools On a reference thereto, it is hoped, that the committee for selection of text-books will take a favorable view of the usefulness of this book.

In conclusion I have much pleasure to add, that my son Babu Sakti Prasanna Sen Gupta, has rendered valuable assistance in the compilation of the present edition.

SOMRAH The 17th December, 1887. } THE AUTHOR.

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

এতদ্দেশীয় ছাত্রগণের শিক্ষার্থ কাব্যেতিহাস, নাটক, প্রভৃতি নানাবিধ সুসাধু ভাষায় পুস্তকাদি দিন দিন পরিরচিত ও প্রচলিত হওয়াতে ছাত্রবর্গ দেশীয় ভাষায় সুনিপুণ হইয়াও প্রায় অনেকে বৈষয়িক বোধ শূন্য, এবং সামান্য উপলক্ষাদির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ ভিন্ন বৈষয়িক কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ নহেন, এমত কি, বোধ হয় যে, তাঁহারা উক্ত প্রসঙ্গের কোন বাক্যবোধেও পারগ হয়েন না, অথচ অগণ্য সামান্য ব্যক্তিগণকে, বিষয় কর্ম্মে পারদর্শিতা মতে, বিপুল অর্থোপার্জ্জনে সুদক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, এ অতিমাত্র আক্ষেপের বিষয়। এতন্নিমিত্ত এই পুস্তক বহু আয়াসে এবং মৎসহোদর শ্রীমান্ রায় হরনারায়ণ সেন ভায়ার যত্ন ও সাচিব্য সহযোগে প্রণীত হইয়া, শান্তিপুরের ডিপুটী ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুত বাবু শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় এবং স্কুল সমূহের এডিশনল ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের উৎসাহে, বাঙ্গালা মধ্য বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর মহামতি শ্রীযুত এইচ উড্রো এম্ এ, সাহেবের তুষ্টিসাধনার্থ, প্রকাশিত হইল।

এই পুস্তক যে শুদ্ধ বৈষয়িক কার্য্য শিক্ষার্থ ফলোপযোগী হইবেক ইহা নহে, এতদ্বারা অশেষ বৈষয়িক রীতি নীতির বোধোদয় হইবার সম্ভাবনা, এবং ইহা যে কেবল শিক্ষার্থী ছাত্রগণের হিতজনক এমত নহে, জমীদার, তালুকদার ও তৎসংক্রান্ত কর্ম্মচারী এবং মহাজনগণ ও উকীল, মোক্তার প্রভৃতি সকল বিষয়ীলোকেরই উপকারক হইতে পারিবেক, যেহেতু এতদ্বিষয়ক ধারা প্রণালী অনেকেই অজ্ঞাত এবং স্বয়ং প্রস্তুত করণে অশক্ত, তৎপ্রযুক্ত কার্য্যকালে কার্য্যের হানি, বিশেষ অন্যের উপাসনার অধীন ও ব্যয় কষ্টের অনুগামী হইতে হয়। সক্ষম ব্যক্তিবর্গ সম্বন্ধে লিপিবিশেষের সামুদায়িক প্রয়োজনীয় প্রতিজ্ঞাদি স্মরণ করিয়া লিখিতে সমধিক সময় নষ্টের সম্ভাবনা।

এই পুস্তকে অনেকানেক পারস্য শব্দ, যাহা বৈষয়িক ব্যবহারে প্রবল প্রচলিত আছে, পরিত্যক্ত হইল না। পরিত্যাগ করিলে তত্তাবৎ শব্দের ব্যুৎপত্তি ও প্রকৃতার্থের ভাবান্তর হয়, বিশেষতঃ ঐ সমস্ত চলিত শব্দ জ্ঞাত

না হইলে কর্ম্ম নির্ব্বাহ পায় না। ঐ শব্দসমূহের অর্থ জানিবার নিমিত্ত পুস্তকের শেষভাগে ভাষা অর্থ লিখিত হইল।

সর্ব্বত্র সকল লিপিকাদি সম্বন্ধে কার্য্য উপস্থিত সময়ে অনুবাদক্রমে যেমত প্রতিজ্ঞাদির উদয় হয়, উদ্দেশ্য কল্পনায় তেমত হয় না। অতএব এই পুস্তকের কোন প্রসঙ্গে কোন ত্রুটী বা দোষ দৃষ্ট হইলে বৈষয়িক ব্যবহারজ্ঞ মহাশয়েরা তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

সোমড়া।
২৭ জ্যৈষ্ঠ,
শঃ ১৭৮৫।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

ইত্যগ্রে এই পুস্তক যৎকালীন প্রচারিত হয়, তৎকালের রীতি নীতি অধুনা অনেক পরিবর্ত্তন হওয়ায়, বর্ত্তমান ধারাপ্রণালীক্রমে তত্তাবৎ সংশোধিত ও অনেকানেক নুতন লিপিকাদি সংযোজিত এবং অনেকানেক পারস্য শব্দ পরিবর্জ্জিত হইল। তবে যে সমস্ত পারস্য শব্দ, একাল পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় ভাষার সহিত সংলিপ্ত ও পূর্ণ-ব্যবহৃত, ও যাহার রূপান্তর হয় না এবং রূপান্তর করিলে বোধের ব্যাঘাত হয়, তাহাই রক্ষিত হইল।

ইদানীন্তন নিয়ত প্রতিসন প্রচুর পরিমাণে যে সকল ইংরাজী স্কুলবালকগণ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতেছেন, জমিদারী মহাজনী আদি বৈষয়িক কর্ম্মকার্য্য শিক্ষা ভিন্ন কেবল গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কার্য্যের দ্বারা ঐ সকল অগণ্য বালকগণের জীবিকা নির্ব্বাহের স্থান অতি সঙ্কীর্ণ।

আক্ষেপের বিষয় যে, এই পুস্তক জমীদারী ও মহাজনী আদি বৈষয়িক কার্য্যশিক্ষা পক্ষে যে কতদূর উপযোগী ও প্রয়োজনীয় তদ্বিষয়ে বর্ত্তমান স্কুল-পুস্তক-নির্ব্বাচন-কর্ত্তা মহোদয়গণ কিছুই বিবেচনা ও প্রণিধান করেন না। তাঁহাদিগের সমীপে ভিন্ন সে আশ্বাশের স্থানাভাব।

শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর মৃত মহাত্মা এইচ্ উড্রো এম এ সাহেব, এই পুস্তক স্কুল-ব্যবহার প্রসঙ্গে, ইনেস্পেক্টর পদস্থ থাকা কালে, অস্মদকে যে পত্র লিখেন তাহা অত্রসহ মুদ্রিত হইল। ভরসা করি যে, তদ্দৃষ্টে বর্ত্তমান ইন্-স্পেক্টর মহোদয়গণ, অবশ্যই ইহার স্কুল-উপযোগীতার বিষয় স্বীকার করিবেন।

উপসংহারে আমি আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, এই পুস্তকের বর্ত্তমান সংস্করণে আমার পুত্র শ্রীমান্ শক্তিপ্রসন্ন সেন গুপ্ত আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

সোমড়া,
৩রা পৌষ, ১২৯৪।

গ্রন্থকারস্য।

তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তকের বর্ত্তমান সংস্করণে অনেকানেক নূতন লিপিকাদি সংযোজিত এবং প্রচলিত আইনাদি অবলম্বনে পুরাতন লিপিকাদি সংশোধিত হইল। বিষয়ী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেক ষ্ট্যাম্প আইন ও রেজেষ্টরী আইনের মর্ম্ম পরিজ্ঞাত না থাকায়, কার্য্যকালে অন্যের উপাসনাসূত্রে কার্য্যের বিলম্ব ও ব্যাঘাত্ হইয়া থাকে বিধায়, পুস্তকের শেষভাগে ষ্ট্যাম্প ও রেজেষ্টরী আইনের প্রয়োজনীয় সারাংশ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হইল। সর্ব্বপ্রকার বিষয়ী ব্যক্তিগণ এই পুস্তক পাঠে বৈষয়িক কার্য্যপ্রণালী সুচারুরূপে শিক্ষালাভ করিলে আমি সমস্ত পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি।———

সোমড়া,
৩০ এ আষাঢ়,
১৩০২ সাল।

গ্রন্থকারস্য।

চতুর্থবারের বিজ্ঞাপন।

আমি অতীব আক্ষেপের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গ্রন্থকর্ত্তা আমার পিতৃদেব রায় কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত মহাশয় বিগত ১৩০৫ সালের ৬ই পৌষ তারিখে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত নূতন লিপিকাদি পুস্তকে সংযোজিত, ও পুস্তকখানি রীতিমত সংশোধিত হইয়া পরিবর্দ্ধিত আকারে বর্ত্তমান সংস্করণে মুদ্রিত হইল।

সোমড়া,
জেলা হুগলি।
৩০ এ আষাঢ়, ১৩০৬ সাল

শ্রীশক্তিপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।

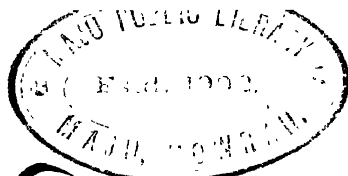
পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তকের বর্ত্তমান সংস্করণে নূতন লিপিকাদি পুস্তকে সংযোজিত ও পুস্তকখানি রীতিমত সংশোধিত হইল। বিষয়ী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকে খাজানা আইনের মর্ম্ম জ্ঞাত না থাকায় পুস্তকের শেষভাগে উক্ত আইনের প্রয়োজনীয় সারাংশ সন্নিবেশিত হইল।

সোমড়া,
জেলা হুগলি।
২৮ এ শ্রাবণ, ১৩১৫ সাল

শ্রীশক্তিপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।

নির্ঘণ্ট পত্র।



বৈষয়িক ব্যবহার।

জমীদারী ও মহাজনী আদি সংক্রান্ত বিবিধ বৈষয়িক লিখিত পঠিতের ধারা ও প্রণালী।

সনন্দ নায়েব।

শ্রীযুত গণেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।—

শুভ সনন্দ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—আমার জমীদারী জেলা নদীয়া, সুরপুর পরগনার সামিল ও থানা রিষড়ার অধীন লাট মুকুন্দবাটীর নেয়াবতী কর্ম্মে আপনাকে নিযুক্ত করা হইল এবং নিজ মুকুন্দবাটীর তহসীলের ভার আপনার প্রতি অর্পিত রহিল। আপনি সরল ভাবে, ন্যায়ানুসারে, যথাধর্ম্মে, মফঃস্বল প্রজা ও গোমাস্তাগণকে সন্তোষ ও সম্মত রাখিয়া, উস্থল তহশীলের কর্ম্ম কার্য্য সুনিয়মে সুনির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন, এবং আপন লিখিয়া দেওয়া কবুলতির প্রতিজ্ঞাদির বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করিবেন না। আপনার বেতন মাসিক ৪০৲ টাকা ধার্য্য হইল। ইতি সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সাল, তারিখ ১১ বৈশাখ।

সনন্দ তহসীলদার।

শ্রীযুত অম্বিকাচরণ রক্ষিত।—

শুভ সনন্দ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—আমার ইজারা মহল জেলা হুগলি ও থানা হরধামের অধীন লাট শিবপুরের অন্তঃপাতী মৌজে মনোরমগড়ের তহশীলদারী কর্ম্মের প্রার্থনায় তুমি দরখাস্ত করায়, তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া তোমাকে উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইল। তুমি সৎস্বভাবে, যথাধর্ম্মে ও সুনিয়মে মফঃস্বল প্রজাগণকে সন্তোষ ও সম্মত রাখিয়া আদায় উসুলাদির কর্ম্ম কার্য্য

সুনির্ব্বাহ করিতে থাকিবা, এবং আপন লিখিয়া দেওয়া কবুলতির ব্যতিক্রমে কোন কর্ম্ম করিবা না। সাবেক তহসীলদারের নির্দ্ধারিত বেতনানুসারে অর্থাৎ মাসিক ১৫৲ টাকা হিসাবে বেতন পাইবা। ইতি। সন। তারিখ।

সনন্দ কারকুন।

শ্রীযুত রামরুদ্র সরকার সুচরিতেষু।—

শুভ সনন্দপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে,—জেলা বাখরগঞ্জের অন্তর্গত পরগনে কেশবহাটী আমার পত্তনী তালুক; ঐ তালুকের সদর কাছারীর সাবেক কারকুন শ্রীযুত শ্যামশরণ সামন্তের পরিবর্ত্তে পরগনা মজকুরের সদর ডিহির কারকুনী কর্ম্মে তোমাকে নিযুক্ত করিলাম। তুমি সৎস্বভাবে, যথাধর্ম্মে, নিয়োজিত কর্ম্ম সমাধা করতঃ উক্ত পরগনার জমা জমী ও উসুল তহসীলাদির কাগজাৎ ও মাস মাস ও সন সন আদায়ী জমা খরচের মাস্কাবার ও সাম্বৎসরিক, রীতিমত প্রস্তুত করিয়া সরকারে দাখিল করিবা, তোমার বেতন ইসমনবিসী অনুসারে মাসিক ২০৲ টাকা হিসাবে পাইবা। ইতি। সন। তারিখ।

সর্ব্বপ্রকার পাট্টার অনুরূপ কবুলতী ও কবুলতির প্রতিরূপ পাট্টা যেমত হইয়া থাকে, ঐ মত নায়েব তহশীলদার প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণের পশ্চাৎ লিখিত কবুলতির অনুরূপ সনন্দ ইদানিক অনেক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের যে কবুলতী পরে প্রকাশ হইতেছে ঐ কবুলতির অনুরূপ প্রকারান্তর সনন্দ প্রণালী নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিয়োগ পত্র।

শ্রীযুত অন্নদানন্দন নন্দী, পিতা ৺আনন্দবর্দ্ধন নন্দী, জাতি কায়স্থ, পেশা চাকুরী আদি, সাকিম হুগলি বালী, জেলা হুগলি, সুচরিতেষু।—

শুভ নিয়োগ পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন্ ডিষ্ট্রীক্ট ময়মনসিংহ, সব ডিভিজন্ চিত্তোর, পরগনে চৈতন্যবাটীর অন্তর্গত ও থানা শিবগঞ্জের অধীন চক্ চাপাতলা আমার জমীদারী। ঐ মহলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদ শূন্য থাকায়

তোমার প্রার্থনানুসারে বীরগড় নিবাসী শ্রীযুত বীরভদ্র ভাদুড়ির মাল ও হাজির জামিনির মাতব্বরীতে মাসিক একশত টাকা বেতনে ঐ পদে তোমাকে নিযুক্ত করা হইল, এবং তুমি উক্ত কর্ম্ম স্বীকার করিয়া চারি হাজার টাকা পরিমাণে রীতিমত কবুলতী দাখিল করিলে, সেমতে তোমাকে এই নিয়োগ পত্র দেওয়া যাইতেছে যে, ভারার্পিত কার্য্য যথাধর্ম্মে ও সুনিয়মে সমাধা করিতে থাকিবা। উক্ত মহলের পার্শ্বস্থ জমীদারগণের ও প্রজাগণের সহিত যে সকল সীমানা সরহদ্দের আপত্তি ও গোলযোগ আছে তাহা বিশেষ তদন্ত পূর্ব্বক মীমাংসা নিষ্পত্তি করিয়া সরকারী সীমানা চিহ্নিত করিয়া লইবে। ঐ বিষয়ের কোন লিখিত পঠিত করিয়া লওয়ার প্রয়োজন বোধ হইলে তাহাও করিয়া লইবে। আবশ্যক মতে কোন গ্রাম একশা জরীপ কি কোন জমী খণ্ডা জরীপ করিতে হইলে সরকারে এত্তেলা দিয়া অনুমতি মতে বিনা তঞ্চক তাহা জরীপ করিবে। মহলে খাস্খামারের যে সকল বাগান পুষ্করিণী ও পতিত জমী ও ছুটাগাছ ও পলাতকা ভিটা আদির বৃক্ষ আছে, নায়েবের সহিত ঐক্য মতে তত্তাবৎ বিলি বন্দোবস্ত করিবে। কোন জমী জমা পতিত থাকিতে দিবা না। যাহা নিতান্ত জমা বিলি না হইবেক তাহা ভাগযোতে বিলি করিবা। যে যে গ্রামে বাসিন্দা প্রজা কম ও জমির ভাগ অধিক সেই সেই স্থানে যাহাতে নূতন প্রজা পত্তন হয় তাহার তদ্বীর ও চেষ্টা অশেষ মতে পাইবা। জুটবন্দী অর্থাৎ দলবদ্ধ থাকা প্রজাগণের একতা ভঞ্জনের উপায়ে যত্নবান হইয়া। মফঃস্বলের সরঞ্জামি খরচ যে যে গতিকে লাঘব হইবার সম্ভাবনা থাকে অথচ সরকারী কার্য্যের হানি ও ক্ষতি না হয় সরকারে এত্তেলা দিয়া তাহা করিবা। ঐরূপ জমা বৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধির চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে পাইবা। সময়ে সময়ে মফঃস্বল গ্রামে গ্রামে যাইয়া যে যে জমী জমা লইয়া পরস্পর প্রজায় প্রজায় বিবাদ আছে তাহার মীমাংসা করিয়া দিবা। যে সকল প্রজার জমী জমা মৌত নামে আছে তত্তাবতের নাম খারিজ দাখিল করতঃ এ পক্ষের মোহর দস্তখতী নূতন পাট্টা দেওয়াইবা ও প্রজার স্থানে রীতিমত রেজেষ্টরী যুক্ত কবুলতী লইবা এবং ঐ সকল কবুলতী মহাফেজ সেরেস্তায় দাখিল করাইয়া রসীদ লইবা। মফঃস্বলের গোমস্তা ও তহশীলদারগণের তহবীলের মৌজুদা টাকা মধ্যে

মধ্যে দৃষ্টি করিবা ও দেখিবার তারিখে রোকড়ের মৌজুদ অঙ্কের সহিত ঐক্য আছে কিনা জানিবা। কোন প্রজার স্থানে পাওনা বাকী বকেয়া খাজানার নালিশ সহজে উপস্থিত করিবা না। যাহাতে আপোষে আদায় হয় এবং নাতান্ প্রজা হইলে রীতিমত কিস্তীবন্দী লিখাইয়া লইয়া ক্রমে ক্রমে আদায়ের বন্দোবস্ত হয় এরূপ ব্যবস্থা নায়েবের সহিত যুক্তি মতে করিবা। কোন বাকী খাজানা কি কিস্তীবন্দীর বাকী তামাদিগত হইবার সম্ভব বিবেচনা করিলে তাহার নালিশ অগত্যা উপস্থিত করাইয়া দিবা ও তৎসংক্রান্ত মোকদ্দমার তদ্বীর এবং উপস্থিত থাকা জেলা জাতের মামেলা আদির যোগাড় প্রাণপণে করিবা। কোন মোকদ্দমার অবস্থা বিঘটিত বিবেচিত হইলে স্বয়ং জেলা বা মহকুমায় পৌছিয়া উকীল মোক্তারগণের সহিত যুক্তি মন্ত্রণা মতে যাহাতে তাহার সুবিধা হয় তাহা করিবা। ঐ সকল মোকদ্দমা আদির খরচ যাহা তোমার দ্বারা হইবেক তাহার মাসিক জমা খরচ নায়েবকে দিবা এবং ঐ মোকদ্দমা খরচের দরুণ যখন যে টাকা নায়েবের স্থানে লইবা তাহা রসীদ দিয়া লইতে থাকিবা ও আপন জমা খরচে জমা দিবা। কোন কারণ বা পীড়িত সূত্রে নায়েব অনুপস্থিত থাকিলে নায়েবের কর্ত্তব্য সমস্ত কর্ম্ম কার্য্য তুমি সম্পাদন করিবা। কোন প্রকারে সরকারী কার্য্যের হানি হইতে দিবা না। ঐ সময়ের কর্ম্ম কার্য্য ও খরচাদির ন্যায্যান্যায্যের দায় ও তহবীলের ঝুকী তোমার শিরে থাকিবে। এমত কোন কার্য্য যাহাতে সরকারের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা তাহা জ্ঞানগম্যে করিবা না। হিসাব নিকাশ আদি দস্তর মতে দিবা। এবং তহবীলের টাকা ও দলীল আদি সযত্নে রাখিবা। আইন দস্তর ও এ পক্ষের অনুমতি বহির্ভূত কোন কার্য্য করিবা না। যাবৎ আপন জিম্মার কাগজ পত্র ও দলীলাদি ও হিসাব নিকাশ ও তহবীল আদির দায় হইতে আদালত পর্য্যন্ত অব্যাহতি না পাইবা তাবৎ তোমার জামিনদারের সহিত তুমি তুল্যরূপে দায়ী থাকিবা। এতদর্থে কবুলতী পাইয়া নিয়োগ পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩১৪ তের শত চৌদ্দ সাল। তারিখ ১৮ই বৈশাখ।

ক্রোক সাজওয়াল নিয়োগের পরওয়ানা।

এজ্জতাছার শ্রীযুত ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী বাফিয়ৎ বাসেন্দ।

জেলা মেদিনীপুরের অধীন পরগনে আরামভূমের অন্তঃপাতী আমার জমীদারী ডিহি চন্দনবাটীর ইজারদার বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত মহলের হাল বকেয়া বাকী খাজানা আদায়ে তঞ্চকতা করায় উল্লিখিত মহল মায় তদন্তর্গত মৌজাম্নাৎ ক্রোক পূর্ব্বক তোমাকে উক্ত ডিহির ক্রোকসাজওয়ালী কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া লেখা যায় যে, তুমি মহল মজকুরে পৌছিয়া সরকারী সাবেক আমিন রামকানাই পালকে পূর্ব্ববৎ বাহাল রাখিয়া ন্যায় মতে আপন দস্তখত যুক্ত চেক কবজ দিয়া প্রজাগণের স্থানে খাজানা উসুল তহশীল পূর্ব্বক চালান যুক্তে সরকারে ইরসাল করিতে থাকিবা। যখন যে টাকা তহশীল করিবা তাহার আমদানী, সেহায় ইজারদারের দস্তখত করাইয়া লইবা। ইজারদার তাহাতে ওজর করে, তাহার বিনা দস্তখত সেহা করিবা। মহল মজকুরের কালেক্টরী মালগুজারী কিস্তি বকিস্তি ইরসাল পূর্ব্বক দাখিলা হাসিল করিবা। কোন মতে সদর মালগুজারী আদায়ের গোলযোগ না হয়। সীমানা সহরদ্দ সম্বন্ধে যে কোন মামেলা মোকদ্দমা উপস্থিত আছে ও ভবিষ্যতে হইবেক তাহার উচিত তদ্বীব করিবা এবং ইজারদারের নিকট সরকারী নীল যে কয়েক সনের মৌজুদ আছে, তাহা আদায়ের উপায় করিবা, এবং হালে যে নীলপাতা তৈয়ার হইবেক তাহা সরকারী কুঠীতে মলাই করাইয়া পাকা মাল ইরসাল করাইবা। কোন বিষয়ে শৈথিল্য করিবা না। তোমার বেতন মাসিক ২৫৲ টাকা ধার্য্য হইল। ইতি। সন। তারিখ।

জরীপ আমীন নিয়োগের হুকুমনামা।

শ্রীযুত নীলকমল পালিত সহৃদার চরিতেষু।—

সম্প্রতি জেলা হুগলি পরগনে যাদবহাটীয় সামিল ও থানা বামনহাটীর অধীন মাধবপাড়া গ্রাম একসা জরীপ সুরত বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। এমতে তোমাকে জরীপী আমীন নিযুক্ত করিয়া লেখা যায় যে, তুমি মৌজা মজকুরে পৌঁছিয়া পাইক, মণ্ডল ও প্রজাগণকে ডাকাইয়া রীতিমত জরীপ সুরু করিবা, তিলাদ্ধ

জমী গোপন রাখিবা না ও রাখিতে দিবা না। তুমি ২০৲ টাকা হিসাবে মাসিক বেতন পাইবা। ইতি। সন। তারিখ

একটীন মোহরের নিয়োগের পরওয়ানা।

শ্রীযুত নীলাম্বর হালদার অবগত হইবা।

যেহেতু খাজাঞ্চী দপ্তরের মুহুরী শ্রীযুত নন্দগোপাল আঢ্য এক কেতা আরজী দ্বারা তোমার একটীনীনে দুই মাসের বিদায়ের প্রার্থনা করিয়াছে, এমতে খাজাঞ্চীর অভিপ্রায় মতে তোমাকে অদ্যকার তারিখ হইতে উক্ত কালের জন্য একটীন মোহরের নিযুক্ত করিয়া লেখা যায় যে, রীত্যনুসারে সতর্কতার সহিত উক্ত কর্ম্ম সুনির্ব্বাহ করিতে থাকিবা। একটিনী কালের বেতন মাসিক ১০৲ টাকা হিসাবে পাইবা। ইতি। সন। তারিখ

আমলনামা লিখিবার নিয়ম।

* আমলনামা তহশীলদার।

জেলা নদীয়া পরগনে রামগড়ের অন্তঃপাতী ও থানা নারাজোলের অধীন তরফ চন্দ্রভূম ও তদন্তর্গত কিশমৎ ও মৌজায়াতের মণ্ডলান্ ও পাইকান্ ও হালসানাগণ ও মাতব্বরান্ প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণ প্রজাবর্গ প্রতি লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—সংপ্রতি তরফ মজকুরের সাবেক তহশীলদার গোপীকৃষ্ণ ঘোষালের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত তারাশঙ্কর অধিকারীকে তহশীলদার নিযুক্ত করিয়া পাঠান যাইতেছে। তোমরা অধিকারী তহশীলদারের নিকট প্রয়োজন সময়ে উপস্থিত থাকিয়া আপন আপন জিম্মার কর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহ ও মাল খাজানাদি প্রদান করিতে থাকিবা। কোন বিষয় তিলার্দ্ধ গোপন রাখিবা না। ইহার অন্যথাচরণ না হয়। ইতি। সন। তারিখ

আমলনামা ক্রোকসাজোয়াল।

পরগণে অমৃতপুরের সামিল ও থানা নিমভূমের অধীন তরফ কমলাবাটী মায় মৌজাহায়ের হাওয়ালাদারান্ ডিহিদারান্ ও মণ্ডলান্ ও পাইকান্ ও মাতব্বরান্ প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণ প্রজাগণ ও কর্ম্মচারিবর্গ অবগত হইবা।—

* নায়েব প্রভৃতি কর্ম্মচারী পক্ষেও ঐরূপ কেবল পদের সংজ্ঞা বিভিন্ন।

সম্প্রতি তরফ মজকুরের ইজারদারের স্থানে হাল বকেয়া বিস্তর খাজানা বাকী, তঞ্চকতা ক্রমে আদায় করে না। সেমতে মহল ক্রোক করিয়া শ্রীযুত শশি শেখর শোভাকরকে ক্রোক সাজোয়াল নিযুক্ত করিয়া পাঠান যাইতেছে। তোমরা সাজোয়াল মজকুরের নিকট উপস্থিত থাকিয়া মফঃস্বল উসুল তহসীলাদি কর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকিবা এবং আপন আপন রাজকর সাজোয়ালের নিকট আদায় করিবা, সাজোয়ালের রসীদ ব্যতীত ইজারদারকে কড়া কপর্দ্দক দিবানা; দিলে মজুরা পাইবানা। সাজওয়াল মজকুর যখন যে অনুমতি করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সমাধা করিবা। কোন বিষয় গোপন করিবানা। ইতি। সন। তারিখ

আমলনামা আমীন।

পরগণে চিত্রভূমের অধীন মৌজে শোভনহাটির মণ্ডলান্ ও পাইকান্ ও হালসানাগণ, ও মাতব্বরান্ ও গাঁতিদারান্ প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণ প্রজাবর্গ প্রতি লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—সম্প্রতি মহল মজকুর জরীপ করা আবশ্যক হওয়ায় সরকারী কর্ম্মচারী শ্রীযুত হেমকুমার হাজরাকে জরীপ আমীন নিযুক্ত করিয়া পাঠান যাইতেছে। তোমরা আমীন মজকুরের নিকট উপস্থিত থাকিয়া আপন আপন দখলী জমীর জরীপ করিয়া দিবা। কোন বিষয়ে তঞ্চকতা করিবা না। ইতি। সন। তারিখ

বিশেষ২ কর্ম্মচারিগণের স্থানে বিশেষ২ নিয়মে কবুলতী লইবার ধারা।

কবুলতী তহসীলদার।

মহামহিম শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ মুস্তোফি, পিতার নাম ৺বিশ্বনাথ মুস্তোফি, জাতি কায়স্থ, সাং বৈকুণ্ঠপুর, পরগনা রামগড়, থানা হরিপুর, জেলা হুগলি, জমীদার মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীকৃষ্ণহরি দে, পিতা শ্রীরামহরি দে, জাতি কায়স্থ, পেশা চাকুরী,

সাং নন্দপুর, পরগণা রামগড়, থানা মনোহরপুর, জেলা হুগলি, কবুলতী পত্র-মিদং কার্য্যঞ্চাগে,—মহাশয়ের জমীদারী ডিষ্ট্রীক্ট হুগলি, পরগনে রাধাপুরের অন্তঃপাতী ও থানা ডুমুরদহের অধীন ডিহি লক্ষীবাটী মায় মৌজায়াতের আদায় তহসীল কারণ আমার প্রার্থনা মতে মাসিক ২০৲ টাকা বেতনে আমাকে তহসীলদারী কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঐকর্ম্ম স্বীকার করিয়া এই কবুলতী লিখিয়া দিতেছি যে সর্ব্বদা ডিহি মজকুরে উপস্থিত থাকিয়া প্রজা-গণকে সন্তোষ রাখিয়া আপন ভারের কর্ম্ম কার্য্য প্রকৃতরূপে যথাধর্ম্মে নির্ব্বাহ করিব। ডিহি মজকুরের সর্ব্বপ্রকার করপ্রদগণের নিকট হইতে যখন যত টাকা আদায় করিব তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ তাহার চেক দাখিলা দিব, বিনা চেক দাখিলা কাহারও স্থানে কড়া কপর্দ্দক লইব না, এবং মাসে মাসে আদায়ী টাকার সেহার নকল ও মোট আয় ব্যয় স্থিতির জমা খরচ আগামী প্রত্যেক মাহার ৬ই তারিখের মধ্যে মহাশয়ের সদর সেরেস্তায় দাখিল করিব, ও বাকী আদায় উসুল সম্বন্ধে ও মাস্কাবারী ও সালতামামী জমা খরচ ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল ফারম্ ও নিয়ম প্রকাশ করিবেন, তদনুসারে কর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহ করিব। খাস খামার প্রভৃতির জমী ও বাগিচা ইত্যাদি যাহাতে জমাবিলি হয় তাহা করিব। অবশিষ্ট যাহা বিলি না হইবেক তাহা ভাগ ঠিকা বিলির দ্বারা জমার সংস্থান করিব, এবং ঐ বিষয়ের কাগজাৎ সন সন সরকারে দাখিল করিব। নাতান প্রজাগণের জমির ফসল সকল বিশেষ সতর্কতার সহিত গ্রামের সরকারী খামারে উঠাইয়া খাজানার টাকার সংস্থান করিয়া দিব, এবং তহবিলের টাকা কাহাকেও হাওলাত দিব না। সন আখিরিতে মহাশয়ের সদর সেরেস্তায় উপস্থিত হইয়া আদায় উসুলী টাকার যেরূপ নিকাশ লইবার অভিপ্রায় করিবেন তদনু-সারে নিকাশ দিব ও জমাওয়াশিল বাকী প্রভৃতি লওয়াজিমা কাগজাৎ প্রস্তুত পূর্ব্বক সরকারে দাখিল করিব। মাস মাস যখন যত টাকা আদায় করিব তৎ-ক্ষণাৎ ঐ টাকা বিশেষ সাবধানের সহিত মহাশয়ের সদর কাছারীতে চালা-নাদি সহ দাখিল করিব ও তাহার দাখিলা লইব, বিনা দাখিলা টাকা আদায় বা

সনন্দ ও আমলনামা প্রভৃতি কাগজে জমীদারকে যে দস্তখত করিতে হয় তাহা লিপির শিরোভাগের মধ্যস্থলে বক্রভাবে লিখিবার নিয়ম। এক্ষণে কানে দস্তখৎ করিবার প্রথা হইয়াছে।

ক্ষতি খেসারৎ ইত্যাদির কোন আপত্তি করিব না। ডিহির মৌজায়াতে কোন বদমাইস লোককে স্থান দিব না এবং কোন অসৎ কার্য্য হইলে তাহা যোগ্য আদালতে এত্তেলা দিব। রাজকীয় পল্টন্ যাতায়াতের রসদ আবশ্যক মত সরবরাহ করিব ও তাহার উচিত মূল্য তাহাদিগের স্থানে লইব, সরকারে মজুরার প্রার্থী হইব না। সে পক্ষে আমার অসাবধানতায় যে কিছু জরিমানা হইবেক তাহা আমি নিজে আদায় দিব। গ্রামের সীমানা সরহদ্দ সাবেক দস্তুর মত বজায় রাখিয়া কর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহ করিব। চলিত আইন দস্তুরের বিরুদ্ধে ও কবুলতির নিয়ম বহির্ভূত কোন কর্ম্ম করিব না এবং কায়েমী পাট্টাদি কাহাকেও দিব না। এতদর্থে আপন ইচ্ছায় ও স্থিরচিত্তে কবুলতী লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী——

* লেখক—

শ্রীগিরিশচন্দ্র দত্ত। শ্রীহলধর সর্দ্দার।
সাং পাহাড়পুর। সাং বিষ্‌পাড়া।

প্রকারান্তর জামিনী কবুলতী।

মহামহিম শ্রীযুত ত্রিলোচন সিংহ রায়, পিতার নাম ৺মহাদেব সিংহ রায় মহাশয়, সাং আনন্দনগর, পরগণে মণ্ডলহাট, সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন কোলা, জেলা নদীয়া, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীহেমন্তকুমার বসু, পিতার নাম ৺সুরেশ্বর বসু, জাতি কায়স্থ, সাং নাটাগাছি, পরগণে অম্বিকা, সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন মেহেরপুর, ডিষ্ট্রীক্ট বর্দ্ধমান। জামিনী কবুলতী পত্রমিদং সন ১৩১৩ তেরশত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট যশোহর, সবডিভিজন রসুলপুর, পরগনে নাজিরাবাদ ওগয়রহর হিস্যা সাড়ে বার আনির জমীদারানের জমীদারী মোতালক্ তকসীম তালুক জোয়ার পানিহাটীর অন্তর্গত নিজ পানিহাটী ও

* দলীল লেখকের নাম সাক্ষ্য শ্রেণীতে থাকা আবশ্যক। যে সকল সাক্ষিরা লিখিতে জানেনা তাহাদিগের নামের পার্শ্বে তাহাদিগের দ্বারা ঢেরা কি অঙ্গুলি চিহ্নাদি করিয়া লওয়ার নিয়ম আছে।

কিশমৎ মায়াপুর ও কিশমৎ হালেড়া ও কিশমৎ বাবুহাটী ও কিশমৎ সুন্দরপুর ও কিশমৎ নারায়ণপুর ও কিশমৎ হরিপুর ও চর সুন্দরপুর ও চর হরিপুর ও নবাব খাঁ মুদাফতী খরীদা তালুক ওগয়রহ মহাশয়ের কণ্ট্রাক্ট বন্দোবস্তী মহল। ঐ মহলের আদায় তহসীল কারণ পূর্ব্বতন নায়েব শ্রীযুত হরিদাস চক্রবর্ত্তীর পরিবর্ত্তে আমার প্রার্থনামতে মাসিক ২৫৲ টাকা বেতনে আমাকে বর্ত্তমান সন ১৩১৩ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠ হইতে নায়েব তহসীলদারী কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি ঐ ইস্তক উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়া রীতি মত কর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি। আমার জামিনী আদি লিখিত পঠিত হয় নাই। সেমতে সম্প্রতি জামিনির মাতব্বরীতে নিজ সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিয়া মবলগে নয়শত টাকা পরিমাণে এই কবুলতী লিখিয়া দিতেছি ও অঙ্গীকার করিতেছি যে উপরিউক্ত মহলে সতত উপস্থিত থাকিয়া প্রজাগণকে সন্তোষ ও সম্মত রাখিয়া আপন ভারের কর্ম্ম কার্য্য যথাধর্ম্মে ও সুনিয়মে নির্ব্বাহ করিব। উক্ত মহলের প্রজাগণের ও হাওলাদার ও মোকররীদার ও ওসৎ তালুকদারগণের স্থানে যখন যে টাকা আদায় করিব তৎক্ষণাৎ তাহার চেক্ দাখিলা দিব এবং চেকের মুড়িতে প্রজার স্থানে রসীদ লইব ও সন আখিরীতে কি মাসে মাসে ঐ চেক্ মুড়ি নিকাসী কাগজাতের সহিত সরকারে দাখিল করিব। বিনা চেক্ দাখিলা কাহারও স্থানে কোন টাকা লইব না। দৈনিক কি সাপ্তাহিক আদায়ী টাকার আয় ব্যয়ের সেহার নকল ও প্রতিমাসে মাস্কাবার মহাশয়ের সরকারে দাখিল করিব। মহলের পূর্ব্ব নায়েব তহসীলদারেরা যে পরিমাণ আদায় তহসীল করিয়া ইরশাল করিত তদপেক্ষা যাহাতে অধিক টাকা আদায় ও ইরশাল হয় তাহার তদ্বীর করিব ও হাল বকেয়া খাজানা কড়া কপর্দ্দক বাকী থাকিতে দিব না। মহলে যে সকল পতিত ও পলাতক ও খাস খামার আদি জমী ও বৃক্ষাদি আছে তাহা পত্তন ও আবাদ সূত্রে যাহাতে স্থিত জমার অঙ্কে বৃদ্ধি হয় তাহা করিব। মহলে সন ১৩১১ তেরশত এগার সাল নাগাইদ তালুকদারের যে সকল বকেয়া খাজানা বাকী আছে তাহা আদায় করিব ও তাহার আলাহিদা সেহা ও হিসাব রাখিব। যদি কোন প্রজা এককালীন ঐ বকেয়া বাকী আদায় করিতে অশক্ত হয় তবে মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে ঐ প্রজার বকেয়া বাকী কিস্তিবন্দী সুরত্ আদায় করিয়া

লইব এবং যে প্রজা হাল কি বকেয়া খাজানা সহজে আদায় না করিবেক তাহার নামে রীতিমত নালিশ জারি করাইয়া দিয়া হাল বকেয়া বাকী আদায় করিব। মহলের প্রজাগণের মাস তলবের কিস্তির খাজানা হিসাব করিয়া প্রত্যেক প্রজার বাকীর হিসাবে অর্থাৎ কড়চার কাগজে মাস কিস্তী ক্রমে জমাশুজস্তার পত্তন করিব এবং তলব মত টাকা অনাদায়ে তাহার কীস্তি-খেলাপী সুদ কড়চায় বার আনিয়া সুদ সমেত বাকী টাকা প্রজার স্থানে আদায় করিব এবং সন আখিরীতে ঐ হিসাবে নিজে উশুলের নীচে মবলগ্‌বন্দী দস্তখত ও উশুল বাদে বাকীর নীচে সেই প্রজার মবলগ্‌বন্দী দস্তখত করাইয়া লইব। ডাক্ পাইকের বেতন ও রোডসেস্ ও পবলিক সেস্ ও অন্যান্য বিষয়ে যে চারানী ভাঙ্গানীর প্রথা আছে সেই প্রথা মত ভাঙ্গানী করিয়া লইব ও সেলামী আদি দস্তর মত জমা দিব। কোন বিষয় সরকারে গোপন রাখিব না। মফঃস্বলের ব্যয়াদি বিষয়ে যে বন্ধানী ফর্দ্দ ও লিষ্টি করিয়া দিলেন তাহার বহির্ভূত কোন খরচ করিব না, করিলে মজুরা পাইব না। তবে মামেলা মোকদ্দমাদি সম্বন্ধে কখন কোন বেশী খরচ উপস্থিত হইলে সরকার হইতে অনুমতি লইয়া করিব। কোন আবশ্যকীয় খরচ, যাহার আদেশ লইবার কাল সাবকাশ না থাকিবে, খরচ করিয়া পরে অনুমতি লইব। আদায়ী টাকা হইতে মহলের সদর মালগুজারীর টাকা জমীদারানের সরকারে ও চরের খাজানা কালেক্টরীতে রীতিমত চালান ও ইরশাল করিয়া তাহার দাখিলা ও রসীদ রীতিমত লইব। খরচ বাদ একশত টাকা তহবীলে মৌজুদ হইলে নোট করিয়া ইন্‌শিওর মতে রেজেষ্টরী ডাক যোগে কিম্বা পোষ্টাল মনি অর্ডারে মহাশয় বরাবর আনন্দনগরের বাটীতে ইরশাল করিব। এক শত টাকার অধিক কখন তহবীলে মৌজুদ রাখিব না এবং তহবীলের টাকা কাহাকেও কর্জ্জ দিব না। তহবীলের মৌজুদ টাকা কাছারীতে বিশেষ সাবধানে রাখিব এবং সদর খাজানার টাকা অতি সতর্কতার সহিত চালান দিব। আমার অসাবধানে কি কোন গতিকে কোন টাকা ক্ষতি হইলে তাহার দায়ী আমি হইব। সন আখিরীতে নিকাশী কাগজ রীতি ও দস্তর মত ও অনুমতি অনুসারে প্রস্তুত করিয়া দিব এবং নিকাশী যোগাড়ি কাগজাৎ যেমত চাহিবেন

সেই মত দাখিল করিব। তাহাতে যে কোন অন্যায্য খরচ আদি বাজেয়াপ্ত করিবেন তাহা বিনা ওজর আমলে আনিব। মহলে পূর্ব্ব২ তহসীলদারদিগের আমলের আদায় উশুলের তুমারের ভার আমার প্রতি অর্পণ করিলেন। আগামী চৈত্র মাস মধ্যে তুমার করিয়া ঐ তুমারের কাগজাৎ সরকারে পাঠাইয়া দিব। মহলে কোন অসৎ কার্য্য হইলে যোগ্য আদালতে তাহার এত্তেলা দিব। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত, পুলীশ কালেক্টরী ইত্যাদি কাছারী হায় মোতাল্লক হইতে যখন যে কোন হুকুম, তালুকদার কি কণ্ট্রাক্টদার মহাশয়ের নামে প্রকাশ হইবেক তাহার তামিল্ ও জওয়াবদিহি আমি করিব। আমার অসাবধানতায় কোন জরিমানা ও দণ্ড আদি হইলে তাহা আমি নিজ আদায়ে আদায় দিব। মহলের সীমানা সরহদ্দ সাবেক দস্তুর মত বজায় রাখিব। যে সকল সীমানা বেদখল আছে তাহা দখলে আনিবার উচিত তদ্বীর করিব। মহল জরীপ করিবার ভার আমার প্রতি হইলে যথাধর্ম্মে জরীপী কার্য্য সমাধা করিব। নিজে ভিন্ন অন্য কাহাকেও জরীপী কার্য্যের ভার দিব না। যদি জরীপী সম্বন্ধে পরতলে কোন জমী আদি ছাট কি অন্য কোন বিষয়ে আমার কোন তঞ্চকতা প্রকাশ পায়, অথবা সন আখিরীতে কি বরতরফ ক্রমে নিকাশী কাগজাদি না দিয়া অনুপস্থিত হই, কি কোন রকমে টাকা তহবিল তছরূপ কি অন্য রকমে ক্ষতি করি, তবে চলিত আইন অনুসারে আমার নামে নালিশ করিয়া ঐ সকল কাগজ ও তহবিলাদি আদায় করিয়া লইবেন। আমার কর্ত্তব্য কার্য্যের মাতব্বরী জন্য জেলা বর্দ্ধমান, পরগণে অম্বিকা, থানা মেহেরপুর, মৌজে নাটাগাছি গ্রামের মধ্যস্থিত, ৺দীনবন্ধু ঘোষের ভদ্রাসন বাটির উত্তর, ঐ ঘোষের আম্র বাগিচার পশ্চিম, সরকারী রাস্তার পূর্ব্ব, ভুবনমোহন মিত্রের ভদ্রাসন বাটীর দক্ষিণ, এই চৌহদ্দি স্থিত নিষ্কর জমী আন্দাজি ২/ দুই বিঘা ও তদুপরিস্থিত আমার নিজ ভদ্রাসন দ্বিতল বাটী মায় চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর ও উহার মধ্যস্থিত নারিকেল কাঁঠাল ও আম্র আদি বৃক্ষ এবং খিড়কী পুষ্করিণী, এবং ৺শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়ের আম্র বাগিচার উত্তর, কালিদাস রায়ের খরীদা আম্র বাগিচার পূর্ব্ব, ভুবনমোহন মিত্রের আম্র বাগিচার পশ্চিম, ৺ মহেশচন্দ্র ঘটকদিগের আম্রবাগিচার দক্ষিণ, এই চৌহদ্দিস্থিত আমার মহত্রাণ আম্র বাগিচা

তিন বিঘা মায় তাল ও তেঁতুল বৃক্ষের বেড় এই সকল জায়দাদ জামিনী স্বরূপ আবদ্ধ রাখিলাম। যাবৎ আমি আপন নিয়োগ কালের কাগজ পত্র ও হিসাব নিকাশ ও জিম্মার টাকা ও বিষয় বস্তু বুঝাইয়া দিয়া অবসর ও অব্যাহতি না পাইব তাবৎ জামিনির আবদ্ধীয় জায়দাদ্ দান, বিক্রয় ও কম জমায় বন্দোবস্ত আদি সূত্রে কোন রকমে হস্তান্তর করিতে পারিব না। যদি করি তাহা আদালতে গ্রাহ্য হইবেক না। মহল সম্বন্ধে কোন প্রকার ক্ষতি করিলে, কি দেনা হইলে, কিম্বা কাগজ আদি বুঝাইয়া না দিলে, নালীশ মতে আমার আবদ্ধীয় জায়দাদ্ সকল বিক্রয় করিয়া ঐ পাওনা টাকা ও কাগজাদি আদায় করিয়া লইবেন। যদি আবদ্ধীয় জায়দাদে তত্তাবৎ কুলান না হয়, আমার স্বনামী, বেনামী ও অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর বিষয় বস্তু যাহা বর্ত্তমানে আছে ও ভবিষ্যতে হইবেক, তাহা বিক্রয় মতে এবং আমার জাত অর্থাৎ শরীর হইতে আদায় করিয়া লইবেন। তাহাতে আমি কি আমার ওয়ারিশান্ কোন আপত্তি করি কি করে সে বাতিল ও নামঞ্জুর। এতদর্থে সুস্থ শরীরে ও স্থির চিত্তে জামিনী কবুলতী পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩১৩ সাল। তারিখ ১১ই আশ্বিন।

লেখক ইসাদী—
স্বয়ং শ্রীহেমন্তকুমার বসু।
সাং——

কবুলতী নায়েব।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু প্রিয়নাথ রায়, পিতা শ্রীযুত গোপীনাথ রায় মহাশয়, জাতি বৈদ্য, সাং বৈদ্যবাটী, পরগনে বেজপাড়া, থানা কুশলপুর, জেলা বাখরগঞ্জ, ইজারদার মহাশয় বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীশ্যামসেবক সিংহ, পিতার নাম ৺সহায়রাম সিংহ, জাতি কায়স্থ, পেশা চাকুরি, সাং বালি, পরগনে বেলে, থানা বলাগড়, জেলা হুগলি—কবুলতী পত্র মিদং সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—মহাশয়ের ইজারা মহল জেলা ভাগলপুরের মোতালক্ পরগনে উজ্জ্বলভূমের অন্তঃপাতী ও থানা শ্রীখণ্ডের অধীন লাট মনোহর বাটীর নেয়াবতী কর্ম্মে মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনে আমাকে বিগত ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ সাল হইতে নিযুক্ত

করিয়াছেন। রীতিমত আমার জামিনী কবলতী না থাকায় সম্প্রতি জেলা হুগলি, কনকগড় পরগণার সামিল ও থানা বেলঘড়িয়ার অধীন বসন্তপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস মহাশয় আমার মাল ও হাজির জামিন হইয়া জামিনীনামা দস্তুর মত আলাহিদা লিখিয়া দাখিল করিলেন। আমিও স্বেচ্ছা পূর্ব্বক এই কবুলতী লিখিয়া দিতেছি যে মহল মজকুরে সতত উপস্থিত থাকিয়া অধীন আমলা ও গোমাস্তা ও প্রজাগণকে সন্তোষ ও সম্মত রাখিয়া সকল কর্ম্ম বিশ্বস্তরূপে যথাধর্ম্মে নির্ব্বাহ করিব। মহলের প্রজা ও গোমাস্তাগণের স্থানে যখন যে টাকা আদায় করিব তৎক্ষণাৎ তাহার রসীদ ও চেক দাখিলা দিব, বিনা দাখিলা কাহারও স্থানে কোন টাকা লইব না এবং ঐ চেক দাখিলা নম্বরওয়ারী নিয়মমতে দিব। মাস মাস আদায়ী টাকার সেহার নকল ও মাস্কাবার মহাশয়ের সরকারে দাখিল করিব। মহল মজকুরে যে সমস্ত পতিত ও খাস খামারের জমী আছে তাহা পত্তন দ্বারা যাহাতে সন সন স্থিত জমার অঙ্কে বৃদ্ধি হয় তাহা করিব। মহল মজকুরে বাকী বকেয়া রাখিব না ও রাখিতে দিব না। অন্য অন্য বাব্ সববে সরকারের যে পাওনা, তাহা গতসন সুচারু মত আদায় ও সংস্থান করিতে পারি নাই। বর্ত্তমান সনে তাহার সুংস্থান করিয়া মুনাফা বৃদ্ধি করিয়া দিব। খাস খামারী বৃক্ষ ইত্যাদির ফলকর জমা ও বিবাহাদির সেলামী ও খুঁটাগাড়ী ইত্যাদির বাজে জমা যাহা হইবেক তাহা সরকারে ছাপাইবনা। খরচ খরচা বাদ শতাবধি টাকার উপর তহবীলে মৌজুদ হইলে ব্যাঙ্কনোট বা হুণ্ডী কি মনিঅর্ডার করিয়া ডাকযোগে কিম্বা সতর্কতা মতে লোক দ্বারা মহাশয় বরাবর ইরসাল করিব। তহবীলের টাকা কাহাকে কর্জ্জ দিব না। এবং কাহারও স্থানে কর্জ্জ করা জানাইয়া সুদ খরচ লিখিব না। সন আখিরীতে নিকাশী কাগজাৎ রীতি দস্তুর মতে আজ্ঞানুযায়ী প্রস্তুত করিয়া দিব এবং নিকাশের যোগাড়ী কাগজাৎ যেমত চাহি তাহা দাখিল করিব। লাট মজকুরে কোন অসৎ কার্য্য হইলে তাহা যোগ্য আদালতে এত্তেলা দিব এবং পল্টন্ ইত্যাদির রসদ আবশ্যক মতে সরবরাহ করিব ও তাহার উচিত মূল্য তাহাদিগের স্থানে লইব, সরকারে মজুরার প্রার্থী হইব না। দেওয়ানী ফৌজদারী, কালেকটরী পুলীশ ইত্যাদি আদালত ও কাছারী হায় হইতে যখন যে কোন হুকুম মহাশয়ের নামে প্রকাশ হইবেক তাহার

তামিল ও জওয়াবদিহী আমি করিব। আমার অনবধানে কোন·জরিমানা আদি হইলে তাহা আমি নিজ আদায়ে আদায় করিব। মহলের সীমানা সরহদ্দ সাবেক দস্তুর মত বজায় রাখিব। যে সকল সীমানা বেদখল আছে তাহা দখলে আনিবার উচিত তদ্বীর করিব। মহল মজকুরের সদর মাল-গুজারীর টাকা ও সরঞ্জামি ইত্যাদি আখেরাজাতের নির্দ্ধারণ করিয়া যে এক লিষ্টি আমাকে দিলেন ও আমার স্থানে লিখাইয়া লইলেন, তাহার বহির্ভূত কোন খরচ করিব না। তবে অনিয়ম মামেলা মোকদ্দমাদির যে খরচ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইবেক তাহা অনুমতি লইয়া করিব। আইন দস্তুর ও উপরিউক্ত নিয়ম বহির্ভূত ও ধর্ম্মবহিষ্কৃত কোন কার্য্য করিব না, যদি করি তবে আমি ও আমার উত্তরাধিকারিগণ তাহার ক্ষতিপূরণের দায়ী হইব ও হইবেক। এতদর্থে আপন ইচ্ছায়, সুস্থ শরীরে, ও স্থিরচিত্তে কবুলতী পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ

ইসাদী।*

কবুলতী পেস্কার।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু প্রসন্নচন্দ্র আঢ্য, পিতা অমুক, জাতি অমুক, সাং অমুক, পরগনা অমুক, থানা অমুক, ডিষ্ট্রীক্ট অমুক, জমীদার মহাশয় বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীবংশীবদন ঘোষ, পিতার নাম ৺ চন্দ্রবদন ঘোষ, জাতি গোপ, পেশা চাকুরী, সাং ঘোষপাড়া, পরগণে ঘোষড়া, থানা আরামপুর, জেলা নদীয়া—কবুলতি পত্রমিদং সন ১৩১৩ তেরশত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—মহাশয়ের যাবতীয় জমিদারী ও তালুকাদি এলাকাতের সদর কাছারী মোং সন্তোষনগরের পেস্কারী কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে জেলা নদীয়া, রাজপুর পরগণার সামীল ও থানা শিবাদহর অধীন উত্তরবাটী নিবাসী শ্রীযুত তত্ত্বানন্দ গোস্বামীর মাল ও হাজির জামিনির মাতব্বরীতে আমার প্রার্থনামতে মাসিক ২০৲ টাকা

* ইসাদী লিখিয়া তাহার নীচে সাক্ষীদিগের নাম দস্তখত হয়। প্রত্যেক লেখাপড়ায় সাক্ষীদিগের নাম না দিয়া কেবল ইসাদী লিখিত হইল। অনেক লেখা পড়ায় বিশেষ জমীদারের দেয় সনন্দ আদির নীচে সাক্ষীর নাম থাকে না সেমতে তত্তৎস্থানে ইসাদীও লেখা নাই।

বেতনে আমাকে পেস্কারী কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। আমিও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত কর্ম্ম স্বীকার করিয়া কবুলতী লিখিয়া দিতেছি যে, উক্ত সেরেস্তার সমস্ত লিখন পঠনাদি কর্ম্মকার্য্য যথা নিয়মে ও সাবধানে সমাধা করিব ও তৎসম্বন্ধীয় যে সকল কাগজাৎ আমার জিম্মায় থাকিবেক তাহা সাবধানে রাখিব। হারায় কি নষ্ট হয় তাহার নিসা আমি করিব। ঐ কাগজাতের কোন নকল কাহাকে দিলে যাহাতে মহাশয়ের হানি ও ক্ষতির সম্ভব, এরূপ কার্য্য করিব না। সতত কাছারীতে উপস্থিত থাকিয়া সেরেস্তার কাগজ পত্র রীতিমত প্রস্তুত রাখিব ও তলব মতে দর্শাইব এবং প্রয়োজন মতে যখন যে কোন কাগজ তৈয়ার করিয়া দিতে অনুমতি হইবেক তৎক্ষণাৎ তৈয়ার করিয়া দিব। এত্তেলা যোগ্য কর্ম্ম সমস্ত এত্তেলা না দিয়া করিব না। আবশ্যক মতে জেলাজাতে কোন মামেলার তদ্‌বীর কি মফঃস্বলে কোন তদারক বা তহসীলাদি বিষয়ে যখন যে ভারার্পণ করিবেন, তদ্দণ্ডে তাহা সম্পাদন করিব, এবং তদ্বিষয়ক আয় ব্যয়ের হিসাবী ফর্দ্দ ও তদারকী কাগজাৎ প্রকৃতার্থ রূপে সরকারে দাখিল করিব। তদ্দৃষ্টে যাহা বাহাল বাজেয়াপ্ত করিবেন, বিনা ওজর আমলে আনিব। এতদর্থে স্থির চিত্তে কবুলতী পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

কবুলতী খাজাঞ্চী।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু কুমুদ নায়ক মল্লিক, পিতা ৺কমলা কান্ত মল্লিক মহাশয়, জাতি কায়স্থ, সাং কমলাপুর, পঃ মধুবাটী, থানা শ্রীরামপুর, জেলা যশহর,

জমিদার মহাশয় বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীশশধর সান্ন্যাল, পিতার নাম ৺ধরণীধর সান্ন্যাল, জাতি ব্রাহ্মণ, পেশা চাকুরি, সাং প্রফুল্লবাটী, পঃ চন্দননগর, থানা কামগড়, জেলা ময়মনসিংহ —কবুলতী পত্রমিদং সন ১৩১৩ তেরশত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে— মহাশয়ের জমীদারী আদি এলাকাতের সদর কাছারী মোকাম কমলাপুরের খাজাঞ্চীগিরী কর্ম্ম খালি হওয়ায় আমার প্রার্থনা মতে জেলা বাখরগঞ্জ, থানা

হরিহর ধামের অন্তর্গত কান্তিগড় পরগনার তুষ্টিপুর সাকিমের শ্রীযুত চীন্ময় চৈতাল মহাশয়ের মাল ও হাজির, জামিনির মাতব্বরীতে মাসিক ২০৲ টাকা বেতনে আমাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করিলেন। আমিও স্বেচ্ছাধীন উক্ত কর্ম্ম স্বীকার করিয়া এই কবুলতী লিখিয়া দিতেছি ও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, উপরি উক্ত তোষণ নগরের কাছারিতে সতত উপস্থিত থাকিয়া আপন ভারের কর্ম্ম কার্য্য যথা নিয়মে ও সাবধানে সমাধা করিব। যখন যে কোন স্থান হইতে যে কোন টাকা ট্রিপ্লিকেট চালান সম্বলিত আমদানী হইবেক, ঐ টাকা তৎক্ষণাৎ জমা করিব, এবং এক কেতা চালান্ জমা দফ্‌তরে, ও অন্য কেতা হজুর বরাবর দিব, অপর এক কেতা আপন সেরেস্তায় রাখিব এবং তাহার চেক্ দাখিলা নম্বরওয়ারী ক্রমে আপন দস্তখত্ ও মবলগ্‌বন্দী যুক্তে দেওয়ান্‌জীর নিসানী মতে দিব। তহবীলের টাকা হইতে নিয়মিত বরাওর্দ্দী সেওয়ায়, হজুরের অথবা হজুরের অনুপস্থিত কালে দেওয়ান্‌জীর সহী নিসানী ভাউচার ব্যতিরেকে কোন খরচ করিব না, যদি করি মজুরা পাইব না। প্রাত্যহিক যে সকল আমদানি ও খরচ হইবেক, তাহার জমাখরচ করিয়া তহবীল মিলাইয়া, কৈফিয়তে, প্রধান কর্ম্মচারী মহাশয়ের মবলগ্‌বন্দী ও হজুরের নিসানী করাইয়া লইব। তহবীলের টাকা হইতে কাহাকে কড়া কপর্দ্দক কর্জ্জ দিবনা কিম্বা নিজে খরচ করিব না। যে দণ্ডে তহবীল জানিতে ও বুঝিতে ইচ্ছা করিবেন, তৎক্ষণাৎ বুঝাইয়া দিব। যদি কোন রকমে তহবীলের টাকা বিনা হুকুম খরচ করি, কি কাহাকে কর্জ্জ দেই, কি কোন রকমে লোকসান করি, আইনানুযায়ী দণ্ডনীয় হইব। খাজানাখানায় আমার জিম্মায় যে টাকা থাকিবেক তাহা লোহার সিন্দুকে সযত্নে রাখিব। ঐ সিন্দুকের চাবি আমার নিকট থাকিবেক। খাজানাখানার ঘরে দুই কুলুপ লাগাইয়া তাহার এক চাবি আমার নিকট এবং অপর কুলুপের চাবি দ্বারবানের নিকট রাখিব। আমার তহবীলে পাঁচ হাজার টাকার অধিক মৌজুদ্ হইলে, ঐ অধিক সংখ্যক টাকা এত্তেলার দ্বারা হজুরী মালখানায় দাখিল করিয়া দিব। পাঁচ হাজারের উর্দ্ধ টাকা খাজানাখানায় রাখিব না। মালখানায় যে টাকা দাখিল করিব, সে টাকার জেকের রোকড়ের কৈফিয়তে মৌজুদ অঙ্কে জায় দিয়া লিখিয়া তাহাতে এবং

আলাহিদা রসীদ-বহিতে মহাশয়ের হস্তাক্ষরী মবলগ্‌বন্দী ও দেওয়ান্‌জীর নিসানী করিয়া লইব। আর আবশ্যক অনুসারে যখন যে টাকা মালখানা হইতে লইতে হইবেক তাহা হজুরী রসীদ্‌-বহিতে দস্তখৎ করিয়া দিয়া লইব। মাস মাস আমানত জমা ও হাওলাত আদায় জমা ও আমানত শোধ খরচ ও হাওলাৎ দাদন খরচের হিসাব মিটাইয়া রাখিব, যখন মহাশয় দৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিবেন, দর্শাইব। দিন দিন যে আয় ব্যয় হইবেক, তাহা রোকড় অনুসারে প্রাত্যহিক মেোট খতিয়ানে খতিয়ান করিব এবং ষষ্‌মাহী, সালতামামীতে রীতিমত নিকাশী কাগজাৎ প্রস্তুত করিয়া দাখিল করিব। এতদর্থে স্বেচ্ছামতে, সুস্থ শরীরে ও স্থির চিত্তে কবুলতী পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

কবুলতী কারকুন।

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু অনাথনাথ মল্লিক, পিতা অমুক, জাতি অমুক, সাং অমুক, পঃ অমুক, থানা অমুক, জেলা অমুক, জমীদার মহাশয় বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীকৃষ্ণকমল দত্ত, পিতার নাম অমুক, জাতি অমুক, পেশা অমুক, সাং অমুক, পঃ অমুক, থানা অমুক, জেলা অমুক।—কবুলতী পত্রমিদং সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—মহাশয়ের জমীদারী জেলা ত্রিপুরার অধীন পরগনে মনোহরপুরের সদর কাছারির কারকুন দফ্‌তরের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে ডিষ্ট্রীক্ট বাখরগঞ্জের মোতালক গোলকভূম পরগনার সামিল ও থানা গাল্‌শীর অধীন রামনগর নিবাসী শ্রীযুত বিদ্যাবল্লভ ভট্টাচার্য্যের মাল ও হাজির জামিনির মাতব্বরীতে আমার প্রার্থনা মতে মাসিক ২৫৲ টাকা বেতনে আমাকে কারকুনী পদে নিযুক্ত করিলেন। আমিও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত কর্ম্ম স্বীকার করিয়া কবুলতী লিখিয়া দিতেছি যে, সদর মফঃস্বল আদায় উশুলী আয় ব্যয়ের লওয়াজিমা কাগজ পত্র যথা রীতি সন সন প্রস্তুত করিয়া রাখিব ও মাস মাস, কিস্তি কিস্তি, মহল সমূহের বাকীর অবধারণ করিয়া তৌজি সদর নায়েবের নিকট দর্শাইব এবং উঠিৎ পতিৎ

মহলের খাস খামারাদির নিকাশ ও তৎপক্ষে যে সকল কাগজ পত্র প্রস্তুত করণের আবশ্যক, দস্তুর মত প্রস্তুত করিয়া সদর নায়েবের নিকট এত্তেলা দিব ও সন আখিরিতে সদর নায়েবের উপদেশ মতে ও রীতি নির্ণয় অনুযায়ী তহসীলদারান্ ও গোমাস্তাগণ প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণের আখিরী নিকাশ বিনা তঞ্চক লইব। নিকাশ লওন সম্বন্ধে আমার তঞ্চকতা বা প্রতারণা ক্রমে সরকারের ক্ষতি খেসারৎ হইলে ঐ ক্ষতি আমি নিজ আদায়ে আদায় দিব। পরগনা মোতালকের ও মফঃস্বল গ্রাম সমূহের জমা ওয়াসীল বাকী আদি লওয়াজিমা কাগজাৎ যাহা আমার জিম্মায় থাকিবেক, রীতিমত সাবধানে শ্রেণীবদ্ধ ও শৃঙ্খলাক্রমে গড়াবন্দী করিয়া রাখিব, যখন যে কাগজ তলব করিবেন ও প্রস্তুত করিয়া দিতে কহিবেন তৎক্ষণাৎ দর্শাইব ও প্রস্তুত করিয়া দিব। মফঃস্বল কোন মহলের তহসীলের সাহায্যার্থে বা তদারকে বা জেলাজাতের কোন মোকদ্দমার তদ্বীর হেতু নিযুক্ত হইলে যথার্থ ভাবে সে সমস্ত কার্য্য করিব। উক্ত কার্য্যাদি উপলক্ষে যে টাকা আমার জিম্মায় থাকিবেক ও খরচ হইবেক তাহার জমা খরচ বুঝাইয়া দিব। সে সূত্রে কোন ক্ষতি হওয়া প্রকাশ হইলে সে টাকা তৎক্ষণাৎ দিব। পরগনা সংক্রান্ত নিযুক্ত তহসীলদার ও গোমাস্তা ও মোক্তারগণের স্থান হইতে আয় ব্যয় স্থিতের মাস্‌কাবার মাস মাস পৌঁছিলে, বাহাল বাজেয়াপ্ত মতে যে কাগজ প্রস্তুত করিতে হইবেক তাহা প্রস্তুত করিয়া, এবং সদর মালগুজারী কিস্তি বকিস্তি যাহা দিতে হয় তাহার বাকীর হিসাব করিয়া সদর নায়েবের নিকট দাখিল করিব। উপরিউক্ত সমস্ত কার্য্যসাধনে বা আমার কর্ত্তব্য কার্য্যের অন্যথাচরণে কোন গতিকে অসাবধানতা কিম্বা তঞ্চকতা ও হিসাব ভুল মতে সরকারের যে কিছু ক্ষতি হইবেক তাহা বিনা ওজর আদায় করিব। সেরেস্তার রীতি দস্তুর এবং কবুলতির নিয়ম বহির্ভূত কোন কর্ম্ম করিব না। এতদর্থে স্থির চিত্তে কবুলতী পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

কবুলতী মহাফেজ।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু ইন্দ্রনারায়ণ দাঁ, পিতা শ্রীযুত নরনারায়ণ দাঁ মহাশয়, সাং অমরনগর, পঃ গোলকপুর, থানা পাণ্ডুয়া, ডিঃ হুগলি, জমীদার মহাশয়

বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রী শ্যামচাঁদ কর, পিতার নাম হরিমোহন কর, জাতি কায়স্থ, পেশা চাকুরী, সাং হরিবাটী, পং অম্বিকা, থানা হরধাম, জেলা হুগলি—কবুলতী পত্রমিদং সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সালাব্দে, লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—মহাশয়ের জমীদারী আদি এলাকাতের সদর কাছারী মোকাম অমরনগরের মহাফেজ দফ্‌তরের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে, জেলা হুগলি, থানা ধনিয়াখালির অন্তর্গত গোবিন্দ গড় পরগণার কেশবপাড়া নিবাসী শ্রীযুত তারিণীচরণ তেওয়ারির মাল ও হাজির জামিনির মাতব্বরীতে আমার প্রার্থনামতে মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনে আমাকে মহাফেজী পদে নিযুক্ত করিলেন। আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত কর্ম্ম স্বীকার করিয়া এই কবুলতী লিখিয়া দিতেছি যে, মহাশয়ের জমীদারী আদি সেরেস্তার যে সকল কাগজ অমরধামের রিকার্ড দফ্‌তরে ছিল ও যে সমস্ত কাগজাৎ আমার হাওয়ালা করিলেন, আমি উক্ত সমস্ত কাগজাৎ লাটওয়ারী শৃঙ্খলাক্রমে নূতন ফিরিস্তি দিয়া সিজিল মতে রিকার্ড দফ্‌তরে যথা নিয়মে ও সাবধানে রাখিব। যখন যে কোন কাগজ তলব করিবেন তদ্দণ্ডে দাখিল করিব। ঐ ২ কাগজাৎ ও বর্ত্তমানের ও ভবিষ্যতের যে কোন কাগজ আমার দফ্‌তরখানায় থাকিবেক তাহা কীটাকৃত বা অন্য গতিকে লোকসান হইতে দিব না। যখন যে কোন কাগজ যে কোন স্থানে পাঠাইবার বা কাহাকে দিবার আবশ্যক হইবেক তাহার স্মরণার্থে রসীদাদি সেরেস্তায় রাখিব। আমার সেরেস্তা হইতে কোন কাগজ নষ্ট হইলে তাহার জওয়াবদিহী ও নিসা আমি করিব ও তজ্জন্য সরকারের যে ক্ষতি খেসারৎ হইবেক, তাহার দায়ীক আমি হইব। কোন কাগজের নকল কাহাকে দিলে যাহাতে মহাশয়ের হানি ও ক্ষতির সম্ভব, তাহা কাহাকে দিব না, যদি তাহা দেওয়া প্রমাণ হয় তবে সে জন্য যে বিধান আজ্ঞা করিবেন, আমলে আনিব। ঈশ্বর না করেন, আমাকে যদি এ কর্ম্ম হইতে কস্মিন্‌কালে অবসর হইতে হয় তবে আমার

জিম্মার সমস্ত কাগজাৎ সরকারে বুঝাইয়া দিয়া যাইব। তাহার অন্যথা করিলে রীতিমত আইন জারির দ্বারা যে কোন দাবী দাওয়া আমার প্রতি আনিবেন তাহা কবুলে আনিব। এতদর্থে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ও স্থিরচিত্তে কবুলতী পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

কবুলতী মুন্‌সী।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্র, পিতা ৺ শরচ্চন্দ্র মিত্র মহাশয়, জাতি কায়স্থ, পেশা জমীদারী, সাং আলিপুর, পঃ নন্দগ্রাম, সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন সিংহল, ডিঃ বর্দ্ধমান, জমিদার মহাশয় বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীবিহারীলাল বিশ্বাস, পিতা ৺বিনোদলাল বিশ্বাস, জাতি কায়স্থ, পেশা চাকুরী, সাং নূতননগর, পঃ বোরো, থানা চঞ্চলপুর, জেলা মেদিনীপুর— কবুলতি পত্র মিদং সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে— মহাশয়েয নিজ বাটীর সদর কাছারীর মুন্‌সী দফ্‌তরের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে জেলা বর্দ্ধমান, সবডিভিজন কাল্‌নার অন্তঃপাতি চন্দ্রপুর পরগনার কৃষ্ণগড় নিবাসী শ্রীযুত দক্ষিণেশ্বর সিংহের মাল্‌ ও হাজির জামিনির মাতব্বরীতে আমার প্রার্থনামতে মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে আমাকে মুন্‌সীগিরী পদে নিযুক্ত করিলেন। আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত কর্ম্ম স্বীকার করিয়া কবুলতী লিখিয়া দিতেছি যে, মুন্সীদফ্‌তরের সমস্ত লিখন পঠনাদি কার্য্য যথা নিয়মে ও সাবধানে সমাধা করিব এবং তৎসংক্রান্ত যে সমস্ত কাগজাৎ আমার জিম্মায় থাকিবেক, তাহা সাবধানে রাখিব, হারায় কি লোকসান হয় তাহার নিসা আমি করিব। ঐ সকল কাগজাতের কোন নকল কাহাকে দিলে যদি মহাশয়ের হানি বিবেচিত হয়, তাহা দিব না এবং আমার সেরেস্তা সম্পর্কীয় লিখন পঠনে এমত কোন তঞ্চকাদি লিপি যদ্দারা মহাশয়ের ক্ষতি, খেয়ানৎ ও জওয়াবদিহির কারণ হয়, তাহা কোন মতে করিব না। মফঃস্বল ও অন্যান্য স্থান হইতে যখন যে পত্রাদি আসিবেক তাহা সময়মতে পেশ করিয়া মহাশয়ের অভিপ্রায় অনুসারে প্রত্যুত্তর

লিখিয়া মহাশয়ের নিসান চিহ্ন বা দস্তখত করাইয়া ঐ ঐ স্থানে প্রত্যুত্তরলিপি প্রেরণ করিব। এবং ঐ সকল প্রাপ্ত পত্র শৃঙ্খলামতে ভিন্ন ভিন্ন ফাইলে রাখিব। এবং যে সকল পত্র যে যে স্থানে লিখিব তাহার নম্বরওয়ারী নকল, নকল-বহিতে রাখিব। প্রয়োজন মত তলব করিলে তৎক্ষণাৎ দর্শাইব। জেলাজাতে কোন মামেলার তদ্বীর কিম্বা মফঃস্বল কোন তদারক তদন্ত বা তহসীলাদি যে কোন বিষয়ে যখন যে কোন ভার অর্পণ করিবেন, তদ্দণ্ডে তাহা নির্ব্বাহ করিব এবং তদ্বিষয়ক আয় ব্যয়ের হিসাব ও তদারকী কাগজাৎ সরকারে দাখিল করিব। তদ্দৃষ্টে যাহা বাহাল্ বাজেয়াপ্ত করিবেন বিনা ওজর আমলে আনিব। সরকারের অনুমতি বহির্ভূত কোন কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইব না। এতদর্থে স্থির চিত্তে কবুলতী পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

কবুলতী ডিহির মোহরের।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু অবিনাশচন্দ্র সেন, পিতা ৺ কৈলাশচন্দ্র সেন মহাশয়, জাতি বৈদ্য, পেশা জমীদারী, সাং বেজপাড়া, পং উখড়া, থানা শান্তিপুর, ডিঃ নদীয়া, জমীদার মহাশয় বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীকৃষ্ণকান্ত দে, পিতা ৺ রামকান্ত দে, জাতি সৎগোপ, সাং আহিরিপাড়া, পং গোকুলগ্রাম, থানা কান্তিপুর, জেলা দিনাজপুর—কবুলতী পত্র মিদং সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—মহাশয়ের তালুক লাট রঞ্জন নগরের ডিহির কাছারির মোহরেরগিরী কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে আমার প্রার্থনা মতে আমার স্থানে স্বতন্ত্র জামীন লইয়া মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনে আমাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করিলেন। আমিও স্বেচ্ছাধীন উক্ত কর্ম্ম স্বীকার করিয়া কবুলতী লিখিয়া দিতেছি যে, ডিহি মজকুরের কাছারিতে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ডিহির নায়েবের অধীনে ডিহির সেরেস্তার সমস্ত লিখন পঠন ও কর্ম্ম কার্য্য যথানিয়মে ও সাবধানে নির্ব্বাহ করিব। নায়ে-

---

যে যে কর্ম্মচারীর যে সকল কার্য্যে অধিকার এবং তাহার পদের কর্ম্মকার্য্য যে ভাবে নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিবার কারণ, সমস্ত কর্ম্মচারির কবুলতী, পর পর লেখা হইল।

বের আদেশ মত মফঃস্বল উসুল তহসীলের লওয়াজিমাদি কাগজাৎ ও মাস-কাবারী ও সালতামামী নিকাসী কাগজাৎ দোরস্তমতে প্রস্তুত করিয়া দিব। তদ্ভিন্ন যখন যে কোন কাগজাৎ তৈয়ারের আবশ্যক হইবেক প্রস্তুত করিয়া দিব। প্রয়োজন বশতঃ বা কার্য্য গতিকে নায়েব মফঃস্বল বা জেলায় অথবা স্থানান্তরে গমন করিলে, কিম্বা পীড়িত অবস্থায় থাকিলে, মফঃস্বল গোমাস্তাগণের চালানী টাকা উহাদিগের চালান সহযোগে আপন চালানের দ্বারা উচিত সাবধানে মহাশয়ের নিজবাটীর সদর কাছারী মোকামে পাঠাইয়া দিয়া দাখিলা আনাইয়া লইব। ইরসালী টাকার দাখিলা ব্যতীত কোনগতিকে উক্ত টাকা খোয়া যাওয়া ইত্যাদির আপত্তি করিব না; এবং আদায়ী টাকা নিজে লইয়া ডিহিতে রাখিব না। নায়েব অনুপস্থিত থাকা কাল পর্য্যন্ত নায়েবের স্বরূপে থাকিয়া তাঁহার ভারের সামুদায়িক কর্ম্ম কার্য্য আমি সমাধা করিব। ঐ অবস্থায় যে কোন ক্ষতি ও লোকসান হইবেক, তাহার দায় ও ঝুকী আমার শিরে থাকিবে। তদ্ভিন্ন ডিহির নায়েব কর্তৃক কদাচিৎ সরকারের কোন ক্ষতির কার্য্য দৃষ্ট হইলে, তদ্দণ্ডে তাহা সরকারে জ্ঞাত করিব। ডিহির কাছারির কাগজ পত্র ও তহবীলাদি রক্ষণাবেক্ষণ ও সতর্কতা সম্বন্ধে যেমত নায়েব যত্নবান থাকিবেন এবং তদ্রূপ ও ক্ষতিসূত্রে দায়ী হইবেন, আমিও তদ্বিষয়ে তাঁহার সহিত সমান যত্নবান ও দায়ী হইব। জেলায় কোন মোকদ্দমার তদ্বীর কিম্বা মফঃস্বলে কোন তন্‌কী তদারক বা উসুল তহসীল বিষয়ে নায়েব যখন যে ভারার্পণ করিবেন তাহা বিনা ওজর সুনির্ব্বাহ করিব ও তৎসংক্রান্ত হিসাব ও তদারকী কাগজাৎ নায়েব বরাবর দাখিল করিব। নায়েবের অমতে কোন কর্ম্ম করিব না। এতদর্থে সুস্থ শরীরে ও স্থিরচিত্তে কবুলতী পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

কবুলতী ঠাকুরবাটীর দারোগা।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পিতা ৺ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, সাং গুরুধাম, পঃ বেলে, থানা শ্রীপুর, ডিঃ মেদিনীপুর, জমীদার মহাশয় বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীভবদেব ভট্টাচার্য্য, পিতা ৺ ভূদেব ভট্টাচার্য্য, সাং কামালপুর, পঃ উখড়া, থানা রাণাঘাট, ডিঃ নদীয়া।—কবুলতী পত্রমিদং সন ১৩১৪ তের শত চৌদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত দেবতা শ্রীশ্রী৺ গোবিন্দ জীউ ঠাকুর জেলা হুগলি, পরগনা কুশলপুরের সামিল ও থানা গয়ার অধীন মুকুন্দনগর মোকামে যে স্থাপিত আছেন, ঐ ঠাকুরবাটীর সেবাদি সমস্ত বিষয়ের তদারক কারণ আমার প্রার্থনামতে স্বতন্ত্র জামিনির মাতব্বরীতে মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনে আমাকে দারোগাগিরী পদে নিযুক্ত করিলেন। আমিও আপন ইচ্ছায় উক্ত কর্ম্ম স্বীকার করিয়া কবুলতী লিখিয়া দিতেছি, ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, ৺ জীউর নিত্য নৈমিত্তিক ও যাত্রা মহোৎসবাদি সেবার কার্য্য যথা নিয়মে সমাধা করিব ও তদ্বিষয়ে যে ব্যয় বন্ধান করিয়া দিলেন তদনুসারে বিনা ন্যূনাধিক নির্ব্বাহ করিব এবং তাহার জমাখরচ মাস মাস মহাশয়ের নিজ বাটীর সদর কাছারী মোকামে দাখিল করিব। বরাওর্দ্দ বহির্ভূত কোন কর্ম্ম করিব না, করিলে মজুরা পাইব না। ৺ঠাকুরের স্বর্ণ, মুক্তা ও প্রস্তরাদি নির্ম্মিত যে আভরণাদি ও পিত্তল, কাঁসা, তাঁবা, ও রূপার যে আসবাব লওয়াজিমা ইত্যাদি আছে তাহা সম্যক সাবধানে রাখিয়া নিয়মিত সময়ে ব্যবহার করাইব। কোন বস্তু বিনষ্ট করিব না, করিলে তাহার দায়ী আমি হইব। তবে কার্য্য সাধনে কোন দ্রব্য ক্ষয় বা ভগ্ন হইলে তাহার আদদ দ্রব্য সরকারে দাখিল করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ঐ দ্রব্য পাইব, অথবা লিষ্টিতে বাদ লিখাইয়া তাহাতে দস্তখত করাইয়া লইব। ৺ সেবার বরাওর্দ্দী দ্রব্যাদির লাঘব মতে, প্রসাদ্যাদির দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন ও অতিথি সেবার যে সকল বন্ধান আছে তাহার অন্যথাচরণে কোন কার্য্য করা প্রকাশ হইলে, তদ্বিষয়ে যে অনুমতি বিধান করিবেন, বিনা ওজর আমলে আনিব। ৺বাটীর বরাওর্দ্দী চাকর ও পরিচারকগণকে বিনা অনুমতি নিযুক্ত কি কর্ম্মচ্যুত করিতে পারিব না, এবং

৺বাটীর সামিল যে সকল প্রজা ও বাজার আছে তাহার খাজানা উস্থল তহসীল পূর্ব্বক রীতিমত আদায় উসুলী কাগজাৎ সহকারে দাখিল করিব। ধর্ম্ম বহিষ্কৃত ও কবুলতির নিয়ম বহির্ভূত কোন কর্ম্ম করিব না। এতদর্থে স্থির চিত্তে কবুলতী পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

কবুলতী স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু বলদেব সিংহ রায়, পিতার নাম ৺ বাহাদুর সিংহ রায়, জাতি রাজপুত, পেশা জমীদারী আদি, সাকিম বাবুরহাট, পরগনে পামুহাটী, সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন সিমুলিয়া, জেলা বাখরগঞ্জ, জমীদার মহাশয় বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীঅন্নদানন্দন নন্দী, পিতা ৺ আনন্দবর্দ্ধন নন্দী, জাতি কায়স্থ, পেশা চাকুরী আদি, সাকিম হুগলি বালি, জেলা হুগলি।—কস্য কবুলতী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—ডিষ্ট্রীক্ট ময়মনসিংহ, সবডিভিজন চিতোর, পরগনে চৈতন্য বাটীর অন্তর্গত ও থানা শিবগঞ্জের অধীন চক চাঁপাতলা মহাশয়ের জমীদারী। ঐ মহলের স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদ শূন্য থাকায় আমার প্রার্থনানুসারে, মাসিক এক শত টাকা বেতনে, বীরগড় নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বীরভদ্র ভাদুড়ির মাল ও হাজির জামিনির মাতব্বরীতে, আমাকে নিযুক্ত করায়, আমি উক্ত কর্ম্ম স্বীকার করিয়া চারি হাজার টাকা পরিমাণে এই কবুলতী লিখিয়া দিতেছি ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, ভারার্পিত কর্ম্ম যথাধর্ম্মে ও সুনিয়মে সমাধা করিব। উক্ত মহলের পার্শ্বস্থ জমীদারগণের ও প্রজাগণের সহিত, যে সকল সীমানা সরহদ্দের আপত্তি ও গোলযোগ আছে তাহা বিশেষ তদন্ত পূর্ব্বক মীমাংসা নিষ্পত্তি করিয়া সরকারী সীমানা চিহ্নিত করিয়া লইব। ঐ বিষয়ে কোন লিখিত পঠিত করিয়া লওয়ার প্রয়োজন বোধ হইলে তাহাও করিয়া লইব। আবশ্যক মতে কোন গ্রাম একসা জরীপ কি কোন জমী খণ্ডা জরীপ করিতে হইলে, সরকারে এত্তেলা দিয়া অনুমতি মতে তাহা বিনা তঞ্চক জরীপ করিব। মহলে খাস খামারে যে সকল বাগান পুষ্করিণী ও পতিত জমী ও ছুটো গাছ ও পলাতকা ভিটা আদির বৃক্ষ আছে নায়েবের

সহিত ঐক্য মতে তত্তাবৎ বিলি বন্দোবস্ত করিব। কোন জমী পতিত থাকিতে দিব না। যাহা নিতান্ত জমা বিলি না হইবেক তাহা ভাগযোতে বিলি করিব। যে যে গ্রামে বাসিন্দা প্রজা কম ও জমির ভাগ অধিক সেই সেই গ্রামে যাহাতে নূতন প্রজা পত্তন হয় তাহার তদ্বীর করিব ও চেষ্টা অশেষ মতে পাইব। জুটবন্দী অর্থাৎ দলবদ্ধ থাকা প্রজাগণের একতা ভঞ্জনের উপায়ে যত্নবান হইব। মফঃস্বলের সরঞ্জামী খরচ যে যে গতিকে লাঘব হইবার সম্ভাবনা থাকে অথচ সরকারী কার্য্যের হানি ও ক্ষতি না হয় হজুরে এত্তেলা দিয়া তাহা করিব। ঐ রূপ জমাবৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধির চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে পাইব। সময়ে সময়ে মফঃস্বল গ্রামে গ্রামে যাইয়া যে যে জমী জমা লইয়া পরস্পর প্রজায় প্রজায় বিবাদ আছে তাহার নিষ্পত্তি করিয়া দিব। যে সকল প্রজার জমী জমা মৌত (মৃত) নামে আছে তত্তাবতের নাম খারিজ দাখিল করতঃ মহাশয়ের মোহর দস্তখতী নূতন পাট্টা দেওয়াইব ও রীতিমত রেজেষ্টরী যুক্ত কবুলতী লইব ও তত্তাবৎ মহাফেজ সেরেস্তায় দাখিল করাইয়া রসীদ লইব। মফঃস্বলের গোমাস্তা ও তহসীলদারগণের তহবীলের মৌজুদা টাকা, মধ্যে মধ্যে দৃষ্টি করিব ও দেখিবার তারিখে রোকড়ের মৌজুদা টাকার সহিত ঐক্য আছে কিনা জানিব। কোন প্রজার স্থানে পাওনা, বাকী বকেয়া খাজানার নালিশ সহজে উপস্থিত করিব না। যাহাতে আপোষে আদায় হয় এবং নাতান্ প্রজা হইলে রীতিমত কিস্তিবন্দী লিখাইয়া লইয়া ক্রমে ক্রমে আদায় হইবার বন্দোবস্ত হয়, এরূপ নায়েবের সহিত যুক্তি ও পরামর্শ মতে করিব। কোন বাকী খাজানা কি কিস্তিবন্দির বাকী তমাদিগত হইবার সম্ভব বিবেচনা করিলে তাহার নালিশ অগত্যা উপস্থিত করাইয়া দিব ও তাহার তদ্বীর এবং উপস্থিত থাকা জেলা জাতের মামেলা মোকদ্দমা আদির যোগাড় প্রাণপণে করিব। কোন মোকদ্দমার অবস্থা বিঘটিত বিবেচিত হইলে স্বয়ং জেলায় বা মহকুমায় পৌছিয়া উকীল, মোক্তারগণের সহিত যুক্তি মন্ত্রণা মতে যাহাতে তাহার সুবিধা হয় তাহা করিব। ঐসকল মোকদ্দমার খরচ যাহা আমার দ্বারা হইবেক তাহার মাসিক জমা খরচ নায়েবকে দিব এবং ঐ মোকদ্দমা খরচের দরুণ যখন যে টাকা নায়েবের স্থানে লইব তাহা রসীদ দিয়া লইব ও আপন জমা খরচে

জমা করিব। কোন কারণবশতঃ বা পীড়িত সূত্রে নায়েব অনুপস্থিত থাকিলে নায়েবের কর্ত্তব্য সমস্ত কর্ম্ম কার্য্য আমি সম্পাদন করিব। কোন প্রকারে সরকারী কার্য্যের হানি হইতে দিব না। ঐ সময়ের কর্ম্ম কার্য্য ও খরচ আদির ন্যায্যান্যায্যের দায় ও তহবীলের ঝুকী আমার শিরে থাকিবেক। এমত কোন কার্য্য যাহাতে সরকারের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা তাহা জ্ঞানগম্যে করিব না। হিসাব নিকাশ আদি দস্তুর মত দিব এবং তহবীলের টাকা ও দলীলাদি সযত্নে রাখিব। আইন, দস্তুর ও মহাশয়ের আদেশ অনুমতি বহির্ভূত কোন কার্য্য করিব না। যাবৎ আপন জিম্মার কাগজ পত্র ও দলীলাদি ও হিসাব নিকাশ ও তহবীলাদির দায় হইতে আদালত পর্য্যন্ত অব্যাহতি না পাইব, তাবৎ আমার জামিনদারের সহিত আমিও তুল্যরূপে দায়ী থাকিব। এতদর্থে সুস্থশরীরে ও স্থিরচিত্তে কবুলতী পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সাল। তারিখ ১০ই বৈশাখ।

লেখক শ্রী——— ইসাদী।

কবুলতী দেওয়ান্ অথবা প্রধান কর্ম্মচারী।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু শরৎচন্দ্র মল্লিক, তথা শ্রীযুত বাবু শ্রীশচন্দ্র মল্লিক, তথা শ্রীযুত বাবু যোগেশচন্দ্র মল্লিক, পিতা ৺ হরিশচন্দ্র মল্লিক, সাং চন্দ্রবাটী, পঃ উখড়া, সবরেজেষ্টরী ষ্টেসন রামগড়, জেলা হুগলি, জমীদার মহাশয় বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীবামাপদ রায়, পিতা ৺ শ্যামাপদ রায়, জাতি উগ্রক্ষেত্রি, পেশা চাকুরী, সাং রামহাটী, পরগনে মধুগড়, থানা মতিপুর, জেলা হুগলি—কবুলতী পত্রমিদং সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—মহাশয়-দিগের জমীদারী আদি সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ জন্য, জামিনী ও নিজ জায়দাদের মাতব্বরীতে, আমাকে মাসিক দুইশত টাকা বেতনে দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিলেন, আমিও আপন ইচ্ছায় উক্ত কর্ম্ম স্বীকার করিয়া সবলোগে দশ হাজার টাকা পরিমাণে এই কবুলতী লিখিয়া দিতেছি যে, মোকাম চন্দ্রবাটীর সদর কাছারিতে অনুক্ষণ উপস্থিত থাকিয়া ন্যায়াচরণ মতে সমগ্র কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিব, কোনমতে কোন কার্য্যে ত্রুটী কিম্বা শৈথিল্য করিব

জমিদারের নিকট প্রজা প্রভৃতি যে সকল কবুলতী দেয়, তাহার দস্তখৎ ঐ লিপির শিরোভাগের দক্ষিণ পার্শ্বে করিবার প্রথা।

না। সর্ব্বদা সদর মফঃস্বলের তদারক বিশেষরূপে করিব। আইন ও হুকুম বহির্ভূত কোন কর্ম্ম করিব না। মহাশয়দিগের জমীদারী ও তালুকাৎ ও সকর নিষ্কর বিষয় বস্তু ও তেজারত্ আদি সম্বন্ধে নায়েব, তহসীলদার ও কারপরদাজ প্রভৃতি যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন ও হইবেন, তাহাদিগের স্থানে কিস্তিকরারী টাকা আদায়ের তদ্বীর করিব ও সমস্ত ব্যক্তির স্থানে মাস মাস মাস্‌কাবার ও সেহার নকল আনাইয়া খরচের ন্যায্যান্যায্য তদারক করিয়া কাগজপত্র বুঝিয়া লইব। কোন দফায় নায়েব ও গোমাস্তাগণ কর্ত্তৃক তঞ্চকতা সূত্রে বেশী কিম্বা বন্ধান ও নিয়ম বহির্ভূত খরচ লেখা প্রকাশ পাইলে, তাহা বাজেয়াপ্ত পূর্ব্বক সেই টাকা আদায় করিবার তদ্বীর করিব, ও পত্তনীদার ও ইজারদার ও নায়েব গোমাস্তা প্রভৃতি ব্যক্তিরা যখন যে টাকা ইরসাল করিবেক, সেই টাকার ট্রিপ্লিকেট অর্থাৎ তিন কেতা চালান্ যাহা তৎসঙ্গে পাঠাইবেক, তাহার এককেতা খাজাঞ্চীকে ও দ্বিতীয় কেতা জমা দফ্‌তরের কারকুনকে ও তৃতীয় কেতা মহাশয়দিগকে দেওয়াইয়া চালানী টাকা যথারীতি সেহা করাইয়া দাখিলা দস্তুরমত নম্বরওয়ারী মতে খাজাঞ্চির দস্তখৎ ও মবলগ্‌বন্দীতে এবং মহাশয়দিগের সহি মোহর যুক্তে আমার নিসানী অনুসারে দেওয়াইব, এবং রীতিমত রেজেষ্টরী বহিতে রেজেষ্টরী করাইব। আমদানী টাকা চারি হাজারের উর্দ্ধ খাজাঞ্চী নিজ তহবিলে রাখিতে না পারা ও তদতিরিক্ত আমদানির টাকা মালখানায় রাখা ও তাহার রসীদ মহাশয়দিগের দস্তখৎ ও আমার নিসানী যুক্তে খাজাঞ্চিকে দেওয়া ও আবশ্যক মতে মালখানা হইতে যে টাকা লওয়া যাইবেক তাহার রসীদ, খাজাঞ্চির মবলগ্‌বন্দী ও দস্তখত্ ও আমার নিশানী যুক্তে মহাশয়দিগকে দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ের যে নিয়ম খাজাঞ্চির সহিত নির্দ্ধারিত হইল, তত্তাবৎ বিষয়ের উচিত মত বিধান ও বন্দোবস্ত করিব। নিয়মিত বন্ধানী খরচ ব্যতীত প্রত্যহ যে টাকা বেশী খরচ হইবে তাহার হুকুমনামা দফাওয়ারীমতে মহাশয়দিগের দস্তখৎ যুক্তে লইয়া আমি তাহাতে নিসানী করিয়া খাজাঞ্চিকে দিলে, খাজাঞ্চী ঐ হুকুমনামা অনুসারে টাকা-গ্রহীতার স্থানে রসীদ লইয়া টাকা দিবেক। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর সমস্ত দিবসের আয় ব্যয়, পাকা রোকড়ে জমাখরচ করিয়া কৈফিয়তে যে

টাকা মৌজুদ থাকিবেক তাহার পৃথক পৃথক জায় লিখিয়া খাজাঞ্চী মবলগ্-বন্দী ও নাম দস্তখৎ করিয়া আনিলে, আমি তাহার নীচে দস্তখত্ করিব ও ঐ জমাখরচের কৈফিয়তের নীচে মহাশয়দিগের নিসানী করাইয়া লইব। খাজাঞ্চিকে হুকুম ও নিয়ম বহির্ভূত কোন প্রকার খরচ করিতে দিবনা। জেলাজাতের কালেক্টরী ও রাজবাটী কিম্বা অন্যান্য তালুকদার সংক্রান্ত পত্তনী ও ইজারা মহলদিগরের সদর বাকী খাজানা কিস্তি মত দাখিল করাইয়া তাহার দাখিলা মহাশয়দিগের সেরেস্তায় রাখাইব। যদি ধনাগারে টাকা মৌজুদ থাকা সত্বে খাজানার টাকা দাখিল করিতে শৈথিল্য করি, তবে তাহার সুদের খেসারৎ আমি নিজ আদায়ে আদায় করিব। যে সমস্ত মহল ইজারা ও পত্তনী বিলি আছে বা ভবিষ্যতে হইবেক, তাহার খাজানার টাকা কিস্তি কিস্তি আদায়ে উচিত যত্নবান হইব, কিস্তিখেলাপ হয় আইন জারী দ্বারা টাকা আদায়ের চেষ্টা করিব। মহাশয়দিগের জমীদারী সংক্রান্ত কার্য্যে, নায়েব, গোমাস্তা, তহসীলদার আদি যখন যে কেহ নিযুক্ত হইবেক, তাহাদিগের কবুলতী ও জামিনী লইয়া জামিন্দারানের অবস্থা তদারক্ সম্বন্ধে বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখিব। কোন চাকর ও আমলা অপরাধী হইলে তাহার অপরাধ সাব্যস্ত ভিন্ন ও মহাশয়দিগের অনুমতি ব্যতীত পদচ্যুত করিব না। মহল সকলের জমী সুচারুরূপে আবাদ হওয়া জন্য সর্ব্বদা নায়েব ও তহসীলদার প্রভৃতিকে তাড়না করিয়া, সময় শিরে রীতিমত তাগাবী আদি দেওয়ান ও বাঁধ ইত্যাদি মেরামৎ করণ পক্ষে সম্পূর্ণরূপে যত্ন করিব। সরকারী বাগিচা ও পুষ্করিণী ও খাস খামার ও পতিত পলাতকার যে সমস্ত জমী মহল হায়ে আছে, তাহার সম্যকরূপ পর্য্যবেক্ষণ ও ন্যায্য মত মালগুজারী সংস্থাপনের তদ্বীর করিব। সাবেক হস্তবুদ দৃষ্টে সমস্ত এলাকাতের হস্তবুদের কাগজ রীতিমত প্রস্তুত করাইয়া ঐ মত টাকা আদায়ের চেষ্টা করিব, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা যাহাতে আয় বৃদ্ধি হয় তাহাতে বিশেষ যত্নবান হইব। শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয়ের অছিয়তী আমলের ও কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের অধীন সরবরাহকারগণের আমলের আদায়ী টাকার তুমার করাইয়া সমস্ত মহলের বাকির অবধারিত করাইয়া এবং সরবরাহকারদিগের আমলের অন্য অন্য তছরূপাতের নিরূপণ পূর্ব্বক ঐ সমস্ত টাকা যাহাতে

আদায় হয়, তাহার সম্পূর্ণ তদ্বীর করিব। যে সমস্ত মামেলা মোকদ্দমা জেলাজাতে ও চৌকিয়াতের আদালত হায়ে বর্ত্তমানে উপস্থিত আছে ও ভবিষ্যতে হইবেক তাহার যোগাড় ও তদ্বীর, উকীল, মোক্তারগণের সহিত যুক্তিমতে করিব, ও তদুপলক্ষে যখন যে দলীল দস্তাবেজ ও লওয়াজিমা আদি কাগজাৎ দাখিল করা আবশ্যক হইবেক, নিয়মিত সময়ের মধ্যে উকীল ও মোক্তারের দ্বারা দাখিল পূর্ব্বক রসীদ, ও মোকদ্দমা নিষ্পত্তি অন্তে ঐ সকল দলীলাদি ফেরত আনাইয়া সেরেস্তায় রাখাইব ও সাক্ষী আদি তলব মতে মেয়াদ মধ্যে উপস্থিত করাইয়া দেওয়ার তদ্বীর পাইব। মোক্তারগণের নিকট মহাশয়দিগের বিবেচনা ও অনুমতি অনুসারে মোকদ্দমা খরচের টাকা পাঠাইয়া উঁহাদিগের নিকট হইতে মাস মাস মোকদ্দমা খরচের মাস্‌কাবার আনাইয়া তাহার ন্যায্যান্যায্য ধার্য্য পূর্ব্বক সেরেস্তায় জমা খরচ করাইব। সরকারী বাটী আদি মেরামৎ কিম্বা নূতন পত্তন করণের আবশ্যক হইলে তাহার ইষ্টমিটের ফর্দ্দ প্রস্তুত মতে মহাশয়দিগকে দৃষ্ট করাইব। প্রত্যেক সন আখিরিতে সমস্ত মোক্তার ও নায়েব গোমাস্তা প্রভৃতির নিকাশ লইয়া দেনা পাওনার স্থির করিব। তৎসম্বন্ধে যাহার স্থানে যে টাকা পাওনা হইবেক তাহা আদায় করণে সম্পূর্ণ যত্নবান্ হইব, ও লওয়াজিমা কাগজ আদি প্রস্তুত করাইয়া সেরেস্তায় রাখাইব। ৮ দেবসেবার তদারক সর্ব্বদা সম্পূর্ণরূপে করিব, পরিচারক লোকেরা সেবার ত্রুটী করিলে তদারক মতে তাহার নিবারণপক্ষে উচিত চেষ্টা করিব। সদর মফঃস্বল মাহালাত্ আদি সম্বন্ধে আমি কাহাকে কোন কৃত্রিম দলীল আদি কি মোকররী পাট্টা ও ছাড় আদি দিবনা। মহলদিগরের সীমানা সরহদ্দ দস্তুর মত বজায় রাখাইব। কখন কাহারো সহিত সীমানা সহরদ্দ সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহার যথার্থ মীমাংসা করিয়া অথবা দেওয়ানী আদালতে নালিশ উপস্থিত করাইয়া যাহাতে সাবেক সীমানা বজায় থাকে তাহার চেষ্টা করিব। সন আখিরিতে সকলের নিকাশ হইলে পর, মহলসমূহের আয় ব্যয়াদির সমষ্টি মতে সালতামামী কাগজ প্রস্তুত করাইয়া, এবং মাস মাস মফঃস্বলের মাস্কাবার পৌঁছিলে তদ্দৃষ্টে সদর মাস্কাবার তৈয়ার করাইয়া, সেরেস্তায় রাখাইব। তদ্ভিন্ন সদর মফঃস্বলের প্রত্যেক আমলাগণের কর্ম্ম কার্য্যের প্রতি সর্ব্বদা সম্যক্ প্রকারে

দৃষ্টি রাখিয়া সকল কার্য্য সুশৃঙ্খল ভাবে ও সুনিয়মে যাহাতে নির্ব্বাহ পায় তাহা করিব। এতদর্থে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক ও স্থিরচিত্তে কবুলতী পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন ১৩১৪ সাল। তারিখ ১১ই বৈশাখ।

ইসাদী।

মোক্তারের কবুলতী।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু পৃথ্বীনাথ রায়, পিতা ৺পার্ব্বতীনাথ রায়, জাতি ছেত্রী, পেশা জমীদারী, সাং বীরপুর, পরগণে পাজনর, থানা দাইহাট, ডিষ্ট্রীক্ট বর্দ্ধমান,

বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীরণবীর সিংহ, পিতার নাম ৺ মহাবীর সিংহ, জাতি রাজপুত, পেশা চাকুরী আদি, সাং বিজয়নগর, পরগনে দানবডাঙ্গা, সব রেজেষ্টরী ইষ্টেসন জামনা, ডিষ্ট্রীক্ট মেদিনীপুর—কস্য কবুলতী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—মহাশয়ের পক্ষের জেলা চব্বিশ পরগনার আমমোক্তার শ্রীযুত ব্রহ্মানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে উক্ত জেলার প্রধান মোক্তারীপদে মোক্তারনামা দ্বারা মাসিক ২৫৲ টাকা বেতন আমাকে নিযুক্ত করায়, আমি ঐ কর্ম্ম স্বীকার করিয়া মবলোগে পাঁচ হাজার টাকা পরিমাণে এই কবুলতী লিখিয়া দিতেছি ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, ভারার্পিত কার্য্য যথা ধর্ম্মে ও সুনিয়মে নির্ব্বাহ করিব। উক্ত জেলার যে কোন আদালতে ও কাছারী হায়ে মহাশয় কর্ত্তৃক অপরের নামে ও অপর কর্ত্তৃক মহাশয়ের নামে যে সকল মোকদ্দমা বর্ত্তমানে উপস্থিত আছে ও ভবিষ্যতে হইবেক তাহার উচিত তদ্বীর ও যোগাড় করিব। দায়ের থাকা সকল মোকদ্দমার একখানি রেজেষ্টরী বহী রাখিয়া তাহাতে ধার্য্যদিন ও হুকুমাদির সংক্ষেপ বিবরণ লিখিব, এবং যে সকল মোকদ্দমায় যে সকল দলীল দাখিলের প্রয়োজন হইবেক পূর্ব্বাহ্ণে সংবাদ দিয়া আনাইয়া যথা সময়ে তাহা মিছিলে দাখিল করিব। ঐ দলীলাদি যাহা আমার দ্বারা কি নিয়োজিত উকীলের দ্বারা দাখিল হইবেক তাহাও একখানি পাকা বহিতে জমা করিয়া যে আদালতে যে নম্বরের মোকদ্দমায় দাখিল সেই মত খরচ লিখিব। কার্য্য সমাধা অন্তে ঐ সকল দলীল ফেরত লইয়া মহাশয়ের সমীপে পাঠাইয়া দিব

ও তাহার রসীদ লইব। যে যে মোকদ্দমায় যে সকল সাক্ষীর ইসম্‌নবিশী দাখিল করিতে ও সাক্ষী উপস্থিত করাইতে হইবে পূর্ব্বাহ্নে তাহার সংবাদ দিয়া সাক্ষীর নাম আনাইয়া ইসম্‌নবিশী দাখিল এবং সাক্ষী উপস্থিত করাইবার পূর্ব্বে উহারা যাহাতে যথার্থ কথা কহিতে শঙ্কা না করে ও ভীত না হয় এমত উপদেশ দিয়া যথা সাবধানে জবানবন্দী দেওয়াইব। সমন, সফীনা, ইস্তাহার আদি পরওয়ানার তলবানা ও বারবরদারী সময় শিরে দাখিল করিব এবং মোকদ্দমার সমগ্র অবস্থা যথা সময়ে নিয়োজিত উকীল, কাউন্‌সলি, বারিষ্টার, মোক্তার, রেভিনিউ এজেন্ট মহাশয়দিগকে বুঝাইয়া দিব এবং আবশ্যক মতে ফী আদি দাখিল করিব। আমার অনবধানতায় কোন কার্য্যের ক্ষতি ও হানি হইলে তাহার নিশা আমি করিব। আমার নিকট কালেক্টরী মাল-গুজারির টাকা, কি পত্তনী তালুকাদির খাজানা ও মোকদ্দমা খরচের টাকা ও অন্য অন্য যে যে বাবদে যখন যে টাকা পাঠাইবেন, তাহার জমা খরচ রাখিব, ও ঐ সকল টাকার জমা খরচ মাস মাস সরকারে দাখিল করিব। কোন সময়ে কোন আবশ্যকীয় কার্য্যে টাকা আনাইবার কাল সাবকাশ না থাকিলে হাওলাৎ আদির দ্বারা ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিব, কোন মতে সরকারী কর্ম্মের হানি হইতে দিব না। কালেক্টরী, পত্তনী মহলাদির সদর মালগুজারির টাকা কিস্তিমত যে মহলে যে পরিমাণ দাখিল করিতে হইবে তাহার সংবাদ অগ্রে লিখিয়া টাকা আনাইয়া লাটবন্দী ও নীলামের তিন চারি দিবস পূর্ব্বে দাখিল করিয়া দিব, ও তাহার ডুপ্লিকেট চালান ও রসীদ লইব, এবং লাটবন্দী ও নীলামের ধার্য্য দিনের পূর্ব্বে মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিব। সরকারী তহবীলের টাকা সম্পূর্ণ সাবধানে লোহার সিন্দুকে রাখিব। ঐ টাকা কাহাকে কর্জ্জ বা হাওলাত দিব না। ডিক্রীজারী আদির দরুণ যখন যে কোন রকমের যে কোন টাকা আদালত হইতে ফেরত লইতে হইবেক তাহা রসীদ দিয়া লইয়া জমা খরচ ভুক্ত করিয়া মণিঅর্ডার মতে কি ইনশিওর রেজেষ্টরী পত্র যোগে, ডাকে, মহাশয় বরাবর পাঠাইয়া দিব। অপরের কৃত কোন ডিক্রী বা খরচার টাকা আদালত আদিতে দাখিল করিতে হইলে সম্পত্তি ক্রোক বা নীলামী ইস্তাহার জারির পূর্ব্বে দাখিল করিয়া দিব। সরকারের অগমতা যাহাতে না হয় তাহা করিব। কোন জমী-

দারী বা তালুকাদি সম্পত্তি নীলামে ক্রয় করিবার অনুমতি হইলে, সরকার হইতে পণ সংখ্যার আদেশ আনাইয়া ঐ ধার্য্য পণ পরিমাণ ডাক করিব, ও তাহার সার্টফিকেট ও খরীদা বয়নামাদি লইয়া পাঠাইয়া দিব। রেজেষ্টরী করাইবার জন্য যে সকল দলীল আমার নিকট আসিবেক, তাহাও দলীল জমার বহিতে জমা করিয়া রেজেষ্টরী অন্তে ঐ বহিতে খরচ লিখিয়া পাঠাইয়া দিব। মহাশয়ের অনুমতি ভিন্ন আপোষে কোন দেনাদারের নিকট হইতে কোন পাওনা টাকা লইব না, এবং আদেশ ব্যতীত কোন রাজীনামা কি সাফীনামা দাখিল করিব না ও করাইব না। উকীল মোক্তারদিগকে যখন যে চুক্তির টাকা ও বেতনভোগীদিগকে যখন যে বেতন দিব তাহাদিগের স্থানে তাহার রসীদ লইয়া ফাইল করিব। সালতামামী জমা খরচ দাখিল কালে ঐ সকল যোগাড়ী কাগজ দর্শাইয়া ঐ ঐ খরচের মজুরা পাইব। কোন মোকদ্দমার আপীল করিবার প্রয়োজন হইলে দীর্ঘকাল মেয়াদ থাকিতে রায় ও হুকুম আদির নকল লইয়া আপীল রুজু করাইয়া দিব। হাইকোর্টে আপীল হইলে, ঐ নকল ও ডিক্রী আদি মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিব। জিত হওয়া মোকদ্দমার ডিক্রী, ফয়শালা আদি, যাহা দলীল স্বরূপে গণ্য, তাহা আদালত হইতে লইয়া সরকারে পাঠাইয়া দিব। আমার কোন পীড়া হইলে, কি বিশেষ কোন কার্য্যের গতিকে অনুপস্থিতের সম্ভাবনা হইলে, আমার জিম্মার কাগজপত্র ও তহবীলাদি আমার অধীনস্থ মোক্তারকে বুঝাইয়া দিয়া যাইব। ঈশ্বর না করেন যদি আমার কোন ত্রুটী ঘটনায় আমাকে কর্ম্মচ্যুত করেন তবে আমার পরিবর্ত্তে যাহাকে নিযুক্ত করিবেন তাহাকে আমার জিম্মার সমগ্র কাগজ পত্র ও তহবীলাদির চার্য্য বুঝাইয়া দিয়া অব্যাহতি পাইব। আমার কৃত কার্য্যের মাতব্বরী জন্য নীচের তপশীলের লিখিত পাঁচ হাজার টাকা পরিমাণ আমার নিজ জায়দাদ্, জামিনী স্বরূপ আবদ্ধ রাখিলাম। যাবৎ গৃহীত ভারের কার্য্য ও জিম্মার কাগজ পত্র ও দলীলাদি ও তহবীলের টাকা ও জমা খরচ আদি হিসাব নিকাশ বুঝাইয়া দিয়া আদালত পর্য্যন্ত নিষ্কৃতি না পাইব তাবৎ আবদ্ধীয় বস্তু সকল কোন প্রকার দান বিক্রয়াদি সূত্রে হস্তান্তর করিতে পারিব না, করিলে গ্রাহ্য হইবেক না। আইন, দস্তুর ও মোক্তারনামা ও কবুলতীর নিয়ম বহির্ভূত কোন কার্য্য

করিব না। এতদর্থে সুস্থ শরীরে, স্থির চিত্তে, কবুলতী পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

১। ডিভিজন ডিঃ মেদিনীপুর কালেক্টরীর ২৮২৬ নং তৌজীভুক্ত পরগনে মনোহরপুরের অন্তঃপাতি মহল গিরিগড়, যাহার সদর মালগুজারী ৭২৷৷৮ টাকা ও হস্তবুদ ৪০২৸১৫ টাকা। ঐ মহলের আন্দাজী মূল্য ৪০০০৲ টাকা।

২। ঐ জেলার দানবডাঙ্গা পরগনার অন্তঃপাতি থানা চারুনগরের অধীন হরিধাম গ্রামের অন্তর্গত ৺হরকালী করের জমাই জমির উত্তর, সরকারী রাস্তার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ, হরিভূষণ দাস ও কৃষ্ণচন্দ্র নাগের জমাই জমির পশ্চিম, এই চৌহদ্দী স্থিত নিষ্কর মাঠান জমী ২৫/০ বিঘা, আন্দাজী মূল্য ৫০০৲ শত টাকা।

৩। ঐ জেলার দানবডাঙ্গা পরগনার অন্তর্গত থানা চারুনগরের অধীন বিজয়নগরের মধ্যে শ্রীযুত গোবর্দ্ধন মিত্রের আম্র বাগিচার উত্তর, সরকারী রাস্তার দক্ষিণ, রমণীমোহণ প্রামাণিকের বাটীর পূর্ব্ব ও অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পতিত জমির পশ্চিম, এই চৌহদ্দীস্থিত লাখেরাজ পুষ্করিণী ২/০ বিঘা, আন্দাজী মূল্য ৫০০৲ শত টাকা।

কর্ম্মচারিগণের স্থানে জামিন্ লইবার ধারা।

মাল ও হাজির জামিন্ পত্র।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু মাধবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, পিতা ৺ কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাং বহরমপুর, পং রায়গড়, থানা উত্তমপুর, জেলা হুগলি, বরাবরেষু—[০]

কর্ম্মচারিগণের কবুলতির মধ্যে পৃথক্ জামিনির পরিবর্ত্তে উহাদিগের স্বীয় সম্পত্তি আবদ্ধ হইতে পারে। মোক্তারের কবুলতী ও নায়েব তহসীলদারের কবুলতির শেষভাগ দৃষ্ট করিলে ঐ প্রণালী জানিতে পারা যাইবে।

লিখিতং শ্রীগণেশচন্দ্র গুপ্ত, পিতা হেরম্বচন্দ্র গুপ্ত, জাতি বৈদ্য, সাং চন্দ্রগ্রাম, পরগনে আরামপুর, থানা গুমগড়, জেলা ছাপরা—মাল ও হাজির জামিনী পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে—মহাশয়ের জমীদারী আদি এলাকাতের সদর কাছারী মোং বহরমপুরের কারকুনী কর্ম্মে রাধাপুর পরগনার প্রিয়নগর নিবাসী শ্রীযুত শ্যামসখা সরকারকে মাসিক ২০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিলেন। ঐ ব্যক্তির কর্ত্তব্য কার্য্যের মাতব্বরী হেতু আমি উক্ত ব্যক্তির মাল ও হাজির জামিন্ হইয়া, আপন ও আপন স্বরূপ জন ও আপন উত্তরাধিকারিগণের পক্ষ হইতে এই জামিনীনামা লিখিয়া দিতেছি ও নিম্নের তপশীলের লিখিত ডিঃ শোন্পুরের কালেক্টরী ১১২ নং তৌজিভুক্ত মহল অতিরামপুর আবদ্ধ রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, পদস্থ ব্যক্তির কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটী ঘটনায় বা উহার কৃত কোন তছরূপ কি খেয়ানৎ ক্রমে আপনকার যে কোন রকমে যে কোন ক্ষতি হইবেক তাহার দায়ী আমি রহিলাম। ঐ ক্ষতি আমি ইচ্ছাধীন আদায় করি উত্তম, নচেৎ তপশীলের লিখিত আমার জায়দাদ হইতে ও অনাটন স্থত্রে আমার অপর বিষয় বস্তু যাহা এক্ষণে আছে ও ভবিষ্যতে হইবেক তাহা হইতে আদায় করিয়া লইবেন। কারকুন মজকুর আপন পদের হিসাব নিকাশ ও জিম্মার বিষয় বস্তু আদি বুঝাইয়া দিয়া যাবৎ অবসর না পান, তাবৎ আমি এই জামিনী হইতে অব্যাহতি পাইব না। কোন রকমে উহার প্রতি আইন্ জারী করিতে হইলে, উহার সহিত একযোগে আমি দায়ী হইব ও হাজির করিয়া দেওনের আবশ্যক হইলে তৎক্ষণাৎ হাজির করিয়া দিব। এই জামিনির আবদ্ধীয় সম্পত্তি দান, বিক্রয় কি অন্য প্রকারে হস্তান্তর করিব না, যদি করি সে অগ্রাহ্য। এতদর্থে স্থির চিত্তে, মাল ও হাজির জামিনীনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

তপশীল জায়দাদ।

প্রকারান্তর মাল জামিনী।

শ্রীযুত বাবু বিহারীলাল পাইন, পিতা ৺মোহনলাল পাইন, জাতি স্বর্ণবণিক, পেশা ব্যবসাদি, সাং হুগলি, ডিষ্ট্রীক্ট হুগলি, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীব্রজগোপাল রায়, পিতা ৺নন্দগোপাল রায়, জাতি ব্রাহ্মণ, সাং গোপালপুর, পং বোরো, থানা কাঁথি, ডিঃ মেদিনীপুর—কস্য মালজামিনী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—আপনকার পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺সর্ব্বমঙ্গলা দেবী, জেলা হুগলি, পং দিগড়া, থানা অরণ্যপুরের অধীন কৈলাসবাটী মোকামে যে স্থাপিত আছেন, ঐ ঠাকুরের সেবা সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যের তদারক ও আসবাব লওয়াজিমা ও আভরণাদি রক্ষণাবেক্ষণ ও বাজারাদির উসুল তহসীলের কর্ম্ম নিষ্পাদন নিমিত্ত, ভদ্রপুর পরগনার উত্তরনগর নিবাসী শ্রীযুত বেণীমাধব বিশ্বাসকে মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনে উক্ত ঠাকুরবাটীর দারোগাগিরী পদে নিযুক্ত করিলেন। ঐ ব্যক্তির কার্য্যের মাতব্বরী জন্য আমি উক্ত বিশ্বাসের মাল জামীন হইয়া মাল জামিনীনামা লিখিয়া দিতেছি ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, উক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপবিউক্ত ঠাকুরবাটী সম্বন্ধীয় কোন বিষয় বস্তু কি জিনিস পত্র তছরূপ মতে কিম্বা উহার লিখিয়া দেওয়া কবুলতির সর্ত্ত বহির্ভূত কার্য্যক্রমে আপনার যে কোন গতিকে যে কোন ক্ষতি খেয়ানৎ হইবেক, তাহার দায়ী আমি এবং আমার উত্তরাধিকারিগণ রহিলাম ও রহিল। ঐ ক্ষতি খেয়ানৎ আমি নিজ আদায়ে আদায় করিব। তদন্যথায় আমার স্বনাম বেনাম স্থাবর অস্থাবর বিষয় বস্তু হইতে আদায় করিয়া লইবেন। পদস্থ ব্যক্তি আপন পদের হিসাব নিকাশ ও বিষয় বস্তু বুঝাইয়া দিয়া যাবৎ অবসর ও অব্যাহতি না পাইবেক, তাবৎ আমি এই জামিনী হইতে অব্যাহতি পাইব না। এতদর্থে আপন

অসমযোগ্য কি অধস্থ ব্যক্তি বরাবর কোন লিপি লিখিয়া দিতে হইলে, ঐ অসমযোগ্য ব্যক্তির নামের নিম্নে লিপিকর্ত্তার নাম লিখিত না হইয়া দুই শ্রেণীক্রমে লিখিত হয়। বর্ত্তমান কালে সকল লিখিত পঠিতের হেডিং দুই শ্রেণী ক্রমে লেখার নিয়ম।

ইচ্ছায় জামিন্ হইয়া স্থিরচিত্তে মাল্‌জামিনীনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

কর্ম্মচারী ও প্রজার প্রতি হুকুমনামাদি লিখিবার নিয়ম।

প্রজার প্রতি ইস্তেহার।

জেলা হুগলি, পরগনে ইন্দ্রপুরের সামিল ও থানা ভূপালনগরের অধীন ডিহি চিত্রবাটীর ও তদন্তর্গত কিশমত্ ও মৌজা সমূহের সর্ব্বসাধারণ প্রজাবর্গ অবগত হইবা। সম্প্রতি ডিহি মজকুরের গ্রাম হায়ের মধ্যে, সাবেক ইজারদার শ্রীযুত হরিপদ হালদারের ইজারা আমলে, তোমাদিগের যাহার যাহার যে যে জমী জমা, খারিজ দাখিল হইয়াছে, তাহার স্থিরীকরণ পূর্ব্বক পুনরায় নূতন বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। এমতে ইস্তেহার দেওয়া যাইতেছে যে, তোমরা ডিহির তহসীলদারের নিকট এক সপ্তাহ মধ্যে উপস্থিত হইয়া, ইজারা আমলের বন্দোবস্তী জমী জমাদির বিবরণ জ্ঞাত করাইয়া উচিত জমায় নূতন পাট্টা লইবা। মেয়াদ গতে, তোমাদিগের কোন ওজর শুনা যাইবেক না। ইতি সন। তারিখ।

কর্ম্মচারির প্রতি হুকুমনামা।

হুকুমনামা বনাম শ্রীকৃষ্ণকান্ত কর মণ্ডল, মালুম করিবা।—সম্প্রতি জেলা হুগলি, পরগনা বিশ্রামপুর, থানা মানকরের অধীন লাট বসন্তপুরের অন্তঃ-পাতি তরফ শোভনহাটীর মধ্যে যে গুজারঘাট আছে, ঐ গুজারঘাটের সাবেক ইজারার মেয়াদ, গত ২০শে চৈত্র তারিখে অতীত হওয়ায়, ঐ ঘাট খাস দখলে আসিয়াছে। উক্ত ঘাট অদ্যকার তারিখ হইতে তোমার জিম্মায় রাখা হইল। যাবৎ নূতন ইজারা বন্দোবস্ত না হয়, তাবৎ তুমি সরকারের তরফ হইতে উশুল তহসীল করিবা। রাধাবাটীর জমীদারদিগের হিস্তা রকম অর্দ্ধেকে উক্ত ঘাটের যে কর নির্দ্দিষ্ট আছে, তোমার তহসিলী সময়ের খাজানা সেই পরিমাণে তোমার স্থানে লওয়া যাইবেক। দ্বিতীয় আদেশ

পর্য্যন্ত তুমি এই হুকুমনামা অনুসারে উক্ত ঘাটের উশুল তহসীল করিবা। ইতি সন। তারিখ।

প্রকারান্তর প্রজার প্রতি।

জেলা যশোহর, পরগনা বাস্‌না, থানা ইঁটখোলার অধীন মৌজে সন্তোষহাটীর বাসিন্দা ভদ্রগণ ও সর্ব্বসাধারণ প্রজাবর্গ প্রতি লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—সম্প্রতি মৌজে মজকুর একসা জরীপ মতে চলিত হার নিরিখে জমাবন্দী প্রস্তুত পূর্ব্বক তোমাদিগকে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নিরিখ হার অনুসারে জমাবন্দী বিষয়ে যদি তোমাদিগের কোন ওজর আপত্তি থাকে, তবে যাহার যে ওজর ঐ ওজরাতের দলীল সম্বলিত অদ্যাবধি পাঁচ দিবসের মধ্যে যাদবধামের কাছারী বাটীতে হাজির হইবা। মেয়াদ পরে তোমাদিগের কোন আপত্তি গ্রাহ্য করা যাইবেক না। ইতি। সন। তারিখ।

পুণ্যাহর চিঠি।

জেলা যশোহর, পরগনে কমলাপুরের অন্তঃপাতি ও থানা ভূষ্‌ণার অধীন লাট গোলোকগড় ও তদন্তঃপাতি মৌজায়াতের পত্তনীদারান্‌ ও ইজারদারান্‌ ও গোমাস্তাগণ ও মণ্ডলান্‌ ও পাইকান্‌ ও হাল্‌সানাগণ ও মাতব্বরান্‌ প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণ প্রজাবর্গ প্রতি লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—সম্প্রতি আগামী ১৬ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার দিবস লাট মজকুরের শুভ পুণ্যাহর দিন ধার্য্য করিয়া তোমাদিগকে লেখা যাইতেছে যে, তোমরা উক্ত তারিখে, যথা নিয়মে, লাট মজকুরের নায়েব ও তহসীলদারানের নিকট হাজির ও উপস্থিত থাকিয়া রীতিমত শুভ পুণ্যাহ করিবা। ইতি। সন। তারিখ।

ছাড় লিখন।

জেলা হুগলি, পরগনে আমিরপুরের অন্তঃপাতি ও থানা চাঁদহাটীর অধীন লাট চিরঞ্জীবনগরের তহসীলদার শ্রীযুত ব্রজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতি লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—সম্প্রতি তিলকপাড়া নিবাসী শ্রীযুত ত্রিপুরানাথ তেওয়ারির দাখিলী দলীলাদির দ্বারা জানা গেল যে, উক্ত লাটের অন্তর্গত মৌজে চাঁপাপুকুরের মধ্যে তেওয়ারিদিগের পুরুষানুক্রমের ভোগ দখলী নিষ্কর জমী মও-

য়াজী ২১/• একুশ বিঘা ও তদন্তর্গত বাগান্ পুষ্করিণী আদি আছে। সেমতে তোমাকে লেখা যায় যে, উক্ত ভূমি আদি বিষয় যাহা মাল বলিয়া গণ্য করিয়াছ, তাহা খালাস দিবা। ইতি সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সাল। তারিখ ১২ই বৈশাখ।

জমী জমাদির আমলনামা ও পাট্টা লিখিবার ক্রম।

আমলনামা।

শ্রীযুত হরিচরণ পাল, সাং সুবর্ণপুর, থানা সোণামুখী, জেলা হুগলি,
সুচরিতেষু।—

শুভ আমলনামা পত্রমিদং সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিষ্ট্রীক্ট হুগলি, পরগণে বোরো, থানা সোণামুখী, মৌজে সুবর্ণপুর গ্রামের মধ্যে ২৩্ তেইশ টাকা সালিয়ানা জমার কাত্ মওয়াজী ১২/০ বার বিঘা আমার মৌরশী মোকররী মাঠান জমাই জমী যে আছে, ঐ জমীর মধ্যে দুর্গাচরণ ঘোষের জমাই জমীর উত্তর, মুরারী মোহন মিত্রের জমাই জমির দক্ষিণ, শ্রীধর পালের জমাই জমির পূর্ব্ব, ও হরিভূষণ চক্রবর্ত্তীর জমাই জমির পশ্চিম, এই চৌহদ্দী স্থিত দুই কিতার কাত্ একবন্দে আমুনিয়া ৪/০ চারি বিঘা জমী, তুমি মেয়াদী যোত লইতে ইচ্ছা করায়, বর্ত্তমান সন ১৩১৪ সাল হইতে আগামী ১৩১৬ তেরশত ষোল সাল পর্য্যন্ত এই তিন সন মেয়াদে সালিয়ানা মবলোগে ১০্ দশ টাকা জমায় তোমাকে মেয়াদী কোরফা যোত বিলি করিয়া এই আমলনামা দেওয়া যাইতেছে যে, বর্ত্তমান সন হইতে তিন বৎসর মেয়াদ পর্য্যন্ত তুমি জমী মজকুরা আবাদ তরদ্দুদ্ করিয়া উপরিউক্ত খাজানা নিম্নের কিস্তি মত আমার নিকট আদায় পূর্ব্বক উপস্বত্বাদি ভোগ করিতে থাকিবা। হাজা, শুকা, অজন্মাদি সূত্রে খাজানা আদায়ের আপত্তি করিতে পারিবে না এবং করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। যখন যে টাকা দিবা তাহার চেক দাখিলা লইবা। বিনা চেক দাখিলা খাজানা আদায়ের আপত্তি অগ্রাহ্য হইবে। পথকর ও পবলিক কর দস্তুর মত আলাহিদা দিবা। বর্ত্তমানে তোমাকে এই আমলনামা দেওয়া হইল, সাবকাশ মতে রীতিমত রেজেষ্টরী যুক্ত পাট্টা কবুলতী দেওয়া লওয়া যাইবে। ইতি সন সদর। তারিখ ১লা বৈশাখ।

জায় কিস্তি।—

ষ্ট্যাম্প কারী
শ্রী কর্ত্তক
৮ কর্ত্তক

করার পাট্টা।

করার পাট্টা জমী জমা, মৌজে কামপাড়া, পরগনে গোলোকবাটী, থানা কেতুগ্রাম, ডিঃ নদীয়া। সন ১৩১৪ সাল। তারিখ ২৭শে বৈশাখ।—

প্রজা শ্রীরাজকিশোর হাজরা, পিতা ৶ কৃষ্ণকিশোর হাজরা, সাং কামপাড়া।

আসামী	জমী————	হার——————	কাত্
বিং জরীপ——জুমুল————	————	নিরিখ—— ——	জমা
মহলুল দং হলধর হাজরা			
বাস্ত———— ——	৸১	৫৲	৪৲
উদ্বাস্ত ————	৷৷০	৩৷৷০	১৸০
বাগাৎ ——— —	৸০	৩৲	২।০
জলকর————	।১	২৷৷০	৸০
শালি আউওল—	১৸০	২৷০	৪।৶০
শালি দুয়েম——	১।০	২৲	২৷৷০
শালি চাহারম——	৷৷২	১।০	৸০
সুনা সুয়েম———	১/০	১৶০	১৶০
	৬৸৪	৫৷০	১৭৷৷০

উপরিউক্ত মওয়াজী ছয় বিঘা উনিশ কাঠা জমির কাৎ মাফিক হার নিরিখ মং ১৭৷৷০ সাড়ে সতের টাকা জমা ধার্য্যে, তুমি রাজকিশোর হাজরা, তোমাকে পাট্টা দেওয়া হইল। তুমি সন সন, মাস মাস, কিস্তিবন্দী অনুসারে মালগুজারী সরবরাহ করিবা, কিস্তি খেলাপ হয় দস্তুর মত সুদ দিবা। হাজা, শুকা, পতিতের কোন ওজর করিবা না। পথকর, পবলিককর দস্তুর মত আলাহিদা দিবা। তদ্ভিন্ন সরকার হইতে কোন নূতন দরি অঙ্ক দিবার অনুমতি হইলে তাহাও ঐ জমার উপর বার আনিয়া সরবরাহ করিবা। প্রাগুক্ত নিয়মে কবুলতী লইয়া পাট্টা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

জায় কিস্তিবন্দী।

———

সামান্য মেয়াদী পাট্টা।

শ্রীবনমালী পাল, পিতার নাম শ্রীরাম পাল, সাং মালপাড়া, সুচরিতেষু।—

মেয়াদী পাট্টা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—ডিঃ রঙ্গপুর, পরগনে রামপুর, থানা রামহাটীর অধীন মালপাড়া গ্রামের মধ্যে, রাখাল কুণ্ডুর বসত বাটীর পূর্ব্ব, সনাতন মালার বাগানের দক্ষিণ, হরা হাজরার জমাই জমীর পশ্চিম, গ্রামের সারে রাস্তার উত্তর, এই চৌহদ্দী স্থিত আমাদিগের পৈতৃক ভোগ দখলী ব্রহ্মোত্তর জমী আন্দাজী ৭/০ বিঘা যে আছে, উক্ত জমী মং ১১॥০ সাড়ে এগার টাকা জমায় বর্ত্তমান সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সাল হইতে সন ১৩১৭ তেরশত সতের সাল পর্য্যন্ত, এই চারিসন মেয়াদে তোমাকে পাট্টা দিলাম। তুমি উক্ত মেয়াদ পর্য্যন্ত সন সন, বিঃ নীচের কিস্তিবন্দী, উক্ত জমা আমাদিগের নিকট আদায় পূর্ব্বক জমী মজকুরা আবাদ তরদ্দুদ করিয়া উপস্বত্ব ভোগ করিতে থাকিবা। পথকর ও পবলিককর আলাহিদা দিবা। এতদর্থে কবুলতী লইয়া পাট্টা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

মোট মালগুজারি ———১১॥০

জায় কিস্তিবন্দী।

মাহ আষাঢ়—৪৲

মাহ আশ্বিন—৪৲

মাহ পৌষ——৩॥০

———

১১॥০ মং সাড়ে এগার টাকা মাত্র।

সামান্য মোকররী পাট্টা। *

শ্রীউমেশচন্দ্র পরামাণিক ও শ্রীমনোহর পরামাণিক, পিতা ৺রমেশচন্দ্র পরামাণিক, জাতি নাপিত, সাং স্বর্ণভূম, পং কনকপুর থানা বাকুল জেলা, হুগলি, সদ্ব্যবহারচরিতেষু।—

মোকররীপাট্টা পত্রমিদং সন ১৩১৪ তের চৌদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিঃ হুগলি, পরগনে কনকপুর, থানা বাকুলের অধীন মৌজে

* সকল লেখা পড়ার অন্তর্গত জমী, সন ও টাকা ইত্যাদির অঙ্ক, প্রতারণা পরিহারার্থ, অঙ্ক ও অক্ষরে লেখা বিধি।

স্বর্ণভূম আমার জমীদারী। ঐ গ্রামের মধ্যে তোমাদিগের মাতামহ ৺কানাই প্রামাণিকের দং ভদ্রাসন বসতবাটীর জায়গা মায় পুষ্করিণী আন্দাজী ২॥০ আড়াই বিঘা জমী, বিঃ নীচের চৌহদ্দী, যাহা মহত্রাণ স্বত্রে তোমরা ভোগ দখল করিয়া আসিতেছিলে, তোমাদিগের স্থানে ঐ মহত্রাণের দলীল দস্তাবেজ আদি তলব করায় কোন দলীলাদি দর্শাইতে না পারিয়া আপন ইচ্ছাপূর্ব্বক জমা স্বীকার করায়, উপরিউক্ত বসতবাটীর জায়গা মায় পুষ্করিণী, সালিয়ানা মং ৩॥০ সাড়ে তিন টাকা জমায় তোমাদিগকে মোকররী পাট্টা দিলাম। তোমরা সন সন, নিম্নের কিস্তিবন্দী অনুসারে, উপরিউক্ত মালগুজারী সরকারে আদায় করিয়া পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে উপরিউক্ত ভদ্রাসন বাটী ও পুষ্করিণী পরম সুখে ভোগ দখল করিতে থাকিবা। এই জমার উপর কখন কমি বেশীর আপত্তি হইবেক না। পথকর ও পবলিককর, দস্তুর মত আলাহিদা দিবা। এতদর্থে কবুলতী পাইয়া মোকররী পাট্টা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

তপশীল কিস্তিবন্দী। তপশীল চৌহদ্দী।

প্রকারান্তর।

শ্রীযুত তারাপদ, ঘটক, পিতা ৺হরিপদ ঘটক, সাং সন্তোষডাঙ্গা, পং লক্ষ্মীপুর, থানা উমেশহাটী, জেলা যশোহর—শুভ পাট্টা পত্রমিদং সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিঃ যশোহর, পরগণে লক্ষ্মীপুরের অন্তঃপাতি ও থানা উমেশহাটীর অধীন মৌজে সন্তোষডাঙ্গা, আমার পত্তনী তালুক। ঐ গ্রামের মধ্যে রামার বেড় নামক জায়গা মায় বাগান্ পুষ্করিণী, আন্দাজী ১২/০ বার বিঘা জমীর কাৎ সালিয়ানা মং ৯৲ নয় টাকা জমায়, তুমি পাট্টা পাইয়া দখলিকার আছ। ঐ জায়গার জমী, জরীপে, পাট্টার লিখিত বার বিঘা অপেক্ষা ৪॥০ সাড়ে চারি বিঘা বেশী হওয়ায়, ঐ বেশী জমী মওয়াজী ৪॥০ সাড়ে চারি বিঘা, প্রত্যেক বিঘা বাৎসরিক ১৲ টাকা হারে, মং ৪॥০ সাড়ে চারি টাকা জমায়, তোমাকে পুনরায় পাট্টা দেওয়া গেল। তুমি সাবেক চৌহদ্দী অনুসারে, পূর্ব্ব পাট্টার লিখিত বার বিঘা ও হাল জরীপ স্বত্রে বেশী ৪॥০ সাড়ে চারি বিঘা একুন ১৬॥০ সাড়ে ষোল বিঘা জমীর কাৎ, পূর্ব্ব জমা ৯৲ নয় টাকা ও হাল বেশী জমীর জমা ৪॥০ সাড়ে চারি টাকা, একুন মোট ১৩॥০ সাড়ে তের টাকা জমা, সন সন, কিস্তিবন্দী অনুসারে,

আমার সরকারে আদায় করিয়া, উক্ত জায়গা সমেত বাগান পুষ্করিণী, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল করিতেছ ও করিতে থাক। ইহাতে কমি বেশীর আর কোন আপত্তি নাই। পথকর ও পবলিক কর দস্তুরমত আলাহিদা দিবা। তদ্ভিন্ন কোন দরি অঙ্কের নিয়ম হইলে তাহাও দিবা। নীচের লিখিত কিস্তি খেলাপ হইলে রীতিমত সুদ দিবা। এই করারে কবুলতী লইয়া স্থির চিত্তে মোকররী পাট্টা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ। জায় কিস্তিবন্দী।

মাঠান জমীর মোকররী পাট্টা।

শ্রীহরিহর দাস, পিতার নাম ৺রামেশ্বর দাস, জাতি সৎগোপ, সাং আনন্দনগর, পরগণে হরিপুর, সবরেজেষ্টরী ও থানা চাতাল, ডিঃ বাঁকুড়া, সুচরিতেষু।—

মাঠান জমীর মৌরশী মোকররী পাট্টা পত্র মিদং সন ১৩১৩ তের শত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিষ্ট্রীক্ট বাঁকুড়া, সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন চাতাল, পরগণে হরিপুরের সামিল মৌজে আনন্দনগরের মধ্যে, দক্ষিণ মাঠে, ৺রাজকুমার চট্টোপাধ্যায়ের খরীদা ব্রহ্মোত্তর জমির উত্তর, চাকরাণ জমির দক্ষিণ, সদানন্দ ঘোষের যোত জমীর পূর্ব্ব ও মছির শেখের যোত জমীর পশ্চিম, এই চৌহদ্দীস্থিত দুই কিতার কাৎ একবন্দে আমুনিয়া আন্দাজী ৫/০ পাঁচ বিঘা আমার খরীদা নিষ্কর জমী যে আছে, ঐ জমী, তুমি চাষ আবাদ জন্য মৌরশী মোকররী করিয়া লইতে প্রার্থিত হওয়ায়, তোমার স্থানে মবলগে ৪০৲ চল্লিশ টাকা সেলামী লইয়া, সালিয়ানা মবলগে ১৫৲ টাকা জমায় তোমাকে মৌরশী মোকররী পাট্টা দিলাম। তুমি আল আটন, সীমানা সরহদ্দ বজায় রাখিয়া, উপরিউক্ত ৫/০ পাঁচ বিঘা জমী, আবাদ তরদ্দুদ পূর্ব্বক প্রতি সন নীচের কিস্তিবন্দী অনুযায়িক খাজানার টাকা আমার সরকারে আদায় দিয়া, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে থাকিবা, তাহাতে আমি কি আমার উত্তরাধিকারিগণ কখন কোন আপত্তি করিব না ও করিতে পারিবে না। এই জমার প্রতি কখন কোন কমী বেশীর আপত্তি চলিবে না। হাজা, শুকা, অজন্মাদি সূত্রে উক্ত জমা আদায়ে তুমি কখন কোন আপত্তি করিতে

পারিবে না, করিলে অগ্রাহ্য হইবে। কিস্তিমত যখন যে টাকা দিবা তাহার রীতিমত চেক দাখিলা লইবা, বিনা দাখিলা আদায়ের আপত্তি অগ্রাহ্য হইবে। কিস্তি খেলাপ হইলে প্রতি টাকায় মাসিক ৵১০ অর্দ্ধ আনা হিসাবে সুদ দিবা। কিস্তিমত খাজানার টাকা আদায় না করিলে বাকী খাজানা সংক্রান্ত যে সকল আইন বর্ত্তমানে জারী আছে ও ভবিষ্যতে হইবে তদনুসারে তোমার নামে নালিশ করিয়া টাকা আদায় করিয়া লইব। লিখিত জমা ব্যতীত পথকর ও পবলিককর দস্তুরমত ।৶১০ সাড়ে সাত আনা আলাহিদা দিবা। উক্ত জমীতে সার মাটী, ক্ষৌল আদি চাপান্ দিয়া যাহাতে জমীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয় তাহা করিবা। গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন নূতন দরি অঙ্কের হুকুম হইলে তাহা আমলে আনিবা। এতদর্থে কবুলতী পাইয়া স্থিরচিত্তে ও সুস্থ শরীরে মোকররী পাট্টা পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন তারিখ।

মোট জমা——————১৫৲

পথকর ও পবলিককর———।৶১০

১৫।৶১০ পনের টাকা সাড়ে সাত আনা।

জায়কিস্তি—————

মাহ আশ্বিন —————৮৲

মাহ পৌষ——————৫৲

মাহ চৈত্র——————২।৶১০

১৫।৶১০ মং পনের টাকা সাড়ে সাত আনা মাত্র।

হাট জমার পাট্টা। *

শ্রীকালু মণ্ডল, পিতা ভেলু মণ্ডল, সাং কৈলাসডাঙ্গা, পং শ্যামগড়, থানা উজ্জ্বলধাম, জেলা দিনাজপুর সুচরিতেষু।—

কস্য হাট জমার মেয়াদী পাট্টা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—আমার ইজারা মহল জেলা দিনাজপুর, পরগনে শ্যামগড়ের অন্তঃপাতি ও থানা উজ্জ্বল ধামের অধীন, তরর্ফ্ প্রিয় বাটীর সামিল মৌজে কৈলাসডাঙ্গার মধ্যে যে হাট আছে,

* প্রত্যেক পাট্টার অনুরূপ কবুলতি হইবেক, কেবল দাতা ও গ্রহীতার নামের ও কর্ম্মক্রিয়ার ব্যত্যয় মাত্র।

ঐ হাট, তুমি বন্দোবস্ত করিয়া লওয়ার জন্য দরখাস্ত করায়, তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া ইস্তক সন ১৩১৩ তেরশত তের সাল নাং সন ১৩১৫ তেরশত পনের সাল এই তিন সন মেয়াদে, সালিয়ানা মং ২৮২৲ দুই শত বিরাশী টাকা জমা ধার্য্যে, ডিঃ দিনাজপুর, পরগনে উৎসবগড়ের অন্তঃপাতি উমেদপুর থানার অধীন উত্তরপাড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত জগদ্দুর্ল্লভ চৌধুরীর মালজামিনের মাতব্বরীতে, উক্ত হাট তোমাকে বন্দোবস্ত করিয়া পাট্টা দিলাম। তুমি মেয়াদতক্ উক্ত জমা সন সন, মাস মাস, নীচের কিস্তিবন্দী অনুসারে, সরকারে আদায় পূর্ব্বক সাবেক দস্তুর মত তহাটের দান তোলাদি গ্রহণ করিতে থাকিবা। কিস্তি খেলাপ হয় দস্তুর মত সুদ দিবা। সালতামামী বা কোন কিস্তির খাজানা আদায় না করিলে, চলিত আইন জারির দ্বারা তাহা আদায় করা হইবেক। এই জমার প্রতি কথন কোন প্রকারে কমির ওজর করিতে পারিবা না। গ্রাম প্রথামত যথন যে হুকুম প্রকাশ হইবেক আমলে আনিবা। হাট সম্বন্ধে কোন প্রকার ক্ষতি করিলে তাহার দায়ীক তুমি হইবা, এবং সেই ক্ষতি পূরণের টাকার দাবীতে তোমার নামে রীতিমত আদালতে নালিশ করিয়া তোমার ও তোমার জামিনদারের স্থান হইতে ঐ টাকা আদায় করিয়া লইব। এতদর্থে কবুলতী লইয়া স্থিরচিত্তে মেয়াদী পাট্টা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন।
তারিখ।
জায় কিস্তিবন্দী।

ফলকর জমার পাট্টা।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র দাস, পিতা ৺গোপীনাথ দাস, সাং কুশলগ্রাম, পং নন্দপুর, থানা শ্যামপুর, জেলা হুগলি, সুচরিতেষু।—

ফলকর জমার মেয়াদী পাট্টা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—জেলা হুগলি, পরগনে নন্দপুর, থানা শ্যামপুর, মৌজে আরামডাঙ্গার মধ্যে নিম্নের চৌহদ্দীস্থিত আমার মহত্রাণ আম্র কাঁঠাল প্রভৃতির বাগিচা যে আছে, ঐ বাগিচার ফলকর আদি তুমি জমা লইবার প্রার্থিত হওয়ায়, ইস্তক বর্ত্তমান ১৩১৩ তেরশত তের সাল নাং সন ১৩১৭ তেরশত সতের সাল এই পাঁচ সন মেয়াদে উক্ত বাগানের আম্র, কাঁঠাল, তাল, নারিকেলাদি ফলকর, সালিয়ানা মং ৮১৲ একাশী টাকা জমায় তোমার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া এই পাট্টা দেওয়া যাইতেছে যে, তুমি মেয়াদ

পর্য্যন্ত সন সন, উপরি উক্ত মালগুজারির টাকা, নীচের কিস্তিবন্দী অনুসারে সরকারে আদায় করিয়া ঐ সকল ফল ভোগ করিবা। কোন প্রকারে কোন বৎসর ফল কম জন্মিলে, কি অজন্মা হইলে, রাজস্ব আদায়ে কোন আপত্তি করিতে পারিবা না, করিলে গ্রাহ্য হইবেক না। কিস্তিমত টাকা না দিলে শতকরা মাসিক ১৲ টাকা হারে সুদ দিবা। খাজানা আদায়ে শৈথিল্য করিলে, তোমার নামে চলিত আইনের বিধান মতে নালিশ করিয়া খাজানা আদায় করা যাইবেক। তদ্ভিন্ন আমি ইচ্ছা করিলে ফল ক্রোক দিয়া আপন একৃতারে বাকী খাজানা আদায় করিয়া লইতে পারিব। পথকর ও পবলিককর দস্তুর মত আলাহিদা দিবা। রাজখাস ও মিছরীকন্দ ও অপূর্ব্ব খাস নামে উক্ত বাগানে যে ৩টী আম্র বৃক্ষ আছে, তাহা সরকারের খাসে রহিল, ঐ ফল লইতে পারিবা না। উল্লিখিত জমা ব্যতীত প্রতি বৎসর মাহ জ্যৈষ্ঠতে ভাল আম্র ৬০০ শত, কাঁঠাল ১৬টা, তালসাঁস ৫০০ শত, ও মাহ আশ্বিনে নারিকেল ১৫০ শত দিবা। ঐ সকল ফলের মূল্য উল্লেখে কোন দাবী করিতে পারিবা না। বাগিচার সীমানা সরহদ্দ বজায় রাখিবা। সকল বৃক্ষের পাট ও গোড়া খোঁড়াদি উত্তমরূপে করিবা। তোমার অযত্নে কোন বৃক্ষ মারা না যায় ও যাইলে উক্ত বৃক্ষের উচিত মূল্য, তোমার নিকট হইতে আদায় করিয়া লওয়া যাইবেক তাহাতে তোমার কোন আপত্তি চলিবে না। খাজানার দং যখন যে টাকা দিবা তাহার চেক দাখিলা লইবা। বিনা চেক দাখিলা আদায়ের আপত্তি গ্রাহ্য হইবেক না। এতদর্থে কবুলতী পাইয়া স্থির-চিত্তে মেয়াদী পাট্টা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

জায় কিস্তিবন্দী——— তপশীল চৌহদ্দী।

ইসাদী।

ধান্ ঠিকার পাট্টা।

শ্রীযুত পার্ব্বতীপ্রসন্ন পাঁজা, পিতার নাম ৺পরমেশ্বরপ্রসাদ পাঁজা, জাতি উগ্রক্ষেত্রী, পেশা চাষ আদি, সাং প্রহ্লাদপুর, পং প্রিয়নগর, থানা হাতকাঁদা ডিষ্ট্রীক্ট পাবনা, সুচরিতেষু।—

লিখিতং শ্রীশম্ভুসদয় সাঁতরা, পিতা ৺সদয়হৃদয় সাঁতরা, জাতি সৎগোপ, পেশা চাকুরী আদি, সাং সদানন্দবাটী, পরগনে প্রিয়নগর, থানা হাতকাঁদা ডিষ্ট্রীক্ট পাবনা—ধান ঠিকার মোকররী পাট্টা পত্রমিদং সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে, জেলা পাবনা, পং প্রিয়নগর, থানা হাতকাঁদার অধীন মৌজে সদানন্দ বাটীর মধ্যে, হলধর হাজরার জমাই জমীর পূর্ব্ব, শ্রীদাম গড়ায়ের যোত জমির পশ্চিম, হরিহর দাসের জমাই জমির দক্ষিণ, বেদকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্রহ্মোত্তর জমির উত্তর, এই চৌহদ্দী মধ্যে আমার খরীদা মহত্রাণ ৫ কিতার কাত্ একবন্দে মওয়াজী ১১/০ এগার বিঘা জমী যে আছে, ঐ জমির রাজস্ব নগদানের পরিবর্ত্তে, সালিয়ানা হৈমন্তিক ধান্য ১৭ সতের বিশ ধার্য্য মতে, তোমার প্রার্থনা অনুসারে, তোমাকে ধান ঠিকায় বিলি করিয়া এই পাট্টা লিখিয়া দিতেছি যে, তুমি উক্ত জমির আল, আটন, সীমানা সরহদ্দ, বজায় রাখিয়া, দস্তুর মত আবাদ পূর্ব্বক, সন ২, নগদ খাজানার পরিবর্ত্তে উপরিউক্ত ১৭ সতের বিশ হৈমন্তিক ধান্য, প্রতি সন মাহ পৌষের মধ্যে আমার নিকট আদায় করিয়া, পুত্র পৌত্রাদিক্রমে জমী মজকুরা ভোগ দখল করিতে থাকিবা। হাজা,শুকা, পতিত, অজন্মা ও মাহার্ঘ্যাদি সূত্রে উক্ত রাজস্ব স্বরূপ ধান্য আদায় পক্ষে কখন কোন আপত্তি করিলে গ্রাহ্য হইবে না। উপরি উক্ত মাহ পৌষে ধান্য আদায় না দিলে, প্রতি মাসে প্রতি একু বিশে, এক আড়ি করিয়া ধান্য সুদ স্বরূপে দিবা। রাজস্ব স্বরূপ উল্লিখিত ধান অথবা তাহার বাজার দর অনুযায়ী মূল্য আদায় না করিলে,ঐ ধান্য অথবা তাহার মূল্য বাবত্ তোমার নামে আদালতে নালিশ হইয়া, সুদ মায় খরচা ঐ ধান্য বা ধান্যের মূল্য আদায় করা যাইবেক। পথকর ও পবলিককরের দং নগদ ১৲ টাকা আলাহিদা দিবা, অনাদায়ে তাহারও নালিশ চলিবেক। যে সতের বিশ ধান্য দিবার নিয়ম রহিল,ঐ ধান্য,৮২॥৶০ ভরি ওজনের, সেরের ২।০ সেরা কাঠার মাপের যে বিশ, সেই বিশের মাপে দিবা। তাহাতে কোন আপত্তি করিতে পারিবে না, এবং ডহর নাগরা, কি রামশাল, কি চামনমণি ভিন্ন অন্য

যে যে প্রকারের যত পাট্টা লিখিত হইল, ঐ সংখ্যক কবুলতীও লিখিত হওয়া বিবেচনা করিতে হইবে, কারণ পাট্টা ও কবুলতির একই পাঠ, কেবল করিবা করিব, দিবা দিব, ইত্যাদি বিভিন্ন মাত্র।

মোটা ধান দিতে পারিবা না। যখন যে ধান্য দিবা তাহার চেক দাখিলা লইবা। বিনা দাখিলা ধান্য আদায়ের আপত্তি অগ্রাহ্য হইবেক। এতদর্থে স্থির চিত্তে, সাজা ধান্ ঠিকার মোকররী পাট্টা পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী।

ভাগযোত বিলির পাট্টা।

শ্রীসহায়রাম দাস, পিতার নাম মৃত অভয়রাম দাস, জাতি কৈবর্ত্ত, পেশা চাষ আদি, সাং সম্ভ্রান্তপুর, পং শান্তিনগর, সব্‌রেজেষ্টরী ইষ্টেসন সোনাডাঙ্গা, ডিষ্ট্রীক্ট বাখরগঞ্জ, সুচরিতেষু।—

লিখিতং শ্রীজানকীজীবন রায়, পিতা শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়, জাতি কায়স্থ, পেশা চাকুরী আদি, সাং জামগ্রাম, পং জামালপুর, থানা মনোহরাবাদ ডিষ্ট্রীক্ট বাখরগঞ্জ—ভাগযোত বিলির মেয়াদী পাট্টা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—জেলা বাখরগঞ্জ, সব্‌রেজেষ্টরী ইষ্টেসন সোনাডাঙ্গা পং শান্তিনগরের অন্তঃপাতি মৌজে সম্ভ্রান্তপুরের মধ্যে, সোনাজোলের মাঠে, হরিহর ঢুলের জমির পূর্ব্ব ও উত্তর, শোভারাম মাঝির জমীর দক্ষিণ ও পশ্চিম, এই চৌহদ্দিস্থিত এক বন্দে এককিতা ৫/০ বিঘা, ও ঐ গ্রামে চাঁচুরি বিলের দক্ষিণ মাঠে, হারাণ হুঁয়ের যোত জমীর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ও আতাবদ্দি শেখের জমাই জমীর উত্তর ও পশ্চিম, এক বন্দে ৩ কিতা ৩/০ বিঘা, মোটা ২ বন্দে, ৪ কিতার কাত্ মওয়াজী আট বিঘা আমার মোকররী জমাই জমী যে আছে, ঐ জমী, বর্ত্তমান সন ১৩১৩ তেরশত তের সাল হইতে আগামী ১৩১৭ তেরশত সতের সাল পর্য্যন্ত এই ৫ পাঁচ সন মেয়াদে, তোমাকে ভাগযোতে বিলি করিয়া এই পাট্টা লিখিয়া দিতেছি যে, তুমি উক্ত জমীর আলি আটন, ও সীমানা সরহদ্দ পূর্ব্ববৎ বজায় রাখিয়া রীতিমত সার, মাটি, ক্ষোল, লবণাদি দ্বারা নিজ ব্যয়ে হৈমন্তিক আমন ধান্য আবাদ করিয়া ধান্য কাটিবার কাল উপস্থিত হইলে আমাকে সংবাদ দিবা, আমি স্বয়ং যাইলে, অথবা আমার পক্ষের বিশ্বাসী লোক পাঠাইলে পরে, ঐ লোকের সম্মুখে ধান্য ছেদন করিবা। যে যে জমীতে শুস্তি মত পাঁজা ধান্য

হইবেক তাহার একটী নিদর্শন ফর্দ্দ তোমার হস্তে ও আমার লোকের নিকট থাকিবেক। পরে ঐ পাঁজা, আটি বাঁধা মতে, উভয় বিশ্বাসী স্থানে খামারে উঠাইয়া আছাড়াইবার সময় আমার লোকের সম্মুখে আছাড়াইয়া, মাপ মতে অর্দ্ধেক ধান্য ও অর্দ্ধেক বিচালি আমার বাটীতে নিজ ব্যয়ে পৌঁছাইয়া দিবা, ও অর্দ্ধেক ধান ও খড় তুমি লইবা। উক্ত জমীর রাজস্ব আমার জিম্মায় রহিল, এবং আবাদ খরচ সমস্ত তোমার জিম্মা। ঐ অর্দ্ধেক পরিমাণ ধান খড় ভিন্ন তোমাকে খাজানা সববে আর কিছু দিতে হইবেনা। যদি তঞ্চকতা ক্রমে ঐ জমী মেয়াদ মধ্যে কোন সনে আবাদ না করিয়া পতিত ফেলাইয়া রাখ, তবে উক্ত গ্রামের মাঠের সর্ব্বোৎকৃষ্ট জমীতে প্রতি বিঘায় যে পরিমাণ ধান্য ও খড় উৎপন্ন হয় সেই হারে, অর্দ্ধেক রকম ধান খড় পরিমাণ মূল্যের দাবিতে তোমার নামে নালিশ হইয়া, ঐ মূল্যের টাকা মায় খরচা, তোমার স্থানে আদায় করিয়া লওয়া যাইবে। হাজা, শুকা, অজন্মা আদি সূত্রে ফশল কম হওয়া হেতু কোন আপত্তি চলিবে না। তবে সার, মাটী, ক্ষৌল, লবণাদি না দেওয়া জন্য, ও সময় শিরে আবাদ না করা জন্য, কম ফশল হইলে, তোমার প্রতি আপত্তি চলিবেক। ভাগ যোতের সমগ্র ধান খড় আমাকে দিলে তাহার রসীদ তোমাকে দেওয়া যাইবে। বিনা রসীদ আদায়ের আপত্তি অগ্রাহ্য। এতদর্থে কবুলতী পাইয়া, স্থিরচিত্তে, ভাগযোত বিলির মেয়াদী পাট্টা পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩১৩ তেরশত তের সাল। তারিখ ১লা বৈশাখ।

জমী জমা সম্বন্ধে প্রজাদির স্থানে কবুলতী লইবার নিয়ম।

সামান্য কবুলতী।

মহামহিম শ্রীযুত•বাবু ভূপেন্দ্রনারায়ণ দেব, পিতা ৺নগেন্দ্রনারায়ণ দেব মহাশয়, সাং ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, জমীদার মহাশয় বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীকমললোচন কর, পিতা ৺পদ্মলোচন কর, জাতি কায়স্থ, পেশা ব্যবসাদি, সাং সুগন্ধিপুর, পং চন্দনগাছা, থানা উত্তরপাড়া, জেলা পাবনা—

কস্য কবুলতী পত্রমিদং সন ১৩১৩ তেরশত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিঃ পাবনা, পরগনে চন্দনগাছা, থানা উত্তরপাড়ার অধীন মৌজে সুগন্ধিপুর, মহাশয়ের জমীদারী। ঐ গ্রামের মধ্যে হলধর দাসের পুষ্করিণীর উত্তর, রাঘব বাগ্‌দীর দং পতিত ভূমির পূর্ব্ব, কেনারাম কুণ্ডুর বাঁশবাগানের দক্ষিণ, রামদাস বৈরাগির বাটীর পশ্চিম, এই চতুঃসীমার মধ্যে আন্দাজী ১।৩ এক বিঘা আট কাঠা জমী, আমাকে বসবাস করিতে পাট্টা দিলেন। ইহার রাজস্ব সালিয়ানা মং ৩৸৹ তিন টাকা বার আনা, সন সন, নিম্নের কিস্তিবন্দী অনুসারে মহাশয়ের সরকারে আদায় করিব। কিস্তি খেলাপ হয়, মাফিক দস্তুর সুদ দিব। গ্রাম প্রথামত যখন যে অনুমতি করিবেন আমলে আনিব। এই জমী জরীপ হইলে যদি মাপে বেশী হয় তাহার আলাহিদা খাজানা দিব। পথকর ও পবলিককর দস্তুর মত আলাহিদা দিব। এতদর্থে পাট্টা পাইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ও স্থিরচিত্তে কবুলতীপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ। আয় কিস্তিবন্দী।

ইসাদী।

প্রকারান্তর।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তথা শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা ৺জগমোহণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাং ব্রজেশ্বরপুর, পং নলদি, সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন নড়াইল, জেলা যশহর, জমীদার মহাশয় বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীতিনকড়ি তিওর, পিতা ৺সাতকড়ি তিওর, সাং আনন্দ বাজার, পং দেবনগর, থানা থানাবাটী, জেলা যশোহর—কস্য কবুলতী পত্রমিদং সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—জেলা যশোহর, সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন থানাবাটী, পরগনে দেবনগরের সামিল মৌজে সুরহাটী, মহাশয়দিগের পত্তনী তালুকের মধ্যে, বিং নীচের তপসীল, মওয়াজী ৫।।৪ পাঁচ বিঘা চৌদ্দ কাঠা জমী, সালিয়ানা মং ১৩।৹ তের টাকা চারি আনা জমায় আমাকে পাট্টা দিলেন। আমিও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত জমা স্বীকার করিয়া কবুলতী লিখিয়া দিতেছি যে, সন সন, নীচের কিস্তিবন্দী অনুযায়িক, উক্ত

জমা মহাশয়দিগের সরকারে আদায় করিব, কিস্তি খেলাপ হয় দস্তুর মত সুদ দিব। চাজা, শুকা, পতিত আদির কোন ওজর করিব না। সরকার হইতে কোন দরি অঙ্ক দিবার অনুমতি হইলে ঐ জমার উপর বার আনিয়া সরবরাহ করিব। পথকর, পবলিককর, দস্তুর মত দিব। এই কড়ারে পাট্টা পাইয়া কবুলতী পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

আসামী —— জমী	—— হার	——নিটংকাৎ
রকুবা-- —— অঙ্ক-	—— নিরিখ	——জমা
বাস্তু ———।৪	৩৶০	১॥৶০
বাগাত ——৶১	২॥০	২৲
বাঁশ-·———।২	১৸৵০	॥৵১০
শালি সুয়েম—২/০	১৶০	৩৷০
সুনা আউওল-১।০	১॥০	১৸৵০
ইক্ষু————॥৩	৩৵০	২৻১০
তুৎ————/৪	৭॥০	১॥০
৫৸৪	[illegible]	১৩।০

মওয়াজী পাঁচ বিঘা চৌদ্দকাঠা জমী।

মোট মালগুজারী——

১৩।০

জায় কিস্তিবন্দী——

মাহ আষাঢ়———৩৲

মাহ আশ্বিন ——— ৪৲

মাহ পৌষ————৪৲

মাহ ফাল্গুন-———২।০

১৩।০ মং সওয়া তের টাকা মাত্র।

যে সমস্ত পৃথক পাট্টা ও কবুলতী লিখিত হইল, পরস্পর এক ঐক্য নাই। যেমত পাট্টার অনুরূপ কবুলতী, তেমত কবুলতীর অনুরূপ পাট্টা হইয়া থাকে, অনুরূপ লিখিলে বাহুল্য হয় এবং শিক্ষার্থীরা সকল প্রকার জানিতে পারে না বিধায়, ভিন্ন ভিন্ন লেখা হইল।

গুজার ঘাটের কবুলতী।

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদবিহারী বসু, পিতা ৺রাসবিহারী বসু, সাং কেশবপুর, পং যাদববাটী, থানা রায়না, জেলা বৰ্দ্ধমান, তালুকদার মহাশয় বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পালিত, পিতার ৺হরেকৃষ্ণ পালিত, জাতি কায়স্থ, পেশা চাকুরী, সাং অম্বিকা, পং অম্বিকা, সব রেজেষ্টরী ইষ্টেসন কালনা, জেলা বৰ্দ্ধমান—ঘাট জমার কবুলতী পত্রমিদং সন ১৩১৩ তেরশত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—মহাশয়ের তালুক ডিষ্ট্রীক্ট বৰ্দ্ধমান, পং নন্দবাটীর অন্তর্গত ও থানা কালনার অধীন লাট উৎসর্বপাড়ার সামিল মৌজে উল্লাসবাটীর মধ্যে যে গুজার ঘাট আছে, ঐ ঘাট ইতিপূর্ব্বে মং ৬১৲ একষট্টি টাকা জমায় ঐ সাকিমের মদন মাঝির ইজারায় ছিল। সম্প্রতি ইজারার মেয়াদ অতীত হওয়ায়, আমি সাবেক জমার উপর ৪০৲ চল্লিশ টাকা বেশী জমা স্বীকারে, পাঁচ সন মেয়াদে, ঘাট মজকুরা বন্দোবস্ত করিয়া লওনের প্রার্থনায় দরখাস্ত করায়, আমার দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া, ইস্তক সন ১৩১৩ তেরশত তের সাল নাগাইদ সন ১৩১৭ তেরশত সতের সাল এই পাঁচ সন মেয়াদে, সালিয়ানা মং ১০১৲ একশত এক টাকা জমা ধার্য্যে জামিনির পরিবর্ত্তে মং ১০০৲ একশত টাকা ডিপাজিট রাখিয়া ঐ ঘাট আমাকে পাট্টা দিলেন। আমিও উপরিউক্ত জমা স্বীকার পূর্ব্বক কবুলতী লিখিয়া দিতেছি যে, সন সন, বিং নীচের কিস্তিবন্দী, জমা মজকুরা মেয়াদ তক্ সরকারে আদায় পূর্ব্বক, ঘাট্‌মজকুরার গুজার কর আদায় তহসীলে উক্ত ঘাটে দখলিকার থাকিব। কিস্তি খেলাপ হয়, মাফিক দস্তুর সুদ দিব। আইন বহির্ভূত কর আদি গ্রহণ করিব না, এবং নিরূপিত স্থান ভিন্ন অন্য কোন স্থানে, অপর জমীদারের সহিত সাজশ মতে, নূতন ঘাট পত্তন করিয়া আমল মামুল সরকারের দখলী ঘাটের প্রতি কোন বিঘ্ন ব্যাঘাত করিব না, যদি করি তদ্দণ্ডে মেয়াদ সত্ত্বে আপন এক্‌তিয়ারে, মহাশয় ঘাট খাস করিয়া লইবেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে যদি এই ঘাট খাস হওয়া সম্বন্ধে উত্তর কাল কোন হুকুম জারী হয়, তবে যে তারিখ হইতে ঐ হুকুম মতে আমাকে বেদখল হইতে হইবেক,

তাহার অতিরিক্ত কোন দাবী আমার উপর থাকিবে না। এতদর্থে পাট্টা পাইয়া স্থিরচিত্তে কবুলতী পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

জায় কিস্তি। ইসাদী।

জলকর জমার কবুলতী।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়, পিতা ৺মহানন্দ রায়, সাং ২১ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট্, সহর কলিকাতা, ইজারদার মহাশয় বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীরতন মালো, পিতার নাম ৺হরিশ মালো, জাতি মালা, পেশা ব্যবসা, সাং রাধাডাঙ্গা, পং সাতোর, থানা হরিহরপুর, জেলা খুলনিয়া—কস্য মেয়াদী জলকর জমার কবুলতী পত্রমিদং সন ১৩১৩ তেরশত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—আপনার ইজারা মহল জেলা খুলনিয়া, পরগনে সাতোরের সামিল ও থানা হরিহরপুরের অধীন ডিহি সুধাগড়ের অন্তঃপাতি তরফ অমৃতধামের মধ্যে মধুখালি নামক যে জলকর আছে, ঐ জলকর আমি বন্দোবস্ত করিয়া লওনের প্রার্থিত হওয়ায়, আমার দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া, ইস্তক সন ১৩১৩ তেরশত তের সাল নাগাইদ সন ১৩১৫ তেরশত পনের সাল এই তিন সন মেয়াদে, সালিয়ানা মং ১১৫৲ একশত পনের টাকা জমা ধার্য্যে, জলকর মজকুরা আমাকে পাট্টা দিলেন। আমিও উক্ত জমা স্বীকারে এই কবুলতী লিখিয়া দিতেছি যে, মেয়াদতক্ জমা মজকুরা, সন সন, মাস মাস, বিং নীচের কিস্তিবন্দী, সরকারে আদায় পূর্ব্বক, জলকর মজকুরায় দখলিকার হইয়া দস্তুরমত মৎস্যাদি ধরিয়া উপস্বত্বাদি ভোগ করিতে থাকিব। কিস্তি খেলাপ হয়, দস্তুর মত সুদ দিব। সাম্বৎসরিক কিস্তি সমূহের বা কোন কিস্তির খাজানা আদায় না করি, আইন জারির দ্বারা তাহা আদায় করিয়া লইবেন। শুষ্ক, জলপ্লাবন ও অজন্মা ইত্যাদি কোন বাব সববে খাজানা আদায়ের ওজর আপত্তি করিব না। সীমানা সরহদ্দ সাবেক মত বজায় রাখিব। উপরি উক্ত মালগুজারীর টাকা ব্যতীত, সন সন, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাহায় দুই মণ করিয়া মৎস্য সরকারে দিব। পথকর, পবলিক্‌কর, রীতিমত আলাহিদা দিব। এতদর্থে পাট্টা পাইয়া স্থিরচিত্তে কবুলতী লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

তপশীল কিস্তিবন্দী। ইসাদী।

চালান্ ও চেক্ দাখিলা আদি লিখিবার নিয়ম।

চালান্।

চালান্ রূপেয়া বাবুদে খাজানা ইজারা মহল লাট কমলানগর, পং উজ্জ্বলপুর, থানা মণিরামপুর, জেলা নদীয়া, বরাবর শ্রীযুক্ত বেনওয়ারিলাল বাবু জমীদার মহাশয়। সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সাল। তারিখ ১২ বৈশাখ।

আসামী——————————————তঙ্কা

নিজরোজ।

শুং হারাণ পাইক

নগদ——————————————৪১৬৲

গাভীঘৃত ⁄৭৷৷ সেরের

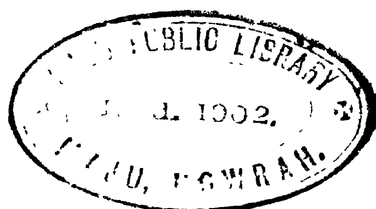
ক্বাৎ দাম——————————————৫৲

একুন——————————————৪২১৲

মং চারি শত একুশ টাকা।

যে ব্যক্তি টাকা চালান করে, তাহার নাম, চালানের উপরে দক্ষিণাংশে, লিখিত হয়।

পত্তনী, দরপত্তনী, মোকররী অথবা দর মোকররী মহলের খাজানা হইলে তাহাই উল্লেখ এবং যাহার বরাবর পাঠান যায় তাহার নাম লিখিত হয়। জিনিসের চালান হইলে, চালান্ জিনিস অমুক স্থান হইতে অমুক স্থানে, অমুক বরাবর এবং যত বস্তা, যত ওজন ও গুন্তি যত তাহাও লেখা আবশ্যক।



চেক দাখিলা।

(প্রজার অং

যোতের বিবরণ

থানা

মৌজে

বিঘার কাত্

* শস্য মণ

বার্ষিক মোট

ছর নিয়ে বার্ষিক যত মণ ধান্য সেই

উঃ

খাজানার টাকা			শস্য		
মে কিস্তি	বকেয়া মে কিস্তি	সুদ	হালসনের মে কিস্তি		বকেয়া মে কিস্তি

(ভূম্য আখিরী

দং

দাখিলার নম্বর

সন তারিখ

প্রজা শ্রী

পিতার নাম

সাং

জমী বিঘার কাত্

* শ

নগদান্ স্য মণ

পথকর

পবলিক কর

সাঁজা, ঠিকা, ইত্যাদি

জলকর

বনকর

ফলকর

সায়রাত্

বার্ষিক মো

* ধান্য হইা

নীচে টাকার স্যর নিয়ে

পড়িবেক

স্য মণ

তলব হাল সেস্ সহ

বকেয়া বাকী সেস্ সহ

মোট হাল বকেয়া বাকী

হাল আদায়

বকেয়া আদায়

একু

শস্য আদায়

বৎসরের শেষ বাকী

হিসাব মৌজে

সন ১৩১৪ সাল।

———— বার্ষিক কর

———— টাকা

ভূম্যধিকারী কি তাঁহার গোমস্তার স্বাক্ষর

। বার্ষিক যত মণ ধান্য সেই অঙ্ক পড়িবেক, নগদ টাকা হইলে টাকার

।

টাকা

মবলগ্‌বন্দী

বায়নার টাকার রসীদ।

শ্রীযুত কৃষ্ণপদ মুস্তোফি, পিতা ৺বামাপদ মুস্তোফি, সাং হুগলি বালি, জেলা হুগলি, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীশ্যামাপতি বসু ও শ্রীযদুপতি বসু, পিতা ৺শ্রীপতি বসু, জাতি কায়স্থ, সাং পার্ব্বতীপুর, পং নদীয়া, থানা নিত্যানন্দপুর, জেলা যশহর।—কস্য রসীদ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—জেলা বর্দ্ধমানের মোতালক পরগনে রাজীবনগরের সামিল ও থানা রায়নার অধীন ডিহি চৈতন্যপুর আমাদিগের জমীদারী। ঐ ডিহির অন্তঃপাতি মৌজে কল্যাণবাটী সমেত কিশমত্ পোতাডাঙ্গা ও পটী কেলিগঞ্জ এক লক্ত তিন মৌজা, বাদ সরঞ্জামী ও মালিকানা, মং ১১৭২৷৷৹ এক হাজার এক-শত বাহাত্তর টাকা আট আনা সালিয়ানা জমায়, মং ২৯০১৲ দুই হাজার নয় শত এক টাকা পণ বাহায়, আপনার প্রার্থনা মতে, আপনাকে পত্তনী দেওয়া ধার্য্য করিয়া ঐ ধার্য্য পণের মধ্যে আর।১৩ ৯৪৮১ নম্বরের এক কেতা গবর্ণমেণ্ট নোটের কাৎ মং ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা আপনার স্থানে পাইলাম। বাকী টাকা পাইলে রীতিমত পত্তনী পাট্টা দেওয়া ও কবুলতী লওয়া হইবেক। এতদর্থে রসীদপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী।

প্রকারান্তর রসীদ।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ সরকার, পিতা ৺ভোলানাথ সরকার মহাশয়, সাং হরিবাটী, পং রামপুর, থানা বিষ্ণুপুর, ডিঃ হুগলি, শ্রীচরণেষু।

লিখিতং শ্রীপ্যারীমোহন পালিত ও শ্রীদীনবন্ধু পালিত, পিতা ৺ পীতাম্বর পালিত, সাকিম কর্ণপুর, পং রঞ্জিতপুর, থানা আমতা, জেলা হুগলি—রসীদ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—আমাদিগের পিতা ৺পীতাম্বর পালিত মহাশয় বর্ত্তমানে, জেলা হুগলি, পরগনে রামপুর, থানা ঘোড়াডাঙ্গার অধীন মৌজে বনমালিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাখালদাস নন্দীর নামীয় সন ১৩১০ সালের ১৫ই পৌষ তারিখের লিখিত ৪১০০৲ চারি হাজার এক শত টাকার এক কেতা তমসুক ও মোকদ্দমা খরচ কারণ নগদ মং ৩৫০৲ সাড়ে তিন শত

টাকা, উক্ত নন্দীর নামে আদালতে নালিশ উপস্থিত করিবার নিমিত্ত, মহাশয়ের নিকট রাখিয়াছিলেন। সম্প্রতি ৺পিতা মহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তি হওয়ায়, নন্দী মজকুর, আমাদিগের সহিত রফা নিষ্পত্তিমতে, কতক টাকা নগদ আদায় দিয়া, বাকী টাকার কিস্তিবন্দী করিয়া দিতে উদ্যত আছেন। এমতে উক্ত নন্দীর নামীয় ঐ তমসুক ও মোকদ্দমা খরচের দং মবলগে ৩৫০৲ তিন শত পঞ্চাশ টাকা, আপনার নিকট হইতে বুঝিয়া পাইয়া স্মরণার্থে এই রসীদপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী।

ইজারা বন্দোবস্তের রীতি।

ইজারা সম্বন্ধীয় হুকুমনামা।

শ্রীযুক্ত বাবু বিদ্যাধর বিশ্বাস, সাং বিষ্‌পাড়া, থানা হিরণ্যপুর, জেলা হুগলি, অবগত হইবেন।

জেলা চব্বিশ পরগনার মোতালক্ পং কৃষ্ণপুরের সামিল ও থানা মনসাগাছার অধীন আমার জমীদারী চক্ চন্দনগড় মায় অন্তঃপাতি তরফ্ ওগয়রহ যাহা শ্যামহাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দন সরকারের ইজারায় ছিল, ঐ ইজারার মেয়াদ অতীত হওয়ায়, উক্ত চক মায় তরফ্ দিগর সজল স্থল আদ্যোপান্ত সমগ্র মহল, বাদ সরঞ্জামি, মং ১৯৫০১৲ উনিশ হাজার পাঁচ শত এক টাকা সালিয়ানা জমায় বর্ত্তমান সন ১৩১৩ তেরশত তের সাল হইতে ৫ পাঁচ সন মেয়াদে, আপনার প্রার্থনা মতে আপনাকে ইজারা দেওয়া হইল। আপাততঃ মহল খালি থাকায় এবং সাবেক ইজারদার প্রজাদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য করিতেছে বিধায়, রীতিমত পাট্টা কবুলতী আদি লিখিত পঠিত করিয়া দেওয়া লওয়ার অবকাশ না হওয়ায়, এই হুকুমনামা ও প্রজাদিগের নামে আলাহিদা আমলনামা দেওয়া যাইতেছে। আপনি এই হুকুমনামা ও আমলনামা অনুসারে ইজারদার সুরতে মহলে দখলিকার হইয়া খাজানা আদি উশুল তহসীল করিতে থাকিবেন। পশ্চাৎ রীতিমত রেজেষ্টরী যুক্তে পাট্টা কবুলতি দেওয়া লওয়া যাইবেক, তাহার অন্যথা হইবেক না। ইতি সন। তারিখ।

ইজারার পাট্টা।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রকৃতি প্রসাদ পাল, পিতা ৺ গোবর্দ্ধণ প্রসাদ পাল, জাতি সৎগোপ, পেশা ব্যবসাদি, সাং পার্ব্বতীপুর, পং পাথরনগর, থানা মালঞ্চ, জেলা পূর্ণিয়া।—

লিখিতং শ্রীহংসেশ্বর হালদার, পিতা ৺ হলধর হালদার, জাতি ব্রাহ্মণ, পেশা জমীদারী আদি, সাং নীলনগর, পং হরিপাড়া, থানা আরামপুর, জেলা মালদহ—কস্য মেয়াদী ইজারা পাট্টা পত্রমিদং সন ১৩১৩ তের শত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে ডিভিজন ডিঃ বাখরগঞ্জ, পরগনে শ্যামপুকুরের সামিল ও থানা উলার অধীন মৌজে চন্দ্রপাড়া আমার কালেক্টরী জমীদারী। ঐ মৌজা সমেৎ মাল, সায়ের, রাইয়তী, খামার, জলকর, ফলকর, বনকর, ও হাসিল পতিত ওগয়রহ যাবতীয় দরোবস্ত হকুক্, বিমর্জ্জিম জমাওয়াশীল বাকীর খুঁট আদায় উশুল সালিয়ানা মং ২৮১১।৶ টাকা জমা, তাহার মধ্যে সরঞ্জামি খরচ মং ৯০৲ নব্বুই টাকা বাদে বাকী মবলগে ২৭২১।৶ দুই হাজার সাতশত একুশ টাকা ছয় আনা টাকা জমা স্বীকারে, জামিনির পরিবর্ত্তে নগদ মং ১৫০০৲ দেড় হাজার টাকা ডিপাজিট রাখিয়া আপনি ইজারা লওনের দরখাস্ত করায়, আপনার দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া উক্ত মহল, উপরিউক্ত মং ২৭২১।৶ টাকা সালিয়ানা জমায় ইস্তক সন ১৩১৩ তেরশত তের সাল নাগাইদ সন ১৩১৯ সাল এই সাত সন মেয়াদে আপনাকে ইজারা পাট্টা দিলাম। আপনি প্রজাগণকে সন্তোষ ও সম্মত রাখিয়া খাজানা আদি উশুল তহসীল পূর্ব্বক, উপরিউক্ত মালগুজারির টাকা, নীচের কিস্তিবন্দী অনুসারে, সন সন, কিস্তি কিস্তি, মোকাম নীলনগরের সদর কাছারী বাটীতে আদায় করিবেন। কিস্তি খেলাপ হয়, ফি শত মাসিক ১৷৷০ দেড় টাকা হারে সুদ দিবেন। কোন কিস্তি, কি কিস্তি সমুহের বাকী টাকা সহজে আদায় না করেন, চলিত আইন অনুসারে নালিশের দ্বারা আদায় করিয়া লইব, তাহাতে ডিপাজিটের দং টাকায় ঐ বাকির বরাত দিতে কি মিনাহ পক্ষে কোন ওজর আপত্তি করিতে পারিবেন না। এই ইজারা সম্বন্ধীয় পাট্টা কবুলতির সর্ত্ত ও নিয়ম বহির্ভূত কোন কার্য্যের দ্বারা ভবিষ্যতে আমার কোন ক্ষতি খেসারত্

হয় সেই শঙ্কা ক্রমে, উক্ত ডিপাজিট লওয়া হইল। ইজারার মেয়াদগতে ক্ষতি খেসারত্ না হইলে ডিপাজিটের টাকা রীতিমত রসীদ দিয়া ফেরত পাইবেন। হাজা, শুকা, ফৌতী ফেরারী, পতিত পলাতকা আদির কোন ওজর করিবেন না। ইজারার মেয়াদতক্ উক্ত মহলে দরি প্রজা পত্তন ও পতিত জমী আবাদ করণ দ্বারা যে উপস্বত্ত্ব বৃদ্ধি হইবেক, তাহা মেয়াদতক্ আপনি ভোগ করিবেন। উক্ত গ্রামে যে সকল বৃক্ষ আছে তাহা ছেদন করিবেন না এবং কাহাকেও ছেদন করিতে দিবেন না। যখন যে টাকা ইরসাল করিবেন, তাহার বামোহরী চেক দাখিলা লইবেন, বিনা চেক দাখিলা কোন টাকা মজুরা পাইবেন না। ইজারার মেয়াদ পর্য্যন্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী ও কালেক্টরী ইত্যাদি কাছারী মোতালক হইতে যখন যে কোন হুকুম প্রকাশ হইবেক তাহার জওয়াবদিহি জিম্মা আপনার, আমার সহিত কোন এলাকা নাই। মহলে সন ১৩১২ সাল নাগাইদ যে বকেয়াবাকী আছে তাহা আমরা আপন লোক দ্বারা তহসীল করিয়া লইব। মেয়াদ মধ্যে যে জমী জমা পত্তন করিবেন তাহার মোকররী পাট্টা না দিলে যদি জমী বিলি না হয়, এত্তেলা মতে সরকার হইতে কায়েমী পাট্টা দেওয়া যাইবেক। সন আখিরীতে মহলের জমাওয়াশীলবাকী প্রভৃতি লওয়াজিমা কাগজ প্রতি সন একপ্রস্থ সরকারে দাখিল করিবেন। রীতি দস্তুর ও কবুলতির নিয়ম বহির্ভূত কোন কার্য্য করিবেন না। এতদর্থে কবুলতী পাইয়া স্থির চিত্তে ইজারা পাট্টা লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ। *

ইসাদী।

জায় কিস্তিবন্দী।

ইজারার আমলনামা।

জেলা হুগলি, পরগনে উত্তমপুরের সামিল ও থানা হিজলির অধীন ডিহি কনকনগর মায় অন্তর্গত তরফ্ ও মৌজা সমূহের মণ্ডলান্ ও পাইকান্ ও হাল্সানাগণ ও মাতব্বরান্ প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণ প্রজাবর্গ প্রতি লিখনং কার্য্যঞ্চাগে— সম্প্রতি ডিহি মজকুর মায় তরফ্ ও মৌজা সমস্ত, জেলা হুগলির শ্রীবাটী নিবাসী শ্রীযুত রামতোষণ হালদারকে ইং সন ১৩১৩ তেরশত তের সাল নাং

* এই পাট্টার অনুরূপ কবুলতী হইবেক।

সন ১৩১৯ তেরশত উনিশ সাল এই সাত সন মেয়াদে ইজারা দেওয়া গেল। তোমরা, মেয়াদতক্ ইজারদার বাবুর নিকট উপস্থিত থাকিয়া আপন আপন মাল থাজানা আদি আদায় পূর্ব্বক রীতিমত কর্ম্ম কার্য্যের সরবরাহ দিবা, কোন বিষয় গোপন রাখিবা না। ইতি। সন। তারিখ।

ইজারার কবুলতী।

মহামহিম শ্রীযুক্ত রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, পিতা ৺ বীরেন্দ্র-নারায়ণ সিংহ মহাশয়, সাং মুরশিদাবাদ, জেলা ঐ, জমীদার মহাশয় বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীপ্রাণতোষণ সরকার, পিতা ৺প্রাণহরি সরকার, জাতি কায়স্থ, সাং বালি, পরগনে নলদী, থানা অহল্যানগর, জেলা হুগলি—মেয়াদী ইজারা কবুলতী পত্রমিদং সন ১৩১২ তেরশত বার সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—হজুরের জমীদারী ডিঃ সহর মুরশিদাবাদের মোতালক পরগনে উত্তম-পুরের সামিল ও থানা খণ্ডঘোষের অধীন হুদো কনকনগর মায় অন্তর্গত তরফ্‌হা সমেৎ মৌজায়াত্ যাহা জেলা নদীয়া, পং পাজনর, থানা গুপ্তিপাড়ার অধীন বসন্তহাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত মদনমোহণ মজুমদারের সহিত ইজারা বন্দো-বস্ত ছিল, উক্ত ডিহি আমি ইজারা লওনের প্রার্থনায় দরখাস্ত করায়, আমার দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া উক্ত ডিহি কনকনগর মায় তরফ ও মৌজা ওগয়রহ, মাল, সায়ের, রাইয়তী, খামার, জলকর, ফলকয়, ও বনকর ইত্যাদি আদ্যো-পান্ত যাবতীয় দরোবস্ত হকুক, সালিয়ানা, সেওয়ায় সরঞ্জামি ও দেবখরচ, মবলগে ১৬১০১৲ ষোল হাজার একশত এক টাকা জমা ধার্য্যে, ইস্তক ১৩১২ তেরশত বার সাল নাগাইদ ১৩১৮ তেরশত আঠার সাল এই সাত সন মেয়াদে জেলা পূর্ণিয়ার গোলোকধাম পরগনার সামিল ও থানা বীরনগরের অধীন কৈলাসভূম সাকিমের শ্রীযুত শিবসদয় সান্ন্যালের মাল্‌জামিনিতে আমাকে ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া পাট্টা দিলেন। আমি পাট্টা পাইয়া এই কবুলতী লিখিয়া দিতেছি ও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বর্ত্তমান সনের প্রথম হইতে ঐ ডিহিতে ইজারা সুরতে দখলিকার হইয়া প্রজাগণকে সন্তোষ রাখিয়া উশুল তহসীল পূর্ব্বক এই কবুলতীর নীচের লিখিত কিস্তিবন্দী অনুসারে, বিনা ওজর,

সন সন, কিস্তি কিস্তি, উপরিউক্ত রাজস্ব আদায় করিয়া, বামোহরী চেক দাখিলা লইতে থাকিব। বিনা দাখিলা উশুলের আপত্তি করিলে মজুরা পাইব না। কিস্তি খেলাপ করি, প্রতিশত টাকায় মাসিক এক টাকা হিসাবে সুদ দিব। বৎসরের মধ্যে কোন কিস্তি কিম্বা সালতামামী বাকী আদায় না করি, সন ১৮৮৫ সালের ৮ আইন ইত্যাদি যাহা খাজানা আদায় পক্ষে বর্ত্তমানে চলিত আছে ও যাহা ভবিষ্যতে হইবেক তাহা জারির দ্বারা আদায় করিয়া লইবেন, কিম্বা সরকার হইতে ক্রোকসাজওয়াল নিযুক্ত করিয়া আদায়ের তদ্‌বীর করিবেন, তাহাতে আমার কোন আপত্তি থাকিবেক না। ক্রোকসাজওয়ালের আদায়ী টাকা মধ্যে, সাজওয়ালের বেতন ইত্যাদি খরচ যাহা সরকার হইতে নির্দ্ধারিত হইবেক, তাহা বাদে যে টাকা অবশিষ্ট থাকিবে, আমার বাকী খাজানায় মিনাহ যাইবেক, ফাজিল হয় ফেরৎ পাইব, বাকী থাকে নিজ আদায়ে আদায় দিব, তাহা না দিলে নালিশের দ্বারা আমার স্থাবর অস্থাবর জায়দাদ ও আমার জাত হইতে মায় সুদ ও খরচা আদায় করিয়া লইবেন, তাহাতে আমি কি আমার ওয়ারিশানের কোন আপত্তি থাকিবেক না। মেয়াদ মধ্যে ডিহি মজকুরার ফসল অজন্মা কি হাজা, শুকা, ফৌতী ফেরারী ইত্যাদির জিম্মা আমার, এ সকল বিষয়ে রাজস্ব আদায়ে আপত্তি করিলে আদালতে গ্রাহ্য হইবেক না। দরি অঙ্কে যে কোন গতিকে যে কিছু বেশী জমা উৎপন্ন করিতে পারি তাহা আমি লইব। মহলের কোন বৃক্ষাদি স্বয়ং ছেদন করিয়া অথবা অন্যের দ্বারা করাইয়া হজুরের হকুক জমীদারীর কোন ক্ষতি করিব না ও কাহাকেও করিতে দিব না, এবং মালের জমী লাখেরাজভুক্ত ও পুষ্করিণী খনন ও খাল ইত্যাদি পূরণ করিব না, অথবা কোন নীলকুঠী বা রেশম কুঠী নিজে করিব না ও কাহাকেও করিতে দিব না। যদি করি, ও করিতে দেই বাহাল থাকিবেক না এবং তাহাতে সরকারের হকুক জমীদারির যে ক্ষতি খেয়ানত্‌ হইবেক, তাহার দ্বিগুণ নিজ আদায়ে আদায় দিব। অনবধানতা সূত্রে কি অপরের সহিত যোগ সাজশে, আমি, সরকারের সীমানা আদি কাহাকেও দখল করিতে দিব না এবং নিজে কোন সীমানা আপন সীমানা ভুক্ত করিয়া লইব না, এবং হজুরের জমীদারির বাসিন্দা প্রজাগণকে উঠাইয়া অন্য কোন অধিকারে বসাইয়া ও লইয়া যাইয়া, ভবিষ্যতে, হকুক জমী-

দারির কোন হানি করিব না, যদি করি ও তাহা প্রমাণ হয় তাহার খেসারৎ মায় খরচা দিব। দেওয়ানী, ফৌজদারী, কালেক্টরী, থাকবস্ত, নিমক ও পরমিট ইত্যাদি হাকিমানের কাছারী হইতে এবং হুজুরের জমীদারী সেরেস্তা হইতে যখন যে হুকুম প্রকাশ হইবেক তাহা সুনির্ব্বাহ করিব। যদি না করি, তজ্জন্য হুজুরের যে কোন জরীমানা বা খরচপত্র ও হানি হয় তাহা নিজ আদায়ে আদায় দিব। জমীদারী ডাক ও পল্‌টন রসদের সরবরাহ করিব। প্রত্যেক সন আখিরীতে এক প্রস্থ জমাওয়াশীলবাকী কাগজ হুজুরের সদর জমীদারী সেরেস্তায় দাখিল করিয়া রসীদ হাসিল করিতে থাকিব, না করিলে আইন জারি দ্বারা আদায় করিয়া লইবেন। ডিহি বা তদন্তর্গত তরফ্‌হা কাহাকে দর ইজারা দিব না এবং কাহারও বেনামীতে এই ইজারা লইতেছি না। যদি দর-ইজারা দেই ও অপরের বেনামীতে ইজারা লওয়া প্রকাশ হয়, তৎক্ষণাৎ বিনা নালিশে খাস করিয়া লইবেন, তাহাতে কোন আপত্তি করিলে সে বাতিল ও নামঞ্জুর হইবেক। ডিহি জরীপ জমাবন্দী বিষয়ে হুজুরের পৃথক্ অনুমতি মতে যে জমা বৃদ্ধি করিব, অর্থাৎ হাল হস্তবুদ অপেক্ষা যত টাকা জরীপ সূত্রে বেশী হইয়া প্রজারা তাহা দিতে স্বীকার পূর্ব্বক কবুলতী দাখিল করিবেক, ঐ জরিপী বেশী টাকার মধ্যে রকম ।৵০ সাত আনা ইজারার মেয়াদ পর্য্যন্ত আমি পাইব, বাকী রকম ৷৵০ নয় আনা আলাহিদা একরার লিখিত পঠিত দ্বারা, উপরিউক্ত ইজারার জমার সহিত সন সন, সরকারে ইরসাল করিব। জরীপ জমাবন্দী অনুসারে প্রজাগণের জরীপী বেশী জমা স্বীকারের পর, যদি উপরের লিখিত বেশী জমা আদায় পক্ষে সরকারে আলাহিদা একরার না লিখিয়া দেই ও উক্ত বেশী জমা আদায় না করি তজ্জন্য যে কোন নালিশ করিবেন তাহা আমলে আনিব, এবং কোন কারণবশতঃ আমার জামিন্‌দারের আবদ্ধীয় জায়দাদ বাকীদারী কি অন্য গতিকে হস্তান্তর হয় কিম্বা ঐ জামিনির প্রতি কোন রকমে কোন সন্দেহ জন্মে, কি জামিন্‌দারের ভদ্রাভদ্র হয়, তবে তৎক্ষণাৎ অন্য জামিন্ দাখিল করিব, কিম্বা রীতিমত গবর্ণমেণ্ট কাগজ বা নগদ টাকা ডিপাজিট করিব। যদি দ্বিতীয় জামিন্ কিম্বা নগদ টাকা আমানৎ না দেই, তদ্দণ্ডে মহল খাস করিয়া লইবেন অথবা অন্যের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন, তদ্বিষয়ে উত্তরকালে কোন দাবী দাওয়া করিতে পারিব না। উক্ত

ডিহিতে যে সমস্ত দেবত্র, ব্রহ্মোত্তর ও পীরোত্তর আদি নিষ্কর জমী পূর্ব্ব হইতে বাহাল আছে তাহা বাহাল রাখিব। আইন কানুন্ ও দস্তর ও এই কবুলতির সর্ত্ত বহির্ভূত কোন কার্য্য করিব না। এই কবুলতির লিখিত সর্ত্ত সকল প্রয়োজন-মতে আমার উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তগণের প্রতি বর্ত্তিবেক। এতদর্থে পাট্টা পাইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ও স্থিরচিত্তে মেয়াদী ইজারার কবুলতী লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ। *

ইসাদী।

ইজারার জামিনীনামা।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু জানকীজীবন হালদার, পিতার নাম ৺ রামজীবন হালদার, জাতি ব্রাহ্মণ, পেশা জমীদারী আদি, সাং ১৫ নং সিমুলিয়া ষ্ট্রীট্, সহর কলিকাতা, জমীদার মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীকালীকুমার অধিকারী, পিতা ৺ রামকুমার অধিকারী, জাতি ব্রাহ্মণ, পেশা তালুকাদি, সাং ১৮ নং বামুনবস্তি লেন, সহর কলিকাতা—কস্য মালজামিনী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—জেলা বাখরগঞ্জের মোতালক পরগনে মনোরমপুরের সামিল ও থানা হাসিমপুরের অধীন লাট উল্লাসধাম মহাশয়ের কালেক্টরী জমীদারী। উক্ত মহল, জেলা নদীয়া, পং রায়পুর, থানা সাহেবপুরের অধীন কৃষ্ণহাটী নিবাসী শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন জানা, বর্ত্তমান ১৩১৩ তেরশত তের সাল হইতে ৬ ছয় সন মেয়াদে সালিয়ানা মং ৯৯৯১৲ নয় হাজার নয়শত একানব্বই টাকা জমায় ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া লওয়ায়, আমি উক্ত ইজারদারের মাল জামিন হইয়া নীচের তপশীলের লিখিত আপন জায়দাদ্ মালজামিনীতে আবদ্ধ রাখিয়া এই মাল-জামিনীনামা লিখিয়া দিতেছি ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, ইজারদার মজকুর, মহাশয় বরাবর, উক্ত ইজারা সম্বন্ধে যে কবুলতী লিখিয়া দিলেন, ঐ কবুলতীর সর্ত্ত অনুসারে সালিয়ানা খাজানা, কিস্তি কিস্তি আদায়ে গতিক্রিয়া বা তঞ্চকতা করিলে, কিম্বা কবুলতির নিয়ম বহির্ভূত কোন কর্ম্ম করা জন্য মহাশয়ের

---

* এই কবুলতির অনুরূপ পাট্টা হইবেক। উপরিউক্ত ইজারা পাট্টা ও কবুলতির ঐক্য নাই। তজ্জন্য দুই প্রণালীর দুই খণ্ড লিখিত হইল।

অনিষ্ট হইলে, অথবা কোন রকমে কোন বিষয়ে উক্ত ইজারা সম্বন্ধে সরকারের ক্ষতি করিলে, আমি ইজারদারের সহিত সমান দায়ী থাকিয়া তত্তাবৎ নিজ আদায়ে আদায় করিব। তদন্যথায় ইজারদারের নাম সহযোগে আমার নামে নালিশ রুজু করিয়া, আমার এই জামিনির আবদ্ধীয় জায়দাদ বিক্রয়ের দ্বারা আদায় করিয়া লইবেন। এই জামিনির আবদ্ধীয় জায়দাদ্ দ্বারা তৎসমুদায় আদায় না হয়, আমার অন্য অন্য যে কিছু সম্পত্তি আদি বিষয় বিভব বর্ত্তমানে আছে ও ভবিষ্যতে হইবেক তাহা বিক্রয়ের দ্বারা এবং আমার জাত হইতে আদায় করিয়া লইবেন। তাহাতে আমি ও আমার উত্তরাধিকারিগণ কোন ওজর আপত্তি করিতে পারিব না ও পারিবেক না। ইজারদার, ইজারার মেয়াদ অতীত পর্য্যন্ত সমুদায় হিসাব নিকাশ ও দেনা পাওনা, যাবৎ সমজাইয়া বুঝাইয়া না দিবেক ও তৎসম্বন্ধীয় নালিশ মতে আদালত পর্য্যন্ত অব্যাহতি না পাইবেক তাবৎ, অত্র জামিনী হইতে আমি অব্যাহতি পাইব না, ও অত্র আবদ্ধীয় জায়দাদ্ কোন রকমে হস্তান্তর করিতে পারিব না, যদি করি সে বাতিল ও নামঞ্জুর। এতদর্থে ইজারদারের লিখিয়া দেওয়া কবুলতির সমুদায় প্রতিজ্ঞাদি জ্ঞাত হইয়া সুস্থ শরীরে ও স্থিরচিত্তে জামিনীনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী।

তপশীল জায়দাদ্।

জেলা পূর্ব্বাংশ বর্দ্ধমানের মোতালক পরগনে রঞ্জনপুরের সামিল ও থানা হরধামের অধীন তরফ রাজগড়, যাহার সদর জমা মং ৫৩২১৲ টাকা, উক্ত জেলার কালেক্টরী সেরেস্তায় ১১৭ নং তৌজি ভুক্তে আমার পিতা ৺রামকুমার অধিকারী মহাশয়ের নামে লেখা যায়, ঐ জমিদারীর রকম ৷৵১৩৷—আনা।

কণ্ট্রাক্টি বন্দোবস্তের পাট্টা।

শ্রীযুত বাবু উদিতেন্দ্র রায়, পিতার নাম ৺বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয়, জাতি ব্রাহ্মণ, সাং আনন্দপুর, পরগনে পল্টনহাট, থানা রাণীবাজার, ডিষ্ট্রীক্ট ঢাকা, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীঅপূর্ব্ব প্রসন্ন আঢ্য, পিতার নাম ৺ আদ্যাপ্রসন্ন আঢ্য, জাতি স্বুবর্ণ বণিক, পেশা জমীদারী আদি, সাং ১৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট্ পটলডাঙ্গা, সহর কলিকাতা—কস্য মেয়াদী কণ্ট্রাক্ট বন্দোবস্তের পাট্টা পত্র মিদং সন ১৩১৩ তেরশত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—জেলা ঢাকা, থানা রাণীবাজার, পরগনে পল্টনহাটের অন্তর্গত চক চণ্ডীগাছা আমার পৈতৃক কালেক্টরী জমিদারী। ঐ মহল আপনি কণ্ট্রাক্ট বন্দোবস্ত করিয়া লইবার প্রার্থিত হওয়ায়, উক্ত চক চণ্ডীগাছা সমেত নিজ চণ্ডীগাছা ও কিশমত্ মায়াপুর ও কিশমত্ সুন্দরপুর ও কিশমত্ নারায়ণপুর ও কিশমত্ হরিপুর ও তরফ্ ইন্দ্রভুম, মায় চর হরিপুর ওগয়রহ, মাল, সায়ের, রাইয়তী থামার, জলকর, বনকর, ফলকর, ঘাসকর, সজলস্থল আদ্যোপান্ত যাবতীয় দরোবস্ত হকুক, ইস্তক সন ১৩১৩ তেরশত তের সাল নাগাইদ সন ১৩১৮ তেরশত আঠার সাল এই ছয় সন মেয়াদে, বাদ সরঞ্জামি ও মামুলি, বেলমোক্তা সালিয়ানা মবলগে ১১৯০৪৲ এগার হাজার নয় শত চারি টাকা জমায় আপনাকে কণ্ট্রাক্ট বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে মহলে দখল দেওয়ান হইয়াছে। তৎকালে পাট্টা লিখিত পঠিত না হওয়ায়, সম্প্রতি এই কণ্ট্রাক্ট পাট্টা লিখিয়া দিতেছি যে, আপনি বর্ত্তমান সন হইতে মহলে দখলিকার থাকিয়া, পত্তনী তালুকদার ও মোকররীদার ও গাঁতিদার ও হাওয়ালাদার আদি সর্ব্বপ্রকার প্রজা ও করপ্রদগণকে সন্তোষ রাখিয়া খাজানাদি উশুল তহসীল পূর্ব্বক উপরি উক্ত মালগুজারির টাকা মেয়াদ পর্য্যন্ত সন সন, কিস্তি কিস্তি, সরকারে আদায় করিবেন। কিস্তি খেলাপ হয় দস্তর মত সুদ দিবেন। কোন কিস্তি কি কিস্তিহায়ের বাকী টাকা সহজে আদায় না করিলে, বাকী খাজানা আদায় সম্বন্ধে যে সকল আইন বর্ত্তমানে জারি আছে ও ভবিষ্যতে হইবেক তদনুসারে আপনার নামে নালিশ করিয়া টাকা আদায় করিয়া লইব। মেয়াদ পর্য্যন্ত হাজা, শুকা, ফৌতী, ফেরারী, অজন্মা ইত্যাদি সূত্রে রাজস্ব আদায়ের আপত্তি করিলে গ্রাহ্য হইবেক না। মহলে জরীপ জমাবন্দী করিয়া এবং দরি প্রজা পত্তন ও আবাদাদি দ্বারা দরি অঙ্কে যে কোন গতিকে যে জমা ও উপস্বত্ব বৃদ্ধি করিবেন, তাহা কণ্ট্রাক্টের মেয়াদ পর্য্যন্ত আপনি ভোগ করিবেন। চর হরিপুর, কালেক্টরী হইতে

আমার মেয়াদী ইজারা লওয়া আছে। ঐ চরের ইজারার মেয়াদ আপনার এই বন্দোবস্তের মেয়াদ সত্ত্বে পূর্ণ হইলে, কালেক্টরী হইতে আমার সহিত যে জমায় বন্দোবস্ত হউক আপনার কণ্ট্রাক্টের মেয়াদ পর্য্যন্ত আপনি তাহাতে আমার ন্যায় দখলিকার থাকিবেন ও আমার ন্যায় উপস্বত্ব ভোগ করিবেন। বর্ত্তমান জমা অপেক্ষা চরের জমা বৃদ্ধি হইলে, ঐ বৃদ্ধি পরিমাণ চরের খাজানা কণ্ট্রাক্টের মেয়াদ পর্য্যন্ত সরকার হইতে মুসমা পাইবেন। উপরিউক্ত সালিয়ানা জমা মোট ১১৯০৪৲ টাকা হইতে আমার দেয় উক্ত জমিদারির কালেক্টরী মালগুজারী ও চরের খাজানা বিমর্জ্জিম তপশীল মং ৬৮০৪৲ ছয় হাজার আটশত চারি টাকা আপনার প্রতি বরাত রাখিলাম। আপনি সন সন, আমার দেয় উক্ত মালগুজারির টাকা আদায় ও পরিশোধ করিয়া বাকী নিকর মুনাফা সালিয়ানা মং ৫১০০৲ পাঁচ হাজার একশত টাকা নীচের কিস্তিবন্দী মত আমার নিকট আদায় দিবেন ও তাহার চেক দাখিলা মোহর দস্তখতী লইবেন। উক্ত মহলের কালেক্টরী মালগুজারির টাকা যাহা আপনার বরাতে রাখা গেল, ঐ টাকা প্রতিসন প্রত্যেক কিস্তির লাটবন্দির অন্যূন দশ দিন পূর্ব্বে দাখিল করিয়া দিয়া কালেক্টরী দাখিলা আমার নিকট রেজেষ্টরী পত্রযোগে ডাকে পাঠাইলে তদনুসারে আপনাকে দাখিলা দেওয়া যাইবেক। আপনার কি আপনার কর্ম্মচারিগণের ত্রুটীতে কালেক্টরী খাজানা দাখিল না হইয়া মহল লাটে উঠিলে কি নীলামে বিক্রয় হইলে তজ্জন্য আমার যে ক্ষতি হইবেক তাহার দায়ী আপনি হইবেন। ঐ ক্ষতি পূরণের দাবীতে আপনার নামে নালিশ করিয়া ক্ষতি পূরণ করিয়া লইব। মহলে সন ১৩১২ সাল নাগাইদ আমার খাস আমলের যে বকেয়া বাকী আছে তাহা আলাহিদা লিখিত পঠিতের দ্বারা আপনাকে বিক্রয় করিলাম। আপনি সর্ব্বপ্রকার প্রজা ও তালুকদারগণের স্থানে হাল ও বকেয়া বাকী টাকা আদায় করিবেন। কোন বাকী টাকা তাহারা সহজে আদায় না দিলে ঐ সকল ব্যক্তির নামে আমার স্বরূপে আপনি বাকী খাজানার নালিশ করিয়া আদায় করিয়া লইবেন। দেওয়ানী, কালেক্টরী, ফৌজদারী, থাকবস্ত, নিমক, আবগারী ও পরমিট ইত্যাদি হাকীমানের কাছারী হইতে যখন যে

হুকুম প্রচার হইবেক তাহা সম্পাদন ও জমিদারী ডাক ও পল্‌টন্ রসদের সরবরাহ আপনি করিবেন। কণ্ট্রাক্টের মেয়াদ পর্য্যন্ত ভিন্ন কোন জমীজমা কায়েমী বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন না, তবে যদি কায়েমী বন্দোবস্ত ভিন্ন কোন জমী জমা বিলি না হয় ও তজ্জন্য ক্ষতি হয় তবে আমার মঞ্জুরীতে কায়েমী পাট্টা হইতে পারিবেক। মহলে কোন প্রকার বৃক্ষাদি ছেদন কি প্রজাগণের প্রতি দৌরাত্ম্য সূত্রে প্রজা ফেরার করণ কি অন্য কোন প্রকার কোন ক্ষতি করা প্রমাণ হইলে তজ্জন্য আপনার নামে ক্ষতি-পূরণের নালিশ হইয়া তত্তাবৎ আদায় হইবেক। মহলের একপ্রস্থ নকল কাগজ প্রতিসন সরকারে দাখিল করিবেন। রীতি দস্তুর ও আইন কানুন ও পাট্টা কবুলতীর সর্ত্ত বহির্ভূত কোন কর্ম্ম করিবেন না। এতদর্থে জামিনী কবুলতী পাইয়া স্থির চিত্তে মেয়াদী কণ্ট্রাক্ট পাট্টা পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন ১৩১৩ সাল। তাং ১লা বৈশাখ।

ইসাদী।

তপশীল কিস্তিবন্দী।

মোট জমা সালিয়ানা— মং—১১৯০৪৲ টাকা।

বরাত কালেক্টরী মালগুজারী চক চণ্ডীগাছা

সালিয়ানা—————৫৮০০৲
চরের খাজানা সালিয়ানা—১০০৪৲

একুন—৬৮০৪৲ টাকা

বাকী মুনাফার কিস্তি।

মাহ শ্রাবণ———৫০০৲
মাহ আশ্বিন——১০০০৲
মাহ পৌষ ——২০০০৲
মাহ মাঘ ———১০০০৲
মাহ চৈত্র————৬০০৲

একুন মুনাফা————————৫১০০৲ টাকা

সর্ব্ব একুন————————১১৯০৪৲ টাকা। মং এগার হাজার নয়শত চারি টাকা মাত্র।

দরইজারার কবুলতী।

পরম পূজনীয় শ্রীযুত চন্দ্রচূড় চক্রবর্ত্তী মহাশয়, পিতা ৺ চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী মহাশয়, সাং দাঁইহাট, পং মেটেরি, থানা কাটোয়া, ডিষ্ট্রীক্ট বর্দ্ধমান; ইজারদার মহাশয় বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীবিপ্রদাস কর, পিতার নাম ৺ হরিদাস কর, জাতি কায়স্থ; পেশা চাকুরি আদি, সাং কাটোয়া, থানা কাটোয়া, ডিষ্ট্রীক্ট বর্দ্ধমান— দরইজারা কবুলতী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—ডিষ্ট্রীক্ট বর্দ্ধমান, সব ডিভিজন কাটোয়া, পং হরিণবাটীর অন্তর্গত হুদা বড় বলরামপুর মহাশয়ের ইজারা মহল, ঐ হুদার অন্তঃপাতি মৌজে গোলাবাটী সমেত কিশমৎ ঘোষপাড়া এক লক্ত দুই মৌজা আমার প্রার্থণা মতে, বাদ সরঞ্জামি, বেলমোক্তা সালিয়ানা মং ৭১৯৲ সাত শত উনিশ টাকা জমায়, বর্ত্তমান সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সাল হইতে আগামী ১৩১৮ তেরশত আঠার সাল পর্য্যন্ত এই পাঁচ সন মেয়াদে আমাকে দরইজারা বিলি করিয়া রীতিমত পাট্টা দেওয়ায়, আমি ঐ জমা কবুল করিয়া এই কবুলতী লিখিয়া দিতেছি যে, উক্ত মহলের প্রজাগণকে বাধ্য রাখিয়া মেয়াদ পর্য্যন্ত, নীচের কিস্তিবন্দী মত, উপরিউক্ত মালগুজারির টাকা সরকারে আদায় করিয়া নূতন প্রজাদি পত্তন ও পতিত জমী আদি আবাদ করাইয়া উপস্বত্ব ভোগ করিব। হাজা শুকা, অজন্মা ও অনাদায় সূত্রে মালগুজারির টাকা দিতে কোন আপত্তি করিতে পারিবনা, করিলে অগ্রাহ্য হইবে। কিস্তিমত সন সন, উক্ত ধার্য্য জমা আদায় না করিলে, শতকরা মাসিক ১৲ টাকা হারে সুদ সহ আমার নামে নালিশ করিয়া আদায় করিয়া লইবেন। পথকর ও পবলিককর, প্রতি টাকায় অর্দ্ধ আনা হিসাবে আলাহিদা দিব। গ্রামে যে একটী বাজার আছে যাহাতে দিন দিন ঐ বাজারের উন্নতি ও আয়বৃদ্ধি হয় তাহা করিব। উক্ত গ্রামে হাল বৃদ্ধি আদি দ্বারা যাহা সংস্থান করিতে পারি মেয়াদ পর্য্যন্ত আমি ভোগ করিব। আমার দরইজারার অতিরিক্ত মেয়াদে কাহাকে কোন জমী জমার পাট্টা দিবনা। দেওয়ানী, ফৌজদারী, কালেক্টরী ইত্যাদি গভর্ণমেণ্টের কাছারী হইতে যখন যে হুকুম মহাশয়ের নামে কি জমীদারগণের নামে প্রচার

হইবে, তাহার জওয়াবদিহি আমি করিব। আমার শৈথিল্যে ঐ সংক্রান্তে কোন অর্থ দণ্ড হয় নিজে দিব। যে সকল জমী জমা ছাপী ও বেদখল আছে ঐ সকল জমী জমা সম্বন্ধে আমি নিজ ব্যয়ে নালিশ করিয়া দখলে আনিয়া তাহার উৎপন্ন মেয়াদ পর্য্যন্ত নিজে ভোগ করিব। প্রতি সন আখিরীতে গ্রামের একপ্রস্থ লওয়াজিমা কাগজ সরকারে দাখিল করিব। যে কোন বিষয় এত্তেলার যোগ্য তাহার এত্তেলা দিয়া মহাশয়ের লিখিত অনুমতি মত কার্য্য করিব। এতদর্থে পাট্টা পাইয়া স্থিরচিত্তে দরইজারার কবুলতী পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

ঠিকা জিম্মাদারী পাট্টা।

শ্রীযুত বাবু বনবিহারী সরকার, পিতা শ্রীযুত বাবু বিদ্যাধর সরকার, সাং বরাহনগর, পং বাসুদেবপুর, থানা নীরোল, ডিষ্ট্রীক্ট নদীয়া, সুচরিতেষু।—

লিখিতং শ্রীরামগতি বিশ্বাস, পিতার নাম ৺ রামযাদু বিশ্বাস, সাং বিজয়নগর, পং মণ্ডলঘাট, থানা কস্‌বা, ডিষ্ট্রীক্ট মেদিনীপুর। ঠিকা জিম্মাদারী বন্দোবস্তের পাট্টা পত্রমিদং সন ১৩১৪ তেরশত চোদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিষ্ট্রীক্ট মেদিনীপুর, পং মণ্ডলঘাটের অন্তঃপাতি থানা কস্‌বার অধীন লাট বিজয়নগর আমার মেয়াদী ইজারা মহল। ঐ লাটের অন্তর্গত মৌজে গোলকবাটী সমেত পটী সেনপাড়া তুমি ১ এক বৎসরের জন্য ঠিকা বন্দোবস্ত করিয়া লইবার প্রার্থিত হওয়ায় উক্ত মৌজা মায় পটী, বাদ সরঞ্জামী, বেলমোক্তা সালিয়ানা মং ৫১৩৲ পাঁচশত তের টাকা জমায় বর্ত্তমান ১৩১৪ সাল এই এক সনের জন্য তোমার সহিত ঠিকা জিম্মাদারী বন্দোবস্ত করিয়া তোমার স্থানে কবুলতী গ্রহণে এই পাট্টা লিখিয়া দিতেছি যে, তুমি উক্ত মৌজার প্রজাগণকে বাধ্য ও বশীভূত রাখিয়া পতিত পলাতকা ও খামারী জমী আদি উঠিত ও আবাদ পত্তন করিয়া উপরি উক্ত মালগুজারির টাকা, নীচের কিস্তিবন্দী মত, সরকারে আদায় করিয়া উপস্বত্ব আদি যাহা বৃদ্ধি করিতে পারহ তাহা সন আখিরী পর্য্যন্ত ভোগ করিবা। হাজা, শুকা,

অজন্মা কি প্রজার স্থানে অনাদায় আদি সূত্রে উক্ত জমা আদায়ে কোন আপত্তি করিতে পারিবা না। উক্ত গ্রামের কোন বৃক্ষাদি ছেদন করিবা না ও কাহাকে করিতে দিবানা। সন ১৩১৩ সাল পর্য্যন্ত ঐ গ্রামে আমার যে বকেয়া বাকী আছে তাহা মং ১২৫৲ একশত পঁচিশ টাকা মূল্যে তোমাকে বিক্রয় করিয়া ও উক্ত টাকা সমস্ত বুঝিয়া পাইয়া তাহার আলাহিদা বিক্রয় পত্র তোমাকে লিখিয়া দিলাম। বকেয়া বাকী সমস্ত ও বর্ত্তমান হাল সনের খাজানা তুমি আদায় করিয়া লইবা। কিস্তিমত টাকা আদায় না করিলে তোমার নামে চলিত আইন অনুসারে নালিশ হইয়া টাকা আদায় করা হইবেক। পথকর ও পললিককর দস্তুরমত সরকারে আলাহিদা দিবা, অনাদায়ে তাহারও নালিশ হইবে। সন আখিরীতে গ্রামের লওয়াজিমা কাগজ একপ্রস্থ সরকারে দাখিল করিবা। খাজানার টাকা যখন যাহা দিবা তাহার চেক দাখিলা লইবা। চেক দাখিলা ভিন্ন রোকা ও রসীদাদি অগ্রাহ্য। বর্ত্তমান সন আখিরী পর্য্যন্ত দেওয়ানী, ফৌজদারী ও কালেক্টরী কাছারী ও মহকুমা আদি হইতে জমীদারের নামে কি আমার নামে যে কোন হুকুম প্রচার হইবেক তাহা তামিল করিবা, তোমার অনবধানে কোন জরীমানাদি হইলে তাহার দায়ীক তুমি হইবা। এই রীতি অনুযায়িক এক সন সুচারুরূপে সন্তোষজনক ভাবে খাজানাদি আদায় ইরসাল ও কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ করিলে আগামী সনে ঐ গ্রাম পুনরায় তোমার সহিত বন্দোবস্ত করা যাইবেক। এতদর্থে ঠিকা জিম্মাদারী বন্দোবস্তের পাট্টা লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

জায় কিস্তিবন্দী। ইসাদী

পত্তনী বন্দোবস্তের প্রণালী।

পত্তনী প্রার্থনার দরখাস্ত।

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ বসাক মহাশয়।—

বরাবরেষু।—

দরখাস্ত শ্রীনৃত্যগোপাল দত্ত, সাং শীতলডাঙ্গা, পং রামপুর, থানা মগরা, জেলা হুগলি—নিবেদন এই যে মহাশয়ের জমীদারী জেলা হুগলির মোতালক

উত্তরভুম পরগনার অন্তঃপাতি ও থানা কংশপুরের অধীন তরফ্ ভদ্রবাটী মায় মৌজায়াৎ যাহা মং ১৯০১১৲ টাকা সালিয়ানা জমা ধার্য্যে সোনাডাঙ্গা সাকিমের শ্রীযুত নিত্যানন্দ বিশ্বাসের সহিত ইজারা বিলি আছে, উক্ত তরফ্ ভদ্রবাটী, সম্প্রতি সরকার হইতে পত্তনী বিলি হইবেক। এমতে আমি এই দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা করিতেছি যে, উক্ত মহল, বাদ সরঞ্জামি, সালিয়ানা মং ২২০০১৲ বাইশ হাজার এক টাকা জমায় ও ঐ জমার দুই গুণ পণে আমাকে পত্তনী দিতে আজ্ঞা হয়, নিবেদন ইতি। সন। তারিখ।

পত্তনী সেলেরবন্দ।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ বসাক, সাং সোমড়া, পং রায়পুর, থানা বৈঁচী, জেলা হুগলি, জমীদার মহাশয় বরাবরেষু।—

মফঃস্বলী পত্তনী তালুক বিলির সেলেরবন্দ। সন ১৩১৪ সাল।

আসামী——————— মৌজে	———সালিয়ানা	———————কাত্।
।০——————————মহল	——————মালগুজারী	——————————পণ।
পং উত্তরভূমের মোতালক—		
তরফ ভদ্রবাটী——		
নিজ ভদ্রবাটী —— ১	১১৫৫৩৲	২৩১০৬৲
মৌজে গৌরীপুর——১	৬২২১৲	১২৪৪২৲
মৌজে গিরিপুর——১	২৯৯৪৲	৫৯৮৮৲
মৌজে মেরুবাটী——১	১২৩৩৲	২৪৬৬৲
	২২০০১৲	৪৪০০২৲

লিখিতং শ্রীনৃত্যগোপাল দত্ত, সাং শীতলডাঙ্গা, পং রামপুর, থানা মগরা, জেলা হুগলি। মহাশয়ের জমীদারী সেরেস্তা বিশেষ মতে তদন্ত করিয়া সমজিয়া আপন ইচ্ছা পূর্ব্বক চারি মৌজা মহলের কাত্ মং ২২০০১৲ বাইশ্ হাজার এক টাকা সালিয়ানা জমাতে ও মং ৪৪০০২৲ চোয়াল্লিশ হাজার দুই টাকা পণবাহায় মফঃস্বলী পত্তনী তালুক লইয়া সেলেরবন্দে দস্তখত্ করিলাম। মাফিক্

দস্তুর পণবাহার বেবাক টাকা মহাশয়ের সরকারে দাখিল করিয়া কবুলতী লিখিয়া দিব ও পাট্টা লইব। ইতি সন। তারিখ। *

পত্তনী পাট্টা।

শ্রীযুত বাবু বিপিনবিহারী মল্লিক, পিতা ৺পুলিনবিহারী মল্লিক, জাতি কায়স্থ, সাং বনবিহারিপুর, পং পাহাড়গড়, থানা উল্টাডিঙ্গী, ডিষ্ট্রীক্ট বাকুণ্ডা—

শুভ পত্তনী পাট্টা পত্রমিদং সন ১৩১৩ তেরশত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিষ্ট্রীক্ট ভাগলপুর, সবডিভিজন মায়াপুর, পরগনে বসন্তপুরের সামিল ও থানা মানাদের অধীন লাট কামদেবগড়, আমাদিগের পৈতৃক জমীদারী, যাহা আমাদিগের মৌরুশ ৺রাধাকৃষ্ণ মুস্তোফী মহাশয়ের নামে উক্ত জেলার কালেক্টরী সেরেস্তায় ৭২ নং তাহুৎ লেখা যায়, তাহাতে আমরা সরিক ও ওয়ারিস ও মালিকস্বরূপে সদর মালগুজারী আদায় পূর্ব্বক দখলিকার আছি। ঐ লাটের মধ্যে নিজ কামদেবগড় ও কিশমত্ কানাইডাঙ্গা এক লক্ত দুই মহলের কাত্, সালিয়ানা মফঃস্বল স্থিত জমা বিমর্জ্জিম জমাওয়াসিলবাকী, মং ৬৫১৯৷৶০ টাকা, তাহার মধ্যে বেলমোক্তা সরঞ্জামি ও মালিকানা মং ৪১৮৷৶০ টাকা বাদে, বাকী ৬১০১৲ ছয় হাজার একশত এক টাকা তলব জমায় আপনার দরখাস্ত মতে আপনার নিকট পত্তনির পণবাহা, তলব জমার দুইগুণ, মং ১২২০২৲ বার হাজার দুই শত দুই টাকা নগদ বুঝিয়া লইয়া উক্ত গ্রাম হায়ের, আইন বাহালী বাজে জমী ও দেবত্র, মহত্রাণ ব্রহ্মোত্তর ও পীরোত্তর বাদে, বাকী মাল, সায়ের, রাইয়তী ও খামার আদি দরোবস্ত হকুক, উক্ত দুই গ্রাম আপনাকে পত্তনী বন্দোবস্ত করিয়া পত্তনী পাট্টা লিখিয়া দিলাম। আপনিও জমী জমা বিশেষ রূপে বুঝিয়া লইয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক কবুলতী লিখিয়া দাখিল করিলেন। উক্ত গ্রাম দিগর, বাস্তু, বাগাৎ, সমেত রাইয়তী, খামার ও হাসিল পতিত, জলকর, ফলকর, বিল, ঝিল, দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী, সজলস্থল ওগয়রহ দরোবস্ত হকুক আদ্যোপান্ত চতুঃসীমাচ্ছন্ন যাহা আমাদিগের আমল মামুল দখলে আছে,

---

* এই সেলেরবন্দ বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সরকার ভিন্ন এক্ষণে অন্যত্রে লিখিয়া লওনের ব্যবহার নাই। রীতি জানিবার জন্য লেখা হইল।

তাহাতে পত্তনী সুরত্ আপনি হক্দার ও দখলিকার হইয়া নীচের কিস্তিবন্দী অনুযায়িক, সন সন, মাস মাস, কিস্তি বকিস্তি, তলব মত খাজানা, আমাদিগের সরকারে বিনা ওজর আদায় করিবেন। হাজা, শুকা, ফৌতী, ফেরারী পতিত, পলাতকা, নদী শিকস্তি, পুল শিকস্তি, কমী ও নাজাই ইত্যাদি কোন বাবত্ এজমার উপর কখন কোন ওজর আপত্তি করিবেন না, যদি করেন সে নামঞ্জুর। কিস্তিবন্দী সুরত্ মালগুজারী আদায় না করেন, কিস্তি খেলাপী সুদ প্রতি শতে মাসিক এক টাকার হারে দিবেন, এবং যযমাহী দোয়াজদামাহীতে বাকী আদায় জন্য সন ১৮১৯ সালের ৮ আইন জারী হইয়া টাকা আদায় হইবেক। যদি তাহাতে খাজানার টাকা মায় সুদ ও খরচা সকল আদায় না হয় এবং অবশিষ্ট বাকী টাকা স্বেচ্ছাধীন আদায় না করেন, তবে নালিশ মতে আপনার অন্যান্য জায়দাদ্ নীলাম বিক্রয়ের দ্বারা আদায় করিয়া লইব। মহল মজকুর জরীপ জমাবন্দী করিয়া সাবেক প্রজা বাহাল ও তাহাদিগকে সন্তোষ রাখিয়া দরি প্রজা পত্তন করিয়া আবাদ পত্তনের দ্বারা মহলের উন্নতিসাধন করিবেন। সীমানা সরহদ্দ কায়েম রাখিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে মালগুজারী আদায় পূর্ব্বক উপস্বত্বাদি পরম সুখে ভোগ করিতে থাকিবেন। এ পত্তনী তালুক কখন কালেক্টরীতে খারিজ হইতে পারিবে না, আমাদিগের জমীদারির সামিল থাকিবেক, আপনি আমাদিগের সরকারে মালগুজারী সরবরাহ করিবেন। উক্ত লাটের সদর খাজানা দৈব ঘটনায় আমাদিগের পক্ষ হইতে কালেক্টরীতে দাখিল না হয় ও উক্ত লাট নীলামের গতিক উপস্থিত হয় আপনি ঐ বাকী আদায় করিয়া নীলাম স্থকিদ পূর্ব্বক কালেক্টরী সহি মোহরী আমাদিগের নামের দাখিলা লইয়া ঐ দাখিলা আমাদিগের নিকট দরপেশ করিলে, আমরা ঐ টাকা নগদ অথবা এই পত্তনী মহলের বাকী খাজানার অন্দরে মিনাহ সুরত্ আপনাকে দাখিলা দিয়া ঐ কালেক্টরী দাখিলা লইব। যদি তাহা না করিয়া অষ্টম জারি করি তবে আপনি ঐ কালেক্টরী দাখিলা অষ্টমের মিছিলে দরপেশ করিলে ঐ দাখিলার লিখিত টাকা খাজানায় মুসমা পাইবেন। দেওয়ানী, ফৌজদারী ও কালেক্টরী ও পুলিশ ও নিমক্ চৌকী ও আব্গারী ওগয়রহ কাছারী হায় হইতে হুকুম আদি, যাহা আমাদিগের নামে কিম্বা আপনার নামে প্রচার হইবেক

তাহা আপনি তৎক্ষণাৎ নিষ্পাদন করিবেন, তাহাতে শৈথিল্য করেন ঐ সমস্ত আদালত হইতে তজ্জন্য যে হুকুম হইবেক তাহা আপনার প্রতি অর্শিবেক। গভর্ণমেণ্ট হইতে রাস্তাবন্দী ও পুলবন্দী ও ডাক্ চালানী ওগয়রহ বিষয় এবং পল্‌টন্ গমনাগমনের রসদ ইত্যাদি বিষয়ে যখন যেমত হুকুম প্রকাশ হইবেক, তাহা আপনি নিজ খরচে বেওজর সরবরাহ করিবেন, এবং কোন কাগজ পত্র তলব হইলে তৎক্ষণাৎ আমাদিগের নিকট এত্তেলা দিয়া দাখিল করিবেন। এসকল বিষয়ের জওয়াবদিহি জিম্মা আপনার, আমাদিগের সহিত কোন সংশ্রব নাই। উক্ত গ্রামে কোন চুরী কি ডাকাইতী কি খুন ইত্যাদি কোন প্রকার দুর্ঘটনা উপস্থিত অথবা অসিদ্ধ নিমক তৈয়ারি হয়, তৎক্ষণাৎ পুলিশ ও নিমক চৌকিয়াতে এত্তেলা দিয়া তথা হইতে যে হুকুম হয় আমলে আনিবেন। আপনকার অসাবধানতায় ও ক্রটীতে এসকল বিষয়ে যে জরিমানা আদি হইবেক তাহার নিসা আপনি করিবেন, আমাদিগের সহিত কোন এলাকা নাই। আমল মামুল সীমানা সরহদ্দের অন্যথায় কোন জমী জমা ছাট করিয়া আপনার অপরাপর নিকটস্থ জমীদারী আদির সামিল করেন, কিম্বা মালের জমী ছাট করিয়া তঞ্চকতাক্রমে লাখেরাজ ভুক্ত করেন ও তাহাতে উত্তরকাল আমাদিগের হকুকের ক্ষতি খেয়ানত্ হয় তাহার খেসারত্ আপনি বুঝাইয়া দিবেন। অপর কর্ত্তৃক সীমানা সরহদ্দ বেদখল হইলে তাহার দাবীতে আদালতে নিজ খরচে নালিশ করিয়া দখলে আনিবেন, তাহা না করেন সে বাবত্ আমাদিগের যে ক্ষতি হইবেক তাহার নিসা আপনি করিবেন। পথকর ও পবলিককর দস্তুর মত আলাহিদা দিবেন। এই পত্তনী পাট্টার লিখিত জমার বেশী তলব কখন করিবনা এবং আপনিও কখন কোন কারণে কমীর ওজর করিতে পারিবেন না, যদি করি ও করেন সে নামঞ্জুর। তবে গভর্ণমেণ্ট হইতে ভবিষ্যতে কোন নূতন কর দিবার অনুমতি হইলে সেই পরিমাণ কর আপনি প্রজাগণের স্থানে আদায় করিয়া আমাদিগের সরকারে আলাহিদা সরবরাহ করিবেন। এতদর্থে সুস্থ শরীরে, স্বেচ্ছামতে ও স্থিরচিত্তে পণবাহার সমগ্র টাকা নগদ

বুঝিয়া পাইয়া কবুলতী লইয়া পত্তনী পাট্টা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ। *

ইসাদী।

তপশীল কিস্তিবন্দী।———

অনুরূপ পত্তনী কবুলতী।

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু ভূপতিনাথ মুস্তোফী, তথা শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপতিনাথ মুস্তোফী, তথা শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ মুস্তোফী, তথা শ্রীমতি মালতীমুঞ্জরী দাসী, সর্ব্ব সাং ২৯ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট্, সহর কলিকাতা, জমীদার মহাশয়গণ বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীবিপিনবিহারী মল্লিক, পিতার নাম ৺ পুলীনবিহারী মল্লিক, জাতি কায়স্থ, সাং বনবিহারীপুর, পং পাহাড়গড়, থানা উল্টাডিঙ্গী, ডিষ্ট্রীক্ট বাকুণ্ডা—পত্তনী কবুলতী পত্রমিদং সন ১৩১৩ তেরশত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিষ্ট্রীক্ট ভাগলপুর, সবডিভিজন মায়াপুর, পরগনে বসন্তপুরের সামিল ও থানা মানাদের অধীন লাট্ কামদেবগড়, মহাশয়দিগের পৈতৃক জমীদারী, যাহা মহাশয়দিগের মৌরুশ ৺ রাধাকৃষ্ণ মুস্তোফী মহাশয়ের নামে উক্ত জেলার কালেক্টরী সেরেস্তায় ৭২ নং তাহুৎ লেখা যায়, তাহাতে মহাশয়েরা সরিক ও ওয়ারিস ও মালিকত্ব রূপে সদর মালগুজারী আদায় পূর্ব্বক দখলিকার আছেন। ঐ লাটের মধ্যে নিজ কামদেবগড় ও কিশমত্ কানাইডাঙ্গা একলক্ত দুই মহলের কাৎ সালিয়ানা মফঃস্বল স্থিত জমা বিমর্জ্জিম জমাওয়াসীলবাকী মং ৬৫১৯।৴০ টাকা, তাহার মধ্যে বেলমোক্তা সরঞ্জামি ও মালিকানা মং ৪১৮।৵০ টাকা বাদে, বাকী মং ৬১০১৲ ছয় হাজার একশত এক টাকা তলব জমায় আমার দরখাস্ত মতে আমার নিকট

---

* দেশভেদে ও অবস্থা বিশেষে পত্তনী পাট্টার সর্ত্ত ইহা অপেক্ষা অনেক বাহুল্যও আছে। প্রচলিত মতে প্রয়োজনীয় যে সকল সর্ত্ত তাহাই লিখিত হইল, এবং এই পাট্টার অনুরূপ কবুলতী লেখা হইল, যেহেতু অপর কোন স্থানে অনুরূপ কবুলতী লিখিত হয় নাই।

পত্তনী পণ বাহা তলব জমার দুই গুণ, মং ১২২০২৲ টাকা নগদ বুঝিয়া লইয়া উক্ত দুই গ্রাম হায়ের আইন বাহালী বাজে জমী ও দেবত্র, মহত্রাণ, ব্রহ্মোত্তর ও পীরোত্তর বাদে, বাকী মাল সায়ের, রাইয়তী, খামার আদি দরোবস্ত হকুক উক্ত গ্রাম দ্বয় আমাকে পত্তনী বন্দোবস্ত করিয়া পত্তনী পাট্টা লিখিয়া দিলেন। আমিও জমী জমা বিশেষ রূপে বুঝিয়া লইয়া স্বেচ্ছামতে কবুলতী লিখিয়া দাখিল করিতেছি যে, উক্ত দুই গ্রাম সমগ্র মায় বাস্তু, বাগাৎ, রাইয়তী, খামার, ও হাসিল পতিত, জলকর, বনকর, ও ফলকর, বিল, ঝিল, দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী, সজল স্থল ওগয়রহ দরোবস্ত হকুক আদ্যোপান্ত চতুঃসীমাচ্ছন্ন, যাহা মহাশয়-দিগের আমল মামুল দখলে আছে, তাহাতে পত্তনী সুরৎ আমি হকদার ও দখলিকার হইয়া, নিম্নের কিস্তিবন্দী অনুসারে, সন সন, মাস মাস, কিস্তি বকিস্তি তলব মত মহাশয়দিগের সরকারে বিনা ওজর মালগুজারী আদায় করিব। হাজা, শুকা, ফৌতী ফেরারী, পতিত পলাতকা, নদী শিকস্তি, পুল শিকস্তি,কমী, নাজাই ইত্যাদি কোন বাবত্ এ জমার উপর কখন কোন ওজর আপত্তি করিব না, যদি করি সে নামঞ্জুর। কিস্তিবন্দী মাফিক মালগুজারী আদায় না করিলে কিস্তি খেলাপী সুদ প্রতি শতে মাসিক এক টাকা হিসাবে দিব, এবং ষষ্ মাহী ও দোয়াজ্দামাহীতে বাকী আদায় জন্য সন ১৮১৯ সালের আট আইন জারী করিয়া টাকা আদায় করিয়া লইবেন। যদি তাহাতে খাজা-নার টাকা মায় সুদ খরচা সকল আদায় না হয়, এবং অবশিষ্ট বাকী টাকা স্বেচ্ছাধীন আদায় না করি, তবে নালিশ মতে আমার অন্যান্য জায়দাদ নীলাম বিক্রয় দ্বারা আদায় করিয়া লইবেন। মহল মজকুর জরীপ জমাবন্দী করিয়া সাবেক প্রজা বাহাল ও তাহাদিগকে সন্তোষ রাখিয়া দরি প্রজা পত্তন করিয়া আবাদ পত্তনের দ্বারা মহলের উন্নতি সাধন করিব। সীমানা সরহদ্দ বজায় রাখিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে মালগুজারী আদায় পূর্ব্বক উপস্বত্বাদি পরম সুখে ভোগ করিতে রহিব। এই পত্তনী তালুক কখন কালেক্টরীতে খারিজ হইতে পারিবেক না, মহাশয়দিগের জমীদারির সামিল থাকিবেক, আমি মহাশয়দিগের সরকারে মালগুজারী সরবরাহ করিব। উক্ত লাটের সদর খাজানা দৈব ঘটনায় মহাশয়দিগের পক্ষ হইতে যদি কালেক্টরীতে দাখিল না হয়, ও উক্ত লাট নীলামের গতিক উপস্থিত হয়, আমি ঐ বাকী আদায় করিয়া নীলাম

স্থগিদ পূর্ব্বক কালেক্টরী সহি মোহরী মহাশয়দিগের নামের দাখিলা লইয়া ঐ দাখিলা মহাশয়দিগের নিকট দরপেশ করিলে, মহাশয়েরা ঐ টাকা নগদ অথবা এই পত্তনী মহলের বাকী থাজানার অন্দরে মিনাহ্ সুরৎ আমাকে দাখিলা দিয়া ঐ কালেক্টরী দাখিলা লইবেন, যদি তাহা না করিয়া আমার নামে অষ্টম জারী করেন, তবে আমি ঐ কালেক্টরী দাখিলা অষ্টমের মিছিলে দরপেশ করিলে, ঐ দাখিলার লিখিত টাকা থাজানায় মুসমা পাইব। দেওয়ানী, ফৌজদারী ও কালেক্টরী ও পুলিস ও নিমক চৌকী ও আব্‌গারী ওগয়রহ কাছারী হায় হইতে হুকুম আদি যাহা মহাশয়দিগের নামে কিম্বা আমার নামে প্রচার হইবেক, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা নিষ্পাদন করিব, তাহাতে শৈথিল্য করি ঐ সমস্ত আদালত হইতে তজ্জন্য যে হুকুম প্রচার হইবেক তাহা আমার প্রতি অর্শিবেক। গভর্ণমেণ্ট হইতে রাস্তাবন্দী ও পুলবন্দী ও ডাক্‌চালানী ওগয়রহ বিষয়ে এবং পল্‌টন গমনাগমনের রসদ ইত্যাদি বিষয়ে যখন যেমত হুকুম প্রকাশ হইবে, তাহা নিজ খরচে বেওজর সরবরাহ করিব, এবং কোন কাগজ পত্র তলব হইলে তৎক্ষণাৎ মহাশয়দিগের নিকট এত্তেলা দিয়া দাখিল করিব, এ সকল বিষয়ের জওয়াবদিহী জিম্মা আমার, মহাশয়দিগের সহিত কোন এলাকা নাই। উক্ত গ্রামে কোন চুরী কি ডাকাইতী কি খুন ইত্যাদি কোন প্রকার দুর্ঘটনা উপস্থিত, অথবা অসিদ্ধ নিমক তৈয়ারী হয়, তৎক্ষণাৎ পুলিস ও নিমক চৌকিয়াতে এত্তেলা দিয়া তথা হইতে যে হুকুম জারি হইবেক আমলে আনিব। আমার অনবধানতায় ও ক্রটীতে এ সকল বিষয়ে জরিম্যনা আদি যাহা হইবেক তাহার নিসা আমি করিব, মহাশয়দিগের সহিত তাহার এলাকা নাই। আমল মামুল সীমানা সরহদ্দর অন্যথায় কোন জমী জমা ছাট করিয়া আমার অপরাপর নিকটস্থ জমীদারী আদির সামিল করি, কিম্বা মালের জমী ছাট করিয়া তঞ্চকতাক্রমে লাখেরাজ ভুক্ত করি, এবং তাহাতে উত্তর কাল মহাশয়দিগের হকুকের ক্ষতি খেয়ানত্ হয় তবে তাহার খেসারৎ আমি বুঝাইয়া দিব। অপর কর্ত্তৃক সীমানা সরহদ্দ বেদখল হইলে তাহার দাবীতে আদালতে নিজ খরচে নালিশ করিয়া দখলে আনিব, তাহা না করিলে সে বাবৎ মহাশয়দিগের যে কিছু লোকসান হইবেক তাহার নিসা আমি করিব। পথকর ও পবলিককর

দস্তুরমত আলাহিদা দিব। এই পত্তনী কবুলতির লিখিত জমার বেশী তলব কখন মহাশয়েরা করিবেন না, আমিও কখন কোন রকমে কমির ওজর করিতে পারিব না, যদি করেন ও করি তাহা নামঞ্জুর। তবে গবর্ণমেণ্ট হইতে এই তালুক সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কোন প্রকার নূতন কর দিবার অনুমতি হইলে ও সেই হুকুম দর্শাইলে তৎপরিমাণ কর, প্রজাগণের স্থানে আদায় করিয়া, আলাহিদা মহাশয়দিগের বরাবর সরবরাহ করিব। এতদর্থে সুস্থ শরীরে, স্থিরচিত্তে, পণবাহার সমগ্র টাকা নগদ বুঝাইয়া দিয়া পাট্টা পাইয়া পত্তনী কবুলতী লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী।

জায় কিস্তিবন্দী।

পত্তনী আমল নামা।

জেলা ভাগলপুর, পরগনে বসন্তপুরের সামিল ও থানা মানাদের অধীন লাট কামদেবগড়ের মধ্যে নিজ কামদেবগড় ও কিশমৎ কানাইডাঙ্গার গোমাস্তাগণ ও মণ্ডলান্ ও পাইকান্ ও হাল্‌সানাগণ ও মাতব্বরান্ ও সর্ব্ব সাধারণ প্রজা-বর্গ প্রতি লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—সম্প্রতি লাট মজকুরের অন্তঃপাতী নিজ কাম-দেবগড় ও কিশমৎ কানাইডাঙ্গা এক লক্ত দুই মৌজা, জেলা বাকুড়ার মোতালক, পাহাড়গড় পরগনার সামিল ও থানা উল্‌টাডিঙ্গীর অধীন বন-বিহারীপুর নিবাসী শ্রীযুত বাবু বিপিনবিহারী মল্লিককে, পত্তনী দেওয়া গেল। তোমরা পত্তনীদার বাবুর নিকট কিস্তি কিস্তি, আপন মাল খাজানা আদি আদায় ও রীতিমত কর্ম্ম কার্য্যের আঞ্জাম দিবা, কোন বিষয় গোপন রাখিবা না। ইতি সন। তারিখ।

দর পত্তনী পাট্টা।

কল্যাণবর শ্রীযুত নিধিনাথ নিয়োগী, পিতার নাম ৺ নন্দলাল নিয়োগী, জাতি সৎগোপ, পেশা চাকুরী আদি, সাং নন্দীগ্রাম, পং নলহাটী, থানা সিঙ্গুর, ডিঃ নদীয়া, কল্যাণবরেষু।—

লিখিতং শ্রীদিগ্বিজয় ঘটক, পিতার নাম ৺ ভুবনবিজয় ঘটক, জাতি ব্রাহ্মণ, পেশা তালুক আদি, সাং ভবানীপুর, থানা ঐ, ডিহি পঞ্চান্নগ্রাম, ডিঃ চব্বিশ পরগনা।—কস্য দর পত্তনী পাট্টা পত্রমিদং সন ১৩১৩ তেরশত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিষ্ট্রীক্ট চব্বিশ পরগনা, সবডিভিজন বারাসতের অন্তর্গত হুদা বিজয়বাটী ও তদন্তর্গত নিজ বিজয়বাটী ও কিশমত্ মোহণপুর ও মৌজে রাণীনগর ও মৌজে ঘোষালপাড়া ও কিশমৎ ডাঙ্গাপাড়ার রকম ॥৶০ আনা আমার খরীদা পত্তনী মহল। উক্ত হুদা ও তদন্তর্গত কিশমত্ ও গ্রামাদির রকম।/০ আনা তোমার মোকররী স্বত্ব। পরস্পর উভয় মহলের আদায় তহসীল আদির অসুবিধা ও ব্যয়বাহুল্য হেতু উক্ত হুদার অন্তর্গত কিশমত্ মোহণপুর ও মৌজে রাণীনগর ও মৌজে ঘোষালপাড়া ও কিশমত্ ডাঙ্গাপাড়ার রকম।/০ আনা মোকররী স্বত্ব, পৃথক লিখিত পঠিতের দ্বারা আমাকে দর মোকররী বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছ। আমি আমার পত্তনী অংশ উক্ত হুদার অন্তর্গত নিজ বিজয়বাটীর রকম ॥৶০ আনা পত্তনী স্বত্ব, তোমার অভিপ্রায় মতে, তোমাকে সালিয়ানা ঐ মহলের মোট হস্তবুদ মং ১৩১৫॥/০ আনা টাকা মধ্যে, মালিকানা ও সরঞ্জামি ৬৫॥/০ টাকা বাদে বাকী মং ১২৫০৲ বারশত পঞ্চাশ টাকা জমায় মং ৯০০৲ নয়শত টাকা পণে দর পত্তনী বিলি করিলাম। তুমি উক্ত জমা স্বীকার করিয়া রীতিমত কবুলতী দাখিল করিলে, তদনুসারে আমি এই দরপত্তনী পাট্টা লিখিয়া দিতেছি যে, তুমি উপরিউক্ত বিজয়বাটীর রকম ॥৶০ আনা অংশের সীমানা সরহদ্দ বজায় রাখিয়া পতিতাদি জমীতে প্রজাদি পত্তন পূর্ব্বক মহলের আয়বৃদ্ধিমতে উক্ত দরপত্তনী জমা সালিয়ানা ১২৫০৲ টাকা, সন সন, কিস্তিবন্দী অনুসারে, আমার সরকারে আদায় করিয়া উক্ত হুদা বিজয়বাটীর রকম ॥৶০ আনা দর পত্তনী সত্ব, পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল করিতে থাকিবা। হাজা, শুকা, নদী শিকস্তি আদি কোন বাবদে কখন জমা কমির আপত্তি করিতে পারিবানা, এবং আমিও জমা বেশীর দাবী করিতে পারিব না। কিস্তি খেলাপ হইলে দস্তরমত সুদ দিবা। খাজানার টাকা যখন যাহা দিবা তাহার চেক দাখিলা লইবা। কিস্তির তলবী টাকা কিম্বা সালতামামী খাজানা আদায় না করিলে, সন ১৮৮৫ সালের ৮ আইন অনুসারে ও ভাবী যখন যে আইন জারি হইবেক

তদনুসারে তোমার নামে নালিশ হইয়া সুদ মায় খরচা ঐ বাকী খাজানা, উক্ত দরপত্তনী স্বত্ব বিক্রয় দ্বারা আদায় করিয়া লওয়া যাইবেক, তাহাতে সমস্ত বাকী আদায় না হইলে তোমার অন্যান্য বিষয় বস্তু নীলাম বিক্রয় ক্রমে আদায় হইবেক। পথকর পবলিককর প্রতি টাকায় অর্দ্ধ আনা হিসাবে দিবা, অনাদায়ে তাহারও নালিশ হইবেক। গভর্ণমেণ্ট হইতে অপর কোন দরি অঙ্কের হুকুম কি কোন কাগজাদি তলব হইলে, অথবা দেওয়ানী, কালেক্টরী ও পুলিশ মোতালক আদি হইতে ঐ মহল সংক্রান্ত কোন হুকুম প্রচার হইলে তত্তাবৎ তুমি সম্পাদন করিবা, এবং গ্রামে খুন আদি হইলে যোগ্য আদালতে তাহার এত্তেলা দিবা। ঐ সমস্ত বিষয়ে তোমার ক্রটীতে জরিমানা আদি হইলে আমার সহিত তাহার কোন সংশ্রব থাকিবে না। উক্ত মহলে সন ১৩১২ সাল নাগাইদ প্রজা স্থানে মং ৪৩২।৶৫ টাকা আমার বকেয়া খাজানা যে পাওনা আছে, প্রজা মোকাবিলা সূত্রে তাহার বাকীজায়ের কাগজ একপ্রস্থ তোমাকে দেওয়া গেল ও অন্য একপ্রস্থ আমার নিকট রহিল। ঐ বকেয়া বাকী টাকা তিন সন মধ্যে তুমি আমার পক্ষের চেক দাখিলাযুক্তে তোমার গোমাস্তার দ্বারা আদায় করাইয়া, আদায়ী টাকার রকম চারি আনা তুমি লইবা, বাকী ৸৹ বার আনা আমাকে দিবা ও তাহার আলাহিদা রসীদ লইবা। তিন বৎসর কাল মধ্যে আদায় না হইলে ঐ বাকী তমাদিগত হইবে, তুমি তমাদিকালের মধ্যে সমস্ত আদায় করিতে না পারিলে, ঐ ৸৹ আনা রকমের মধ্যে আদায় বাদে বাকী অংশ নিজ হইতে আমাকে দিবা। তদন্যথায় তোমার নামে পৃথক নালিশ হইয়া আদায় হইবেক। রীতি দস্তুর ও কবুলতীর সর্ত্ত বহির্ভূত কোন কার্য্য করিবানা। এতদর্থে সুস্থশরীরে ও স্থিরচিত্তে দরপত্তনী পাট্টা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ—*

ইসাদী—

---

* এই পাট্টার অনুরূপ কবুলতী হইবে। বাহুল্য হয় বিধায় আলাহিদা দর্শান হইল না। সে পত্তনী পাট্টাদি লিখিত পঠিতের প্রণালীও ঐ মত জানিতে হইবে।

মোকররী তালুক বন্দোবস্তের পাট্টা।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীদাস পাল চৌধুরী, পিতার নাম ৺ কৃষ্ণদাস পাল চৌধুরী মহাশয়, জাতি তিলি, সাং কৃষ্ণপুর, পং কেশবগঞ্জ, থানা রাণাঘাট, ডিঃ নদীয়া।

লিখিতং শ্রীবিজয় গোপাল মুস্তোফী ও শ্রীমাধব গোপাল মুস্তোফী ও শ্রীনৃত্যগোপাল মুস্তোফী, পিতার নাম ৺ রামগোপাল মুস্তোফী ও শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ মুস্তোফী, পিতার নাম ৺ দেবেন্দ্র নাথ মুস্তোফী, ও শ্রীরাজরঞ্জন মুস্তোফী, পিতার নাম ৺ নিশানাথ মুস্তোফী, ও শ্রীরাজলক্ষ্মী দাসী, স্বামির নাম ৺ রাধারঞ্জন মুস্তোফী, জাতি কায়স্থ, পেশা জমিদারী আদি, সাং বীরপুর, পং বাজিতপুর, থানা লাবণ্যপুর, ডিঃ যশোহর।—মোকররী তালুক বন্দোবস্তের পাট্টা পত্র মিদং সন ১৩১৩ তেরশত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে— ডিষ্ট্রীক্ট হুগলি, সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন পাণ্ডুয়া, পং কামদেবপুরের অন্তঃপাতি মৌজে কল্যাণপুরের রকম ॥৴৹ আনির কাত্ ষোল আনি যাহা উক্ত জেলা বর্দ্ধমানের কালেক্টরী ১২৩ নং তৌজিভুক্ত লাট কুটিপুর ও কালীপুর ওগয়রহর অন্তর্গত, এবং উক্ত কল্যাণপুর গ্রামের রকম ।৶৹ আনির কাত্ ষোল আনা যাহা উক্ত জেলা বর্দ্ধমানের কালেক্টরী ১১১ নং তৌজীভুক্ত কিশমৎ কুটিপুরের অন্তর্গত, উক্ত কল্যাণপুর গ্রামের তরফ ॥৴৹ আনির রকম ॥৵১৩—আনা ও তরফ ।৶৹ আনির রকম ।৴৬॥=আনা আমাদিগের এজমালি কালেক্টরী জমিদারী, আমরা সকলে মালিকত্ব ও উত্তরাধিকারিত্ব ও খরীদ সূত্রে পৃথক্ পৃথক্ অংশ নির্দ্দিষ্ট মতে ভোগবান আছি। আপনি আমাদিগের উক্ত গ্রামের উপরিউক্ত দুই তরফের উল্লিখিত অংশ মোকররী বন্দোবস্ত করিয়া লওনের অভিপ্রায় করায় আমরা তাহাতে সম্মত হইয়া, আমি বিজয়গোপাল ও মাধবগোপাল ও নৃত্যগোপাল মুস্তোফী আমাদিগের তিন সহোদরের অংশ তরফ ॥৴৹ আনির ।১৹ আনা ও তরফ ।৶৹ আনির ৵১৹, বাদ সরঞ্জামি, বেললোক্তা মং ১৪৩৲ একশত তেতাল্লিশ টাকা জমায় ও মং ১৪৫৲ টাকা পণে, ও আমি নৃপেন্দ্রনাথ মুস্তোফী আমার নিজ অংশ তরফ্ ॥৴৹ আনির ৴৹ আনা রকম ও তরফ ।৶৹ আনির ৎ১৹ আনা

রকম, বাদ সরঞ্জামি, সালিয়ানা মং ৩৯৲ উনচল্লিশ টাকা জমায় ও মং ৪৫৲ টাকা পণে, ও আমি রাজরঞ্জন মুস্তোফী আমার নিজ হিস্যা তরফ ॥৵০ আনির ।৴৩।—আনা, সালিয়ানা সরঞ্জামি বাদে, মং ৭৬৲ ছিয়াত্তর টাকা জমায় ও মং ১৩২৲ টাকা পণে, ও আমি রাজলক্ষ্মী দাসী আমার স্বামির ত্যজ্যাংশ তরফ ।৶০ আনির রকম ৶৬॥=আনা, সরঞ্জামি বাদে, সালিয়ানা মং ৪৭৲ সাতচল্লিশ টাকা জমায় ও মং ৮১৲ টাকা পণে, সর্ব্ব সাকুল্যে উক্ত কল্যাণপুর গ্রামের তরফ ॥৴০ আনির রকম ॥৶১৩।—আনা ও তরফ ।৶০ আনির রকম ।৴৬॥= আনার মাল, সায়ের, রাইয়তী খামার, জলকর, ফলকর, বনকর ইত্যাদি সমগ্র হকুক, বাদ সরঞ্জামি, সর্ব্ব সরিকানে মোট মং ৩০৫৲ তিনশত পাঁচ টাকা জমায় ও মোট মং ৪০৩৲ চারিশত তিনটাকা পণে আপনাকে মোকররী তালুক বন্দোবস্ত করিয়া দিবায়, আপনি উক্ত জমা স্বীকার করিয়া আমাদিগের পরস্পর সরিকানের নিকট পৃথক পৃথক কবুলতী লিখিয়া দিলেন, তদনুসারে আমরা সকলে এই মোকররী পাট্টা লিখিয়া দিতেছি যে, আপনি আমাদিগের পরস্পর বরাবর লিখিয়া দেওয়া পৃথক পৃথক কবুলতির নিয়মানুসারে, আমাদিগের নিকট, সন সন খাজানা আদায় করিয়া, উক্ত কল্যাণপুর গ্রামের দুই তরফের উপরিউক্ত অংশে মোকররী সুরত্ দখলিকার হইয়া আমল মামুল সীমানা সরহদ্দ বজায় রাখিয়া নূতন প্রজাদি পত্তনে গ্রাম উন্নত করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ করিতে রহেন। হাজা, শুকা ফৌতী, ফেরারী, পতিত পলাতকা, নদী শিকস্তি আদি কোন বাবুদে ঐ জমার প্রতি কখন কমির আপত্তি করিতে পারিবেন না, এবং আমরাও উক্ত জমার উপর কখন বেশীর দাবী করিতে পারিব না। যখন যে সরিককে যে খাজানা দিবেন তাহার চেক দাখিলা তাঁহার স্থানে লইবেন। চেক দাখিলা ভিন্ন আদায়ের আপত্তি অগ্রাহ্য। কিস্তি খেলাপ হইলে শতকরা মাসিক ১৲ এক টাকা হারে সুদ দিবেন। খাজানা আদায়ে ক্রটী করিলে চলিত আইনানুসারে আপনার নামে বাকী খাজানার নালিশ হইয়া উক্ত মোকররী তালুক বিক্রয়ক্রমে মায় সুদ খরচা আদায় হইবেক। যদি তাহাতে সমগ্র বাকী আদায় না হয় আপনার স্বনাম, বেনাম, স্থাবর, অস্থাবর অপরাপর জায়দাদ হইতে আদায় করা যাইবেক। দেওয়ানী, ফৌজদারী ও কালেক্টরী ও রাস্তাবন্দী ও পুলবন্দী ও সরভিন্নর

ইত্যাদি মোতালক হইতে যখন যে কোন হুকুম আমাদিগের নামে কি আপনার নামে প্রচার হইবেক তাহা আপনি আপন ব্যয়ে সম্পাদন করিবেন, তৎসংক্রান্ত আয়ব্যয় আপনার, আমাদিগের সহিত তাহার কোন সংশ্রব থাকিবেক না। মহলে কোন খুন, চুরী, ডাকাইতী আদি হইলে যোগ্য আদালতে তাহার এত্তেলা আদি আপনি দিবেন, তৎসংক্রান্ত ত্রুটীতে জরীমানা ইত্যাদি হইলে আপনি নিজ ব্যয়ে আদায় করিবেন, আমরা কোন বিষয়ে বাধ্য হইব না। গভর্ণমেণ্ট হইতে কোন কাগজ পত্র তলব হইলে আপনি নিজ ব্যয়ে দাখিল করিবেন। ডাক পাইক ও পথকর ও পবলিককর যাহা ধার্য্য আছে তাহা আমাদিগের সরকারে আলাহিদা দিবেন, অনাদায়ে তজ্জন্য আপনার নামে আলাহিদা নালিশ উথাপিত হইয়া আদায় হইবেক। গভর্ণমেণ্ট হইতে অন্য কোন রকম কর ইত্যাদি দরি অঙ্কের কোন হুকুম ভবিষ্যতে হইলে তাহা আপনি সম্পাদন করিবেন। এতদর্থে কবুলতী পাইয়া সুস্থ শরীরে, স্থিরচিত্তে, মোকররী তালুক বন্দোবস্তের পাট্টা পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন সদর। তারিখ—

ইসাদী।

তপশীল কিস্তিবন্দী—মোট জমা—৩০৫৲

জায় ——		জায় কিস্তি ——		
		আশ্বিন	পৌষ	চৈত্র
হিস্যা শ্রীযুত বিজয় গোপাল মুস্তোফী দিগর	১৪৩৲	৮৫৲	৪২৲	১৬৲
হিস্যা শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র নাথ মুস্তোফী	৩৯৲	১৯৲	১২৲	৮৲
হিস্যা শ্রীযুত রাজ রঞ্জন মুস্তফী	৭৬৲	৩৬৲	২৫৲	১৫৲
হিস্যা শ্রীমতী রাজ লক্ষ্মী দাসী	৪৭৲	২৫৲	১২৲	১০৲
	৩০৫৲।	মং তিনশত পাঁচ টাকা মাত্র।		

মহাজন প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বিষয়ী ব্যক্তি ও তৎসংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণের প্রয়োজনীয় নানা লিখিত পঠিতের নিয়ম।*

সামান্য তমসুক।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু গিরিজাপতি গঙ্গোপাধ্যায়, পিতার নাম ৺ গঙ্গাগোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়, সাং গৌরীপুর, পং গালসী, থানা গৌহাটী, ডিঃ গয়া, বরাবরেষু।———

লিখিতং শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পাল, পিতা ৺ রামকৃষ্ণ পাল, জাতি তিলি, পেশা ব্যবসাদি, সাং পরাণবাটী, পং পাণ্ডুয়া, সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন পাণ্ডুয়া, ডিঃ হুগলি—কস্য কর্জ্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে, আমি মহাশয়ের স্থানে মং ১৬০০৲ ষোল শত টাকা কারবার করিবার কারণ কর্জ্জ করিলাম, ইহার সুদ বর্ত্তমান ১৩১৩ সালের মাহ বৈশাখ হইতে প্রতি শত মাসিক ১৲ এক টাকার হিসাবে দিব। সন ১৩১৫ সালের মাহ জ্যৈষ্ঠতে টাকা পরিশোধের মেয়াদ রহিল। এই সময়ের মধ্যে সুদ সমেৎ বেবাক টাকা এককালীন পরিশোধ করিব, এক কালে শোধ করিতে না পারি, যখন যে টাকা দিব এই খতের পৃষ্ঠে উশুল লিখাইয়া দিব। খতের পৃষ্ঠের উশুল ভিন্ন অন্য রসীদ আদির ওজর করিব না, যদি করি সে অগ্রাহ্য। এতদর্থে নগদ টাকা বুঝিয়া পাইয়া স্থিরচিত্তে ও সুস্থ শরীরে খৎপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন ১৩১৩ তের শত তের সাল। তারিখ ১লা বৈশাখ।

ইসাদী।

---

* কেবল জমীদারী সংক্রান্ত যে সমস্ত লিখিত পঠিত, তাহা জমীদারী অংশে লিখিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন জমীদারী সম্বন্ধীয় অনেকানেক লিপিকাদি মিশ্র প্রযুক্ত মহাজনী অংশে রহিল।

কিস্তিবন্দী সুরত্ ঋণ পরিশোধের খত্।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু ত্রিগুণাচরণ সেন, পিতা ৺ রাসবিহারি সেন মহাশয়, জাতি বৈদ্য, পেশা জমীদারী আদি, সাং গৌরিভা, পং রাণীনগর, থানা গাল্শী, ডিষ্ট্রীক্ট বহরমপুর বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীরামগোবিন্দ সিংহ, পিতার নাম ৺ হরগোবিন্দ সিংহ, জাতি কায়স্থ, পেশা চাকুরী আদি, সাং বাহাবপুর, পং জয়নগর, সব রেজেষ্টরী ইষ্টেসন পাইঘাট, ডিষ্ট্রীক্ট বহরমপুর—কস্য কিস্তিবন্দী সুরত্ বন্ধকী খত্ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—আমি পাঁচ বৎসর কাল পরিশোধের নিয়ম নির্দ্ধার্য্যে, কিস্তিবন্দীর রীতে পরিশোধের নিয়মে, শতকরা মাসিক ১৲ এক টাকা সুদে নিম্নের চৌহদ্দী স্থিত আমার বাসস্থান উক্ত বাহাবপুর গ্রামের বসত বাটীর নিষ্কর জমী।১ ছয় কাঠা ও তদুপরিস্থিত এক তোলা কোটা সমাজ ছয় কামরা সমেত প্রাচীর, আপনার নিকট আবদ্ধ রাখিয়া মং ৪০০৲ চারিশত টাকা কর্জ্জ করিলাম। ইহার সুদ বর্ত্তমান ১৩১৩ তেরশত তের সালের ইস্তক বৈশাখ নাগাইদ ১৩১৭ তেরশত সতের সালের মাহ চৈত্র, নিয়ম কাল পাঁচ বৎসরে, প্রতিমাসে ৪৲ টাকা করিয়া প্রতিবৎসরে ৪৮৲ টাকা হিসাবে মং ২৪০৲ দুইশত চল্লিশ টাকা মোট সুদে আসলে মং ৬৪০৲ ছয়শত চল্লিশ টাকা পরিমাণের এই কিস্তিবন্দী লিখিয়া দিতেছি ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, বর্ত্তমান সন ১৩১৩ সালের বৈশাখ মাস হইতে ১৩১৬ তেরশত ষোল সালের শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত প্রতি মাসে ১১৲ টাকা হিসাবে ও তৎপরে ১৩১৬ তেরশত ষোল সালের ভাদ্র মাস হইতে ১৩১৭ তেরশত সতের সালের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত প্রতিমাসে ১০৲ টাকা হিসাবে মাস মাস দিয়া কিস্তিবন্দীর রীতে বেবাক টাকা পরিশোধ করিব। কিস্তি খেলাপ হয় ঐ হারে তাহার সুদ দিব। যখন যে টাকা দিব এই কিস্তিবন্দীর পৃষ্ঠে উশুল লিখাইয়া দিব। প্রতিমাসে উশুল দিবার সুবিধা না হইলে মহাশয়ের স্বাক্ষরী রসীদ পত্র লইব। ছয় ছয় মাস কালের উশুলী টাকা এককালীন এই কিস্তিবন্দীর পৃষ্ঠে উশুল দেওয়াইয়া লইব। যাবৎ সমগ্র টাকা পরিশোধ না করিব তাবৎ উপরি উক্ত আবদ্ধীয় বস্তু দান বিক্রয়াদি সূত্রে কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিবনা, করিলে অগ্রাহ্য হইবেক। এই নিয়মে কর্জ্জ

করিয়া স্থির চিত্তে কিস্তিবন্দী সুরত্ বন্ধকী খত্ পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩১৩ তেরশত তের সাল। তারিখ ১লা বৈশাখ।

তপশীল চৌহদ্দী। ইসাদী।

প্রকারান্তর কিস্তিবন্দী সুরত্ খত্।

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু ধনপতি পালিত মহাশয়, পিতার নাম ৺ রঘুপতি পালিত, জাতি কায়স্থ, পেশা ব্যবসাদি, সাং ধলনগর, পং ধর্ম্মডাঙ্গা, থানা বোয়ো, ডিঃ যশহর, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীদীনদয়াল দত্ত, পিতা ৺ রামদয়াল দত্ত, জাতি কায়স্থ, পেশা ব্যবসাদি, সাং ৩৮ নং সিমুলিয়া ষ্ট্রীট্, সহর কলিকাতা।—কিস্তিবন্দীসুরৎ খত্ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—সন ১৩১০ সালের ১৯ জ্যৈষ্ঠ তারিখে আমি, আপনার পিতা ৺রঘুপতি পালিত মহাশয় বরাবর এক কেতা তমসুক লিখিয়া দিয়া তাঁহার নিকট হইতে মং ৮৫০৲ টাকা শতকরা মাসিক ১৲ এক টাকা হার সুদে যে কর্জ্জ করি, তাহার মধ্যে এ নাগাইদ, ৺ কর্ত্তা পালিত মহাশয় বর্ত্তমানে তাঁহার বরাবর, ও পরে আপনার নিকট দফায় দফায় সুদের দং মোট ১৩৬৲ টাকা আদায় দিয়াছি, তদ্‌বাদে সুদে আসলে হিসাব মোকাবিলায়, বাদ রেয়াৎ রফা সুরৎ, মোট মং ৯৭৩৲ নয়শত তেয়াত্র টাকা আমার দেনা, অসঙ্গতি মতে এককালীন আদায় করিতে না পারিয়া এই কিস্তিবন্দী লিখিয়া দিতেছি যে, বিমর্জ্জিম নীচের কিস্তিবন্দী, সন সন, মাস মাস, কিস্তি বকিস্তি, উপরিউক্ত টাকা মহাশয় বরাবর আদায় দিব, কিস্তি খেলাপ হয় শতকরা মাসিক ১৲ এক টাকা হারে সুদ দিব। যখন যে টাকা আদায় করিব, এই কিস্তিবন্দীর পৃষ্ঠে উশুল দিয়া দিব, কিস্তিবন্দীর পৃষ্ঠের উশুল ভিন্ন আদায়ের অন্য ওজর করিবনা, যদি করি সে নামঞ্জুর। এতদর্থে সাবেক তমসুক ফেরত পাইয়া এই কিস্তিবন্দীপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী।

জায় কিস্তিবন্দী।
সন ১৩১৩।
মাহ ভাদ্র——১০৮৲
মাহ পৌষ——১১০৲
মাহ চৈত্র——২১০৲
সন ১৩১৪ সাল।—
মাহ ভাদ্র——১০৮৲

৫৩৬৲

জের————৫৩৬৲
মাহ পৌষ———১১০৲
মাহ চৈত্র————১১০৲
সন ১৩১৫ সাল।
মাহ ভাদ্র————১০৮৲
মাহ পৌষ————১০৯৲

৯৭৩৲

মং নয়শত তেয়াত্র টাকা মাত্র।

কঠিন নিয়মের তমসুক।

মহামহিমান্বিতা শ্রীমতী মালতীলতা দেবী, স্বামীর নাম ৺ মাধবরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, জাতি ব্রাহ্মণ, সাকিম মোহিনীনগর, পরগনে মণ্ডলঘাট, থানা ঐ, ডিঃ মেদিনীপুর, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীরাজরঞ্জন রায়, পিতার নাম ৺ নেত্ররঞ্জন রায়, জাতি ব্রাহ্মণ, পেশা চাকুরী আদি, সাকিম রাণীনগর, পরগনে রাজবাটী, থানা হাসিমপুর, ডিঃ মেদিনীপুর—কস্য কর্জ্জ পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে—আমি আমার কন্যার বিবাহোপলক্ষে আপনার স্থানে মং ৯০০৲ নয়শত টাকা কর্জ্জ করিলাম। ইহার সুদ ফি শত মাসিক ১।।০ দেড় টাকা হিসাবে প্রতিমাসে দিব। যদি মাসে মাসে সুদ দিতে না পারি, তিন মাস অন্তর তিন মাসের সমগ্র সুদ দিব। তিন মাস অতীতে সুদ আদায় না দিলে, ঐ তিন মাসের সুদের দরুণ যত টাকা আপনার পাওনা হইবে, ঐ টাকা আসলে গণ্য হইয়া তাহার সুদ শতকরা মাসিক ঐ ১।।০ দেড় টাকা হিসাবে ধর্ত্তব্য হইয়া আদায় হইবে, তদ্বিষয়ে কোন আপত্তি করিতে পারিবনা। সুদ সহ আসল বেবাক টাকা পরিশোধের নিয়ম কাল যদিচ দুই বৎসর ধার্য্য রহিল, কিন্তু কোন কারণবশতঃ ইচ্ছা করিলে ঐ দুই বৎসর নিয়ম কালের মধ্যেও কোন সময়ে সুদ সহ বেবাক টাকার দাবিতে আমার নামে নালিশ উপস্থিত করিতে পারিবেন, এবং ঐ নালিশ উত্থাপন করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্থাবর, অস্থাবর, স্বনাম বেনাম সম্পত্তি আদি এস্তেকালসুরৎ ক্রোক করাইতে, ও আমাকে আবদ্ধ রাখাইতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে আমি কোন আপত্তি করিলে গ্রাহ্য হইবে না। যখন যে সুদের টাকা কি আসল টাকা পরিশোধ করিব এই তমসুকের পৃষ্ঠে উশুল দিয়া দিব, তমসুকের পৃষ্ঠে উশুল ব্যতীত অন্য কোন রসীদাদির দ্বারা উশুলের আপত্তি করিতে পারিবনা। ঈশ্বর না করেন যদি এই ঋণ পরিশোধ না হইয়া আমার শরীরের ভদ্রাভদ্র ঘটনা হয়, তবে আপনি ইচ্ছা করিলে আমার মৃত দেহ ক্রোক করাইতে পারিবেন। আমার অবর্ত্তমানে এই সকল নিয়ম আমার স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারিগণের প্রতি তুল্যরূপে বর্ত্তিবে। এতদর্থে নগদ টাকা বুঝিয়া পাইয়া

সুস্থ শরীরে, স্বেচ্ছা পূর্ব্বক ও স্থিরচিত্তে এই তমসুক লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

নূতন প্রণালির তমসুক।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র বসু, পিতার নাম ৺ অবনীনাথ বসু, সাং হালেড়া, পং বিক্রমপুর, থানা নিখিলনগর, ডিষ্ট্রীক্ট হাবড়া, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীসাধুচরণ দত্ত, পিতার নাম ৺হরিচরণ দত্ত, জাতি কায়স্থ, পেশা চাকুরী আদি, সাং জামুই, পরগনে হাত্কাঁদা, সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন মধুহাটী, ডিষ্ট্রীক্ট বর্দ্ধমান—কস্য কর্জ্জ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে, আমি পাঁচ বৎসর কাল পরিশোধের নিয়ম নির্দ্ধার্য্যে, এবং এককালীন পরিশোধের নিয়মে, মং ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা মহাশয়ের নিকট হইতে কর্জ্জ লইলাম। শতকরা মাসিক দুই টাকা হারে, পঞ্চাশ টাকার সুদ প্রতি মাসে ১৲ এক টাকা হিসাবে দিব। অদ্যকার তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর নিয়মকাল পূর্ণে আসল টাকা এককালীন পরিশোধ করিব। পাঁচ বৎসর কাল মধ্যে কোন সময়ে সঙ্গতিক্রমে যদি ঐ টাকা এককালীন পরিশোধের সম্ভাবনা হয়, তবে উক্ত নিয়মকাল পাঁচ বৎসরের সমগ্র সুদ খতাইয়া ঐ সমস্ত সুদ সহ আসল টাকা পরিশোধ করিব, আদায়ের তারিখ পর্য্যন্তের সুদ দিলে অব্যাহতি পাইবনা। পূর্ণ নিয়মকাল পাঁচ বৎসরের সুদের প্রত্যাশায় যখন আপনি টাকা কর্জ্জ দিলেন এবং আমিও সেই নিয়মে টাকা কর্জ্জ লইলাম তখন সে বিষয়ে কোন আপত্তি করিবনা, ও করিলে গ্রাহ্য হইবেকনা। সুদের টাকা প্রতিমাসেই দিব ও তাহা আপনার দস্তখতী হাতচিঠায় লিখাইয়া লইব, এক এক বৎসর অতীত হইলে এই খতের পৃষ্ঠে উশুল পড়িবেক ভিন্ন প্রতিমাসে উশুল পড়িবেক না। যদি সুদের টাকা মাসে মাসে আদায় করিতে শৈথিল্য করি, অথবা আসল টাকা আদায়ের কোন বাধা বা প্রতিবন্ধকতা মহাশয় বিবেচনা করেন, তবে উক্ত নিয়মকালের মধ্যে কোন সময়ে পূর্ণ নিয়মকালের সমগ্র সুদ সহিত, মহাশয়, আমার নামে আদালতে নালিশ করিয়া সুদ সহ বেবাক টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

এতদর্থে নগদ টাকা বুঝিয়া পাইয়া স্বেচ্ছাধীন, সুস্থশরীরে ও স্থিরচিত্তে খত্পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী

আমানতী টাকার খত্।

পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী চারুশীলা দাসী, স্বামীর নাম ৺নবকুমার বসাক, সাকীম চাঁদপুর, পং শ্যামপাড়া, থানা হরিপুর, ডিষ্ট্রীক্ট ময়মনসিংহ, কল্যাণবরেষু।—

লিখিতং শ্রীহরকুমার বসাক, পিতার নাম ৺কাঙ্গালীচরণ বসাক, জাতি তন্তুবায়, পেশা ব্যবসা, সাং চাঁদপুর, পং শ্যামপাড়া, থানা হরিপুর, ডিষ্ট্রীক্ট ময়মনসিংহ—কস্য খত্ পত্রমিদং সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—তোমার স্বামী, আমার কনিষ্ঠ সহোদর মৃত নবকুমার বসাকের সহিত, একান্নবর্ত্তীস্বরূপে এজমালে যে কাপড়ের কারবার বাবুহাটী মোকামে ছিল, তৎসংক্রান্ত দেনা পাওনা ও মৌজুদ মালাদির তালিকা হইয়া দশজন কারবারী লোকের মীমাংসা অনুসারে তোমার স্বামীর অংশের মৌজুদ জিনিসের মূল্য ১০০০৲ এক হাজার টাকার এই তমসুক লিখিয়া দিতেছি যে, যাবৎ আমার সহিত একান্নবর্ত্তী থাকিবা তাবৎ ঐ আমানতী টাকার সুদের দাবী করিতে পারিবানা। উক্ত টাকার লভ্যাংশ হইতে তোমার ও তোমার পুত্র কন্যাদির ভরণ পোষণাদি আমি করিব। যদি কোন কারণ সূত্রে পার্থক্য ঘটে, তবে যে তারিখে পৃথকান্ন হইবে সেই তারিখেই উক্ত এক হাজার টাকা তোমাকে দিব, না দিলে ঐ তারিখ হইতে শতকরা মাসিক ১৷৹ দেড় টাকা হারে সুদ সহ বেবাক টাকার দায়ীক আমি হইব এবং পৃথক্ হওয়ার তারিখ হইতেই ঐ এক হাজার টাকার নালিশের কাল আরম্ভ হইবেক। যদি ইচ্ছাধীন সুদ সহ বেবাক টাকা আদায় না করি, তবে আমার নামে নালিশ করিয়া, আমার স্বনাম, বেনাম, স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি এবং আমার জাত হইতে আদায় করিয়া লইবা। এতদর্থে সুস্থ শরীরে ও স্থিরচিত্তে খত্পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী।

হ্যাণ্ড নোট। *

এতদ্বারা আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে অন্ ডিমাণ্ড অর্থাৎ চাহিবা মাত্র আমি জেলা হুগলির প্রতাপগড় পরগনার সামিল, বড়াল থানার অধীন প্রিয়বাটী সাকীমের ৺ রাধিকাপ্রসাদ ধর মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ ধর মহাশয়কে মবলগে ১০০৲ একশত টাকা অদ্য হইতে আদায়ের তারিখ পর্য্যন্ত শতকরা বার্ষিক ১২৲ বার টাকা হারে সুদ সহ দিব। ঐ টাকা নীচের তপশীল মত নোট ও নগদে উক্ত বাবুর নিকট হইতে বুঝিয়া পাইলাম। আমার হস্তাক্ষরই এতদ্বিষয়ের সাক্ষী স্বরূপে প্রমাণ গণ্য হইবে। ইতি সন ১৩১৩ তেরশত তের সাল, তারিখ ১২ই জ্যৈষ্ঠ।

তপশীল টাকা। স্বাক্ষর শ্রী ———

এল ১২। ২২৫০৭ নম্বরের সাং———

এককেতা করেন্সী নোটের কাত্—৫০৲ পং———

নগদ——— ৫০৲ থানা———

——— জেলা———

একুন——— ১০০৲ একশত টাকা।

সামান্য বন্ধকী খত্।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু বরদাকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা ৺ কাব্যকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, সাং বিমলানগর, পং বাজিতপুর, থানা চাতলা, ডিষ্ট্রীক্ট মালদহ, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীকালীদাস গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীহরদাস গঙ্গোপাধ্যায়, পিতা ৺ শিবদাস গঙ্গোপাধ্যায়, সাং কালীনগর, পরগনে শিবগড়, থানা কুল্টী, ডিঃ হুগলী—কস্য বন্ধকী খৎ পত্রমিদং সন ১৩১৩ তেরশত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে জেলা হুগলির অধীন পরগনে বোরোর অন্তঃপাতী ও শিবগঞ্জ থানার অধীন মৌজে ভদ্রবাটী ও মৌজে সন্তোষধামের মধ্যে আমাদিগের এজমালের

* এই হ্যাণ্ড নোট এক অনো মূল্যের পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্পে স্বাক্ষরযুক্তে, কর্জ্জ গ্রহীতা কর্জ্জ দাতাকে লিখিয়া দেয়। ইহা অন্যান্য দলীলাদির ন্যায় রেজেষ্টরী করাইয়া লইতে হয়না ও লইবার নিয়ম নাই।

ভোগ দখলী তুইয়েম্ খালাসী ব্রহ্মোত্তর বিমর্জ্জিম নীচের তপশীল চৌহদ্দী মোট মওয়াজী ২১২/০ তুইশত বার বিঘা জমির মধ্যে আমাদিগের তুই ভ্রাতার হিস্যা রকম চারি আনার কাৎ মওয়াজী ৫৩/০ তিপ্পান্ন বিঘা জমী যে আছে, ঐ ব্রহ্মোত্তর জমী আমরা মহাশয়ের নিকট বন্ধক রাখিয়া মং ২৫০৲ তুইশত পঞ্চাশ টাকা কর্জ্জ করিলাম, ইহার সুদ ফি শত মাসিক ১৲ এক টাকার হিসাবে দিব। আগত সন ১৩১৫ সালের মাহ চৈত্রে সুদসমেত বেবাক টাকা পরিশোধ করিব। যাবৎ পরিশোধ করিতে না পারিব তাবৎ আবদ্ধীয় জমী দান বিক্রয় আদি সূত্রে কোন রকমে হস্তান্তর করিব না, যদি করি সে অগ্রাহ্য। উক্ত ষোল আনা রকম ব্রহ্মোত্তর জমীর সনন্দ ও তায়দাদ্ ও তুইয়েম্ খালাসী রোবকারী ও ছাড় আদি যাহা আমাদিগের হস্তে ছিল, তাহা আপনার নিকট রাখিলাম, টাকা পরিশোধ পরে এই বন্ধকী খতের সহিত ফেরত পাইব। এতদর্থে নগদ টাকা বুঝিয়া পাইয়া সুস্থশরীরে ও স্থিরচিত্তে বন্ধকী খৎপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন ১৩১৩ তেরশত তের সাল, তারিখ ১১ই পৌষ।

তপশীল চৌহদ্দী।——— ইসাদী।

আসামী———মোট জমী———রকম অংশ

জাত্ গির্বী পত্র।

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়গোপাল সেন, পিতা শ্রীযুক্ত রামগোপাল সেন, জাতি বৈদ্য, পেশা তালুকদারী, সাং পলাসি, পং পাহাড়গড়, থানা কৃষ্ণপুর, ডিঃ পাবনা, কল্যাণবরেষু।—

লিখিতং শ্রীভুবনমোহিনী দেবী, স্বামীর নাম ৺ রামগতি রায়, সাং মুকুন্দ গড়, পরগনে কেশবপুর, থানা গানপুর, ডিঃ বর্দ্ধমান—জাৎগির্বী পত্রমিদং সন ১৩১৩ তেরশত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিষ্ট্রীক্ট নদীয়া, পরগনে যাদবপুরের অন্তঃপাতী ও থানা দেবগড়ের অধীন মৌজে ব্রহ্মোত্তর কেশবনগরের রকম ।/৬॥= আনা আমার ৺স্বামী মহাশয়ের পৈত্রিক ভোগ দখলী বিষয়, স্বামী মহাশয়ের লোকান্তর প্রাপ্তিপরে আমি উত্তরাধিকারিণী সূরৎ তাঁহার সামুদায়িক ত্যজ্য সম্পত্তি আদি বিষয়ে দখলিকার থাকিয়া উক্ত মৌজা কেশব নগরের রকম ।/৬॥= আনা ইস্তক বর্ত্তমান সন ১৩১৩ তেরশত তের নাগাইদ সন ১৩২২ তের

শত বাইশ সাল এই দশ সন মেয়াদে বাদ সরঞ্জামি, সালিয়ানা মং ২১৫॥৶০ দুইশত পনের টাকা এগার আনা টাকা জমায়, তোমাকে মেয়াদী ইজারা দেওয়ায় তুমি মেয়াদী ইজারা সূত্রে আদায় খেরাজে দখলিকার আছ। সম্প্রতি ৺ স্বামী মহাশয়ের ঋণ পরিশোধ এবং তাঁহার স্বর্গার্থে ৺ গয়াধামে পিণ্ডদান আদি ক্রিয়া সম্পাদন জন্য, উক্ত মহল মৌজে কেশবনগরের রকম ।৴৬॥=আনা তোমার নিকট জাৎ গিরবী সুরৎ বন্ধক রাখিয়া মং ১২০০৲ বারশত টাকা কর্জ্জ করিলাম, ইহার সুদ প্রতি শত মাসিক ১৲ এক টাকা হিসাবে দিব। উক্ত সুদের টাকা তোমার ইজারার খাজানায় বরাত রাখিলাম। টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত সুদ, সন সন, মাস মাস, ঐ ইজারার খাজানা হইতে আদায় লইয়া বাকী টাকা আমার বরাবর ইরসাল দিবা। উক্ত আসল টাকা যাবৎ আদায় না করিতে পারিব, তাবৎ উক্ত মৌজার উল্লিখিত অংশ ইজারা সুরতে যেমত এক্ষণে তোমার দখলে থাকিয়া বরাৎ সুরত্ সুদ আদায় যাইতে থাকিল, ঐরূপ ইজারা কায়েম ও স্থিরতর থাকিবেক, অপর কাহাকেও ইজারা দিতে কি অন্যের দখলে রাখিতে পারিব না এবং ঐ ইজারার মেয়াদ গতে কি মেয়াদ সত্ত্বে পুনরায় তোমার সহিত উক্ত জমায় ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া তাহার লিখিত পঠিত করিয়া দিব। এই কর্জ্জা টাকা পরিশোধ কাল পর্য্যন্ত বন্ধকী বিষয় কোন রকমে হস্তান্তর করিতে পারিব না, যদি করি সে নামঞ্জুর। এতদর্থে নগদ টাকা বুঝিয়া পাইয়া সুস্থ শরীরে ও স্থিরচিত্তে গিরবীপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

ইসাদী।

খাই খালাসী বন্ধকী পত্র।

পূজনীয় শ্রীযুত ইন্দ্রকুমার অধিকারী, পিতার নাম ৺ হরকুমার অধিকারী, জাতি ব্রাহ্মণ, পেশা তালুকদারী, সাং গৌরাঙ্গপুর, পরগনে অম্বিকা, সব রেজেষ্টরী ইষ্টেসন বলাগড়ি, ডিষ্ট্রীক্ট হুগলি, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীশ্রীধর দত্ত, পিতার নাম ৺ ভূধর দত্ত, জাতি কায়স্থ, সাং ভৈরব পুর, পরগনে ভবানীবাটী, থানা ভৈরব, ডিষ্ট্রীক্ট হুগলি—কস্য মহত্রাণ জায়গা বন্ধকী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট হুগলি, সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন

বলাগড়ি, পরগনে অম্বিকার অন্তর্গত মৌজে স্বুবর্ণপাড়ার মধ্যে সদর রাস্তার উত্তর, বেহুলা নদীর দক্ষিণ, অনন্তপুরের তারাকান্ত চৌধুরির বাগানের পূর্ব্ব-স্থিত রাস্তার পূর্ব্ব, রাধাকান্তপুরের হাটের সীমানার পশ্চিম, এই চৌহদ্দী মধ্যে সেনেরডাঙ্গা নামে আন্দাজী মওরাজী ১৬/০ ষোল বিঘা মহত্রাণ জমী ও তদুপ-রিস্থিত আম্র কাঁঠাল বাগিচা ও বাসিন্দা প্রজা ১৮ আঠার ঘর, যাহার হস্তবুদ সালিয়ানা মং ৫৫৲ পঞ্চান্ন টাকা ধার্য্য আছে, উক্ত বিষয় আমার পুরুষানু-ক্রমের ভোগ দখলী সম্পত্তি। সম্প্রতি আমার বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ উক্ত সেনেরডাঙ্গা সমেত প্রজা ও আওলাত আকর, বর্ত্তমান সন ১৩১৩ সাল হইতে আগামী ১৩১৭ তেরশত সতের সাল পর্য্যন্ত এই পাঁচ সন মেয়াদে মহাশয়ের নিকট আবদ্ধ রাখিয়া মং ২০০৲ দুইশত টাকা কর্জ্জ করিলাম। উক্ত টাকার সুদ প্রতি শত মাসিক ১৲ এক টাকা হিসাবে ধার্য্য রহিল। উক্ত আসল মায় সুদ সমগ্র টাকা পরিশোধ কারণ, উক্ত সেনেরডাঙ্গা সালিয়ানা ৫২৲ বায়ান্ন টাকা জমায় আপনাকে জমা বিলি করিয়া উপরিউক্ত মেয়াদকাল পর্য্যন্ত আপ-নার দখলে রাখিলাম। আপনি উক্ত সেনেরডাঙ্গা অদ্যকার তারিখ হইতে পাঁচ সন কাল পর্য্যন্ত নিজ দখলে রাখিয়া, তাহার আদায় উৎপন্ন টাকা এই বন্ধকী কর্জ্জা টাকার সুদে আসলে লইতে থাকিবেন। আখিরী সন, গঙ্গা যমুনা হিসাব নিকাশ মতে, আপনার প্রাপ্য এই বন্ধকী খতের সুদ আসল পরিশোধ বাদে অবশিষ্ট থাকিলে, আপনার স্থানে ঐ অবশিষ্ট টাকা লইব। যদি অনাটন হয় সেই বাকী কয়েক টাকা আপনাকে দিয়া এই বন্ধকী খৎ ফেরত লইব। এইরূপ খাই খালাসীর রীতে উক্ত দেনা পরিশোধ হইবে। আপনি উক্ত সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে এই বন্ধকী খতের দরুণ সুদ আসল বেবাক টাকা আদায় করিয়া লইয়া এই খত ফেরত দিবেন ভিন্ন টাকার দাবীতে নালিশ করিতে পারিবেন না। উক্ত নিয়ম মধ্যে এই সম্পত্তি দান বিক্রয় বা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিব না, যদি করি সে অগ্রাহ্য। এতদর্থে নগদ টাকা বুঝিয়া পাইয়া স্থির চিত্তে ও সুস্থ শরীরে বন্ধকী খৎ পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩১৩ তেরশত তের সাল। তারিখ ১লা বৈশাখ।

ইসাদী।

সুদখালাসী বন্ধকীপত্র।

শ্রীযুত বাবু রজনীকান্ত রায়, পিতার নাম ৺ যামিনীকান্ত রায় মহাশয়, জাতি কায়স্থ, পেশা চাকুরী, সাং সোনারপুর, পরগনে হালিসহর, থানা নৈহাটী, ডিষ্ট্রীক্ট হুগলি, হাল মোকাম ২১ নং রামবাগান লেন, সহর কলিকাতা, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীবসন্তলাল বড়াল ও শ্রীনন্দলাল বড়াল, পিতার নাম ৺ প্যারীলাল বড়াল, জাতি স্বর্ণবণিক, পেশা ব্যবসা আদি, সাং ১৩ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট, যোড়াসাঁকো, সহর কলিকাতা—কস্য বাটী বন্ধকী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—সহর কলিকাতা উত্তর ডিভিজন ব্লক নং ১৭, হোল্ডিং নং ২২, চোরবাগান মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটে, মণি ময়রাণীর বাটীর উত্তর, বামা বৈষ্ণবীর দোকানের পূর্ব্ব, চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের বাগানবাটীর পশ্চিম, সদর রাস্তার দক্ষিণ, এই চৌহদ্দিস্থিত ৮৬ নম্বর বাটী আমাদিগের পৈত্রিক খরীদা সম্পত্তি। ঐ বাটী দুই মহল নীচে উপর ১৩ তের কুঠারী যাহা ৩৬৲ টাকা ভাড়া ধার্য্যে আপনাকে ভাড়া দেওয়া হইয়াছে, উহা সমেত তলস্থ জায়গা /২ দুই কাঠা আমাদিগের কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ মহাশয়ের নিকট আবদ্ধ রাখিয়া মং ২৪০০৲ চব্বিশ শত টাকা কর্জ্জ করিলাম। ইহার সুদ মাসিক ফি শত ১৷৷০ দেড় টাকা হিসাবে দিব। অদ্যকার তারিখ হইতে তিন বৎসর নিয়ম কাল মধ্যে টাকা পরিশোধ করিব। আপনার স্থানে প্রাপ্য বাটী ভাড়ার দরুণ ৩৬৲ টাকা, কর্জ্জা টাকার সুদে বরাত রহিল। আপনাকে মাস মাস অথবা তিন মাস অন্তর ভাড়ার টাকার রসীদ দিয়া এই বন্ধকী খতের পৃষ্ঠে ঐ টাকা আপনার নিকট হইতে সুদে উশুল দিয়া লইব। যদি সুদে উশুল না দিয়া ভাড়ার দাবিতে নালিশ করি তাহা গ্রাহ্য হইবে না। উক্ত বাটীর খরীদা কোবালা ও পাট্টা দুইখণ্ড মহাশয়কে দিলাম। আসল টাকা পরিশোধ করিয়া দলীল ফেরত লইব। যাবৎ এই বন্ধকী খতের টাকা পরিশোধ না হইবে, তাবৎ উক্ত বাটী ও তলস্থ জায়গা দান বিক্রয়াদি সূত্রে কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিব না। যদি করি তাহা অসিদ্ধ হইবে। উক্ত বাটী অন্য কোন স্থানে আবদ্ধ রাখি নাই। যদি অন্য স্থানে বন্ধকাদি রাখা বা বিক্রয় করা উত্তরকাল প্রকাশ

হয় তবে পেনাল্ কোডের বিধি অনুসারে দণ্ডনীয় হইব। এই কড়ারে নীচের তপশীলের লিখিত আট কেতা নোটের কাত্ সমস্ত টাকা বুঝিয়া পাইয়া সুস্থশরীরে, স্থিরচিত্তে, বাটী বন্ধকী পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সাল। তাং ১০ই আষাঢ়।

ইসাদী।

তপশীল গভর্ণমেণ্ট করেন্সী নোট।

এন ৯৩। ২৫৬৭৬—৫০০৲ টাকার এক কেতা।

ইত্যাদি।

কট্‌কোবালা।

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায়, পিতার নাম ৺ তারাপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, সাং হরিবাটী, পং হংসহাটী, থানা ঘাটাল, ডিষ্ট্রীক্ট পূর্ণিয়া, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীদীননাথ দে, পিতার নাম ৺ হরিনাথ দে, জাতি কায়স্থ, পেশা তালুকদারী, সাং দেবহাটী, পরগনে সুরনগর, থানা দেববাটী, ডিঃ যশোহর—কট্‌কোবালা পত্রমিদং সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে, ডিঃ বর্দ্ধমান, পরগনে শ্রীপুরের অন্তঃপাতী ও থানা শিবনিবাসের অধীন, মৌজে উত্তমনগর, আমার পত্তনী তালুক, যাহার পত্তনী মালগুজারী সালিয়ানা মং ৯২৭৷৷৹ টাকা আমার পিতা ৺ হরিনাথ দে মহাশয়ের নামে জেলা বর্দ্ধমানের শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সরকারে ধার্য্য আছে, ঐ পত্তনী মহল মৌজে উত্তমনগরের মাল, সায়ের, রাইয়তী, খামার, জলকর, ফলকর, বনকর, ওগয়রহ চতুঃসীমাচ্ছন্ন দরোবস্ত হকুক্ উক্তগ্রাম, মহাশয়ের নিকট কট্‌কোবালাসূত্রে মং ৩২০১৲ তিন হাজার দুই শত এক টাকা পণে বিক্রয় করিলাম। আপনি উক্ত মৌজায় স্বত্বাধিকারী হইলেন, তবে ইহাতে এই সর্ত্ত রহিল যে, উক্ত পণের দং টাকা আমি অদ্যকার তারিখ হইতে দুইসন মেয়াদ মধ্যে মায় সুদ এককালীন পরিশোধ করিলে এই কোবালা ফেরত পাইব। সুদের নিয়ম ফি শত সালিয়ানা ৮৲ আট টাকা ধার্য্য রহিল। যদি কড়ারী দুইসন মেয়াদ মধ্যে সুদ সমেত বেবাক টাকা পরিশোধ করিতে না পারি, তবে মেয়াদ গতে আপনি আইনমত নালিশ

উত্থাপনক্রমে উক্ত মৌজার দখলিকার হইয়া, পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগবান থাকিবেন, তাহাতে আমি কি আমার উত্তরাধিকারিগণ কখন কোন দাবী দাওয়া করি কি করে, সে অগ্রাহ্য। এই কড়ারে পণের টাকা নগদ বুঝিয়া পাইয়া স্থিরচিত্তে কট্‌কোবালা পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ। *

ইসাদী।

প্রকারান্তর কট্‌কোবালা।

স্বস্তি সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুত বাবু প্রাণহরি চক্রবর্ত্তী, পিতা ৺ কৃষ্ণহরি চক্রবর্ত্তী, সাং নৃসিংহপুর, পং রাণীহাটী, থানা চাঁচোল, ডিষ্ট্রীক্ট মালদহ, কল্যাণবরেষু।—

লিখিতং শ্রীনবকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীহরকুমার চট্টোপাধ্যায়, পিতা ৺ রত্নেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, সাং সুবর্ণহাটী, পরগনে শোভনপুর, থানা পানিহাটী, ডিঃ মালদহ—কস্য জমীদারী বন্ধকী কট্‌কোবালা পত্রমিদং সন ১৩১৩ তেরশত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিঃ চব্বিশ পরগনা, সবডিভিজন বারাসত, পরগনে বিরামপুরের সামিল ও থানা কস্‌বার অধীন, ডিহি সুবর্ণ-হাটী মায় অন্তর্গত মৌজা শালডাঙ্গা ও তমালডাঙ্গা ও রুক্মিণীনগর, যাহার সদর মালগুজারী সালিয়ানা মং ৩৬১৮॥৵৹ টাকা উক্ত জেলার কালেক্টরী সেরেস্তায় ১৬১ নং ৺ রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের নামে লেখা যায়, তাহার মধ্যে সরিকানের হিস্যা বাদে আমাদিগের নিজ হিস্যা রকম ।৵৹ ছয় আনার কাত্‌ সদর জমা মং ১৩৫৬৸৶১৫ টাকা আদায় পূর্ব্বক মালিকত্বরূপে আমরা উক্ত সম্পত্তিতে ভোগবান ও দখলিকার আছি। সম্প্রতি প্রয়োজন বশতঃ আমা-দিগের হিস্যা উক্ত ডিহি সুবর্ণহাটীর রকম ছয় আনা যাহার উক্ত অংশে সদর জমা মং ১৩৫৬৸৶১৫ টাকা, মায় রাইয়তী খামার ও হাসিল পতিত ও বাগ

---

* সনিয়ম বিক্রয় অর্থাৎ বিক্রয় লিখিত পঠিতের দ্বারা বিষয় আবদ্ধ রাখিয়া নিরূপিত কাল মধ্যে সুদ সহ টাকা দিবার অঙ্গীকার করিলে তাহাকে কট্‌কোবালা কহে। কট্‌কোবালার স্থানে কেহ সাফ্ বিক্রয়পত্র লিখাইয়া লইয়া কোন কাল নিয়মে টাকা দিলে বন্ধকদাতাকে বিষয় ফেরত দিবার আলাহিদা একরার দিয়া থাকে। মর্টগেজ ও কট্‌কোবালার একই অর্থ।

বাগিচা পুষ্করিণী ও জলকর, ফলকর, বনকর ইত্যাদি চতুঃসীমাচ্ছন্ন দরোবস্ত হকুক্ আপনার নিকট মর্টগেজমুরত্ আবদ্ধ রাখিয়া মং ১১০০০৲ এগার হাজার টাকা কর্জ্জ করিলাম, ইহার সুদ প্রতি শত মাসিক ৸০ আনার হিসাবে বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা হারে দিব। উক্ত সুদ বৎসরান্তে আদায় করিব, যদি এক বৎসর গতে আদায় করিতে না পারি, তবে ঐ এক বৎসর পরিমাণের সুদ, আসলে গণ্যমতে,তাহার সুদ ফি শত মাসিক ঐ ৸০ বার আনার হিসাবে দিব। উপরিউক্ত টাকা মায় সুদ অদ্যকার তারিখ হইতে চারি বৎসর মধ্যে পরিশোধ করিব। ঐ মিয়াদ মধ্যে যদি কখন কোন টাকা আদায় করি, সুদ মিনাহ্ বাদে বাকী টাকা, আসলে মজুরা পড়িবেক, এবং তাহা এই বন্ধকী মর্টগেজের পৃষ্ঠে উশুল লিখিয়া দিব, স্বতন্ত্র রসীদাদির ওজর করিব না। উক্ত মেয়াদ মধ্যে আসল মায় সুদ সমগ্র টাকা আদায় না হইয়া কিছু টাকা বাকী থাকিলে, মহাশয় আইন মতে নালিশ উত্থাপন ও ডিক্রীজারী দ্বারা আমাদিগের হিস্যা উক্ত আবদ্ধীয় জমীদারী ডিহি সুবর্ণহাটীর রকম।৵০ ছয় আনার দখলিকার হইবেন এবং উক্ত অংশের সদর জমা আদায় পূর্ব্বক দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকারী হইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ করিতে থাকিবেন, তাহাতে আমাদিগের কি আমাদিগের উত্তরাধিকারিগণের কোন দাবি দাওয়া থাকিবেক না। যদিস্যাৎ বন্ধকী বস্তু আপনার দখল করিয়া লইবার ইচ্ছা না হয়, তবে ইহাও ক্ষমতা রহিল যে, উক্ত আবদ্ধীয় বিষয় এবং আমাদিগের অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হইতে আপনার পাওনা টাকা মায় সুদ আদায় করিয়া লইতে পারিবেন, তাহাতে আমরা কোন ওজর আপত্তি করিলে তাহা অগ্রাহ্য হইবে। যদি উক্ত ডিহির সদর মালগুজারির টাকা অনাদায় সূত্রে ঐ ডিহি নীলামের অবস্থায় আইসে তবে ঐ বাকী মালগুজারির টাকা আপনি যে তারিখে দাখিল করিয়া লাট রক্ষা করিবেন, সেই তারিখে নালিশ উত্থাপনের কারণ হইবেক, এবং ঐ দাখিলী টাকার ও তাহার সুদ ফি শত মাসিক ১৲ এক টাকা সহ আমরা দায়ী হইব। এতদর্থে নীচের লিখিত গভর্ণমেণ্ট করেন্সী নোট ১১ কেতার কাং উপরি উক্ত বেবাক টাকা বুঝিয়া পাইয়া স্থিরচিত্তে বন্ধকীপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন। তারিখ।

তপশীল গভর্ণমেণ্ট করেন্সী নোট। ইসাদী।

জায় গভর্ণমেণ্ট করেন্সী নোট।———

এল ১৮। ১২৮৭৪ নং————১০০০৲ টাকা।

ঐ ১২৮৭৫ নং————১০০০৲ টাকা।

আর ১৭। ২১৭৭৬ নং— ——৫০০৲ টাকা

ইত্যাদি।

সেকেণ্ড মর্টগেজ অর্থাৎ দ্বিতীয় কট্‌কোবালা।

পূজনীয় শ্রীযুত পুরন্দরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পিতার নাম ৺ পুলোকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়, জাতি ব্রাহ্মণ, পেশা ব্যবসাদি, সাং পার্ব্বতীপুর, পং পল্‌টনহাট, থানা ভাজনঘাট, ডিষ্ট্রীক্ট পাবনা, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীপতিতপাবনী দেবী, স্বামির নাম ৺পূর্ণেন্দুপ্রকাশ চক্রবর্ত্তী, সাং প্রফুল্লবাটী, পং পাণ্ডুয়া, সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন পাণ্ডুয়া, ডিষ্ট্রীক্ট হুগলি।—কস্য দ্বিতীয় মর্টগেজ পত্রমিদং সন ১৩১৩ তেরশত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে —আমার স্বামী মহাশয়ের জীবদ্দশায় তাঁহার কৃত উইলনামায় তাঁহার জীবনান্তে তাঁহার ত্যজ্য সম্পত্তির মধ্যে ডিষ্ট্রীক্ট বীরভূম, পং অনন্তবাটীর অন্তর্গত ও থানা বিরোফার অধীন চক চারুনগর ও তদন্তঃপাতি গ্রামাদি কালেক্টরী সম্পত্তিতে আমি ভোগবতী থাকিয়া দানবিক্রয় ও আবদ্ধাদি দ্বারা যথেচ্ছাক্রমে হস্তান্তর করিতে সক্ষম থাকা আদি মর্ম্মে, স্বামী মহাশয় নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া যাওয়ায়, তদীয় লোকান্তর প্রাপ্তি পরে আমি উপরিউক্ত ক্ষমতা অনুসারে উক্ত চক্ চারুনগরে ভোগবতী ও দখলিকারিণী থাকিয়া বিগত সন ১৩১১ তেরশত এগার সালের ১৯এ ফাল্গুন তারিখে উক্ত কালেক্টরী মহল, বীরভূম জেলার হরিপুর পরগনার অন্তঃপাতি ও বামনহাটী থানার অধীন অন্নদাপুর গ্রাম-নিবাসী ৺ নিত্যানন্দ নন্দীর পুত্র শ্রীযুত নয়নানন্দ নন্দী বাবুর নিকট মর্টগেজ সুরত্ বন্ধক রাখিয়া প্রতি শত মাসিক ১৲ এক টাকা হারে সুদে মং ৮০০০৲ আট হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়াছি। সম্প্রতি আমার তীর্থ গমনের ঋণ পরি-শোধ নিমিত্ত কিছু টাকার প্রয়োজন, সেমতে উপরিউক্ত চক চারুনগর যাহা প্রথম মর্টগেজ ক্রমে উপরিউক্ত ব্যক্তির নিকট আবদ্ধ রহিয়াছে, ঐ আবদ্ধীয়

সম্পত্তিতে বর্ত্তমানে আমার যে পরিমাণ স্বত্ব ও সম্বন্ধ আছে, ঐ আবদ্ধীয় চক চারুনগরের সেই স্বত্ব মহাশয়ের নিকট পুনরায় মর্টগেজে বন্ধক রাখিয়া মাসিক ফি শত ১॥০ দেড় টাকা হিসাবে সুদ দিবার অঙ্গীকারে দুই বৎসর কাল নিয়মে মং ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা কর্জ্জ লইয়া এই দ্বিতীয় মর্টগেজ পত্র লিখিয়া দিতেছি যে, মহাশয় ইচ্ছা করিলে, আপোসে, অথবা আমার নামে নালিশ উত্থাপন হইলে, আমার প্রথম মর্টগেজের দং দেনা মং ৮০০০৲ আট হাজার টাকা মায় সুদ পরিশোধ করিতে পারিবেন, এবং পরিশোধ মতে ঐ পরিশোধ করা টাকা মায় সুদ বর্ত্তমানে গৃহীত টাকা সহ সমগ্র টাকা, সুদ সহ আমার স্থানে লইতে ও আপোসে আমি না দিলে দুই বৎসর অতীতে, আপনি ঐ সংক্রান্ত চলিত আইনাদির মর্ম্মানুসারে নালিশ উত্থাপন ক্রমে উক্ত আবদ্ধীয় মহলে দখলিকার হইয়া ভোগবান হইবেন, তাহাতে আমি কি আমার উত্তরাধিকারিগণ কোন আপত্তি করি কি করে সে অগ্রাহ্য। প্রকাশ থাকে যে, যদি প্রথম মর্টগেজের দং টাকা আপনি না দিতে পারেন ও ঐ টাকার দাবিতে নালিশ উত্থাপন হইয়া বিষয় বিক্রয় হয়, তবে আপনি এই মর্টগেজের নালিশ উপস্থিত করিয়া, কিম্বা অনুপস্থিতে বিক্রয় হওয়া সম্পত্তির পথ ফাজিলের টাকা ক্রোক মতে, আপন পাওনা সুদ সমেত বেবাক টাকা আদায় করিয়া লইবেন। তাহাতে আমার কি আমার উত্তরাধিকারিগণের কোন আপত্তি চলিবেক না। এতদর্থে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক, সুস্থশরীরে ও স্থিরচিত্তে দ্বিতীয় মর্টগেজ পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী।

সামান্য কোবালা।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু উমাকিঙ্কর ঘোষাল মহাশয়, পিতা ৺ রাধাকান্ত ঘোষাল, সাং ঘোষপুর, পং ঘোষঘাট, থানা ঘাশি, ডিঃ রংপুর, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীহরেকৃষ্ণ ঘটক, পিতা শ্রীযুত রামকৃষ্ণ ঘটক, সাং ভদ্রধাম, পরগনে মধুবাটী, থানা ঘাটেশ্বর, ডিঃ নদীয়া—কস্য মহত্রাণ ভূমি বিক্রয় পত্রমিদং সন ১৩১৩ তেরশত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে, ডিঃ হুগলি,

পরগনে রাজনগরের অন্তঃপাতী, ও থানা চুপীর অধীন মৌজে চিত্রপাড়ার মধ্যে আমার মাতামহ ৺ রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দং মহত্রাণ বাগানবাটী যাহা আপনার জমাবিলিতে আছে, মাতামহ মহাশয়ের লোকান্তর প্রাপ্তি পরে আমি তাঁহার ত্যজ্য সম্পত্তি আদি বিষয়ে উত্তরাধিকারী সূত্রে স্বত্ববান ও দখলিকার হইয়া ঐ বাগিচার আওলাৎ আকর ও বৃক্ষাদি ইতিপূর্ব্বে মং ১৭৫৲ টাকা মূল্যে মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছি। সম্প্রতি উক্ত বাগানের তলকর জায়গা, ঐ গ্রামের হরিশ হাজরার বসত বাটীর পূর্ব্ব, পাঁচকড়ি দাসের জমাই জমির দক্ষিণ, তারক স্বর্ণকারের বাটীর পশ্চিম, ইন্দুভূষণ ঘোষের পুষ্করিণীর উত্তর, এই চতুঃসীমার মধ্যে আন্দাজী মওয়াজী ৫॥০ সাড়ে পাঁচ বিঘা মহত্রাণ জমী যে আছে, ঐ জমী মং ৯০৲ নব্বুই টাকা মূল্যে মহাশয়কে বিক্রয় করিলাম। অদ্যকার তারিখ হইতে উক্ত জমী ও তদুপরিস্থিত বাগিচা ও বৃক্ষাদির স্বত্বাধিকারী আপনি হইলেন, আমার কোন স্বত্ব উহাতে রহিল না। মহাশয়, পুত্র পৌত্রাদিক্রমে, পরম সুখে ঐ জমী সমেত বৃক্ষাদি ভোগ দখল করিতে রহেন, তাহাতে আমি কি আমার উত্তরাধিকারিগণ কখন কোন আপত্তি করি কি করে সে নামঞ্জুর। এতদর্থে পণের সমগ্র টাকা নগদ বুঝিয়া পাইয়া সুস্থশরীরে ও স্থিরচিত্তে বিক্রয় কোবালাপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী।

প্রকারান্তর।

পূজনীয় শ্রীযুত ব্রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, পিতা ৺ রামনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাং রাজনগর, পং রামগড়, সব্‌রেজেষ্টরী ইষ্টেসন রাজহাটী, ডিঃ ঢাকা, শ্রীচরণেষু।—

লিখিতং শ্রীপ্যারিমোহন অধিকারী, পিতার নাম ৺কৃষ্ণমোহন অধিকারী, সাং মালঞ্চ, পং মামুদশাহি, থানা রাজপুর, ডিঃ মালদহ—কস্য সকর ও নিষ্কর ভূমি বিক্রয়ের খোসকোবালা পত্রমিদং সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে,—ডিঃ হুগলির মোতালক্ প্রিয়পুর পরগনার সামিল ও থানা শ্রীখণ্ডের অধীন কালীডাঙ্গা ও রাধাপুর গ্রামে, এবং উক্ত ডিষ্ট্রীক্টের

সামিল মনোহরগঞ্জ পরগনার অন্তঃপাতি ও থানা বীরবাটীর অধীন ইন্দ্রডাঙ্গা ও চিত্রনগর গ্রামে, এবং ডিঃ নদীয়ার ভদ্রগড় পরগনার সামিল ও লোহাজং থানার অধীন সুবর্ণনগর ও সেনহাটী গ্রামে, এবং ডিঃ বর্দ্ধমানের অম্বিকা পরগনার সামিল ও কাল্না থানার অধীন কনকবাটী ও কাঞ্চনপাড়া ও গোলোক বাটী গ্রামে এবং ঐ জেলার কামপুর পরগনার সামিল ও বীরভদ্র থানার অধীন লক্ষ্মীপাড়া গ্রামে, আমার পৈতৃক ভোগ দখলী নীচের তপশীলের লিখিত চৌহদ্দী অনুযায়িক মওয়াজী ১১২/০ একশত বার বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী ও মওয়াজী ১৮/০ আঠার বিঘা খেরাজী জমী একুনে ১৩০/০ একশত ত্রিশ বিঘা জমী যে আছে, ঐ জমী সকল আমার পৈত্রিক ঋণ পরিশোধ ও অন্যান্য প্রয়োজনার্থে মং ৯০১৲ নয়শত এক টাকা মূল্যে মহাশয়কে খোস কোবালাসুরত্ বিক্রয় করিলাম। অদ্যকার তারিখ হইতে আমার স্বত্ব লোপে উক্ত ভূমি সকলের দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকারী আপনি হইলেন, আমার সহিত ঐ সকল জমির কোন সংস্রব রহিল না। লক্ষ্মীপাড়া গ্রামস্থিত উক্ত খেরাজী জমীর খাজানা সালিয়ানা মং ১৫৶০ পনর টাকা তিন আনা যাহা সেনহাটীর জমীদারের সরকারে ধার্য্য আছে, ঐ খাজানা সন সন আদায় পূর্ব্বক ঐ খেরাজী ভূমি ও উপরিউক্ত ব্রহ্মোত্তর ভূমি সকলে আপনি দখলিকার হইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগবান্ রহেন, তাহাতে আমি কি আমার উত্তরাধিকারিগণ কস্মিন্‌কালে কোন দাবী দাওয়া করি কি করে সে নামঞ্জুর। ঐ সকল নিষ্কর ভূমির যে সনন্দ, তায়দাদ্ ও ছাড় আদি দলিলাৎ ও জমাই জমীর পাট্টাদি যাহা আমার হস্তে ছিল, তত্তাবৎ আপনাকে দিলাম। এতদর্থে পণের টাকা বুঝিয়া পাইয়া স্থিরচিত্তে খোসকোবালাপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী—

তপশীল চৌহদ্দী।—

জেলা হুগলির প্রিয়পুর পরগনার সামিল ও থানা শ্রীখণ্ডের অধীন মৌজে কালীডাঙ্গার দক্ষিণ পাঠে, নফর সর্দ্দারের পাইকান্ জমির পূর্ব্ব ও দক্ষিণ, প্রেমচাঁদ পালের জমাই জমীর পশ্চিম, রামলাল ভট্টাচার্য্যের ব্রহ্মোত্তর জমীর উত্তর, এক বন্দ শালি জমী।—৭৷৷২/০ বিঘা ইত্যাদি।—

বাটী বিক্রয়ের কোবালা।

মান্যবর শ্রীযুত বাবু কিরণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পিতার নাম ৺শশধর মুখোপাধ্যায়, সাং মুরারিপুর, পং মনোহরনগর, সবরেজেষ্টরী ও ইষ্টেসন মাগুরা, ডিঃ যশোহর, হাল সাকীম ১১ নং হরিহর দাসের গলি, পটলডাঙ্গা, কলিকাতা, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী, স্বামীর নাম ৺ প্রাণেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়; ও শ্রীপ্রফুল্লচিত্ত চট্টোপাধ্যায়, ও শ্রীপ্রশান্তচিত্ত চট্টোপাধ্যায়, পিতার নাম ৺ পরমেশ্বর চট্টোপাধ্যায়; সর্ব্ব সাং কলিকাতা অপার চিৎপুর রোড দরমাহাটা—কস্য বাটী বিক্রয়ের খোস কোবালা পত্রমিদং সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—সহর কলিকাতা, উত্তর ডিভিজন, ব্লক নং ৮৪, হোল্‌ডিং নং ৫৫, অপার চিৎপুর রোড দরমাহাটা ষ্ট্রীট্‌ মধ্যে, চাঁদী ধোপানী ও চাঁপা বাইয়ের বাটীর উত্তরস্থ সারে রাস্তার উত্তর, চুণিলাল বসাকের বাটীর পূর্ব্ব, নীলমণি লাহার বাটীর পশ্চিম, যাদব খ্রীষ্টীয়ানের বাটী ও অরবিন্দু ডাক্তারের ঔষধালয়ের দক্ষিণস্থিত গলি রাস্তার দক্ষিণ, এই চতুঃসীমার মধ্যস্থিত আমি প্রসন্নময়ী দেবী আমাব স্বামী, ও আমি প্রফুল্লচিত্ত ও আমি প্রশান্তচিত্ত চট্টোপাধ্যায় আমাদিগের মাতুল, ৺ প্রাণেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের খরীদা ⁄।৪ নয় কাঠা নিষ্কর জমী ও তদুপরিস্থিত অন্দর বাহির খণ্ডে পোক্তা ইমারত ১২৬ নং বাটী যে আছে, উক্ত প্রাণেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসন্তান লোকান্তর গত হওয়ায় আমি প্রসন্নময়ী দেবী, স্বামী মহাশয়ের ত্যজ্য সম্পত্তি উক্ত বাটী আদিতে ভোগবতী ও দখলিকারিণী আছি। সম্প্রতি উপরিউক্ত চৌহদ্দিস্থিত বাটীর সদর খণ্ডের উত্তরস্থ অন্দর খণ্ডে যাইবার যে গলি রাস্তা পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা আছে ঐ গলি রাস্তার দক্ষিণ সীমা বাহির খণ্ডের পোক্তা ইমারত নীচে উপর আট কামরা ও পূজার দালান মায় সিঁড়ি ও পায়খানা সমেত তলস্থ নিষ্কর জমী পাঁচ কাঠা একুনে ৭০০০৲ সাতহাজার টাকা মূল্যে আপনাকে বিক্রয় করিলাম ও মূল্যের দরুণ সমগ্র টাকা বুঝিয়া পাইলাম। অদ্যকার তারিখ হইতে উল্লিখিত চৌহদ্দিস্থিত বাটীর বাহির খণ্ডের পাঁচ কাঠা জমী ও তদুপরিস্থিত ইমারত্ আদিতে আমাদিগের স্বত্ব লোপ হইয়া আপনার

দান বিক্রয়ের স্বত্ব বর্জ্জিল। আপনি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে উক্ত বাহির খণ্ডের বাটী ভোগ দখল করিতে রহেন। আমি প্রফুল্লচিত্ত ও প্রশান্তচিত্ত আমরা ঐ সম্পত্তির ভাবী উত্তরাধিকারী বিধায় মাতুলানী ঠাকুরাণির যোগে এই কোবালা লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে, এই কোবালার লিখিত সম্পত্তিতে আমরা কি আমাদিগের উত্তরাধিকারিগণ কখন কোন আপত্তি করিব না ও করিতে পারিবে না। যদি করি কি করে, সে অগ্রাহ্য। এতদর্থে সুস্থ শরীরে ও স্থিরচিত্তে মূল্যের টাকা সমগ্র নগদ বুঝিয়া পাইয়া বাটী বিক্রয়ের খোসকোবালা পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩১৪ তের শত চৌদ্দ সাল। তারিখ ২২এ জ্যৈষ্ঠ।

ইসাদী।

লেখক শ্রী ———

প্রকারান্তর।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু রাধাবিনোদ সরকার, পিতার নাম শ্রীযুত হরিশচন্দ্র সরকার, জাতি কায়স্থ, পেশা জমীদারী আদি, সাকিম ২১ নং বাদুড়বাগান লেন, সহর কলিকাতা, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীহরিনাথ বসু, পিতার নাম ৺কালীনাথ বসু, জাতি কায়স্থ, পেশা চাকুরী, হাল সাকীম ২৪ নং সাঁকারীটোলা লেন, সহর কলিকাতা—কস্য বসত্‌বাটী মায় তত্তলস্থ জমীর বিক্রয় কোবালা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—সহর কলিকাতার অন্তর্গত আরপুলি লেনস্থিত ২৮ নং দ্বিতল বসত্‌বাটী, যাহা আমি আমার স্বকীয় উপার্জ্জনে খরিদ করতঃ ভোগবান ও দখলিকার আছি এবং যাহার বিশেষ বিবরণ নিম্নের তপশীলে বর্ণিত হইল, তাহা এক্ষণে আমি বিক্রয় করিতে মনস্থ করায় এবং আপনি উহা নগদ কোং ৫০০০৲ টাকার খরীদ করিতে সম্মত হওয়ায় অদ্যকার তারিখে আমি আমার উক্ত বাটী মায় তত্তলস্থ ও তৎসংলগ্ন কমবেশী ৴২॥০ আড়াই কাঠা জমী, ঘর, জানালা, কবাট, প্রাচীর, দেওয়াল, দরোবস্ত হকুক, আপনার নিকট হইতে নগদ কোং উক্ত মং ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা সমস্ত বুঝিয়া পাইয়া মহাশয়কে বিক্রয় করিলাম। মহাশয় অদ্যকার তারিখ হইতে ঐ

সম্পত্তির মূল মালিক হইলেন, উহাতে আমার কোন স্বত্ব রহিল না। মহাশয় রাজসরকারে উহার নির্দ্দিষ্ট বাৎসরিক রাজস্ব সন সন আদায় দিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে, নির্ব্বিবাদে, পরম সুখে উক্ত সম্পত্তি ভোগ দখল করিতে রহেন, তাহাতে আমার কি আমার ওয়ারিশানের কোন দাবী দাওয়া রহিল না। ভবিষ্যতে আমি কিম্বা আমার ওয়ারিশগণ উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে যদি কোন দাবী দাওয়া করি বা করে তাহা হইলে সে বাতিল ও নামঞ্জুর ও আদালতে অগ্রাহ্য হইবে। প্রকাশ থাকে যে, ভবিষ্যতে যদি উল্লিখিত বিক্রীত সম্পত্তির টাইটেল সম্বন্ধে কোনরূপ গোল উঠে ও মহাশয় আমার দ্বারা কোন দলীল সহী ও রেজেষ্টরী করিয়া দিবার আবশ্যক বিবেচনা করেন তাহা হইলে মহাশয়ের খরচায় বিনা ওজর ঐ দলীল সহী ও রেজেষ্টরী করিয়া দিব, তাহাতে কোন ওজর আপত্তি করিব না। এতদর্থে সুস্থ শরীরে, স্থির-চিত্তে, বিনা অনুরোধে, আপন খুসীতে পণের টাকা নিম্নের তপশীল মত সম্যক্ বুঝিয়া পাইয়া এই বিক্রয় কোবালা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩১৫ তেরশত পনের সাল, ২২ এ আষাঢ়। ইংরাজী ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ। ৬ই জুলাই।

লেখক শ্রী—— ইসাদী।

তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি।—

সহর কলিকাতা আরপুলি লেন ২৮ নং দ্বিতল পাকা বাটী তত্তলস্থ ও তৎ-সংলগ্ন কমবেশ জমী /২॥০ আড়াই কাঠা, হোল্‌ডিং নং ২১, ব্লক নং ৪, যাহার বার্ষিক খাজানা কলিকাতা কালেক্টরীতে দেয় ১।/১৫ এক টাকা পৌনে ছয় আনা এবং যাহার চৌহদ্দী, রসময় মিত্রের বসত্‌বাটীর পূর্ব্ব, ক্যাথিড্রলমিসন লেন নামক রাস্তার দক্ষিণ, কেদারনাথ সেনের ভাড়াটিয়া বাটীর উত্তর ও হরমণি দাসীর রাইয়তী জমির পশ্চিম।

টাকার তপশীল।—

আর/৪৪ ১০৮৭৪, ১০৮৭৫, ১০৮৭৬, ১০৮৭৭

চারি কিতা প্রত্যেক কিতা ১০০০৲ টাকা করিয়া—

গভর্ণমেণ্ট করেন্সী নোট ———— ৪০০০৲

পি/৪৮ ৪০৬৭৫ এক্ কেতা ঐ ঐ ———— ৫০০৲

খুজরা নোট ———— ৫০০৲

৫০০০৲ মং পাঁচ হাজার টাকা

জমাই বাস্তু বাটী ও মাঠান জমী বিক্রয়ের কোবালা।

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুত রাধাচরণ চন্দ, পিতার নাম ৺ উমেশচন্দ্র চন্দ, সাং খলশি, পরগনে খনিয়ান্, সব রেজেষ্টরী ইষ্টেসন মাণিকগঞ্জ, ডিষ্ট্রীক্ট হুগলি, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীঅলোকমণি দাসী, স্বামির নাম ৺ রাখালদাস চন্দ, সাং রাজগ্রাম, পরগনে রায়পুর, সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন মাণিকগঞ্জ, ডিষ্ট্রীক্ট হুগলি—কস্য জমাই বাস্তু বাটী ও মাঠান জমী বিক্রয়ের খোস কোবালা পত্র মিদং সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিষ্ট্রীক্ট হুগলি, পরগনে রায়পুর, সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন মাণিকগঞ্জর অন্তর্গত মৌজে রাজগ্রামের মধ্যে নিম্নের তপশীল চৌহদ্দী অনুযায়ীক, ভদ্রাসন বসত্ বাটীর জায়গা এক বন্দে /॥০ দশ কাঠা মায় নারিকেল গাছ ২টী ও কাঁঠালগাছ ১টী এবং মাঠান্ জমী একবন্দে তিন কিতার কাৎ ৩৸০ তিন বিঘা পনের কাঠা মোট মণ্ডরাজী ৪।০ চারি বিঘা পাঁচ কাঠা জমী, যাহার জমা সালিয়ানা মং ৪।৴০ চারি টাকা ছয় আনা উক্ত রাজগ্রামের জমীদার শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবন্ চন্দ্র ঠাকুরের সেবায়েৎ গাদীনশীন্ শ্রীপাদ্ বিবেকানন্দ গোস্বামির জমীদারী সেরেস্তায় আমার স্বামির পূর্ব্ব পুরুষের নামে লেখা যায়, ঐ জমী জমাতে আমার স্বামী মহাশয়ের লোকান্তর প্রাপ্তি পরে আমি তাঁহার উত্তরাধিকারিণী সূত্রে ভোগবতী ও দখলিকারিণী আছি। সম্প্রতি স্বামী মহাশয়ের ঋণ এবং তাঁহার স্বর্গার্থ শ্রাদ্ধ ও গয়াধামে পিণ্ডাদানাদি ক্রিয়ার দং ঋণ এই উভয় ঋণ পরিশোধার্থে উপরোক্ত জমী জমা সমেত ভদ্রাসন বসত বাটীর জায়গার উপরিস্থিত দুই খানি খড়ো চালাঘর ও বৃক্ষাদি মং ৪৭৲ সাত চল্লিশ টাকা মূল্যে তোমাকে বিক্রয় করিলাম। অদ্যকার তারিখ হইতে আমার স্বত্ব লোপ হইয়া উক্ত জমী জমার স্বত্বাধিকারী তুমি হইলে। তুমি উল্লিখিত জমীদারের সরকারে সাবেক নাম খারিজে আপন নাম জারী করিয়া সন ২ খাজানা আদায় করিয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে উক্ত সম্পত্তি পরম সুখে ভোগ দখল করিতে থাকিবা, তাহাতে আমি কি আমার উত্তরাধিকারিগণ কেহ কখন কোন আপত্তি করি কি করে সে অগ্রাহ্য। এতদর্থে পণের টাকা সমস্ত

নগদ বুঝিয়া পাইয়া সুস্থ শরীরে ও স্থিরচিত্তে কোবালা পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী।

তপশীল চৌহদ্দী।—

১। হরিচরণ মল্লিক দিগরের ও চাষা বধুর বাটীর উত্তর, চরণ সর্দ্দারের বসত্‌বাটীর পূর্ব্ব, রাধাগোবিন্দ জুগীর দং পতিত ভিটার পশ্চিম, কোটালে পুষ্করিণীর দক্ষিণস্থ রাস্তার দক্ষিণ, এই চৌহদ্দী ভুক্ত জমী, মায় তদুপরিস্থিত নারিকেল গাছ ২টী, কাঁঠাল গাছ ১টী ও চালাঘর ২ খানি, আন্দাজী ⁄॥০ দশ কাঠা।

২। গিরিশ ঘোষের জমাই জমির দক্ষিণ, সদানন্দ গোপের জমাই জমির পশ্চিম, রমাপ্রসন্ন সেনের জমাই জমির উত্তর, নিতাই কর্ম্মকারের জমাই জমির পূর্ব্ব, একলপ্ত তিন কিতার কাত্‌ একবন্দে জমী—৩৸০ তিন বিঘা পনের কাঠা।

মোট মওয়াজী ৪।০ চারি বিঘা পাঁচ কাঠা জমী।

তমসুক ও ডিক্রী বিক্রয়ের কোবালা।

মহামহিম শ্রীযুত গোপালকৃষ্ণ মল্লিক, পিতার নাম শ্রীযুত কালীকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয়, জাতি স্বর্ণবণিক, পেশা ব্যবসাদি, সাং দেবভুম, পং শিবাদহ, সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন চণ্ডীপুর, ডিঃ দিনাজপুর, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীরামচরণ বসু, পিতার নাম ৺ রাধাচরণ বসু, জাতি কায়স্থ, পেশা চাকুরী আদি, সাং যাদবপাড়া, পরগনে মালঞ্চহাটী, থানা সরাই, ডিঃ হুগলি—তমসুক ও ডিক্রী বিক্রয়পত্রমিদং সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিঃ নদীয়ার অন্তর্গত মধুহাটী পরগনার সামিল ও শোভাবাটী থানার অধীন প্রিয়পাড়া সাকীমের শ্রীযুত প্রেমচাঁদ চৌধুরী, উক্ত জেলার অন্তর্গত আমার কালেক্টরী জমীদারী ও পত্তনী তালুক, থানা সিরাজগঞ্জের অধীন ডিহি মনোহরনগরের অন্তঃপাতী কিশমৎ সুধাবাটীর ইজারদার থাকায়, সন ১৩১২ সালের ইং মাঘ নাং চৈত্র তলবী ইজারা মহলের

বাকী খাজানা বাবুদ মায় সুদ মং ৯১২৸/৮ টাকার দাবীতে আট আইন সুরত সন ১৯০৭ সালের ১১৪ নং উক্ত জেলার মোনসফী আদালতে আমি উহার নামে নালিশ করায় আমার দাবী ডিক্রী হইয়াছে। ঐ ডিক্রীর দং আমার প্রাপ্য মায় সুদ ও খরচা মং ১২০৫৶০ টাকা এবং সন ১৩১১ সালের ১৩ জ্যৈষ্ঠ তারিখের লিখিত ঐ প্রেমচাঁদ চৌধুরীর লিখিয়া দেওয়া মং ৫০০৲ পাঁচশত টাকার এতকেতা তমসুক বাবৎ আসল ও সুদে মং ৬০৪৲ টাকা একুনে ডিক্রী ও তমসুকের দং দুই দফায় উক্ত চৌধুরির স্থানে মোট ১৮০৯৶০ আঠার শত নয় টাকা তিন আনা আমার পাওনা। এতদ্ভিন্ন ঐ চৌধুরির নামে সন ১৩১১ সালের নাগাইদ চৈত্র তলবী সাবেক ইজারা আমলের বাকী খাজানা বাবৎ ২৫১৷৶০ টাকার দাবীতে ইতিপূর্ব্বে ১০ আইন মতে সন ১৯০৫ সালের ৭৯ নং ঐ জেলার মোনসফীতে নালিশ করায় চৌধুরী মজকুরের ভঞ্চকতায় উক্ত মোকদ্দমা সন ১৯০৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর তারিখে ডিসমিস হইয়া হকিয়তে নালিশ করণের আদেশ হইয়াছে, আমি এ নাগাইদ্ তাহার হকিয়ত করিতে পারি নাই। ঐ ডিসমিস হওয়া দাবী এবং উপরি উক্ত ডিক্রী ও তমসুক ও তাহার দরুণ প্রাপ্য টাকা আমি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক মং ১১০০৲ এগার শত টাকা মূল্যে আপনাকে বিক্রয় করিলাম এবং ঐ তমসুক ডিক্রী আদি আপনাকে দিলাম। অদ্যকার তারিখ হইতে আপনি উক্ত ডিক্রী ও তমসুক আদি বিষয়ের স্বত্বাধিকারী হইলেন আমার কোন স্বত্ব রহিল না। ঐ সকল টাকা উল্লিখিত চৌধুরির স্থানে রফা সুরৎ আপনি সহজে আদায় করিতে পারেন ভালই, নচেৎ আমার স্বরূপে উক্ত ডিক্রী আপনি জারী করিয়া এবং উক্ত তমসুক ও ডিসমিস হওয়া দাবীর নালিশ আপন খরচে আদালতে রুজু করিয়া যে কোন প্রকারে পারেন ঐ সকল টাকা মায় সুদ খরচা আদায় করিয়া লইবেন। যদি আদালতের বিচারের গতিকে কি অন্য কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতাক্রমে ঐ সকল টাকা আদায় করিতে না পারেন, তবে উত্তর কাল আমার প্রতি পণের টাকার কোন দাবী দাওয়া করিতে পারিবেন না। যদি আপনি কি আপনার উত্তরাধিকারিগণ ঐ সকল টাকা অনাদায়সূত্রে কস্মিন্‌কালে পণের টাকার দাবী দাওয়া আমার কি আমার উত্তরাধিকারিগণের প্রতি করেন, কিম্বা

আমি কি আমার ওয়ারিশান ঐ ডিক্রী ও তমসুক ও ডিসমিস হওয়া দাবীর কোন দাওয়া করি কি করে সে বাতিল ও নামঞ্জুর। এতদর্থে পণের টাকা সমস্ত নগদ বুঝিয়া পাইয়া সুস্থশরীরে ও স্থিরচিত্তে বিক্রয় পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী।

ইজারা বিক্রয়ের কোবালা।

শ্রীযুত বাবু নরোত্তম নারায়ণ ঘোষ, পিতার নাম ৺ নৃসিংহনারায়ণ ঘোষ, জাতি সৎগোপ, পেশা ব্যবসাদি, সাং নারায়ণবাটী, পং বিষ্ণুপুর, থানা লালগোলা, ডিঃ বীরভূম, বরাবরেষু।—

লিখিতঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, পিতা ৺ সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, জাতি কায়স্থ, পেশা চাকুরী আদি, সাং রাজহাটী, পরগনে শ্রীনগর, থানা লালবাঘ, ডিঃ যশোহর, হাল মোকাম নিজ বীরভূম, জেলা ঐ,—মেয়াদী ইজারার স্বত্ব বিক্রয়ের কোবালা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—জেলা বীরভূমের মোতালক্ থানা বিক্রমপুরের অধীন পরগনে চন্দ্রনগর, ঐ জেলার কৃষ্ণবাটী সাকীমের মৃত শেখ মহব্বত খাঁর জমীদারী। উক্ত খাঁ সাহেব বর্ত্তমানে আমি তাঁহার স্থানে গত সন ১৩১০ সালের ১৭ চৈত্র তারিখে ইং সন ১৩১১ সাল নাং সন ১৩১৭ তেরশত সতের সাল এই সাত সন মেয়াদে সালিয়ানা মং ৩১৫০১৲ টাকা জমায় উক্ত পরগনা মায় তদন্তঃপাতী তরফ্ ও মৌজা ও কিশমত্ আদি আদ্যোপান্ত দরোবস্ত হকুক্ ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া আদায় খেরাজে ইজারা স্বত্বে দখলিকার আছি। সম্প্রতি উক্ত ইজারা মহল পরগনে চন্দ্রনগরে ইজারার মেয়াদতক্ আমার যে স্বত্ব ও লভ্য আছে, ঐ স্বত্ব ও লভ্য মং ১৬০০০৲ ষোল হাজার টাকা পণে আপনাকে বিক্রয় করিলাম। অদ্যকার তারিখ হইতে উপরিউক্ত ইজারা মহলে আমার স্বত্ব লোপ হইয়া আপনি ইজারদারী স্বত্বে অধিকারী হইলেন। উক্ত পরগনার সালিয়ানা জমা উপরিউক্ত টাকা, মেয়াদ পর্য্যন্ত, সন সন, মৃত জমীদারের ভ্রাতষ্পুত্র শ্রীযুত মহম্মদ হোসেন খাঁ, যিনি জজ আদালতের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত মতে মৃত খাঁ জমীদারের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, ঐ

সরকারে আদায় পূর্ব্বক মেয়াদতক্ ইজারা স্বত্বে আপনি ভোগবান ও দখলিকার থাকিবেন। গত সন ১৩১১ সালের মাহ্ মাঘ তলব নাগাইদের খাজানা বেবাক টাকা আমি জমীদারের সরকারে আদায় করিয়াছি, বরং মং ১৩০৫৲ টাকা ঐ তলব অপেক্ষা ফাজিল দেওয়া হইয়াছে, তাহা সন ১৯০৫ সালের ১১২ নং বাকী খাজানার মিছিলে প্রকাশ আছে, তদ্বাদে বাকী যে দেনা হইবেক তাহা পরগনা মজকুরার গত সন ১৩১১ সালের খাজানা, প্রজার স্থানে আমার ন্যায্য পাওনা বিমর্জ্জিম বাকীজায় যে আছে, উক্ত টাকা আপনি প্রজার স্থানে আদায় করিয়া জমীদারের দেনা পরিশোধ করিবেন। জমীদারের হাল বকেয়া মালগুজারী বাকী ও প্রজাস্থানে হাল বকেয়া পাওনার সহিত আমার কোন এলাকা নাই। সন ১৩১১ সালের বাকী খাজানা বাবুদে মৃত জমীদারের এক স্ত্রীর পক্ষ হইতে আট আইন সুরত্ সন ১৯০৫ সালের ৪২২ নং আমার নামে এক নালিশ উপস্থিত হইয়াছে, ঐ মোকদ্দমা অত্র জেলার সব জজ রায় বাহাদুরের আদালতে সাবেক বাকী খাজানার আপীল সংক্রান্ত ৩৩৮ নং মোকদ্দমার সহিত একযোগে বিচারাধীনে দায়ের আছে। উক্ত দুই নম্বর মোকদ্দমায় আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া তাহার তদ্বীর ও যোগাড় আমার স্বরূপ আপনি করিবেন এবং বিচারক্রমে যে দেনা পাওনা হইবেক তাহা আপনি দিবেন ও লইবেন। তদ্ভিন্ন যে যে স্থানে উক্ত পরগনা সংক্রান্ত যে মোকদ্দমাদি আমার নামে বর্ত্তমানে উপস্থিত আছে কি ভবিষ্যতে হইবেক, এবং ঐ ইজারা পাট্টা কবুলতিতে যে সর্ত্ত ও ক্ষমতা আমার সম্বন্ধে আছে, তাহার নিষ্পাদন ও নির্ব্বাহ ও ক্ষমতানুযায়ী কার্য্য ও জওয়াবদিহী আমার স্বরূপ আপনি করিবেন। তৎসম্বন্ধীয় দেনা পাওনা আদি জিম্মা আপনার, আমার সহিত কোন সংশ্রব নাই। মধ্যে মৃত খাঁ জমীদারের স্ত্রী নুরজাহান বিবী এক মিথ্যা ক্রোক সাজওয়ালের উক্তিমতে মফঃস্বলে আমার মৌজুদা ধান্য ও বিচালী ও বৃক্ষাদির ফলকর ও পুষ্করিণীর মৎস্য ইত্যাদি যে সমস্ত বিষয় তছরূপ করিয়াছেন এবং যে যে রকমে যে সকল ক্ষতি করিয়াছেন, তাহার দাবীতে ঐ বিবীর নামে আপনি তছরূপাতের নালিশ রুজু করিয়া ঐ ক্ষতি আদায় করিয়া লইবেন। ঐ তছরূপাতের সহিত আমার কোন সংশ্রব নাই। আপনি উক্ত

বিবী কি তাহার পক্ষের লোকের কোন রকম তছরূপাতী সম্বন্ধে, উত্তরকাল আমার উপর কোন দাবী দাওয়া আনিতে পারিবেন না। উক্ত বিবী কি অন্যের কৃত আমার নামে যে কোন দাবী দাওয়া বর্ত্তমানে আছে বা ভবিষ্যতে হইবেক, তাহার জওয়াবদিহী আপনি করিবেন। উক্ত পরগনা ইজারা গ্রহণকালীন, মৃত মহব্বৎ খাঁর সরকারে ও পরে বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী শ্রীযুত মহম্মদ হোসেন খাঁর নিকট আমি আপন জমীদারী জেলা বর্দ্ধমানের মোতালক পরগনে চিত্রগড়ের অন্তঃপাতী তরফ্ চন্দ্রভূমের ।/৬॥= আনা রকম, জামিনীতে যে আবদ্ধ রাখিয়াছি, ঐ জামিনির আবদ্ধীয় সম্পত্তির পরিবর্ত্তে আপনার কোন সম্পত্তি আপনি জামিনীতে রাখিবেন। উক্ত ইজারা মহল সংক্রান্ত কোন দেনায় আমার ঐ সম্পত্তির হানি ও ক্ষতি হইলে তাহার নিসা আপনি করিবেন। উক্ত পরগনার মধ্যে তরফ্ উত্তমডাঙ্গা মায় অন্তর্গত মৌজায়াৎ যাহা উত্তমবাটী সাকীমের শ্রীযুত চন্দ্রকুমার চন্দ্রের সহিত মং ৭০২৲ টাকা সালিয়ানা জমায় দরইজারা বন্দোবস্ত আছে, ঐ দর ইজারাদারের স্থানে উক্ত জমা, সন সন আপনি আদায় করিয়া লইবেন। দরইজারাদারের দেওয়া আমার বরাবর কবুলতী ও জামিনী এবং পরগনা সংক্রান্ত তরফ্হায়ের সন ১৩১১ সালের বাকীজায় ও গোমাস্তাগণের দেওয়া কবুলতী ও জামিনী ও প্রজাগণের দেওয়া কবুলতী ও আসল ইজারার পাট্টা ও হুকুমনামা আদি যাহা আমার হস্তে ছিল, তাহা আপনাকে দিলাম। আপনি ঐ গোমাস্তাগণের বাকীজায়ের লিখিত আদায় উশুলী টাকার তুমার করিয়া লইবেন, এবং ঐ তুমারে গোমাস্তাগণের স্থানে যাহা পাওনা হয়, তাহা আপনি সহজে কিম্বা নালিশের দ্বারা আদায় করিবেন। তদ্বিষয়ে আমার সহিত কোন সংশ্রব থাকিলনা। যদি গোমাস্তাগণ ও বাকীদার প্রজাগণ ঐ বাকীজায়ের লিখিত বিষয়ে আমার দস্তখতী ও মোহরী কোন ফারখত্ কি রসীদ ও চেক দাখিলা আদি আমার দেওয়া মতে দর্শায় তবে তাহার জওয়াবদিহি ও ক্ষতিপূরণ আমি করিব। গোমাস্তাগণের প্রদত্ত বাকীজায়ের কাগজ যাহা আমি আপন দস্তখৎ মোহরে আপনাকে দিলাম, মোকাবিলা ও তদারকে তাহা সাব্যস্ত না হইলে, এবং গোমাস্তাগণের স্থানে সহজে কিম্বা নালিশের দ্বারা উক্ত কাগজে ধৃত অতিরিক্ত টাকা আদায় না হইলে আমি

নিজ আদায়ে তাহা আদায় দিব। এতদর্থে পণের টাকা বেবাক বুঝিয়া পাইয়া স্থিরচিত্তে, সুস্থশরীরে, মেয়াদী ইজারা বিক্রয় পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩১২ তেরশত বার সাল, তারিখ ২৭ শ্রাবণ।

ইসাদী।

জমীদারী বিক্রয়ের কোবালা।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পিতার নাম ৺ নবীন চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়, জাতি ব্রাহ্মণ, পেশা চাকুরী আদি, সাং অপূর্ব্বধাম, পং অম্বিকাবাটী, থানা বাবুনগর, ডিঃ চট্টগ্রাম, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীকৃষ্ণপ্রাণ মুস্তোফী ও শ্রীমাধবপ্রাণ মুস্তোফী, পিতার নাম ৺ মহেশচন্দ্র মুস্তোফী, জাতি কায়স্থ, পেশা জমীদারী আদি, সাং অমরডাঙ্গা, পরগনে দেবগড়, থানা নলহাটী, ডিঃ মুর্শিদাবাদ—জমীদারী বিক্রয়ের খোস কোবালা পত্রমিদং সন ১৩১৩ তেরশত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিঃ মেদিনীপুর, পরগনে যাদবনগরের সামিল ও থানা কল্যাণপুরের অধীন ডিহি মাধববাটী আমাদিগের খরীদা কালেক্টরী জমীদারী, যাহার সদর জমা সালিয়ানা ২৩০৮॥৶২ টাকা ৺ রুক্মিণীকান্ত চৌধুরির নামে উক্ত জেলার কালেক্টরী সেরেস্তায় ৯২ নং তাহুৎ লেখা যায়। উক্ত ডিহির মফঃস্বল হস্তবুদ সালিয়ানা মং ৫৫৬১৵৫ টাকা নির্দ্ধারিত মতে আমরা সদর মফঃস্বল আদায় খেরাজে দখলিকার আছি। উক্ত ডিহি মাধববাটী মায় অন্তঃপাতী মৌজে মুকুন্দপাড়া ও কেশবগড় ও মৌজে শীতলভূম ও কিশমত্ রাণীহাটী ও পটী কমলধাম ও চর মুকুন্দপাড়া ওগয়রহর মাল, সায়ের, রাইয়তী, খামার, ও হাসিল ও পতিত ও জলকর, বনকর, ফলকর, বিল, ঝিল, পুষ্করিণী আদি চতুঃসীমাচ্ছন্ন সজলস্থল আদ্যোপান্ত দরোবস্ত হকুক উক্ত ডিহি মাধববাটী আমরা মং ৫২০০০৲ বায়ান্ন হাজার টাকা পণবাহায় মহাশয়কে খোসকোবালা-স্বরূৎ বিক্রয় করিলাম, এবং পণের টাকা বিক্রয়ের মজলিসে নগদে ও নিম্নের জায়মত নম্বরওয়ারী করেন্সী গভর্ণমেণ্ট নোটের কাত্ সমগ্র বুঝিয়া পাইলাম। অদ্যকার তারিখ হইতে উক্ত ডিহিতে আমাদিগের স্বত্ব লোপ হইয়া মহাশয়

তাহার স্বত্বাধিকারী ও দান বিক্রয়ের মালিক হইলেন, আমাদিগের কোন সংশ্রব রহিলনা। মহাশয় উক্ত ডিহি মাধববাটী মায় অন্তর্গত গ্রামহায়ে দখলিকার হইয়া উপরিউক্ত সদর মালগুজারী আদায় পূর্ব্বক পুত্র পৌত্রাদি-ক্রমে পরম সুখে ভোগবান রহেন। ডিহির কালেক্টরী সদর মালগুজারী নাং সন ১৩১২ সালের পৌষ তলব আমরা আদায় করিয়াছি, তৎপরে মাহ মাঘ ও ফাল্গুন দুই মাহার কিস্তির খাজানা যাহা বাকী আছে, তাহা মহাশয় দিবেন। ঐ ডিহিতে গত সন ১৩১২ সাল নাগাইদে প্রজাস্থানে আমাদিগের যে বাকী বকেয়া খাজানা পাওনা আছে, তাহা আমরা এই বিক্রয়ভুক্ত করিলাম, ঐ বাকী বকেয়ার সহিত আমাদিগের কোন সংশ্রব রহিলনা, আপনি সহজে কিম্বা নালিশের দ্বারা তাহা আদায় উশুল করিয়া লইবেন। ডিহির সীমানা সরহদ্দ ও জমাজমী ও বাকী বকেয়া সংক্রান্ত যে কোন মামেলা মোকদ্দমা অন্য কর্ত্তৃক আমাদিগের নামে ও আমাদিগের কর্ত্তৃক অন্যের নামে যে কোন আদালতে বর্ত্তমানে উপস্থিত আছে, ও ভবিষ্যতে হইবেক, তাহার জওয়াবদিহী ও সম্পাদন আপনার জিম্মা, তৎসংক্রান্ত দেনা পাওনা আদি, আপনি দিবেন ও লইবেন, আমাদিগের সহিত কোন সম্পর্ক রহিলনা। ডিহির খরীদা কোবালা এবং বিক্রয়কারির দত্ত নীলাম খরীদা বয়নামা আদি যাহা আমাদিগের হস্তে ছিল তাহা এবং মফঃস্বল লওয়াজিমা কাগজাত্ আলাহিদা ফিরিস্তি অনুসারে মহাশয়কে দিলাম। আমরা কি আমাদিগের ওয়ারিসান্ কখন কোন কালে এই বিক্রয়ের প্রতি কোন আপত্তি করি কি করে সে বাতিল ও অগ্রাহ্য। এতদর্থে আপন ইচ্ছামতে সুস্থশরীরে স্থিরচিত্তে খোসকোবালা পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী।

তপশীল গভর্ণমেণ্ট করেন্সী নোট।————

ফারখত্।

শ্রীযুত নীলমাধব মজুমদার, পিতা ৺ বেণীমাধব মজুমদার, সাং ১২ নং রাজা রমণীমোহন মিত্রের ষ্ট্রীট্, শোভাবাজার, সহর কলিকাতা, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীরাধাকিঙ্কর রায় ও শ্রীমাধবকিঙ্কর রায়, পিতা ৺ বরদাকিঙ্কর রায়, সাং ৫৩ নং আহিরিটোলা ষ্ট্রীট্, সহর কলিকাতা—কস্য ফারগ্‌খত্ পত্র-মিদং কার্য্যঞ্চাগে—সন ১৩১০ সালের ১৯ মাঘ তারিখে আমাদিগের পিতা ৺ বরদাকিঙ্কর রায় মহাশয়ের নিকট, আপনি এককেতা তমস্সুক লিখিয়া দিয়া মং ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা যে কর্জ্জ করেন, তাহার মধ্যে সুদ বাবুদে দুই দফায় মং ৮০৲ আশী টাকা আদায় হওয়া আপনার কহত প্রমাণ ও আমা-দিগের খাতা দৃষ্টে মোকাবিলা হইল, তদ্বাদে বাকী সুদ সমেত আসল টাকা বেবাক আমাদিগের বরাবর আপনি পরিশোধ করিলেন। উক্ত তমস্সুক ৺ পিতা ঠাকুর মহাশয়ের লোকান্তর প্রাপ্তি পরে আমরা তল্লাসে পাই নাই, এবং এক্ষণেও বহুতর অনুসন্ধানে না পাওয়ায় আপনাকে ফেরত দিতে না পারিয়া এই ফারগ্‌খত্ লিখিয়া দিতেছি যে, উপরিউক্ত তমস্সুক বাবুদ উত্তরকাল আমরা আপনার প্রতি দাবীদার হইব না, যদি আমরা কি আমা-দিগের উত্তরাধিকারিগণ ঐ খত্ বাবৎ ভবিষ্যতে কোন দাবী দাওয়া করি কি করে সে নামঞ্জুর। এতদর্থে উপরিউক্ত তমস্সুকের দং মায় সুদ বেবাক টাকা বুঝিয়া পাইয়া ফারখৎপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন ১৩১৩ সাল। তারিখ ৮ই চৈত্র।

ইসাদী।

বায়না পত্র।

শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন সেন পিতার নাম ৺ রামরত্ন সেন মহাশয়, সাং বর্দ্ধমান ময়ূরমহল, ডিঃ বর্দ্ধমান, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীব্রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীহীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতার নাম ৺ নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সাং চন্দনডাঙ্গা, পং সৌগন্ধপুর, থানা জোনা, দরপত্তনী তালুক বিক্রয়ের বায়না পত্রমিদং সন ১৩১৩ তেরশত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে,—জেলা হুগলি, পরগনে মাধবপুরের সামিল ও থানা ত্রিবে-ণীর অধীন মৌজে মধুপাড়া আমাদিগের দরপত্তনী তালুক, ঐ মহলের মফঃস্বল হস্তবুদ, বিমর্জ্জিম জমাওয়াসিলবাকীর খুঁট সালিয়ানা মং ১৩১৯৸০ টাকা,

তাহার মধ্যে পত্তনীদার ঐ গ্রামের শ্রীযুত রাজকুমার রায় মহাশয়ের সরকারে উক্ত মহলের মালগুজারী বাৎসরিক মং ৯২৮৸৵০ টাকা ধার্য্য বাদে, বাকী মুনাফা ৩৯১।৵০ টাকা যে আছে, ঐ মুনাফার দশগুণ পণে, উক্ত দর পত্তনী মৌজা মধুপাড়ার সজলস্থল চতুঃসীমাচ্ছন্ন সমগ্র দরোবস্ত হকুক মং ৩৯১৪৲ তিন হাজার নয়শত চৌদ্দ টাকা পণে আপনার নিকট বিক্রয়ের স্থিরতা করিয়া ঐ ধার্য্য পণের মধ্যে অগ্র বায়নাস্বরূপ মং ৫০০৲ পাঁচশত টাকা লইয়া এই বায়নাপত্র লিখিয়া দিতেছি যে, উপরের লিখিত পণবাহার বাকী টাকা লইয়া একমাস কাল মধ্যে রীতিমত বিক্রয় কোবালা লিখিয়া দিব। তাহাতে যদি কোন ওজর আপত্তি করি তবে পণের বাকী টাকা আপনি আদালতে আমানত্ করিয়া দিয়া এই বায়নাপত্র কোবালাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া উক্ত মৌজায় দখলিকার হইবেন তাহাতে আমাদিগের কোন আপত্তি খাটিবেক না। অগ্যকার তারিখ হইতে যদি উক্ত দর পত্তনী মহল অন্য কোন স্থানে দান কি বিক্রয় বা অপর গতিকে হস্তান্তর করি, সে নামঞ্জুর। মহল মজকুরের লওয়াজিমা কাগজাত্ ও দরপত্তনী পাট্টা প্রভৃতি দলীলাদি যে আছে, কোবালা লিখিত পঠিত কালীন দিব। এই কড়ারে দরপত্তনী তালুক বিক্রয়ের বায়না লইয়া স্থিরচিত্তে বায়না পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী।

প্রকারান্তর।

পূজনীয় শ্রীযুত গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী মহাশয়, পিতা ৺ গদাধর চক্রবর্ত্তী, সাং কৃষ্ণনগর, ডিঃ নদীয়া, শ্রীচরণেষু।—

লিখিতং শ্রীধরণীধর পাল, পিতা ৺ ভাগ্যধর পাল, সাং লক্ষ্মীপাড়া, থানা মায়াপুর, ডিঃ নদীয়া, হাল সাকীম ৩০ নং গ্রেষ্ট্রীট্, হাটখোলা, কলিকাতা— কস্য বায়না পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—আপনার দশ হাজার মণ ছোলা খরিদ করণের প্রয়োজন হওয়ায় প্রতিমণ ১৸৵০ এক টাকা তের আনা মূল্যে আমার সহিত ধার্য্য করিয়া দশ হাজার মণ ছোলার দামের মধ্যে আমাকে মং ২৫০০৲ আড়াই হাজার টাকা অগ্র বায়না দিলেন। সেমতে আমি এই বায়না

পত্র লিখিয়া দিতেছি যে, অদ্যকার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে উক্ত দরে আপনাকে দশ হাজার মণ ছোলা ৮২॥৶০ বিরাশী দশ আনা ভরি ওজনে ওজন দিব, দাগী কি খারাপ জিনিস দিবনা, যদি নমুনা অপেক্ষা অপকৃষ্ট জিনিস দেই, দশজন মহাজন থাকিয়া যে খেসারত্ বাদ দিতে কহিবেক, স্বীকার করিব। উপরিউক্ত একমাস কাল মধ্যে যদি বুটের বাজার মহার্ঘ্য হয়, তথাপি ঐ দরে মহাশয়কে ঐ পরিমাণ জিনিস দিব, না দিলে তজ্জন্য আপনার যে ক্ষতি হইবেক তাহা বিনা ওজর দিব। আর যদি নিয়ম কাল মধ্যে বুটের বাজার সস্তা হয়, তত্রাপি ঐ ধার্য্য দরে ঐ পরিমাণ জিনিস মহাশয়কে লইতে হইবেক, না লয়েন আমার প্রতি বায়নার টাকার কোন দাবী দাওয়া করিতে পারিবেন না। এই নিয়মে বায়না লইয়া বায়নাপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী।

ভাগ সওদা পত্র।

কল্যাণবর শ্রীযুত বাবু প্রিয়নাথ মল্লিক, পিতার নাম ৺হরনাথ মল্লিক মহাশয়, সাং ২৩ নং বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট্, যোড়াসাঁকো, সহর কলিকাতা, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীঅভয়াকুমার ঘোষাল, পিতা ৺অপূর্ব্বকুমার ঘোষাল, সাং ২১ নং হরিচরণ ঘোষের গলি, বাগবাজার, সহর কলিকাতা—কস্য ভাগ সওদা পত্রমিদং সন ১৩১৩ তেরশত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—আমি মহাশয়ের সাহায্যে, মহাশয়ের যোগে, বখরায় বাণিজ্য আদি কারকারবার করণের মনস্থ করায়, আপনি সম্মত হওয়ায়, পরস্পর ধার্য্য মতে কালনা ও ভদ্রেশ্বর মোকামে আড়ত্দারী বাঁদী খরীদ বিক্রয় ইত্যাদি কারবারে প্রবর্ত্ত হওয়া হইল। ঐ ঐ স্থানে কিম্বা অপরাপর জায়গায় যখন কোন্ ব্যবসার দ্রব্যাদি খরিদ করণার্থে যে টাকার প্রয়োজন হইবেক, তাহা আপনি নিজ তহবীল হইতে দিবেন। আমি শূন্যভাগী থাকিয়া ঐ ঐ কারবার পক্ষে যথাসাধ্য কায়িক পরিশ্রম ও তদারক তদন্ত ও লভ্য উৎপন্নর তদ্বীর করিব। উক্ত

কারবার আদি সম্বন্ধে যে যে গোমাস্তা ও কর্ম্মচারিগণ স্থানে স্থানে নিযুক্ত হইল ও হইবেক, তাহারা খরীদ বিক্রয়াদি করিয়া কারবারের মৌজুদা টাকা যথা সাবধানে রাখিয়া সময়ে সময়ে হিসাব নিকাশ আদি যাহা বুঝ সমুজ করিয়া দিবেক তাহা উভয়ে বুঝিয়া লইব। আপনার টাকার সুদ প্রতিশত মাসিক ১৲ এক টাকার হারে আপনি আলাহিদা পাইবেন, ঐ সুদ ও অন্যান্য খরচ খরচা বাদে সালিয়ানা যে লভ্য হইবেক তাহার মধ্যে রকম ৷৵০ দশ আনা আপনি পাইবেন ও রকম ।৵০ ছয় আনা আমি পাইব। দৈব ঘটনায় যদি কোন সন লোকসান হয়, তবে ঐ অংশ পরিমাণে পরস্পর উভয়ে লোক-সানের দায়ী হইব। মুনাফা দৃষ্টমতে কোন সময়ে উভয়ের মধ্যে কেহ হিস্যা অনুসারে মুনাফার টাকা উঠাইয়া লইয়া খরচ করিতে পারিবে, ঐ টাকা, টাকা গ্রহীতার নামে জমা খরচে খরচ পড়িবেক। মুনাফা ভিন্ন আসল টাকা কড়া কপর্দ্দক আমার লওনের ও খরচ করণের ক্ষমতা থাকিবেক না। কার-বার সম্বন্ধীয় যে সমস্ত কাগজাত্, তাহাতে উভয়ের নাম থাকিবেক। কর্ম্মচারী যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত ও পরিবর্ত্তন করণের আবশ্যক হইবেক উভয়ে বিবেচনা মতে বিশ্বাসী ও পারদর্শী দেখিয়া ধার্য্য করিব, তাহাতে আমি কোন সময়ে অনুপস্থিত থাকিলে মহাশয় স্বয়ং নিযুক্ত ও পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন, আপনার অনুপস্থিতিতে আমি পারিব না। এইরূপ নিয়মে কারবার চলিতে থাকিবেক। যৎকালীন কারবার উঠাইবার মানস হইবেক, তাহার দুইমাস পূর্ব্বে উভয়ে ঐক্য মতে খরীদ আদি বন্ধ করিয়া হিসাব নিকাশ সমজিয়া বুঝিয়া কারবার বন্ধ করিব। আর আমি শূন্যভাগী হইতে অবসর লইতে ইচ্ছা করিলে আপন অংশ মত লাভ লোকসান বুঝিয়া লইয়া ও দিয়া অবসর লইতে পারিব। এই সকল নিয়ম উভয়ের উত্তরাধিকারিগণের পক্ষেও বলবৎ হইবেক। এতদর্থে পরস্পর স্বেচ্ছাধীন ভাগ সওদাপত্র লিখিয়া দিলাম ও লইলাম। ইতি সন ।, তারিখ।

ইসাদী।

বিবিধ একরার।

—০✽჻✽০—

বাটী বিক্রয় সম্বন্ধীয় একরার।

পরম পূজনীয় শ্রীযুত নিধিনাথ নিয়োগী, পিতার নাম ৺ নয়নসুখ নিয়োগী মহাশয়, জাতি সৎগোপ, পেশা ব্যবসাদি, সাং চুঁচুড়া, থানা ঐ, ডিষ্ট্রীক্ট হুগলি, শ্রীচরণেষু।—

লিখিতং শ্রীনরনাথ নিয়োগী, পিতার নাম ৺ নয়নসুখ নিয়োগী, জাতি সৎগোপ, সাং চুঁচুড়া থানা ঐ, ডিঃ হুগলি—একরার পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—আমরা, উভয় ভ্রাতা একান্নবর্ত্তী থাকিয়া পৈত্রিক বাসস্থান উক্ত চুঁচুড়া মোকামে বাস করিয়া আসিতেছি। পরস্পর উভয় সহোদরে কোন মনান্তর নাই। কিন্তু মধ্যে আমি পীড়িত হইয়া দুই বৎসর কাল ফরাসডাঙ্গা মোকামে শ্বশুরালয়ে থাকায় এবং পীড়ার খরচাদির অনাটন জন্য অগত্যা চুঁচুড়াস্থিত আমার অংশের বাটী, বাগান, পুষ্করিণী আদি বিষয় বিভব বিক্রয় করিতে এবং ফরাসডাঙ্গায় বাস করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। তৎকালীন মহাশয়, আমার পীড়ার খরচাদি দিয়া সান্ত্বনা করিয়া আমাকে বাস্তবাটী আদি বিক্রয় করিতে ক্ষান্ত রাখেন। ঈশ্বর ইচ্ছায় আমি আরোগ্য লাভ করিয়াছি; এক্ষণে অনেক আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে, উপরিউক্ত এজমালির সম্পত্তি অপরকে বিক্রয় করিলে মহাশয়ের বসবাসের বিশেষ বিঘ্ন ও ব্যাঘাত হয়। আপনিও সর্ব্বদা ঐ আশঙ্কা করায় মহাশয়ের সন্দেহ ও শঙ্কা ভঞ্জনার্থ এই একরার লিখিয়া দিতেছি ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, যদি আমি কখন কোন কারণবশতঃ অন্যস্থানে বাস করি, কি পৈতৃক বাস্ত বাটীর অংশ বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করি, তবে ঐ অংশের উচিত মূল্য যাহা অন্যে দিতে স্বীকার করিবেক সেই মূল্যে উক্ত সম্পত্তি মহাশয়কে বিক্রয় করিব ভিন্ন অপর ব্যক্তিকে বিক্রয় করিতে পারিব না। আমি কি আমার উত্তরাধিকারিগণ উক্ত পৈতৃক বাস্ত বাটী আদি অন্যকে বিক্রয় করিলে তাহা অসিদ্ধ হইবেক ঐরূপ আপনি ও আপনার উত্তরাধিকারিগণ আপনার অংশের বাস্ত বাটী আদি সম্পত্তি বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে ও তাহা আমি ক্রয় করিতে

চাহিলে অপরকে কখন বিক্রয় করিতে পারিবেন না, করিলে গ্রাহ্য হইবেক না। এতদর্থে ভবিষ্যৎ শঙ্কা ও সন্দেহ ভঞ্জনার্থ এই একরার পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সাল। তাং ২৫এ আষাঢ়।

ইসাদী।

কট্ কোবালার বাহির একরার।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পিতা ৺ কৃষ্ণনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাং বাণেশ্বরপুর, পং হাতিকাঁদা, সব রেজেষ্টরী ইষ্টেসন বলাগড়ি, ডিঃ হুগলি, শ্রীচরণেষু।—

লিখিতং শ্রীজগদানন্দ ঘোষ, পিতার নাম ৺ সর্ব্বানন্দ ঘোষ, জাতি কায়স্থ, সাং শোভাডাঙ্গা, পং শ্যামবাটী, থানা বাবুর হাট, ডিঃ মেদিনীপুর—কস্য এক রার পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—ডিঃ হুগলি, পং অমরনগরের সামিল ও থানা গোরিভার অধীন মৌজে সুরভূমের মধ্যে, বলাই বৈরাগির বাটীর পূর্ব্ব, রাঘব ঘোষের আম্র বাগানের দক্ষিণ ও পশ্চিম, সদর রাস্তার উত্তর, এই চৌহদ্দী মধ্যে মহাশয়ের মহত্রাণ মিঠাখাদ নামক পুষ্করিণী মায় পাহাড় আন্দাজী ১৪/০ চৌদ্দ বিঘা জলকর আমার নিকট বিক্রয় কোবালা লিখিয়া দিয়া মং ৪০০৲ চারি শত টাকা আপনি কর্জ্জ করিলেন। এমতে আমি এই একরার লিখিয়া দিতেছি যে, আগামী সন ১৩১৩ সালের মাহ জ্যৈষ্ঠের মধ্যে ফি শত মাসিক ১৲ টাকার হারে সুদ সমেত উক্ত কোবালার দং বেবাক টাকা আমাকে দিলে, আমি ঐ কোবালা ও পুষ্করিণী মহাশয়কে ফেরত দিব, তাহাতে কোন আপত্তি করিব না, যদি করি সে অগ্রাহ্য। উপরিউক্ত মেয়াদ মধ্যে সুদ সমেত সমুদায় টাকা আদায় না করিতে পারেন, পুষ্করিণির সহিত আপনার কোন সংশ্রব থাকিবে না। এই নিয়মে একরার পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী।

বেনামী বিষয়ের একরার।

মহামহিম শ্রীযুত দুর্জ্জয়দমন সিংহ মহাশয়, পিতার নাম ৺ইন্দ্রদমন সিংহ মহাশয়, সাং ২৯নং বীরচন্দ্র মিত্রের গলি, কলুটোলা, সহর কলিকাতা, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীহরিনাথ হালদার, পিতা ৺হংসেশ্বর হালদার, জাতি সংগোপ, সাং হরেকৃষ্ণপুর, পং কৈলাসগড়, থানা নল্দী, ডিঃ বর্দ্ধমান, হাল মোকাম জিয়াগঞ্জ, সহর মুরশিদাবাদ—একরার পত্রমিদং সন ১৩১৩ তেরশত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে, সহর মুরশিদাবাদের শ্রীযুক্ত নওয়াব আমীরালী খাঁ বাহাদুরের জমীদারী, ডিঃ রঙ্গপুরের মোতালক্ পং সোনাপুরের সামিল ও থানা নারায়ণপুরের অধীন লাট গোবিন্দনগর মায় অন্তর্গত মৌজা দিগর সজলস্থল দরোবস্ত হকুক সালিয়ানা, বাদ সরঞ্জামী, মং ৪৫০১৲ চারি হাজার পাঁচ শত এক টাকা জমায় ইং সন ১৩১২ তেরশত বার সাল নাগাইদ সন ১৩১৮ তের শত আঠার সাল এই সাত সন মেয়াদে প্রশংসীয় জমীদার নওয়াব সাহেবের হজুর হইতে জামিনির পরিবর্ত্তে মং ২০০০৲ দুই হাজার টাকা ডিপাজিট রাখিয়া আমার বেনামীতে মহাশয় যে ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছেন, ঐ ইজারায় আমার কোন স্বত্ব নাই। আমি সরকারের প্রতিপাল্য ও অনুগত বিধায়, মহাশয় আপন খরচে আমার বেনামে উক্ত লাট গোবিন্দনগর ইজারা লইয়া উহাতে দখলিকার আছেন। ঐ ইজারা সংক্রান্ত যাবতীয় দলীলাদি ও মফঃস্বলী কাগজাত্ মহাশয়ের হস্তে আছে। উত্তরকাল ঐ বেনাম সম্বন্ধে কোন কথা জন্মে এই নিমিত্ত এই একরার লিখিয়া দিতেছি যে, যদি উক্ত লাট গোবিন্দনগর ইজারামহল সূত্রে আমি কিম্বা আমার ওয়ারিসান্ কখন কোন রকমে কোন দাবী দাওয়া করি কি করে, সে বাতিল ও নামঞ্জুর। মহাশয় উক্ত মহলের সদর মফঃস্বল আদায় উশুলে উপস্বত্বাদি ভোগ করিতেছেন ও করিতে থাকিবেন। এতদর্থে লাদাবী একরার লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী।

প্রকারান্তর।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়, পিতার নাম ৺ চন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়, সাং চাঁদবাটী, পরগনে রাধাগড়, থানা চাকদহ, ডিঃ ফরিদপুর, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীরাসরঙ্গিনী দেবী, স্বামির নাম শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ চৌধুরী, সাকিম চাঁদবাটী, পং রাধাগড়, থানা চাকদহ, ডিঃ ফরিদপুর—একরার পত্র-মিদং সন ১৩১৩ তেরশত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—আমার পিতৃ মাতৃ ত্যজ্য সম্পত্তি কি বিষয়বিভব আদি কিছুই নাই ও ছিল না। মহাশয় স্বামী, ভবিষ্যত্ চিন্তাক্রমে আমার প্রতি স্নেহ ও বিশ্বাস করিয়া নীচের লিখিত তৌজীদিগরের নম্বর ও সদর তাহুৎ আদির তপশীল অনুসারে জেলা বাথর-গঞ্জের মোতালক থানা ধনিয়াখালির অধীন কালেক্টরী জমিদারী লাট প্রিয়ভুম ও লাট কৈলাসপাড়া ও জেলা চব্বিশপরগনার মোতালক থানা মাণিকদহের অধীন চক্ শ্যামনগর, ও জেলা হুগলির মোতালক থানা বাঁশবেড়িয়ার অধীন তরফ্ কালীপুর, ও ঐ জেলার উক্ত থানার অধীন পত্তনী তালুক মৌজে উত্তর পুর দিগর বিষয় বস্তু আমার স্ত্রীধন উল্লেখে আমার বেনামীতে স্বীয় উপার্জ্জিত ধনে আপনি খরিদ করিয়া ঐ সমুদায় বিষয়ের সদর মফঃস্বলে আমার নাম জারী করাইয়া স্বয়ং এটর্নি সুরতে আদায় তহসীলে ঐ সকল বিষয় বস্তুতে ভোগবান ও দখলিকার আছেন। বস্তুতঃ ঐ সমস্ত জমীদারী আদি বিষয় বস্তু, আমার স্ত্রীধনে খরিদ নহে, এবং তাহাতে আমার কোন স্বত্ব নাই, কেবল আমার নামে মাত্র আছে। সম্প্রতি আমার শরীর ইদানীন্তন সর্ব্বদা অস্বচ্ছন্দ, কি জানি কখন কি ভদ্রাভদ্র ঘটে এজন্য এই একরার লিখিয়া দিতেছি যে, উপরি উক্ত জমীদারী আদি বিষয় যাহা বেনামে আছে, তত্তাবতের সদর মফঃস্বলে আমার নামের পরিবর্ত্তে আপন নাম জারী করিয়া সদর মফঃস্বল আদায় খেরাজে উহাতে ভোগবান্ ও দখলিকার আছেন ও থাকিবেন,তাহাতে আমি কি আমার উত্তরাধিকারিগণ কখন কোন আপত্তি করি কি করে সে অগ্রাহ্য। এতদর্থে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সুস্থশরীরে ও স্থিরচিত্তে একরার পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী।

তপশীল জায়দাদ্।

জেলা বাখরগঞ্জের মোতালক পং হেমবাটীর সামিল ও থানা ধনিয়াখালির অধীন লাট প্রিয়ভূম যাহার সদর জমা সালিয়ানা মং ৯৫০৬৲ টাকা ও যাহা ৪৪ নং উক্ত জেলার কালেক্টরী সেরেস্তায় লেখা যায়, ইত্যাদি।

বকেয়া খাজানা সম্বন্ধীয় এক্‌রার।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু হিরণকুমার সেন মহাশয়, পিতার নাম ৺ হেমকুমার সেন মহাশয়, সাং কাঞ্চনবাটী, পং সোনারডাঙ্গা, থানা শ্যামনগর, ডিঃ খুলনিয়া, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীলোকনাথ ঘোষ ও শ্রীকালীনাথ ঘোষ, পিতার নাম প্রিয়নাথ ঘোষ, জাতি কায়স্থ, পেশা চাকুরী আদি, সাং উজ্জলহাট, থানা বীরপুর, ডিঃ হুগলি—কস্য একরার পত্রমিদং সন ১৩১৩ তেরশত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে, ডিঃ বীরভুমের মোতালক পং তিলকপাড়ার সামিল ও থানা বোল্‌পুরের অধীন তরফ্ ইন্দ্রধাম আমাদিগের জমীদারী। ঐ তরফের অন্তঃপাতী মৌজে মালঞ্চবাটী ও কিশমত্ বসন্তডাঙ্গা এই দুই মৌজা আপনাকে সালিয়ানা মং ২৩৭৫৲ টাকা জমায় পত্তনী বন্দোবস্ত করিয়া পাট্টা দিয়া কবুলতী লইলাম। ঐ মৌজাদ্বয়ের মধ্যে গত সন নাগাইদ বিং জমা-ওয়াসীলবাকী মং ১৭৪২৸/০ টাকা যে বকেয়াবাকী আছে, তাহা আপনার স্থানে সমগ্র বুঝিয়া পাইলাম। আপনি প্রজাদিগের স্থানে ঐ বকেয়া আদায় উশুল করিয়া লইবেন, যদি সহজে আদায় না হয় তবে আপনি নিজ খরচে, জমাওয়াসীলবাকীর লিখিত বাকীদার প্রজাদিগেয় নামে রীতিমত আইন জারী করিয়া আদায় করিয়া লইবেন, তাহাতে আমাদিগের সহিত কোন সংশ্রব থাকিল না। আমরা কি আমাদিগের উত্তরাধিকারিগণ কস্মিন্ কালে ঐ বাকী বকেয়ার প্রতি কোন দাবী দাওয়া করি কি করে, তাহা অগ্রাহ্য। আর আপনি জমাওয়াসীলবাকীর খুঁট সমজিয়া ও বুঝিয়া ও যাচাই করিয়া লইলেন, ইহাতে পশ্চাৎ প্রজাদিগের তঞ্চকের গতিকে অনাদায়ে ঐ বাকী বকেয়া বিষয়ক আমাদিগের কি আমাদিগের কারপরদাজদিগের

উশুল ছাট আদি কোন আপত্তি উত্থাপনে আমাদিগের প্রতি কোন দাবী দাওয়া করিতে পারিবেন না, যদি করেন সে নামঞ্জুর। এতদর্থে স্বেচ্ছামতে ও স্থিরচিত্তে এই একরার পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী।

মুরব্বীগিরী বিষয়ের একরার।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু রমানাথ রায় মহাশয়, পিতার নাম ৺ রাধানাথ রায় মহাশয়, জাতি বৈদ্য, পেশা চাকুরী আদি, সাং গণ্ডগ্রাম, পং গোবর্দ্ধনপুর, থানা গোকুলনগর, ডিঃ দিনাজপুর, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীপ্রফুল্লময়ী দাসী, স্বামির নাম ৺ শ্যামানন্দ ঘোষ, সাং ভুপাল-নগর, পং নন্দপুর, থানা মুনশীপুর, জেলা দিনাজপুর, হাল মোং ৩৩ নং গোবর্দ্ধন পালের গলি, সিমুলিয়া, সহর কলিকাতা।—একরার পত্র মিদং সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—আমার স্বামী মহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তি পরে আমার দেবর শ্রীযুত রাসানন্দ ঘোষ, স্বামী মহাশয়ের যোগ্যাংশ জমীদারী ও তালুকাদি ও নগদ টাকা ও সোনা রূপার আসবাব ও আভরণ আদি স্থাবর অস্থাবর ত্যজ্য সম্পত্তি হইতে আমাকে বেদখল করায় ঐ সকল জমীদারী আদি বিষয় বস্তু পাইবার দাবিতে দেবর মজকুরের নামে নালিশ করা আবশ্যক। আমি স্ত্রীলোক, সহায় আশ্রয় কেহ নাই, এমতে মহাশয়কে মুরব্বী করিয়া এই একরার লিখিয়া দিতেছি যে, স্বামী মহাশয়ের ত্যজ্য সম্পত্তি আদি বিষয় বস্তু সকল পাওন পক্ষে যে কোন আদালতে যে কোন মামেলা মোকদ্দমা উপস্থিত ও তৎসংক্রান্ত তদ্বীরাদি করিতে হইবেক, তাহা আপনি অশেষ চেষ্টা ও যুক্তি মন্ত্রণা দ্বারা এবং উকীল মোক্তার, কৌন্সলি নিয়োগ পূর্ব্বক মুরব্বীগিরির রীতে নির্ব্বাহ করিবেন, এবং তত্তদ্বিষয়ে যখন যে ব্যয়াদি হইবেক আপনি নিজ হইতে সরবরাহ করিবেন, তাহার আলাহিদা তমসুক তত্তৎ কালে আমি রীতিমত লিখিয়া দিব। ঐ মোকদ্দমা আদি সম্বন্ধে আপনি যে ব্যয়বিধান ও যুক্তি পরামর্শ করিবেন তাহাতে উত্তরকালে আমার কোন আপত্তি হইবে না ও তদন্যথায় কোন কার্য্য করিবনা, এবং

তদ্বিষয়ক হিসাব নিকাশ বাবুদ ভবিষ্যতে মহাশয়ের প্রতি কোন দাবী দাওয়া করিবনা, যদি করি অগ্রাহ্য হইবেক। ঈশ্বর ইচ্ছায় আমার বিষয় বস্তু আদি আমি প্রাপ্ত হইলে পর, মোকদ্দমা খরচে যত টাকা খরচ হইবেক তাহা তমসুক অনুসারে সুদ সমেত আপনাকে দিব। তদ্ভিন্ন মহাশয়ের যত্ন ও পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে মং ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা মহাশয়কে দিব, যদি ইচ্ছাধীন না দেই আপনি এই একরার অনুসারে আমার নামে নালিশ রুজু করিয়া আমার বিষয় বস্তু ও জাত হইতে আদায় করিয়া লইবেন। যদি দেবরের নামের মোকদ্দমাদির শেষ নিষ্পত্তি না হওয়া মধ্যে, আমি কুলোকের মন্ত্রণায়, মহাশয়কে মুরব্বীগিরির ভার হইতে অবসর করি কি অবসর করা কোন আদালতে জানাই তাহা অগ্রাহ্য হইবেক, এবং তজ্জন্য উপরিউক্ত দশ হাজার টাকা আপনার প্রাপ্তির পক্ষে কোন ওজর করিতে পারিবনা, যদি করি সে নামঞ্জুর। এতদ্ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা অর্পণ পূর্ব্বক স্বতন্ত্র এক আমমোক্তারনামা আপনার নামে দিলাম, তদনুসারে আমার স্বরূপ সকল কার্য্য আপনি করিবেন। এতদর্থে সুস্থ শরীরে, স্থির চিত্তে, একরার পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী।

কারবার সংক্রান্ত বিভাগ ও নিষ্পত্তি বিষয়ক একরার।

পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী চারুশীলা দাসী, মাদরে শ্রীকিশোরীমোহন বসাক, জাতি তন্তুবায়, পেশা ব্যবসাদি, সাকীম চাঁদপুর, পং শ্যামপাড়া, থানা হরিপুর, ডিষ্ট্রীক্ট ময়মনসিংহ, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীহরকুমার বসাক, পিতার নাম ৺ কাঙ্গালীচরণ বসাক, জাতি তন্তুবায়, পেসা ব্যবসা, সাং চাঁদপুর, পং শ্যামপাড়া, সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন হরিপুর, ডিষ্ট্রীক্ট ময়মনসিংহ—কস্য একরার পত্রমিদং সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—আমি ও আমার কণিষ্ঠ সহোদর, তোমার স্বামী নবকুমার বসাক, আমরা উভয়ে একান্নবর্ত্তী থাকিয়া এজমালে বাবুহাটী মোকামে পোক্তা দোকানঘর ও অন্য পোক্তা কোটাদি ক্রয় করিয়া ১০।১৫

বৎসর হইতে কাপড়ের ব্যবসা ও কারুকারবার করিয়া আসিতেছিলাম। বিগত পৌষ মাসে কণিষ্ঠ নবকুমার ভায়া স্বর্গারোহণ করিরাছেন, তস্য পুত্র কিশোরীমোহন নাবালক এবং উক্ত নাবালকের গার্জেন তুমি স্ত্রীলোক সূত্রে, কারবার সংক্রান্ত দেনা পাওনা ও মৌজুদ মালাদির তালিকা ভিন্ন ভবিষ্যতে বিরোধ বিবাদের আশঙ্কাস্থল। সেমতে আমার ও তোমার উভয়ের অভিপ্রায়-ক্রমে বাবুহাটী নিবাসী শ্রীযুত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত দুর্গানারায়ণ দত্ত, শ্রীযুত বিজয়মাধব বসু ও শ্রীযুত অভয়াচরণ গুহ এই চারি জন ও চাঁদপুর নিবাসী আমার মাতুল ও তোমার মামা শ্বশুর শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ শেঠ প্রভৃতি দশ জনা কারবারী লোক থাকিয়া দোকানের মৌজুদ মাল ও দেনা ও পাওনা আদির তালিকা করাতে, মৌজুদ বস্ত্র দুই হাজার টাকার এবং লহনা পাওনা মধ্যে নাজাই বাদ, আন্দাজী হাজার টাকা ও দেনা অনধিক চারিশত টাকা স্থিরীকৃত হইয়া, উক্ত মধ্যস্থগণের কৃত নিষ্পত্তি অনুসারে দেনা ও লহনা আমার জিম্মা হইল। তদ্ভিন্ন মৌজুদ মালের মূল্যের দরুণ মং ১০০০৲ এক হাজার টাকা তোমার স্বামীর অংশ আমার নিকট আমানত থাকাদির ব্যবস্থা উপরিউক্ত মধ্যস্থ ব্যক্তিগণ করিয়া দেওয়ায়, ঐ এক হাজার টাকা আমার নিকট আমানত্ থাকা বাবুদ তাহার আলাহিদা তমস্থক তোমার বরাবর লিখিয়া দিলাম এবং এই একরার দ্বারা অঙ্গীকার করিতেছি যে, অদ্যকার তারিখ হইতে উক্ত কারবারের খাতাদি উভয় নামে না রাখিয়া আমি আপন নামে রাখিব এবং সাবেক দেনা পাওনাদি যে আছে তাহা আমি মহাজন-গণকে নিজে দিব ও লহনা পাওনাদি আদায় করিয়া লইব। যদি কোন মহাজন উভয় নামে নালিশ করিয়া উভয় নামে ডিক্রী করে তবে তৎসংক্রান্ত আদালত খরচাদি সহ সমগ্র টাকার দায়ীক আমি হইব, তোমার সহিত কোন সংশ্রব থাকিবেনা। ঐরূপ পাওনা টাকা আপোসে কি নালিশের দ্বারা আমি নিজ ব্যয়ে আদায় করিয়া লইব। কণিষ্ঠ ভ্রাতা বর্ত্তমানে আমার জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ এজমালির খরচে হওয়ায় আমি স্বীকার করিতেছি যে, তোমার পুত্র-কন্যার বিবাহের খরচ আমি দিব। আমানতী এক হাজার টাকার যে তমস্থক আমি আলাহিদা লিখিয়া দিলাম, যাবৎ তুমি তোমার পুত্র কন্যা সহ আমার সহিত একান্নবর্ত্তী থাকিবে তাবৎ ঐ টাকার সুদের দাবী আমার প্রতি করিতে

পারিবেনা। ঐ এক হাজার টাকার লভ্যাংশ হইতে তোমার ও তোমার পুত্র কন্যাদির ভরণ পোষণ আমি করিব। যদি কোন কারণ সূত্রে পার্থক্য ঘটনা হয় তবে যে তারিখে পৃথকান্ন হইবে সেই তারিখেই উক্ত এক হাজার টাকা তোমাকে দিব, না দিলে ঐ তারিখ হইতে শতকরা মাসিক ১॥০ দেড় টাকা হারে সুদ সহ টাকার দায়ীক আমি হইব এবং পৃথকের তারিখ হইতেই ঐ এক হাজার টাকার নালিশের কাল আরম্ভ হইবেক। চাঁদপুর ও বাবুহাটী মোকামে এজমালির যে ভদ্রাসন বাটী ও খরীদা বাটী ও দোকানঘর আছে তাহা অর্দ্ধাংশ-রূপে উভয়ে দখলিকার আছি ও থাকিব। একান্নবর্ত্তী অবস্থায় তোমার পুত্র কন্যার বিবাহ হইলে উক্ত আমানতী এক হাজার টাকা হইতে খরচ করিতে ও ঐ টাকায় খরচ লিখিতে পারিবনা। কারবার সংক্রান্ত দেনা অপেক্ষা পাওনার ভাগ অধিক থাকায়, বিবাহের টাকার ভার আলাহিদা আমার প্রতি রহিল। বিবাহের পূর্ব্বে পৃথকান্ন হইলে এবং ঐ দুই বিবাহের খরচ আমি ইচ্ছাধীন না দিলে অনধিক ৫০০৲ পাঁচশত টাকার দাবীতে আমার ও আমার উত্তরাধিকারিগণের নামে নালিশ করিয়া টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবা। এই একরার লিখিত সর্ত্ত সকল আমায় অবর্ত্তমানে আমার উত্তরাধিকারিগণের প্রতি তুল্যরূপে বর্ত্তিবে। এতদর্থে সুস্থ শরীরে, স্থির চিত্তে, একরার পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী।

দেব সেবার্থ দত্ত টাকা সম্বন্ধীয় একরার।

শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ সাধু, পিতার নাম ৺ ভূপেন্দ্রনাথ সাধু, জাতি গন্ধ বণিক, পেশা ব্যবসাদি, সাং সুবর্ণপুর, পং খামারগাছি, সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন রায়না, ডিষ্ট্রীক্ট বর্দ্ধমান, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীআনন্দগোপাল ভট্টাচার্য্য, পিতার নাম ৺ যাদুগোপাল ভট্টাচার্য্য, পেশা যাজকাদি, সাং মুকুন্দবাটী, পং উল্লাসপুর, সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন কাটোয়া, ডিষ্ট্রীক্ট বর্দ্ধমান—কস্য একরার পত্রমিদং সন ১৩১৩ তেরশত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিষ্ট্রীক্ট বর্দ্ধমান, সবরেজেষ্টরী

ইষ্টেসন রায়না, পরগনে খামারগাছির অন্তর্গত মৌজে সুবর্ণপুর নিবাসী মৃত হলধর স্বর্ণকারের পুত্র শ্রীনন্দলাল স্বর্ণকার আমার শিষ্য। ঐ ব্যক্তির স্ত্রী পুত্রাদি কেহই না থাকায়, কয়েক বৎসর হইতে পীড়িত হইয়া আমার বাটীতে অবস্থান করিতেছিল। মধ্যে বিগত কার্ত্তিক মাসের শেষে সুবর্ণ-পুর গ্রামে আসিয়া পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায়, আমার পৈত্রিক প্রতিষ্ঠিত দেবতা শ্রীশ্রী৺ গোপীনাথ জীউ ঠাকুরের সেবা নির্ব্বাহার্থে ১২৮৬৮ নম্বরের ৫০০৲ পাঁচশত টাকার একখানি গভর্ণমেণ্ট প্রমিসরী নোট, আমি উক্ত ঠাকুরের সেবায়েত্‌ বিধায়, আমার নামে ইন্‌ডোর্স করিয়া আমাকে দিবার জন্য তোমার জিম্মায় রাখিয়া গত অগ্রহায়ণ মাসের ২৫শে তারিখে ফৌত করিয়াছে, এবং তোমাকে কহিয়া গিয়াছে যে, উক্ত নম্বরের গভর্ণমেণ্ট কাগজের সুদ হইতে চিরদিন গোপীনাথ জীউ ঠাকুরের সেবাকার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক। সেমতে উক্ত নম্বরের ৫০০৲ পাঁচশত টাকার কাগজ আমি তোমার নিকট হইতে পাইয়া এই একরার লিখিয়া দিতেছি ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, ঐ কাগজ আমি কি আমার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে কেহ কখন দান, বিক্রয় করিতে পারিবনা ও পারিবেনা এবং ঐ কাগজের সুদ, ঠাকুর সেবায় খরচ ভিন্ন নিজ ব্যয়ে ব্যয় করিতে পারিবনা, করিলে তুমি কিম্বা তোমার উত্তরাধিক্যারিগণ তাহাতে আপত্তি করিতে পারিবে। দাতার অভিপ্রায় বহির্ভূত ঐ কাগজ দান বা বিক্রয় সূত্রে হস্তান্তর করিলে তাহা অসিদ্ধ হইবে। উক্ত কাগজের সুদ চিরদিন দেব-সেবায় ব্যয়িত হইবেক। এতদর্থে উপরিউক্ত নম্বরের গভর্ণমেণ্ট কাগজ রেজেষ্টরী আফিসে রেজিষ্ট্রার মহাশয়ের সম্মুখে প্রাপ্ত হইয়া স্থিরচিত্তে, সুস্থ শরীরে, একরার পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩১৩ তেরশত তের সাল। তারিখ ২রা পৌষ।

ইসাদী।

খোরপোষ সংক্রান্ত প্রতিজ্ঞা পত্র।

পূজনীয়া শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী দেবী, স্বামীর নাম ৺ধনবল্লভ রায়, সাং হরিপুর, পং কাঞ্চননগর, সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন চাতাল, ডিষ্ট্রীক্ট নদীয়া, শ্রীচরণেষু।—

লিখিতং শ্রীবিজয়মাধব রায়, পিতা ৺হরপ্রসাদ রায়, জাতি বৈদ্য, পেশা চাকুরী আদি, সাং হরিপুর, পং কাঞ্চননগর, সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন চাতাল, ডিঃ নদীয়া—কস্য খোরপোষ সংক্রান্ত প্রতিজ্ঞা পত্রমিদং সন ১৩১৩ তেরশত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে, আপনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের পত্নী, আপনার ৺স্বামী মহাশয়ের ঔরস জাত পুত্র কন্যাদি ক্রমশঃ গত হওয়ায় আপনি আপনার স্বামির ত্যজ্য সম্পত্তি আদিতে ভোগবতী ও দখলি-কারিণী আছেন। আপনার গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান না থাকা জন্য আপনার অংশের বাস্ত বাটীর ইমারতাদি বিক্রয় করণে উদ্যত হওয়ায়, আমি আপনার ভাবী উত্তরাধিকারী বিধায় ও আপনার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত খোরপোষের ব্যয় ভার বহন করিতে স্বীকৃত হওয়ায়, আপনি আপন অংশের ইষ্টকালয় আদির জীবন স্বত্ব ত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে উক্ত ইমারত্ আদির অংশ আলাহিদা লিখিত পঠিত করিয়া দিলেন, সেমতে আমি অঙ্গীকার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে, আপনি যত কাল জীবিত থাকিবেন আপনার খোরপোষ জন্য প্রতিমাসে ৩৲ তিন টাকা হিসাবে বাৎসরিক ৩৬৲ ছত্রিশ টাকা আমি ও আমার উত্তরাধিকারিগণ দিব ও দিবে। যদি না দিই তবে আপনি, আমার ও আমার উত্তরাধিকারিগণের নামে নালিশ রুজু করিয়া আদালতের সাহায্যে ঐ টাকা আদায় করিয়া লইবেন, তাহাতে আমি কি আমার উত্তরাধিকারিগণ কখন কোন আপত্তি করিতে পারিব না ও পারিবেকনা। আপনিও আপন লিখিয়া দেওয়া ভদ্রাসন বাস্ত বাটীর ইমারত্ আদির অংশ বাবুদ কখন কোন দাবী দাওয়া করিতে পারিবেননা। এতদর্থে সুস্থ শরীরে ও স্থিরচিত্তে খোরপোষ সম্বন্ধীয় একরার পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩১৩ তেরশত তের সাল। তারিখ ১৮ই বৈশাখ।

ইসাদী।

ভদ্রাসন বসত্ বাটীর স্বত্বত্যাগ সম্বন্ধীয় লিপি।

কল্যাণীয় শ্রীযুত বাবু বিজয়মাধব রায়, পিতা ৺হরপ্রসাদ রায়, জাতি বৈদ্য, পেশা চাকুরী আদি, সাং হরিপুর, পং কাঞ্চনন্‌গর, সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন চাতাল, ডিঃ নদীয়া, কল্যাণবরেষু।—

লিখিতং শ্রীকৈলাসবাসিনী দেবী, স্বামী ৺ধনবল্লভ রায়, সাং হরিপুর, পং কাঞ্চননগর, সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন চাতাল, ডিষ্ট্রীক্ট নদীয়া—কস্য ভদ্রাসন বাস্ত বাটীর ইমারত আদির জীবন স্বত্ব পরিত্যাগ পত্রমিদং সন ১৩১৩ তেরশত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—আমার গর্ভজাত দুই পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া স্বামী মহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তি হওয়ার পর, ক্রমশঃ ঐ দুই পুত্র ও কন্যা গত হওয়ায় ৺ স্বামী মহাশয়ের ত্যজ্য সম্পত্তি আদিতে আমি দখলিকারিণী আছি। তুমি আমার কণিষ্ঠ দেবর, আমার শ্রাদ্ধাধিকারী ও ভাবী উত্তরাধিকারী। আমার গ্রাসাচ্ছাদনের অন্য কোন উপায় না থাকায় আমি আপন অংশের বাস্ত বাটীর ইমারত্ আদি বিক্রয় করিতে উদ্যত হওয়ায়, তুমি আমার জীবদ্দশা কাল পর্য্যন্ত আমার খোরপোষ সববে মাসিক ৩৲ তিন টাকা হিসাবে বাৎসরিক ৩৬৲ ছত্রিশ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়া আমার বরাবর পৃথক একরার লিখিয়া দেওয়ায়, ডিষ্ট্রীক্ট নদীয়া, সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন চাতাল, পরগনে কাঞ্চন্‌নগরের অন্তঃপাতি মৌজে হরিপুর গ্রামে নিম্নের চৌহদ্দীস্থিত আমাদের ভদ্রাসন বাস্ত বাটীর অন্দর খণ্ডের মধ্যে আমার অংশের চিহ্নিত উত্তর দ্বারী কোটার নীচে উপর সসাজ দুই কামরা, ও অচিহ্নিত বাহির খণ্ডের বৈঠক খানা বাটীতে আমার ৺ স্বামী মহাশয়ের যে পরিমাণ অংশে আমার জীবন-স্বত্ব বর্ত্তিয়াছে তত্তাবৎ ইমারত্ মায় তলস্থ জায়গা আদি, আমি ইচ্ছাধীন স্বত্বত্যাগ করিয়া তোমাকে দিলাম। তুমি আমার জীবিত কালে, ঐ সকল ইমারত্ আদিতে দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকারী হইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে উক্ত সম্পত্তি ভোগ দখল করিতে থাকিবা, তাহাতে ভবিষ্যতে আমি কি অপর কেহ কোন দাবী দাওয়া করি কি করে সে অগ্রাহ্য। যখন আমি হরিপুরের বাটীতে থাকিব তখন দরদালান কি অন্য ঘরে অবস্থিতি করিব। এতদর্থে সুস্থ শরীরে, স্বেচ্ছা-

ধীন, ও স্থিরচিত্তে এই জীবন-স্বত্ব পরিত্যাগ পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩১৩-তেরশত তের সাল। তারিখ ১০ বৈশাখ।———
তপশীল চৌহদ্দী।— ইসাদী।

প্রজার কিস্তিবন্দী।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু তরুণচন্দ্র রায়, পিতা শ্রীযুত বাবু অরুণকিরণ রায়, জাতি বৈদ্য, পেশা তালুকাদি, সাং আনন্দপুর, পং উজ্জলনগর, থানা বসিরহাট, ডিষ্ট্রীক্ট দিনাজপুর, তালুকদার মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীধনঞ্জয় রক্ষিত, পিতার নাম ৺মৃত্যুঞ্জয় রক্ষিত, জাতি কায়স্থ, পেশা চাষ আদি, সাং বিজয়বাটী, পং উজ্জলনগর, থানা বসির হাট, ডিঃ দিনাজপুর—কস্য জমার জমী বন্ধক সুরত্ কিস্তিবন্দী পত্রমিদং সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিষ্ট্রীক্ট দিনাজপুর, পরগনে উজ্জলনগরের অন্তঃপাতি ও থানা বসিরহাটের অধীন মৌজে আনন্দপুর, মহাশয়ের পত্তনী তালুক। ঐ তালুকের মধ্যে নীচের তপশীল চৌহদ্দিস্থিত হরবিক্ত মওয়াজী ১৬/০ ষোল বিঘা জমির কাত্ সালিয়ানা মং ২৪৲ চব্বিশ টাকা জমা আমার নামে যে ধার্য্য আছে, উক্ত জমির খাজানা বিগত সন ১৩১৩ সাল নাগাইদ মং ৪০৲ চল্লিশ টাকা মহাশয়ের সরকারে বকেয়া বাকী পড়িয়াছে। হীনাবস্থা প্রযুক্ত এককালীন আদায় করিতে অশক্ত বিধায়, কিস্তিবন্দির প্রার্থনা করাতে, আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন। সেমতে নিম্নের চৌহদ্দীস্থিত আমার নামের উক্ত জমার জমী ১৬/০ ষোল বিঘা, উল্লিখিত বাকী খাজানার দেনা মবলোগে চল্লিশ টাকায়, মহাশয়ের নিকট আবদ্ধ রাখিয়া এই কিস্তিবন্দী সুরত্ বন্ধকী খত্ লিখিয়া দিতেছি যে, ইস্তক বর্ত্তমান সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সালের মাহ বৈশাখ নাং সন ১৩১৭ তেরশত সতের সালের মাহ শ্রাবণ, উক্ত টাকা প্রতি মাসে এক টাকা হিসাবে পরিশোধ করিব। কিস্তি খেলাপ হয় ফি টাকায় মাসিক অর্দ্ধ আনার হিসাবে সুদ দিব। যখন যে টাকা দিব এই কিস্তিবন্দির পৃষ্ঠে উশুল দিয়া দিব। কিস্তিবন্দির পৃষ্ঠের উশুল ব্যতীত অন্য রসীদ আদির আপত্তি করিবনা, করিলে

অগ্রাহ্য হইবেক। যাবৎ উক্ত দেনার দরুণ বেবাক টাকা পরিশোধ করিতে না পারিব, তাবৎ আবদ্ধীয় বস্তু দান বিক্রয়াদি সূত্রে কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিবনা, করিলে অসিদ্ধ হইবেক। উল্লিখিত নিয়ম কাল মধ্যে সমগ্র কিস্তির টাকা পরিশোধ না করিলে উশুল বাদে বাকী টাকার দাবিতে, আমার নামে নালিশ করিয়া আবদ্ধীয় বস্তু বিক্রয় ও তাহাতে সকল দেনা পরিশোধ না হইলে আমার অপরাপর স্থাবর অস্থাবর বিষয় বস্তু বিক্রয়ের দ্বারা টাকা আদায় করিয়া লইবেন। এতদর্থে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ও স্থিরচিত্তে কিস্তিবন্দী সুরত্ বন্ধকী খত্ পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সাল। তারিখ ৬ই বৈশাখ। *

ইসাদী।

জমার জমির তপশীল চৌহদ্দী।

বিবিধ মোক্তারনামা।

খাস্ মোক্তার নামা।

মহামহিম শ্রীযুত জেলা হুগলির ডিপুটী কালেক্টর রায় বাহাদুর, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতার নাম ৺ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাং কৌতুকপাড়া, পং রায়পুর, থানা ঘোষগ্রাম, ডিঃ হুগলি।—কস্য মোক্তারনামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—জেলা হুগলি, পং রায়পুর, থানা ঘোষগ্রামের অধীন পুষ্টিহাটী সাকীমের প্রতাপচন্দ্র চৌধুরী উক্ত কৌতুকপাড়া গ্রামের নাম খারিজ দাখিল সম্বন্ধে সাত আইন সুরত্ সন ১৯০৭ সালের ৫৩ নম্বরে যে নালিশ উপস্থিত করিয়াছে ঐ মোকদ্দমায় আমার পক্ষ হইতে দরখাস্ত আদি দাখিল ও তৎসংক্রান্ত তদ্বীরাতের কারণ সেরেস্তার রেভিনিউ এজেণ্ট শ্রীযুত বাবু বনমালী বিশ্বাস ও শ্রীযুত বাবু চন্দ্রচূড় চট্টোপাধ্যায়কে

---

* এই কিস্তিবন্দী, তমস্থক আদির স্থানে ভুলক্রমে যোজিত না হওয়ায় বিবিধ এক্‌রারের মধ্যে সন্নিবেশিত হইল।

মোক্তার নিযুক্ত করিলাম। মোক্তার মহাশয়গণ কি তন্মধ্যে যে কেহ, হজুরে হাজির থাকিয়া উক্ত মোকদ্দমায় আমার পক্ষ হইতে যে কোন সওয়াল জওয়াব ও দাখিল দস্তখত্ ও এজ্‌হার ও সত্যপাঠ আদি করিবেন, এবং আমার নাম বকলম দস্তখতে যে কাগজাদি দর্শাইবেন ও দাখিল করিবেন ও মোকদ্দমা নিষ্পত্তি অন্তে ঐ ঐ কাগজাত্ ফেরত লইবেন, তাহা আমার নিজ-কৃত কার্য্যের ন্যায় কবুল ও মঞ্জুর। এতদর্থে মোক্তারনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সাল। তাং ১৪ই ভাদ্র।

ইসাদী।

সাধারণ আমমোক্তারনামা।

লিখিতং শ্রীতারিণীকুমার সিংহ, পিতার নাম ৺ত্রিলোচন সিংহ, সাং গোলোকহাটী, পং উল্লাসপুর, থানা মাজুদহ, ডিঃ ত্রিপুরা—কস্য আমমোক্তার-নামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে, জেলা চট্টগ্রামের সামিল পং রামপাড়ার অন্তঃ-পাতী থানা আনন্দধামের অধীন লাট কৈলাশধাম আমার কালেক্টরী জমীদারী। ঐ জমীদারী সংক্রান্ত নানা মামেলা মোকদ্দমা যাহা অন্য কর্ত্তৃক আমার নামে ও আমা কর্ত্তৃক অন্যের নামে বর্ত্তমানে দায়ের আছে ও ভবিষ্যতে হইবেক, তাহার তদ্বীরাদির কারণ এবং ঐ লাটের কালেক্টরী সদর মালগুজারী দাখিল করণার্থে, জেলা নদীয়ার অন্তঃপাতি কেশবপুর পরগনার সামিল ও থানা বারিকনগরের অধীন শ্রীহাটী সাকীমের ৺হরিনাথ মিত্রের পুত্র শ্রীযুত কৃষ্ণ-নাথ মিত্রকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিলাম। মোক্তার মজকুর, উক্ত জেলা চট্টগ্রামের জজ আদালতে ও প্রধান সব জজ ও সব জজ ও চৌকিয়াতের মোনসফী আদালত সমূহে এবং কালেক্টরী ও আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরী ও ডিপুটী কালেক্টরী ও সব ডিপুটী কালেক্টরী এবং ম্যাজিষ্টেটী ও জয়েণ্ট ও আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটী ও ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী কাছারী আদিতে ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আফীস ও মফঃস্বল পুলিশ থানা ইত্যাদিতে এবং আবগারী ও পরমিট ও নিমক ও সরভিয়ার আফীস ও ডিষ্ট্রীক্ট ও লোকেল বোর্ড ও মিউনিসিপালিটী ও পথকর সংক্রান্ত আফীস ইত্যাদি কাছারী ও আফীস হায় মোতালকে প্রয়োজন মতে উপস্থিত থাকিয়া, যে কোন মোকদ্দমা আদিতে আমার নাম

বকলম দস্তখতে আমার পক্ষ হইতে যে কোন কাগজাত্ দাখিল দরপেশ ও সওয়াল জওয়াব্ ও এজাহার ও সত্যতা ও এফিডেভিট আদি করিবেন এবং কোন রকম পাওনা টাকা ও দলীলাদি রসীদ দিয়া আদালত বা আফীস হইতে লইবেন ও কোন দেনার টাকা আদালত বা আফীসে দাখিল করিবেন, এবং প্রয়োজন মতে যে কোন মোকদ্দমায় উকীল, মোক্তার কৌন্সলী আদি নিয়োগ করিবেন, তাহা আমার স্বীয় কৃতকার্য্যের ন্যায় কবুল ও মঞ্জুর। এতদর্থে আমমোক্তারনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী—

সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতার মোক্তারনামা।

লিখিতং শ্রীরাধিকানাথ চৌধুরী, পিতার নাম ৺ রজনীনাথ চৌধুরী, সাং অমরাবাটী, পং মনোরমনগর, থানা শরিষা, ডিঃ বর্দ্ধমান—আমমোক্তার নামা পত্রমিদং সন ১৩১৩ তেরশত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিষ্ট্রীক্ট হুগলি ও নদীয়া ও বর্দ্ধমান ও বীরভুম ও চব্বিশপরগনা ও যশোহর এবং বহরমপুর প্রভৃতি নানা জেলাজাত্ মোতালকে ও সহর কলিকাতায়, আমার যে সমস্ত জমীদারী ও তালুকাত্ ও সকর নিষ্কর ভুমি ও কারকারবার ও নিম্নের তপশীলে লিখিত গভর্ণমেণ্ট প্রমিসরীনোট আদি যাহা আছে ও উত্তরকাল যাহা হইবেক, ঐ সমস্ত বিষয় বস্তু আদির রক্ষণাবেক্ষণ ও সদর মফঃস্বল বন্দোবস্ত ও সিজিল শৃঙ্খল ও লেন দেন ও উশুল তহসীল কারণ এবং ঐ সমস্ত বিষয় সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার আদালত ওগয়রহর সর্ব্বপ্রকার মামেলা মোকদ্দমা যাহা আমা কর্ত্তৃক অপরের নামে ও অন্য কর্ত্তৃক আমার নামে বর্ত্তমানে উপস্থিত আছে ও ভবিষ্যতে হইবেক, ঐ সকল মামেলা মোকদ্দমার তদ্বীরাতের নিমিত্ত সমগ্র ভারার্পণে, ডিঃ হুগলির অন্তঃপাতি মাধব পুর পরগনার সামিল ও থানা হরধামের অধীন রাজাবাটী সাকীমের ৺ পতিত পাবন গুপ্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত বাবু প্রিয়কুমার গুপ্ত মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিলাম। উপস্থিত মতে মামেলা আদি কার্য্য সম্বন্ধে অরিজিনেল ও আপিলেট হাইকোর্ট ও কলিকাতা স্মল্‌কজকোর্ট ও বোর্ড অব রেভিনিউ ও খাসকমিশনরী ও রেভিনিউ কমিশনরী ও সরভিয়ার জেনেরল

এবং ফাইনান্‌সিয়াল ও কণ্ট্রোলার ও অডিটর জেনেরল ও বেঙ্গল একাউণ্টেণ্ট জেনেরল আফীস ও গভর্ণমেণ্ট সেভিংসব্যাঙ্ক ও বেঙ্গল ব্যাঙ্ক ও আগরা ব্যাঙ্ক আদি ব্যাঙ্ক ও কলিকাতা কালেক্টরী ও করেন্সী ও পুলিশ ও পরমিট ও আবগারী আফীস ও নানা আফিস এবং নানা জেলাজাতের সিভিল ও সেসন জজ ও স্মল্‌কজকোর্ট জজ ও প্রধান সব জজ ও আডিসনল সব জজ ও সব জজ ও জেলা ও চৌকিয়াতের মোনসফ আদালত এবং কালেক্টরী ও আসিষ্টাণ্ট ও ডিপুটী ও সব ডিপুটী কালেক্টরী কাছারী ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আফীস ও ম্যাজিষ্ট্রেটী ও জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটী ও আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটী ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী ও সব ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী কাছারী আদিতে ও মফঃস্বল পুলিশ থানা আদি এবং রেজেষ্টরী ও আবগারী ও নিমক ও পরমিট ও রেলওয়ে আফীস ও পোষ্ট আফীস ও গ্রাণ্ড-ট্রঙ্করোড্‌ ও পবলিক ওয়ার্কস্‌ ও মিলিটারী সংক্রান্ত আফীস ও সিভিল কোর্ট আমিন ও পঞ্চাইত ও ডিষ্ট্রীকট বোর্ড ও লোকেল বোর্ড ও মিউনিসিপালিটী ও ইন্‌কম্‌টাক্স আফীস ও বাটওয়ারা ও নামজারী ও পথকর ইত্যাদি সংক্রান্ত আফীস ও মহাজনগণের কারকারবার, ইত্যাদি যে যে আদালত ও কাছারী ও আফীস আদি বর্ত্তমানে আছে ও ভবিষ্যতে হইবেক, ঐ ঐ আদালত ও কাছারী ও আফিস্‌হায়ে মোক্তার মহাশয় সময়শিরে উপস্থিত থাকিয়া আমার সম্বন্ধীয় যে কোন প্রকার মোকদ্দমা আদিতে যে কোন সওয়াল জওয়াব ও আমার নাম বকলম দস্তখতে যে কোন কাগজাত্‌ দাখিল দরপেশ ও এজাহার ও সত্যতা ও এফিডেভিট আদি করিবেন, ও চালান্‌ ও দরখাস্ত আদি যোগে কালেক্টরী সদর মালগুজারী ও অন্যান্য বাকী খাজানা ও দেনার টাকা দাখিল করিবেন, ও কোন আমানতী বা নথি করা বা অন্য কোন রকমের প্রাপ্য টাকা বা তাহার সুদ ও দলীলাদি কোন আদালত কিম্বা আফীস বা ব্যাঙ্ক হইতে অথবা কোন ব্যক্তির নিকট হইতে রসীদ দিয়া লইবেন, ও আবশ্যক মতে যে কোন মিছিলে যে উকীল ও কৌন্সলী ও মোক্তার ও এটর্নি আদি নিযুক্ত বা বরখাস্ত করিবেন ও কোন সালিশ বা জুরী মান্য করিবেন ও কোন জমীদারী কি তালুকাদি কি গভর্ণমেণ্ট কাগজ আমার নামে খরিদ করিয়া ফিজের টাকা আমানত্‌ ও সেলেরবন্দে দস্তখত্‌ করিবেন, ও কোম্পানীর কাগজের সুদ আদি আদায় করিবেন, ও কোন স্থানে এক হাজার টাকার

অনধিক কর্জ্জ করিতে হইলে তমসুক আদিতে বকলম দস্তখত্ করিয়া যে কর্জ্জ করিবেন, ও কোন দলীলাদি রেজেষ্টরী করিয়া দিবেন ও লইবেন, ও জমিদারী আদি তালুকাত্ ও এলাকাত্ সম্বন্ধে থাজানা আদি উশুল তহসীল ও ইজারা ও দরইজারা বন্দোবস্ত আদি করিবেন, ও সদর মফঃস্বল নায়েব, গোমাস্তা ও আমলা ও মোক্তার প্রভৃতির হিসাব নিক্যশ বুঝ সমুজ করিয়া লইবেন ও বাহাল বরতরফ্ করিবেন, ও ঐ ঐ বিষয় সম্বন্ধে ও সাংসারিক নিত্য নৈমিত্তিক খরচাদি পক্ষে যখন যে নিয়ম ও বরাওর্দ্দ আদি নির্দ্ধারণ করিবেন, এবং কারবার আদি তেজারত্ মোতালকে আমার নামে যে দস্তাবেজ আদি লিখাইয়া লইবেন ও কর্জ্জ দিবেন ও পাওনা টাকা বন্দোবস্ত করিয়া লইবেন ইত্যাদি আমার তরফ্ সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মকার্য্য, সেওয়ায় দান ও বিক্রয়, যে করিবেন তাহা আমার স্বীয়কৃত কার্য্যের ন্যায় কবুল ও মঞ্জুর। তদ্ভিন্ন আমার যাহাতে ক্ষতি অথবা অনিষ্ট হয় এমত কোন কার্য্য উক্ত মোক্তার করিতে পারিবেন না ও করিলে তাহা মঞ্জুর হইবেনা। এতদর্থে আপন ইচ্ছাপূর্ব্বক ও স্থিরচিত্তে আমমোক্তারনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী।

তপশীল গভর্ণমেণ্ট কাগজ।

সম্পত্তি বিক্রয় বিষয়ক মোক্তারনামা।

লিখিতং শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ, পিতার নাম ৺ অভয়কুমার ঘোষ, জাতি কায়স্থ, সাং সুবর্ণবাটী, পং মালঞ্চপাড়া, থানা নিমেষগঞ্জ, ডিঃ মেদিনীপুর— মোক্তারনামা পত্রমিদং সন ১৩১৩ তেরশত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে, ডিঃ বর্দ্ধমানের মোতালক্ পং ভরতনগরের অন্তঃপাতি ও থানা ক্ষীরগ্রামের অধীন তরফ্ কুঞ্জবাটী মায় মৌজায়াত্, সহর কলিকাতার ৫২ নং সিমুলিয়া ষ্ট্রীট্ নিবাসী শ্রীযুত বাবু উৎসবকুমার বসাক মহাশয়ের জমীদারী, আমি তাঁহার স্থানে ইস্তক সন ১৩১০ তেরশত দশ সাল নাং ১৩১৮ সাল এই নয় সন মেয়াদে সালিয়ানা মং ৩২৫১৲ তিন হাজার দুইশত একান্ন টাকা জমায় উক্ত মহল ইজারা লইয়া খেরাজ আদায়ে দখলিকার আছি। উক্ত ইজারা মহল তরফ্ কুঞ্জবাটীতে ইজারার মেয়াদতক্ আমার যে স্বত্ব ও

লভ্য আছে, ঐ স্বত্ব ও লভ্য মং ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা পণবাহায় ডিঃ হুগলির অন্তঃপাতি সন্তোষগড় পরগনার সামিল ও থানা নাটোরের অধীন শীতলবাটী নিবাসী ৺ অম্বিকাচরণ পালিত মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত পার্ব্বতীচরণ পালিত মহাশয়কে বিক্রয় করা ধার্য্য হওয়ায়, ঐ বিক্রয়ের কোবালা আদি লিখিত পঠিত করিয়া দেওয়া ও উক্ত কোবালায় আমার নাম দস্তখত্ করিয়া দিবার কারণ, জেলা যশোহরের অন্তঃপাতি ব্রহ্মপুর পরগনার সামিল ও বারাকপুর থানার অধীন প্রিয়হাটী সাকীমের ৺ রাজকৃষ্ণ পালের পুত্র শ্রীযুত রামলোচন পালকে, মোক্তার নিযুক্ত করিলাম। মোক্তার মজকুর উক্ত ইজারা বিক্রয়ের কোবালায় আমার নাম বকলম দস্তখত্ করিয়া যে কোবালা লিখিয়া দিবেক ও পণবাহার টাকা রসীদ দিয়া গ্রহণ করিবেক, এবং ঐ কোবালা রেজেষ্টরী করিয়া দিবার জন্য যে কোন সওয়াল জওয়াব ও দাখিল দস্তখত্ আদি করিবেক, তাহা আমার স্বীয় কৃত কার্য্যের ন্যায় কবুল ও মঞ্জুর। এতদর্থে মোক্তারনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী।

দলীল রেজেষ্টরী বিষয়ের মোক্তারনামা।

লিখিতং শ্রীবিজয়গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, পিতার নাম ৺গঙ্গাগোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, সাং বৈকুণ্ঠপুর, পরগনে নন্দীগ্রাম, থানা বারাসত, ডিঃ নদীয়া,— মোক্তারনামা পত্রমিদং সন ১৩১৩ তেরশত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে— ডিঃ হুগলি, সবডিভিজন শ্রীরামপুর, পরগনে বৃন্দাবনপুরের সামিল ও থানা নারায়ণহাটের অধীন মৌজে নিকুঞ্জপাড়া, আমার কালেক্টরী জমীদারী। উক্ত মহল ঐ জেলার ঐ পরগনার ও ঐ থানার ব্রজপুর নিবাসী ৺ রাজবল্লভ ভট্টাচার্য্যের পুত্র শ্রীযুত ব্রজবল্লভ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যকে পত্তনী দিয়া বর্ত্তমান সনের ১৩ই আষাঢ় তারিখে যে পত্তনী পাট্টা লিখিয়া দিয়াছি, ঐ পাট্টা রেজেষ্টরী করিয়া দেওনের তদ্বীরাতের কারণ, ডিঃ হুগলির বালি সাকীমের ৺রামনাথ সরকারের পুত্র শ্রীযুত তারানাথ সরকারকে মোক্তার নিযুক্ত করিলাম। মোক্তার মজকুর উক্ত পত্তনী পাট্টা রেজেষ্টরী করিয়া দেওন বিষয়ে আমার

পক্ষ হইতে যে দরখাস্ত আদি বকলম দস্তখতে দাখিল ও সওয়াল জওয়াব ও ভুল সংশোধন ও প্রয়োজনমতে ঐ দলীলে আমার নাম বকলম দস্তখত্ আদি যাহা করিবেন তাহা আমার স্বীয় কৃতকার্য্যের ন্যায় কবুল ও মঞ্জুর। এতদর্থে মোক্তারনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩১৩ তেরশত তের সাল। তাং ২০শে শ্রাবণ।

ইসাদী।

ওকালত্‌নামা।

মহামহিম শ্রীযুত মোকাম রাণাঘাটের মুন্‌সেফ রায় বাহাদুর, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীনয়নসুখ সরকার, সাং কুশলগ্রাম, ইষ্টেসন রাণাঘাট—ওকালৎনামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—বাদী বিশ্রামবাটী সাকিমের ব্রজেশচন্দ্র বড়াল, বাগান বেদখল বাবুদ ৫৩২।৵৫ টাকার দাবিতে প্রতিবাদী কৈবল্যপুর নিবাসী দীনেশচন্দ্র দত্তর নামে সন ১৯০৭ সালের ২৮১ নম্বরে উক্ত আদালতে যে নালিশ উপস্থিত করিয়াছে, ঐ মোকদ্দমায় আমার পক্ষ হইতে মোজাহেম দাখিল করা প্রয়োজন। ঐ মোজাহেমী দরখাস্ত আদি দাখিল ও তৎসংক্রান্ত তদ্বীরাতের কারণ সেরেস্তার উকীল শ্রীযুত বাবু করুণাসিন্ধু সিংহ ও শ্রীযুত মুন্সী হাফেজ সাহেবকে উকীল নিযুক্ত করিলাম। উকীল মহোদয়গণ বা তন্মধ্যে যে কেহ, আদালতে প্রয়োজনকালে উপস্থিত থাকিয়া উক্ত মোজাহেম্ সম্বন্ধে আমার পক্ষ হইতে যে কোন সওয়াল জওয়াব ও আমার নাম বকলম দস্তখতে যে কাগজাত্ ও দলীলাত্ দাখিল করিবেন এবং মিছিল নিষ্পত্তি অন্তে ফেরত লইবেন, তাহা আমার স্বীয় কৃতকার্য্যের ন্যায় কবুল ও মঞ্জুর। এতদর্থে ওকালত্‌নামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী।

বিবিধ বিধান।

দানপত্র।

কল্যাণবর শ্রীযুত বাবু নরেশ্বর মিত্র ভায়া, পিতা ৺গোপেশ্বর মিত্র, সাং শ্রীহট্ট, পং গোবিন্দনগর, থানা পার্ব্বতীপুর, ডিঃ চট্টগ্রাম, কল্যাণবরেষু।—

লিখিতং শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মিত্র ও শ্রীগৌরীপ্রসাদ মিত্র, পিতার নাম ৺গঙ্গাপ্রসাদ মিত্র, সাং শ্রীহট্ট পং গোবিন্দনগর, থানা পার্ব্বতীপুর, ডিঃ চট্টগ্রাম—কস্য দানপত্রমিদং সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিঃ চট্টগ্রাম, পরগনে গোবিন্দনগরের সামিল ও থানা পার্ব্বতী-পুরের অধীন মৌজে শ্রীহট্টর মধ্যে আমাদিগের সাধারণের ভদ্রাসন বসৎবাটীর সদর মহলের বাহির দরওয়াজার পশ্চিমাংশে পোক্তা ইমারত্ দুই কুঠারী যে আছে, ঐ ইমারতে আমরা কয়েক সরিকে ও তুমি এজমালী হিস্যাওয়ারী মতে দখলিকার আছি ও আছ। সম্প্রতি তোমার নির্দ্দিষ্ট অংশের ইমারত্ আদি জায়গায় অসম্পোষ্য হেতু আমরা আপন আপন ইচ্ছা পূর্ব্বক উক্ত ইমারতের তলস্থ জায়গা, বিমর্জ্জিম নীচের তপ্‌শীল চৌহদ্দী, আন্দাজী মওয়াজী /২ দুই কাঠা মহত্রাণ জমী মায় ইমারতে, আমাদিগের প্রত্যেকের যাহা হিস্যা আছে, তাহা তোমাকে দান করিলাম। তুমি অস্তকার তারিখ হইতে উক্ত জায়গা ও ইমারতের পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হইলে, আমাদিগের উহাতে কোন স্বত্ব রহিল না। তুমি উক্ত জায়গা ও ইমারতে দখলিকার হইয়া মেরামত্ অথবা নূতন ইমারত্ আদি প্রস্তুত করিয়া, পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে পরমসুখে ভোগবান রহ, তাহাতে আমরা কি আমাদিগের উত্তরাধিকারিগণ কখন কোনকালে কোন আপত্তি করি কি করে সে অগ্রাহ্য। এতদর্থে আপন আপন ইচ্ছাক্রমে স্থিরচিত্তে দানপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী।

তপশীল চৌহদ্দী।

প্রকারান্তর দানপত্র।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত উমাকান্ত শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়, পিতা ৺রাধাকান্ত সিদ্ধান্ত মহাশয়, সাং কমলপুর, পং পাজনর, থানা রাজবাটী, ডিঃ নদীয়া, শ্রীচরণেষু।—

লিখিতং শ্রীপার্ব্বতীচরণ রায়, পিতার নাম ৺চণ্ডীচরণ রায়, সাং হেমপাড়া, পং বোরো, থানা কৈলাশধাম, ডিঃ বর্দ্ধমান, কস্য দানপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—

ডিঃ বৰ্দ্ধমান, পং শ্রীগড়ের অন্তঃপাতি ও থানা মামুদপুরের অধীন মৌজে চাঁপাডাঙ্গা আমার কালেক্টরী জমাদারী। ঐ গ্রামের দক্ষিণ মাঠে, সাতকড়ি দাসের জমাই জমীর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ, নিমাই হাজরার জমির পশ্চিম, পাঁচু তিওরের বাগিচার উত্তর, এই চৌহদ্দী মধ্যে দেবডাঙ্গা সাকীমের ৺ বিশ্বম্ভর ঘটকের পৈতৃক ভোগ দখলী নিষ্কর ভূমি একবন্দ মওয়াজী ১১/০ এগার বিঘা, যাহা, উক্ত ঘটক বর্ত্তমানে, আমি খরীদ পূর্ব্বক দখলিকার আছি, ঐ নিষ্কর ভূমি, আমি ভূমিদানের ফল প্রাপ্তি কামনায় উৎসর্গ করিয়া, মহাশয়কে দান করিলাম, এবং আমার খরীদা কোবালাদি মহাশয়কে দিলাম। অদ্যকার তারিখ হইতে উক্ত জমিতে, আমার স্বত্ব লোপ হইয়া, মহাশয় দানবিক্রয়ের স্বত্বাধিকারী হইলেন, আমার কোন সংশ্রব রহিল না। মহাশয়, ঐ জমী, পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল করিতে রহেন, তাহাতে উত্তরকাল আমার কি আমার উত্তরাধিকারিগণের কোন দাবী দাওয়া নাই। এতদর্থে স্থিরচিত্তে ভূমিদান পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী।

মঠ সংক্রান্ত জায়নশীন্‌নামা। *

স্বস্তি সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুত তত্ত্বানন্দ দণ্ডী আশ্রম, সাং নিকুঞ্জবাটী, পং ব্রজনগর, থানা নিশ্চিন্তপুর, ডিঃ মুরশিদাবাদ, ক্ষেমাস্পদেষু।—

লিখিতং শ্রীনিত্যানন্দ আশ্রম, সাং নিকুঞ্জবাটী, পং ব্রজনগর, থানা নিশ্চিন্তপুর, ডিঃ মুরশিদাবাদ।—জায়নশীন্ পত্রমিদং সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিঃ মুরশিদাবাদ, পং ব্রজনগরের অন্তঃপাতি ও থানা নিশ্চিন্তপুরের অধীন মৌজে নিকুঞ্জবাটী মোকামে, আমার পরম গুরু-ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺গোবিন্দজিউ ঠাকুর, ও ঐ দেব সেবার জমীদারী ও তালুকাত্ ও সকুর নিষ্কর ভূমি ও বাগ্ বাগিচা পুষ্করিণী ও নগদ টাকা ও গভর্ণমেণ্ট কাগজ ও সোনা রূপা আদির আভরণ ও তৈজসাদি বিষয় বস্তু

* জমীদারেরা আপন ইষ্টেটের ম্যানেজার স্বরূপ যে জায়নশীন্ নিযুক্ত করেন, তাহার প্রণালী পশ্চাৎ লিখিত ম্যানেজারনামার ন্যায় জানিতে হইবেক।

যে আছে, মঠের রীতি অনুসারে তত্তাবৎ বিষয়ে আমি দখলিকার হইয়া ও গাদীনশীন্ থাকিয়া ৺জীউর সেবা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি। তুমি আমার প্রধান শিষ্য, তোমার ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও সৎচরিত্রতায় ও সেবায় আমি বিশেষ সন্তুষ্ট আছি, এবং তুমি ভিন্ন মঠে অন্য কেহ উপযুক্ত শিষ্য নাই। সেমতে আমি তীর্থবাসের মনস্থক্রমে তোমাকে এই জায়নশীন্‌নামা লিখিয়া দিতেছি যে, আমার বর্ত্তমান অবর্ত্তমান কালে, আমার উত্তরাধিকারী স্বরূপে, তুমি উক্ত ৺ ঠাকুরের গাদীর মালিক মোক্তার হইয়া, সেবার বিষয় বস্তু রক্ষণাবেক্ষণ পূর্ব্বক উপস্বত্বাদির দ্বারা যথা নিয়মে দেব সেবা কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতে থাকিবা। ৺সেবাদির ক্রটী কি বিষয় বস্তু আদির হানি কোনমতে না হয়, এবং অতিথি সেবা প্রভৃতির যে সকল বন্ধান আছে তাহার অন্যথাচরণ করিবানা। আমার জীবিতকালাবধি আমার তীর্থবাসের ব্যয় মাসিক ১৫৲ পোনের টাকা করিয়া দিবা। এতদর্থে স্বীয় ইচ্ছাধীন, সুস্থশরীরে ও স্থিরচিত্তে জায়নশীন্‌নামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী।

উইল নামা।

লিখিতং শ্রীআনন্দচিত্ত চট্টোপাধ্যায়, পিতার নাম ৺সন্তোষচিত্ত চট্টোপাধ্যায়, সাং সুবর্ণপল্লী, পং কাঞ্চন্‌পুর, থানা মাগুড়া, ডিঃ যশোহর—কস্য উইল পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—আমি পূর্ণিয়া হইতে জ্বরকাশের পীড়ায় পীড়িত হইয়া অদ্য তিন্ দিবস বাটী পৌছিয়াছি। যেরূপ পীড়া, তাহাতে এ যাত্রা এই রোগ হইতে মুক্ত হওয়া ও রক্ষা পাওয়া সুকঠিন। আমার পুত্র সন্তান নাই, কেবল এক কন্যা ও তাহার গর্ভজাত দুই পুত্র আছে। এমতে জ্ঞানসত্বে এই উইল করিতেছি যে, ডিষ্ট্রীক্ট যশোহর, ও ডিঃ পূর্ণিয়া, ও সহর কলিকাতা ইত্যাদি স্থানে আমার পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত নীচের তপশীলের লিখিত যে সকল জমীদারী ও তালুকাত্ ও বাগ্ বাগিচা ও পুষ্করিণী ও বাটী ঘর ও গভর্ণমেণ্ট প্রমিসরী নোট ও সোনা রূপা আদির আভরণ ও তৈজস আদি বিষয় বস্তু আছে, আমার অবর্ত্তমানে ঐ সকল বিষয়ের মধ্যে ইমারত্ আদি বাটীঘর ও বাগ্ বাগিচা পুষ্করিণী ও সোনারূপার আভরণ ও দ্রব্যাদি ও পত্তনী

তালুক চক্ অমৃতগড়, ও কালেক্টরী জমিদারী তরফ্ উত্তমগ্রাম ও দশ হাজার টাকার গভর্ণমেণ্ট কাগজ, আমার কন্যা শ্রীমতী জানকী দেবী প্রাপ্ত হইবেন ও জীবিতকাল পর্য্যন্ত ভোগ করিবেন, উক্ত সম্পত্তি দান বিক্রয়াদি সূত্রে হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। উক্ত কন্যার অবর্ত্তমানে, তাঁহার পুত্রদ্বয় অর্থাৎ আমার দৌহিত্র শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমান্ বরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উভয়ে তুল্যাংশরূপে অর্থাৎ প্রত্যেকে উল্লিখিত চিহ্নিত বিষয় বস্তু অর্দ্ধাংশ হিসাবে প্রাপ্ত হইবেন। তদ্ভিন্ন কালেক্টরী জমিদারী লাট হাজারিপাড়া ও পনের হাজার টাকার গভর্ণমেণ্ট কাগজ, আমি আপন পুণ্যার্থে সৎকর্ম্মে অর্পণ করিয়া তাহার কর্তৃত্বভার আমার স্বগ্রামবাসী শ্রীযুত ধর্ম্মদাস ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত সাধুচরণ ঘোষ মহাশয়দিগের প্রতি রাখিলাম। ভট্টাচার্য্য ও ঘোষ মহাশয়, ঐ পনের হাজার টাকার কাগজের মধ্যে পাঁচ হাজার টাকার কাগজ বিক্রয় করিয়া ঐ টাকায় নিজ গ্রামের মধ্যে কোন মনোনীত স্থানে এক ইমারত্ যাহাতে ১০।১২ টী কামরা থাকে, ঐ ইমারতের একদিকে ঔষধ আলয়, অন্যদিকে বঙ্গবিদ্যালয়, অপরদিকে অতিথিশালা, আর এক দিকে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী প্রস্তুত করিয়া, বাকী দশহাজার টাকার কাগজের সুদ ও উক্ত লাট হাজারিপাড়ার মুনাফা হইতে, ব্যয়বন্ধানমতে, অধ্যাপক ও পণ্ডিত ও চিকিৎসক ও সরকার ও গোমাস্তা ও ভাণ্ডারী আদি লোক যথা-যোগ্যমত নিযুক্ত করিয়া, অতিথিশালা ও বিদ্যালয় ও ঔষধালয় আদি সংস্থা-পনমতে তাহার খরচ পত্র করিবেন। এইরূপ বন্ধান হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে দুই তিন বৎসর যাবৎ উক্ত ধর্ম্মকার্য্য সকল সুচারুমত সমাধা হওয়া দেখিলে, উক্ত জমীদারী ও কাগজ, ঐ ঐ ধর্ম্মকার্য্যের খরচের জন্য, ধর্ম্মশালা আদি সম্বলিত, দরখাস্ত দ্বারা গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানের অধীনে আনিবেন। যাবৎ গভর্ণমেণ্টের অধীনে না যাইবেক, তাবৎ উক্ত ভট্টাচার্য্য ও ঘোষ মহাশয়েরা উভয়ে ঐ বিষয়ের আদায় তহসীল ও ব্যয়ের বিধান আদি যে করিবেন, তাহাই স্থিরতর রহিবেক। অপর আমার জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত হীরালাল চট্টো-পাধ্যায়, চারিহাজার টাকার গভর্ণমেণ্ট কাগজ পাইবেন। উপরিউক্ত নিয়মে স্বেচ্ছাধীন, স্থিরচিত্তে এই উইল্‌নামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

তপশীল্ জায়দাদ। ইসাদী।

অছিনামা।

কল্যাণবর শ্রীযুত বাবু দয়াসিন্ধু ঘোষ, পিতার নাম ৺করুণাসিন্ধু ঘোষ; তথা শ্রীযুত জগবন্ধু সরকার, পিতার নাম ৺ধীনবন্ধু সরকার, সাং রামবাটী, পং হেমনগর, থানা হরিপাল, ডিঃ হুগলি, কল্যাণবরেষু।—

লিখিতং শ্রীনৃপেশ্বর বসু, পিতার নাম ৺নরেশ্বর বসু, জাতি কায়স্থ, সাং রামবাটী, পং হেমনগর, থানা হরিপাল, ডিঃ হুগলি—কস্য অছিয়ত্‌নামা পত্রমিদং সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ইদানীন্তন আমার শরীর সর্ব্বদা অস্বচ্ছন্দ ও অসুস্থ থাকায় বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া শ্রীশ্রী৺কাশীধাম গমন করিতে মানস করিয়াছি। আমার পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত স্বনামী বেনামী নানা জেলাস্থিত কালেক্টরী জমীদারী ও পত্তনী ও দরপত্তনী তালুক আদি এবং খেরাজ লাখেরাজ জমী ও বাগ্‌বাগিচা পুষ্করিণী এবং নিজ গ্রামের পোক্তা বসৎবাটী মায় বৈঠকখানা এবং গভর্ণমেণ্ট কাগজ ও সোণারূপার গহনা ও মণি মুক্তাদিখচিত আভরণ ও রূপার বাসন এবং পিতল, কাঁসা, তাঁবা ও লোহার তৈজসাদি ও কাঁচের ঝাড় লণ্ঠন প্রভৃতি জিনিস এবং রেশমী ও পশমী শাল রুমাল আদি স্থাবর অস্থাবর বিষয় বস্তু বিমর্জ্জিম নীচের তপশীল যে সমস্ত আছে, ঐ সমুদায় বিষয় বস্তুর উত্তরাধিকারী আমার নাবালক পুত্রগণ। আমার অবর্ত্তমানে নাবালকগণের বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সকল বিষয় বিভব রক্ষণাবেক্ষণের উপায় না দেখিয়া, ঐ পুত্রগণ ও আমার পত্নীর পক্ষে তোমাদিগকে অছি নিযুক্ত করিয়া এই অছিয়ত্‌নামা লিখিয়া দিতেছি যে, আমার নাবালক পুত্র, জ্যেষ্ঠ শ্রীমান প্রাণেশ্বর বসু, ও মধ্যম শ্রীমান্ মতীশ্বর বসু, ও কণিষ্ঠ শ্রীমান্ প্রকৃতীশ্বর বসু, এবং ঐ পুত্রগণের গর্ভধারিণী আমার পত্নী শ্রীমতী সুমঙ্গলা দাসীর তরফ্ অছিয়তী কর্ম্মে তোমরা নিযুক্ত হইলে। তোমরা উভয়ে কি উভয় মধ্যে কেহ, ঐ নাবালকগণের মাতার নিকট উপস্থিত থাকিয়া, জমীদারী ও পত্তনী তালুকাদি এলাকাতের মফঃস্বল উৎপন্ন, ও কারকারবারের লভ্য, ও গভর্ণমেণ্ট কাগজের সুদ আদি উশুল তহসীল করিয়া সদর মালগুজারী আদায়পূর্ব্বক মূলবস্তু বজায় রাখিয়া মুনাফার যত টাকা সন সন মৌজুদ হইবেক, তাহা হইতে শ্রীশ্রী৺রাধামাধব জীউ ঠাকুরের সেবা ও পৈতৃক দেবসেবা ও ৺শারদীয়া মহাপূজা ও

৺শ্যামা পূজা ও দোলযাত্রা ও শ্রাদ্ধ আদি ক্রিয়াকলাপ ও নিত্যনিয়মিত ও ও নৈমিত্তিক সংসার পরিবারের খরচ ওগয়রহ, আমার দস্তখতী ফর্দ্দ অনুযায়ীক ব্যয় করিবা। তদতিরিক্ত যে অনুপস্থিত খরচ সময়ে সময়ে প্রয়োজন হইবেক, তাহা ন্যায্য মতে খরচ করিবা। অবশিষ্ট যে টাকা মৌজুদ থাকিবেক তাহাতে উক্ত নাবালকগণের মাতার নামে গভর্ণমেণ্ট কাগজ খরীদ করিয়া আপনা-দিগের হস্তে রাখিবা, এবং ঐ কাগজের সুদ যখন যাহা পাওয়া যাইবেক তাহা সন সন উক্ত আদায়ী মুনাফার টাকার সামিল জমা করিবা। দৈবাধীন যদ্যপি জমীদারী ও পত্তনী তালুকাদির এবং কারকারবারের মুনাফা বর্ত্তমান অপেক্ষা ন্যূন হয়, তবে আমার কৃত সাংসারিক ও দেবসেবা ও পরব উৎসব আদির খরচের ফর্দ্দে ঐ ন্যূন পরিমাণে সর্ব্ব বিষয়ের খরচ কমাইয়া দিবা। রূপা সোনার গহনা ও লওয়াজিমা ও মণিমুক্তাদির আভরণ ও পিতল কাঁসার তৈজস ও শাল রুমাল প্রভৃতি দ্রব্যাদি আমার পত্নীর জিম্মায় রাখিলাম, কেবল কাঁচের ও কাষ্ঠের আসবাব্ ঝাড় লণ্ঠন আদি যাহা বাহির বাটীর ব্যবহারের জিনিস, তাহা তোমাদিগের জিম্মায় রহিল। তোমরা, আমার পত্নীর জিম্মার ও নিজ জিম্মার সমগ্র দ্রব্যাদি, সর্ব্বদা সম্পূর্ণ সাবধানে রাখিবা। তোমাদিগের অছিয়তী আমলে ঐ সমস্ত স্থাবর অস্থাবর বস্তু মধ্যে কোন বস্তু, তদারকের গাফিলীতে বা অন্য কোন গতিকে খেয়ানৎ হয়, তাহার দায়ী তোমরা হইবে। নাবালক তিন পুত্রের বিদ্যাভ্যাস করাইয়া বিবাহ আদি সংস্কার, বিধিবৈধ মতে দেওয়াইবে। ঐ নাবালক পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তোমরা তাহাদিগের নিকট উক্ত সমস্ত বস্তু ও হাল মৌজুদ আদি বুঝাইয়া দিবা। উপরিউক্ত এলাকা আদির মধ্যে তোমাদিগের বেনামীতে যে যে জায়দাদ আদি আছে, তাহা নিজ উল্লেখে দখল বা হস্তান্তর করিবানা, যদি কর অসিদ্ধ হইবেক। যদ্যপি নাবালকগণের উক্ত বিষয় বিভবের মধ্যে কোন বিষয় বস্তু তোমরা ইচ্ছাধীন খেয়ানত্ কর, তবে আমার ভার্য্যার প্রতি এমত ক্ষমতা রহিল যে তৎক্ষণাৎ তোমাদিগকে বরতরফ করিয়া এই অছিয়ত্নামার সর্ত্ত অনুসারে নাবালকগণের তরফ্ অপর বিশ্বাসী অছি নিযুক্ত করিতে পারিবেক। নাবালকগণের গর্ভধারিণী স্ত্রীস্বভাবসূত্রে এই অছিয়ত্নামার

নিয়মের বহির্ভূত কোন কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে নিবারণ করিবা যদি নিতান্ত না শুনে ও তৎকর্ত্তৃক কোন ক্ষতি ও হানি ঘটে তবে তৎক্ষণাৎ তোমরা দরখাস্ত করিয়া বিষয়াদি কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের অধীনে আনিবা। নাবালকগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যদবধি তোমরা আপন অছিয়তের নিকাশ ও তহবীল আদি তাহাদিগের নিকট বুঝাইয়া দিয়া রসীদ আদি না পাইবা, তদবধি পরিত্রাণ পাইবানা। ঈশ্বর না করেন আমার পত্নী, নাবালকগণের বয়ঃপ্রাপ্তের পূর্ব্বে লোকান্তর গমন করে, তবে তোমাদিগের প্রতি ইহাও ক্ষমতা থাকিল যে তৎক্ষণাৎ তোমরা জেলা হুগলির শ্রীযুত কালেক্টর সাহেবের হুজুরে দরখাস্ত করিয়া সামুদায়িক বিষয় কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের অধীনে আনিয়া আপন অছিয়তী আমলের নিকাশ ও মৌজুদ মাল তথায় সমজাইয়া দিবা, এবং উক্ত কোর্ট অফ ওয়া-র্ডসের অধীনে সরবরাহকারী কর্ম্মে তোমরা নিযুক্ত থাকিয়া কর্ম্মকার্য্য করিবা। যদি নিকাশ আদি না দিয়া তোমাদিগের কি তোমাদিগের উভয়ের মধ্যে কাহারো নাবালকগণের বয়ঃপ্রাপ্তের পূর্ব্বে লোকান্তর প্রাপ্তি হয়, তবে ঐ নিকাশ আদি না দেওয়া জন্য ক্ষতি খেসারত ও নিকাশ ও মৌজুদ তহবীল আদি সমস্ত বিষয়ের দায়ী তোমাদিগের উত্তরা-ধিকারিগণ থাকিবেক। আর আমার দুই কন্যা, জেষ্ঠ্যা বিবাহিতা শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দাসী, ও কনিষ্ঠা অবিবাহিতা শ্রীমতী সুরাঙ্গিনী দাসী যে আছে, ঐ অবিবাহিতা কণিষ্ঠা কন্যার বিবাহে ন্যায্যমত ব্যয় করিয়া ঐ কন্যা সৎপাত্রে প্রদান করাইবে, এবং কন্যাদ্বয়ের তত্বাবধান সর্ব্বদা করিবে। বাগবাগিচা পুষ্করিণী আদি যাহা সরিকী আছে, আবশ্যকমতে আপোসে কিম্বা নালিশের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া লইবে। জমীদারী আদি এলাকাত্ ও কারকারবার সংক্রান্ত যে সমস্ত পাওনা, তাহা অনাদায়ে রীতিমত নালিশ করিয়া পাওনা বুঝিয়া লইবে, এবং অপরে কোন নালিশ করিলে তাহার জওয়াবদিহী করিবে, তদ্বিষয়ে রীতি বহির্ভূত ব্যয় করিবেনা। তোমরা যে সকল কাগজে দস্তখত্ করিবে তাহাতে (অছি অমুক অমুক, জানবে শ্রীমতী অমুকী দাসী, মাদরে নাবালগান্ অমুক ৩) এইমত মোহর খোদাইয়া লইয়া মোহর করিবে। যদি তোমরা

উভয়ে সর্ব্বসময়ে উপস্থিত না থাক, যখন যে কেহ উপস্থিত থাকিবা, আপন দস্তখত্ ও ঐ মত মোহর করিয়া দিবা। শ্রীল শ্রীযুক্ত ইষ্টদেব ঠাকুর মহাশয়ের কন্যাগণের এবং অপরাপর কুটুম্ব জ্ঞাতিবর্গের যে যে মাসহারা, লিষ্ট অনুসারে নির্দ্ধারিত আছে, মাস মাস তাঁহাদিগকে দিবে, তজ্জন্য কেহ কষ্ট না পান। বাগ্‌বাগিচা ও ইমারত্ আদি যখন যাহা মেরামত করিতে হয়, মেরামত্ করাইবে, বেমেরামতীতে বিনষ্ট না হয়। আমার বর্ত্তমান কালের মধ্যে উপরিউক্ত নিয়মের কোন নিয়ম পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হয়, কিম্বা অছি প্রভৃতি কাহারো জীবন অবসানে কাহাকে বাহাল বরতরফ্ কি কোন বিষয়ের ধার্য্য বিধান করিতে হয়, তাহার ক্ষমতা আমার প্রতি রহিল। আমি সে বিষয়ে যে উচিত নির্দ্ধারণ করিতে পারিব। তোমাদিগের বেতন বরাওর্দ্দী ফর্দ্দমত প্রত্যেকে মাসিক ১০০৲ একশত টাকা হিসাবে পাইবা, ঐ বেতন ব্যতীত তোমাদিগের কোন দায় উপস্থিত হইলে তাহার খরচ মনাসিব্ মত সরকার হইতে পাইবা। এই নিয়ম অবধারিত মতে তোমাদিগের নিকট হইতে অছিয়তির কবুলতী পাইয়া স্থিরচিত্তে এই অছিয়ত্‌নামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী।

তপশীল জায়দাদ।

অংশনামা।

লিখিতং শ্রীপ্রিয়তমা দেবী, স্বামির নাম ৺শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়; ও শ্রীসুমঙ্গলা দেবী, স্বামির নাম ৺কৃষ্ণকুমার মুখোপাধ্যায়; ও শ্রীত্রিলোকতারণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পিতা ৺সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়; ও শ্রীকৃষ্ণকিশোর মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরামরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, পিতা ৺বৈকুণ্ঠনাথ মুখোপাধ্যায়; ও শ্রীদীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়, পিতা ৺দুর্গাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, সর্ব্ব সাকীম দেবহাটী, পং সুরেন্দ্রগড়, থানা বিক্রমপুর, ডিঃ ঢাকা।—

অংশ নির্দ্দিষ্ট পত্র মিদং সন ১৩১৪ তেরশত চোদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—উক্ত দেবহাটী গ্রামের মধ্যে নিম্নের চৌহদ্দীস্থিত আমাদিগের ভদ্রাসন

বসত্ বাটীর মধ্যগত বাহির বাটী, অর্থাৎ পূজার বাটীতে বর্ত্তমান পূজার দালান ব্যতীত পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ এই তিন দিকে সর্ব্বসাধারণের এজমালের যে দোতালা চক্ ছিল, ঐ তিন দিকের চক বহুদিনের পূরাতন বিধায় জীর্ণাবস্থায় পতিত হইতে থাকায়, আমাদিগের মধ্যে সকল সরিক ঐ চক্ আপন আপন হিস্যামত প্রস্তুত করিতে সমর্থ না হওয়ায়, ঘরাও আপোস মতে, আমি শ্রীকৃষ্ণকিশোর মুখোপাধ্যায় দিগর দুই ভ্রাতা আমরা আপন অংশ নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়াছি, ও আমি শ্রীত্রিলোকতারণ মুখোপাধ্যায় আমরা দুই সহোদর আপন অংশ ও অবশিষ্ট সকল সরিকের অংশের ইমারত্ নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়াছি, তাহাতে ঘরাও মীমাংসামতে অংশের কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিকক্রমে যাহার যে অংশ যে খণ্ড যে পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার কোন নিদর্শণ লিখিত পঠিত তৎকালীন করা হয় নাই। ভবিষ্যত্‌চিন্তাক্রমে ঐ বিষয়ের একটা লিপিবদ্ধ আবশ্যক বিধায়, আমরা সকলে এই অংশ নির্দ্দিষ্ট পত্র লিখিতেছি যে, পূজার দালানের মধ্যের খণ্ডের পশ্চিম দিকের পার্শ্বের কামরা অবধি পূজার বাটীর উঠানের দশ হাত পর্য্যন্ত পশ্চিমের চকের উত্তরাংশ, যাহাতে পাঁচ কামরা এক সিঁড়ি, মায় পশ্চিম দিকের ঐ পরিমাণের বারান্দা, আমি কৃষ্ণকিশোর মুখোপাধ্যায় দিগর দুই ভ্রাতা যাহা আমরা নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়াছি, উহা আমাদিগের চিহ্নিত অংশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ চিহ্নিত অংশের দক্ষিণ অংশ পশ্চিমের চক, সদর দরওয়াজার রাস্তার সীমা পর্য্যন্ত চারি কামরা এক সিঁড়ি, তদ্ভিন্ন দরওয়াজার দক্ষিণ অংশে দ্বারবানদিগের বসিবার স্থানের দক্ষিণের এক কামরা, ও পশ্চিমের চকের বাহির পশ্চিম-দিকে, কৃষ্ণকিশোর মুখোপাধ্যায় দিগরের নির্ণীত অংশের বারান্দা বাদে অবশিষ্ট সমুদায় বারান্দা, সমেত ঐ বারান্দাটানের দক্ষিণাংশের এক কামরা, আমি ত্রিলোকতারণ মুখোপাধ্যায় আমাদিগের দুই ভ্রাতার অংশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দক্ষিণদিকের চকের মধ্যে পাঁচ কামরা এক সিঁড়ি ও ঐ চকের দক্ষিণ পতিত জায়গা নরদামার উত্তরাংশ পর্য্যন্ত আমি দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় আমার অংশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বদিগের চকের দক্ষিণাংশ, অন্দর বাটী যাইবার রাস্তার সীমা হইতে দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত এক হারা এক কামরা আমি প্রিয়তমা দেবী ও আমি সুমঙ্গলা দেবী, আমাদিগের উভয়ের অংশ

নিরূপিত হইয়াছে। ঐ কামরার পশ্চাতে পূর্ব্বদিকে যে স্থান পতিত আছে, তাহাতে আমরা উভয়ে উত্তরকাল দ্বিতীয় এক হারা কামরা বর্ত্তমান হারার যোগে প্রস্তুত করিয়া লইব। তদ্ভিন্ন পূর্ব্বদিকের চকের উত্তরাংশে যে দুই কামরা একহারা মায় সিঁড়ি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বসাধারণের দখলে আছে। অন্দর বাটীতে যাইবার ও সদর বাটী হইতে বাহির হইবার যে দরওয়াজার রাস্তা, ও সদর দরওয়াজার দক্ষিণাংশে দ্বারবানদিগের বসিবার নিমিত্ত যে স্থান আছে, তাহা সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উপরিউক্ত অংশ নির্ণয় অনুসারে এই অংশনামা লিখিত হইয়া সকলের দস্তখতী ইহার এক এক কাপী প্রত্যেক সরিকের নিকট রহিল। ভবিষ্যতে আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে কেহ, কি কাহারো উত্তরাধিকারিগণ, এই অংশনামার অতিক্রমে, পরস্পর কাহারো নির্ণীত অংশের প্রতি কোন দাবী দাওয়া করিবনা ও করিতে পারিবেকনা, যদি করি কি করে সে অগ্রাহ্য। এতদর্থে আপন আপন ইচ্ছাপূর্ব্বক এই অংশনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি। সন সদর। তারিখ।

ইসাদী।

তপশীল চৌহদ্দী।

প্রকারান্তর।

লিখিতং শ্রীহরিমোহন গুপ্ত, ও শ্রীব্রজমোহন গুপ্ত, পিতার নাম ৺ রাজমোহন গুপ্ত; ও শ্রীঅভয়াপদ গুপ্ত স্বয়ং ও অলি জানবে নাবালক ভ্রাতা শ্রীঅমলাপদ গুপ্ত, পিতার নাম ৺রাধিকামোহন গুপ্ত, জাতি বৈদ্য, পেশা চাকুরী আদি সর্ব্ব সাকীম বিষ্ণুপুর, পরগনে অম্বিকা, সব রেজেষ্টরী ইষ্টেসন আনন্দধাম, ডিষ্ট্রীক্ট বাঁকুড়া—কস্য অংশ নির্ণয় পত্র মিদং সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—যদিচ আমাদিগের পরস্পর ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্রে অন্নপার্থক্য কি ভিন্ন ভাব নাই কিন্তু দেশ কালের গতিকে আমাদিগের সন্তানগণের স্বভাব প্রকৃতি ও আচার ব্যবহার সকলের সমান হওয়া কখনই সম্ভব নহে, তাহাতে তাহাদিগের পরস্পরে একযোগে অবস্থান অসম্ভব। আরও দেখা যায় যে পারিবারিক অনৈক্য ও অকৌশল অগ্রে অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকগণ

হইতেই উত্থিত হয়, তজ্জন্য আমাদিগের অন্দর খণ্ডের ইমারত্ আদি আপাততঃ চিহ্নিত বাঁটওয়ারা হওয়া আবশ্যক। বিশেষ অনেক স্থলে ইহাও দৃষ্ট হয় যে এজমালের ইমারত্ আদি, সরিকগণ মেরামৎ না করায় পতিত হইয়া যায়, অংশীরা ভাড়াটীয়া বাটীতে থাকিয়া কষ্টে কালযাপন করে তথাপি সাজার বাটী ঘর রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে না। ইত্যাদি আলোচনায় আমরা সকলে ঐক্যমতে পরস্পর আমাদিগের অন্দর বাটীর ইমারত্ আদি, অংশ চিহ্নিত করিয়া লইয়া ঐ বাটীর মূল্য ১০০০৲ এক হাজার টাকা পরিমাণে এই অংশ নামা দ্বারা অংশ নির্দ্দেশ করিতেছি যে, আমাদিগের পৈতৃক অন্দর বাটীর পুরাতন পশ্চিমদ্বারী কোটার নীচে উপর আট কামরা, ও আমি শ্রীহরিমোহন গুপ্ত আমার স্বোপার্জ্জিত ধনে ও পরিশ্রমে প্রস্তুত করা দক্ষিণ ও পূর্ব্বদ্বারী নূতন একতালা ছয় কামরা, মোট চৌদ্দ কামরা যে-আছে, তাহার মধ্যে পশ্চিমদ্বারী পূরাতন কোটার দক্ষিণের কামরা ও মধ্যের ঘর, নীচে উপর চারি কামরা, ও দরদালানের দক্ষিণাংশ ৯ নয় হাত নীচে উপর, মোট প্রায় ছয় কামরা মায় সিঁড়ি ও তত্তাবতের তলস্থ নিষ্কর ভূমি, ভিত, সিঁড়ি, গলি ও পায়খানার তলস্থ ভূমির মাপ বাদে, বিমর্জ্জিম নীচের ১নং তপশীল ভুক্ত আঠার ইঞ্চি হাতের ২২৫ বর্গহাত আমি শ্রীঅভয়াপদ গুপ্ত আমাদিগের দুই ভ্রাতার অংশ নির্দ্দিষ্ট হইল। উক্ত পুরাতন কোটার উত্তর দিকের নীচে উপর দুই কামরা ও ঐ কোটার দরদালানের উত্তরাংশ ছয় হাত নীচে উপর, ও দক্ষিণ দ্বারী নূতন একতালা কোটার উত্তর পূর্ব্ব কোণের এক কামরা ও ঐ কামরার দক্ষিণাংশে পথের ঘর নামক ছোট এক কামরা এবং ঐ নূতন কোটার দরদালানের পূর্ব্বাংশ ৬ ছয় হাত, মোট কিঞ্চিদধিক পাঁচ কামরা সমেত গলি ও পায়খানা ও তত্তাবতের তলস্থ নিষ্কর জমী, ভিত্, গলি, ও পায়খানার তলস্থ ভূমির মাপ বাদে, বিমর্জ্জিম নীচের ২ নং তপশীলভুক্ত ২৫২ বর্গহাত আমি শ্রীব্রজমোহন গুপ্ত আমার অংশ নির্দ্দিষ্ট হইল। এই অংশে যদিচ সিঁড়ি নাই কিন্তু সিঁড়ি তৈয়ার হইবার প্রশস্ত স্থান আছে। যাবৎ সিঁড়ি প্রস্তুত করিয়া লওয়া না হইবে তাবৎ পূরাতন কোটার সিঁড়ি দিয়া উপরের ঘরে যাতায়াত চলিবে। দক্ষিণদ্বারী নূতন একতালা কোটার পশ্চিম দিকের এক কামরা ও পূর্ব্ব দ্বারী একহারা এক কামরা এবং ঐ কোটার দরদালানের

পশ্চিমাংশ ১২ বার হাত এই একতালা প্রায় তিন কুঠারী যার সিঁড়ি ও পায়খানা ও গলি ও তত্তাবতের তলস্থ জায়গা, ভিত, সিঁড়ি, পায়খানা ও গলির তলস্থ জমীর মাপ বাদে, বিমর্জ্জিম নীচের ৩ নং তপশীলভুক্ত ১৯৭ বর্গ-হাত, আমি শ্রীহরিমোহন গুপ্ত আমার অংশ নির্দ্দিষ্ট হইল। ঐ তিন অংশের সম্মুখের রোয়াক পরস্পরে আপন আপন অংশমত অধিকার করিবেক। উঠান্ ও দরওয়াজার রাস্তা এবং উঠানের উত্তরস্থ রোয়াক্ সাধারণের রহিল। যতদিন অন্য কোন স্থানে আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺ মদন-মোহন ঠাকুরের মন্দির নির্ম্মিত না হয় ততদিন দক্ষিণদ্বারী নূতন একতালা কোটার মাঝের ঘরে শ্রীশ্রী৺ জীউ থাকিবেন। ঐ ঘরের উপরতালা এবং দরওয়াজার গলি রাস্তার উপরতালা, আমি শ্রীহরিমোহন গুপ্ত বা আমার পুত্র শ্যামাপদ গুপ্ত নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া লইতে সক্ষম হইলে তাহা আমার অংশে হইবেক। শ্রীশ্রীমতি কর্ত্রী মাতা ঠাকুরাণী বৃদ্ধা হইয়াছেন, তিনি যত দিন জীবিতা থাকিবেন যে অংশের যে দরদালানে নীচে কি উপরে থাকিতে ইচ্ছা করিবেন থাকিতে পারিবেন। তদ্ভিন্ন পূরাতন পশ্চিমদ্বারী কোটার মধ্যের নীচে ঘরে বিবাহের বাসর যেমত হইয়া থাকে সেইমত সকলের কন্যা পুত্রের বিবাহের বাসর ও গাত্রহরিদ্রা আদি হইবেক এবং দক্ষিণদ্বারী নূতন একতালা কোটার মাঝের ঘরে, অর্থাৎ যে ঘরে শ্রীশ্রী৺ মদনমোহন ঠাকুর জীউ আছেন, সকলের লক্ষ্মী পূজা হইবেক তাহাতে কেহ কখন কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না। আর আমি শ্রীহরিমোহন গুপ্ত আমার নিজ অংশের চিহ্নিত একতালা কোটার উপর দোতালা না হওয়া পর্য্যন্ত, অর্থাৎ অনূ্যন ছয় বৎসর কাল, আমার পুত্র শ্রীমান্ শ্যামাপদ গুপ্ত পূরাতন কোটার উপর তালার মাঝের ঘরে শয়নাদি করিতে পারিবেন। এই নিয়মে আমাদিগের তিন সরিকের অন্দর বাটীর অংশ নির্দ্দিষ্ট হইল এবং আমরা পরস্পরে স্থির-চিত্তে ও সুস্থ শরীরে এই অংশনামা লিখিয়া দিলাম। প্রকাশ থাকে যে আমাদিগের বাহির খণ্ডের ইমারত্ ও অন্যান্য অবিভক্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যাহা আছে তাহা এক্ষণে এজমালে রহিল। ইতি সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সাল। তারিখ ৯ই আষাঢ়।

ইসাদী।

ভিত্, গলি, সিঁড়ি ও পায়খানা ভিন্ন প্রত্যেক অংশের তলস্থ ভূমির মাপের তপশীল।

	দীর্ঘ হাত	প্রস্থ হাত	সারা বর্গহাত
১ নং।—			
পুরাতন পশ্চিমদ্বারী কোটার দক্ষিণের কামরা—	১৩	৭	৯১
ঐ কোটার মধ্যের ঘর—	১০	৮	৮০
ঐ কোটার দরদালানের দক্ষিণাংশ—	৯	৬	৫৪
		একুন——	২২৫ বর্গহাত
২ নং।—			
পশ্চিমদ্বারী পুরাতন কোটার উত্তর দিকের কামরা—	১২	৭	৮৪
ঐ কোটার দরদালানের উত্তরাংশ—	৬	৬	৩৬
নূতন দক্ষিণদ্বারী কোটার উত্তর পূর্ব্ব কোণের কামরা—	১০	৬	৬০
ঐ কামরার দক্ষিণাংশে পথের কামরা—	৯	৪	৩৬
দক্ষিণদ্বারী কোটার দালানের পূর্ব্বাংশ—	৬	৬	৩৬
		একুন——	২৫২ বর্গহাত
৩ নং।—			
দক্ষিণদ্বারী নূতন কোটার পশ্চিমের কামরা—	১১	৭	৭৭
ঐ কোটার পূর্ব্বদ্বারী কামরা—	৮	৬	৪৮
ঐ কোটার দরদালানের পশ্চিমাংশ—	১২	৬	৭২
		একুন——	১৯৭ বর্গহাত

জমীদারী বিভাগ বিষয়ক নিদর্শণ পত্র।

লিখিতং শ্রীব্রজবল্লভ বসু ও শ্রীবৃন্দাবন বিহারী বসু ও শ্রীমথুরা মোহন বসু, পিতার নাম ৺ নন্দকুমার বসু, জাতি কায়স্থ, পেশা জমিদারী আদি, সাং গোপালগঞ্জ, পং প্রহ্লাদপুর, সবডিভিজন বিশ্রামঘাট, ডিষ্ট্রীক্ট রঙ্গপুর।—

আপোস সূত্রে ভাগ চিহ্নিত নিদর্শণপত্রমিদং সন ১৩১৩ তেরশত তের সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিভিজন ডিষ্ট্রীক্ট রঙ্গপুর, সবডিভিজন নীরনগর, পরগনে পার্ব্বতীপুরের অন্তঃপাতি থানা রংমহলের অধীন লাট শোভাডাঙ্গা, যাহার সালিয়ানা আদায় উশুলী হস্তবুদ মং ৪৯৩২৲ চারিহাজার নয়শত বত্রিশ টাকা মধ্যে, গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব বাৎসরিক মং ২৪০২৲ দুই হাজার চারি শত দুই টাকা উক্ত জেলার কালেক্টরী সেরেস্তায় আমাদিগের পিতাঠাকুর মহাশয়ের নামে ৫৭ নং তৌজিতে নির্দ্ধারিত আছে, এবং উক্ত জেলা ও পরগনা ও থানার অন্তঃপাতি ডিহি শাসনপুর যাহার আদায় উশুলী হস্তবুদ সালিয়ানা মং ৩৮১৯৲ তিন হাজার আট শত উনিশ টাকা মধ্যে, গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব বাৎসরিক মং ১৬১৮৲ এক হাজার ছয়শত আঠার টাকা ঐ জেলার কালেক্টরী সেরেস্তায় আমি শ্রীব্রজবল্লভ বসু আমার নামে ১৩ নং তৌজিতে লেখা যায়, এবং ঐ জেলার সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন সাহেববাস, পরগনে বিবিরহাটের অন্তঃপাতি তরফ্ অপূর্ব্বধাম যাহার আদায় উশুলী হস্তবুদ সালিয়ানা মং ৬০২১৲ ছয় হাজার একুশ টাকা মধ্যে, গভর্ণমেণ্ট কর বাৎসরিক ৩৪০০৲ তিন হাজার চারিশত টাকা আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ ৺রাধাকান্ত বসু মহাশয়ের নামে উক্ত জেলার কালেক্টরী সেরেস্তায় ৩৪১ নং তৌজিতে ধার্য্য আছে, তদ্ভিন্ন ঐ জেলার বিবিরহাট পরগনার অন্তঃপাতি ও থানা সাহেব্‌বাসের অধীন পত্তনী মহল চক চাঁদবাটী, যাহার আদায় উশুলী হস্তবুদ সালিয়ানা মং ১৫২৬৲ এক হাজার পাঁচশত ছাব্বিশ টাকা মধ্যে, বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজা বাহাদুরের সরকারে বাৎসরিক দেয় খাজানা মং ৮১৯৲ আটশত উনিশ টাকা, আমি শ্রীমথুরা মোহন বসু আমার নামে ধার্য্য আছে, উল্লিখিত কালেক্টরী জমীদারী ও পত্তনী মহল আমরা তিন সহোদরে এজমালে সদর মফঃস্বল আদায় খেরাজে ভোগবান ও দখলিকার আছি। সম্প্রতি আমরা পরস্পর পার্থক্যসূত্রে ইতিপূর্ব্বে বাটী ঘর আদি চিহ্নিত করিয়া লইয়াছি। উক্ত জমীদারী ও তালুক যৌত ভাবে থাকায়,

তাহার মুনাফা আদি বিভাগ ও কর্ম্মচারী নিয়োগ ও সদর খাজানা আদায় কালীন সর্ব্বদা কলহ ও অকৌশল ঘটনা হয় বিধায়, আমরা তিন সহোদরে ঐক্যমতে, উপরিউক্ত মহল সকল আপোসে ভাগ বাটওয়ারা করিয়া লওয়া আবশুক বিবেচনা করিয়া এই ভাগ চিহ্নিত নিদর্শণ পত্র দ্বারা নির্দ্দেশ করিতেছি যে, কালেক্টরী জমীদারী উক্ত ডিহি শাসনপুর ও পত্তনী মহল চক্ চাঁদবাটী ষোল আনা রকম আমি শ্রীব্রজবল্লভ বসু আমার অংশে চিহ্নিত, এবং উক্ত লাট শোভাডাঙ্গার রকম ষোল আনা আমি শ্রীবৃন্দাবন বিহারী বসু আমার অংশে চিহ্নিত, এবং উক্ত তরফ্ অপূর্ব্বধাম আমি শ্রীমথুরা মোহন বসু আমার অংশে চিহ্নিত বাটওয়ারা ধার্য্য হইল। উক্ত কয়েক মহলের সদর মালগুজারী বাদে আমরা তিন সরিকে মোট মং ৮০৫৯৲ আট হাজার উনষাঠ টাকা মুনাফা তিন অংশে বিভাগমতে, এক তৃতীয়াংশে প্রত্যেকে মং ২৬৮৬।/৬॥=টাকা মুনাফা পাইতে থাকা স্থলে, আমি ব্রজবল্লভ আমার হিস্তায় উক্ত দুই মহলের কাত্ মং ২২২৲ দুইশত বাইশ টাকা অতিরিক্ত মুনাফা আসিতেছে, এবং আমি বৃন্দাবন বসু আমার অংশে মং ১৫৬৲ এক শত ছাপ্পান্ন টাকা এবং আমি মথুরা মোহন বসু আমার অংশে মং ৬৬৲ ছেষট্টি টাকা মুনাফা কম হইতেছে। সেমতে আমি ব্রজবল্লভ ঐ মুনাফা পুরণ করিয়া দিবার জন্য উক্ত মুনাফার ১৬ গুণ পণ স্বরূপে তুমি শ্রীবৃন্দাবন বসু তোমাকে নগদ মং ২৫০০৲ দুই হাজার পঞ্চাশ টাকা ও তুমি শ্রীমথুরা মোহন বসু তোমাকে নগদ মং ১০৫০৲ এক হাজার পঞ্চাশ টাকা দিলাম। আমি বৃন্দাবন বিহারী ও আমি মথুরামোহন আমরা ঐ টাকা পাইলাম। অদ্যকার তারিখ হইতে উক্ত ডিহি শাসনপুর ও চক্ চাঁদবাটী ও তদন্তর্গত কিশমত্ ও গ্রামাদির রাইয়তী, খামার, হাসিল, পতিত, জলকর, ফলকর, বনকর আদি সজলস্থল আদ্যোপান্ত দরোবস্ত ষোল আনা রকম মহলে, আমি শ্রীব্রজবল্লভ বসু আমার, ও লাট শোভাডাঙ্গার সমস্ত গ্রামাদি সমেত মাল, সায়ের, হাসিল পতিত, সজলস্থল আদ্যোপান্ত দরোবস্ত ষোল আনা রকমে, আমি বৃন্দাবন বিহারী বসু আমার, ও তরফ্ অপূর্ব্বধামের সমগ্র গ্রামাদি সমেত মাল, সায়ের, হাসিল, পতিত, সজলস্থল আদ্যোপান্ত দরোবস্ত ষোল আনা রকমে আমি মথুরামোহন বসু আমার সম্পূর্ণ দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকার বর্ত্তিল।

আমরা পরস্পরে, ঐ ঐ চিহ্নিত মহলে নাম খারিজ দাখিল পূর্ব্বক সদর মফঃস্বল আদায় খেরাজে, পুত্র পৌত্রাদিক্রমে, আপনাপন নির্দ্দিষ্ট মহল পরম সুখে ভোগ দখল করিতে থাকিব, তাহাতে ভবিষ্যতে আমরা পরস্পরে কি আমাদিগের পরস্পরের উত্তরাধিকারিগণ কখন এই অংশ নির্দ্দিষ্ট চিহ্নিত বিভাগের কাহারো অংশের প্রতি কেহ কোন দাবী দাওয়া করিতে পারিবনা ও পারিবেনা, করিলে অগ্রাহ্য হইবেক। উল্লিখিত চিহ্নিত বাটওয়ারার যে যে মহলে প্রজার স্থানে যে পরিমাণ বকেয়া বাকী আছে, যে মহল যাহার অংশে পড়িল সে মহলের বকেয়া খাজানা তিনি আদায় করিয়া লইবেন। ঐ বকেয়া বাকী টাকায় সাধারণের দাবী থাকিবে না। এতদর্থে সুস্থ শরীরে, স্থির চিত্তে, আপন আপন ইচ্ছাধীন এই ভাগ চিহ্নিত নিদর্শণ পত্র লিখিয়া দিলাম। আমাদিগের সকলের দস্তখতী এই চিহ্নিত নিদর্শণ পত্রের এক এক কাপী প্রত্যেক সরিকের নিকট রহিল। ইতি সন সদর। তারিখ।

ইসাদী—

ম্যানেজর নামা।

শ্রীযুত বাবু কেশবকুমার রায়, পিতার নাম ৺ কৃষ্ণকুমার রায়, সাং গন্ধর্ব্বপুর, পং কিন্নরনগর, থানা রাণীচক, ডিঃ রাজসাহি, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীরায় লক্ষ্মী প্রসন্ন সিংহ, পিতার নাম ৺ কমলাপ্রসন্ন সিংহ, সাং কমলাপুর, পং পদ্মাবাটী, থানা ফতেপুর, ডিঃ চব্বিশপরগনা।—ম্যানেজর নামা পত্রমিদং সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ইদানীন্তন নানা মামেলা মোকদ্দমা আদি সূত্রে আমি বহুতর ঋণগ্রস্থ হইয়াছি। আমার সংসারে এতাদৃশ উপযুক্ত পাত্র নাই যে তাহার দ্বারা ইষ্টেটের ম্যানেজ হইয়া আয়ের আধিক্য ও ব্যয়ের স্বল্পতাক্রমে ঋণাদি পরিশোধ ও বিষয় বিভবের সিজিল শৃঙ্খলা ও রক্ষা হয়। সেমতে জনেক সুযোগ্য ও ধার্ম্মিক ও বিশ্বাসী ব্যক্তিকে ম্যানেজর নিযুক্ত করণের মানস করায়, প্রস্তাবমতে মহাশয় স্বীকার পাইলেন। আমিও সন্তোষ পূর্ব্বক মহাশয়কে দশবৎসর কাল নিয়মে ম্যানেজর নিযুক্ত করিয়া এই ম্যানেজরনামা লিখিয়া দিতেছি যে, নানা জেলাজাত্ মোতালকে ও সহর কলিকাতায় আমার যে সকল জমীদারী ও

তালুকাত্ ও সকর নিষ্কর জমী ও বাটী ঘর ও বাজার আদি এলাকাত্ ও তেজারতী কারকারবার আদি বিষয় বস্তু যে আছে, মহাশয় স্বীয় কর্ত্তৃত্বাধীনে দশবৎসর কাল পর্য্যন্ত ঐ সকল বিষয়ের সুচারু বন্দোবস্ত ও উশুল তহসীল আদি করিয়া সালিয়ানা সদর মালগুজারী আদায়পূর্ব্বক বাকী মুনাফা হইতে নিত্য নিয়মিত খরচ আদি নির্ব্বাহ করণান্তে ক্রমশঃ ঋণ পরিশোধ করিবেন, তাহাতে সাংসারিক নিত্য নৈমিত্তিক ও দোল দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়াকলাপ ও দেবসেবাদি বিষয়ে বর্ত্তমানে যে বয়াওর্দ্দ আছে, তাহা অপেক্ষা যে পরিমাণ লাঘব করিলে লৌকিক ও পরমার্থিকের হানি না হয়, তাহা বিবেচনা মতে করিবেন, এবং জমীদারী আদি এলাকাতের জরীপ জমাবন্দী ও বিহিত বন্দোবস্ত আদি করিয়া, কিম্বা কোন বিষয় কি বিষয় সকল ম্যানেজরীর নিয়ম কাল পর্য্যন্তের নিমিত্ত মেয়াদী ইজারা বিলি দ্বারা যাহাতে উৎপন্নর বৃদ্ধি হয় তাহা করিবেন। পত্তনী বিলি কি মোকররী বন্দোবস্ত করিতে হইলে, আমার সম্মতি ও কর্ত্তৃত্বে হইবেক। জমীদারী ও কারকারবার আদি সংক্রান্ত যাহাদিগের নিকট যে সকল টাকা পাওনা আছে, তাহাদিগের সহিত আপোস নিষ্পত্তিক্রমে অথবা নালিশ উত্থাপন করতঃ, তত্তাবৎ টাকা মহাশয় আদায় করিবেন, এবং ইষ্টেটাদি সম্বন্ধে কি অন্য রকমে যে কোন মামেলা, আমার কৃত অপরের নামে ও অপরের কৃত আমার নামে, যে কোন আদালতে বর্ত্তমানে উপস্থিত আছে ও ভবিষ্যতে হইবেক, তত্তাবতের তদ্বীর ও উকীল মোক্তার নিয়োগ ও রাজীনামা লিখিত পঠিত ও রফানিষ্পত্তি ও সওয়াল্ জওয়াব ও কাগজাদি দাখিল ও তাহাতে দস্তখত্ আমার পক্ষ হইতে মহাশয় যাহা করিবেন, এবং দেনা পাওনার কোন টাকা যে কোন আদালতে চালান্ ও রসীদ আদির যোগে দিবেন ও আদালত হইতে লইবেন, ঐ সকল কার্য্য আমার কৃতকার্য্যের ন্যায় গণ্য হইবেক। সদর মফঃস্বলে যে সকল কর্ম্মচারী ও চাকরগণ নিযুক্ত আছে, তাহাদিগের কাহারও কোন দোষ দৃষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ বরতরফ্ করিয়া অপর বিশ্বাসী লোক, মহাশয় নিযুক্ত করিবেন, এবং সদর মফঃস্বল আমলাগণ ও নায়েব গোমাস্তা ও মোক্তারগণের হিসাব নিকাশ রীতিমত বুঝ সমুজ করিয়া লইবেন। যে কোন গতিকে হউক আয়ের বৃদ্ধি ও খরচের সংক্ষেপ করিয়া যাহাতে ঋণ পরিশোধ

হয়, তাহা করিবেন। যদি কোন সময়ে কোন বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ কি কোন মহাজনের কর্জ্জ পরিশোধার্থে বিষয় রক্ষার নিমিত্ত বেশী টাকা কর্জ্জ করিবার আবশ্যক হয়, মহাশয় মহাজন স্থির করিলে মহাশয়ের যোগে আমি তমস্থক লিখিয়া দিব। সামান্য, অর্থাৎ এক হাজার টাকার অনধিক হইলে, আমার নাম তমস্থকে বকলম দস্তখত্ করিয়া দিয়া মহাশয় কর্জ্জ করিবেন, ও ঐ ঐ কর্জ্জ অন্যান্য দেনার সামিলে পরিশোধ করিবেন। নিয়মিত ও অনিয়মিত ও মোকদ্দমা খরচ আদি সামুদায়িক খরচ সেওয়ায়, আমাকে মাসিক ৫০০৲ পাঁচশত টাকা নিজ খরচ কারণ দিবেন, ঐ নিজ খরচের টাকা ভিন্ন অন্য কোন খরচাদি বিষয়ে কি ইষ্টেট্ সংক্রান্ত কোন বিষয় বস্তুতে ম্যানেজরির নিয়ম কালতক্ আমি হস্তক্ষেপ করিব না, এবং মহাশয়ের অসম্মতিতে কোন বিষয় বস্তু হস্তান্তর করিতে কি আবদ্ধ রাখিতে পারিবনা। মহাশয়, ম্যানেজারী বিষয়ে বেতন গ্রহণ করিবেননা, কেবল বাসাখরচ সববে মাসিক ২৫০৲ আড়াই শত টাকা, ইষ্টেটে খরচ লিখিয়া, লইবেন। মহাশয়ের ম্যানেজারী আমলের হিসাব নিকাশ মহাশয়ের স্থানে চাহিবনা, ও লইবনা। যদি মহাশয় কি মহাশয়ের উত্তরাধিকারিগণের প্রতি হিসাব নিকাশ বাবদ কোন দাবী দাওয়া আমি করি কি আমার উত্তরাধিকারিগণ করে, সে অগ্রাহ্য। অদ্যকার তারিখ হইতে দশবৎসরের মধ্যে মহাশয়কে এই ম্যানেজারী ভার হইতে আমি কি আমার ওয়ারিসান্ রহিত করিবনা ও করিবেকনা, যদি দশবৎসরের মধ্যে কোন সময়ে রহিত করিতে ইচ্ছা করি কি করে, তবে এক কালীন দশ হাজার টাকা মহাশয়কে দিয়া রহিত করিতে পারিব ও পারিবেক, ঐ কাল মধ্যে কোন সময়ে মহাশয় ম্যানেজারী ভার ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে অবশ্যই করিতে পারিবেন। প্রকাশ থাকে যে, যদি আপনার ম্যানেজারী আমলে আপনার কর্তৃক আমার বিষয় বিভবের কোনরূপ হানি কি ক্ষতি হওয়া প্রমাণ হয় তবে তৎক্ষণাৎ আপনাকে ম্যানেজারী কার্য্য হইতে চ্যুত করিতে পারা যাইবেক এবং উক্ত দশ হাজার টাকা যাহা দিবার কড়ার রহিল তাহা আপনাকে দিতে আমি কি আমার উত্তরাধিকারিগণ বাধ্য হইবনা বা হইবেক না। এই কড়ারে ম্যানেজারী কবুলতী পাইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্থিরচিত্তে ম্যানেজারনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ। ইসাদী।

এয়োজ্‌নামা অর্থাৎ বিনিময় পত্র।

কল্যাণবর শ্রীযুত বাবু রাম প্রসন্ন মল্লিক, পিতার নাম ৺কৃষ্ণহরি মল্লিক, সাং ক্ষীরোদ বাটী, পং লক্ষণগড়, থানা হিজলি, ডিঃ ঢাকা, কল্যাণবরেষু—

লিখিতং শ্রীআদ্যনাথ মজুমদার, পিতার নাম ৺অনাদিনাথ মজুমদার, সাং ক্ষীরোদ বাটী, পরগণে লক্ষণগড়, থানা হিজলি, ডিঃ ঢাকা।—বিনিময় পত্র মিদং সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—ডিঃ ঢাকা, পং লক্ষণগড়ের সামিল ও থানা হিজলির অধীন ক্ষীরোদ বাটী গ্রামের মধ্যে, আমার আম্র বাগিচার উত্তর, কেনারাম ভট্টাচার্য্যের পুষ্করিণীর পূর্ব্ব, আপনার অন্দর বাটীর দক্ষিণ, রাধানাথ সরকারের বসত্ বাটীর পশ্চিম, এই চৌহদ্দী মধ্যে আমার খরীদা নিষ্কর জমী আন্দাজী মওয়াজী /।।২ বার কাঠা যে আছে, আপনার অন্দর বাটীর স্থান সংকীর্ণতা হেতু ঐ জমী পরিবর্ত্তসূত্রে আপনি গ্রহণেচ্ছু হওয়ায়, উক্ত জমী আমি আপনাকে দিলাম, এবং আপনি তৎপরিবর্ত্তে ঐ গ্রামের সরহদ্দে, জয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়ের বৈঠকখানার পূর্ব্ব, মোহণ বক্শীর বাটীর পশ্চিম, চিরঞ্জীব রায়ের বাগান বাটীর দক্ষিণ, সরকারী রাস্তার উত্তর, এই চতুঃসীমার মধ্যে আপনার মাতামহর বসত্ ভিটার দং পতিত মহত্রাণ জমী মওয়াজী ১।০ সওয়া বিঘা, যাহা উত্তরাধিকারিতারূপে আপনি প্রাপ্ত হইয়া দখলিকার আছেন, উহা আমাকে দিলেন। অদ্যকার তারিখ হইতে প্রাগুক্ত /।।২ বার কাঠা জমীতে আমার স্বত্ব লোপ হইয়া আপনি দান বিক্রয়ের অধিকারী হইলেন, এবং নিম্নোক্ত সওয়া বিঘা জমিতে আপনার স্বত্ব লোপ হইয়া আমি স্বত্ববান হইলাম। উপরি উক্ত এয়োজী জমিতে পরস্পর উভয়ে দখলিকার হইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল করিতে থাকিব, তাহাতে আমি কি আমার উত্তরাধিকারিগণ, এই বিনিময় সম্বন্ধে কখন কোন কালে কোন আপত্তি করি কি করে, কিম্বা আপনি কি আপনার ওয়ারিশান্ করেন, তবে তাহা অগ্রাহ্য ও নামঞ্জুর। এতদর্থে পরস্পর সম্মতিক্রমে স্বীয় স্বীয় ইচ্ছাধীন, সুস্থশরীরে ও স্থির চিত্তে বিনিময় পত্র লিখিয়া দিলাম ও লইলাম। ইতি। সন তারিখ।

ইসাদী।

অনুমতি পত্র।

শ্রীমতী সৌদামিনী দাসী, স্বামির নাম শ্রীযুত প্রিয়ম্বদ সিংহ, সাং মালঞ্চ, পং মথুরাবাটী, থানা অপূর্ব্বধাম, ডিঃ নদীয়া, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীপ্রিয়ম্বদ সিংহ, পিতার নাম ৺রামেশ্বর সিংহ, জাতি কায়স্থ, সাং মালঞ্চ, পং মথুরাবাটী, থানা অপূর্ব্বধাম, ডিঃ নদীয়া।—পোষ্য পুত্রের অনুমতি পত্রমিদং সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—অদ্য সাত দিবস হইতে আমি জ্বরাতিসার পীড়ায় পীড়িত। ক্রমশঃ দিন দিন পীড়া বৃদ্ধি ভিন্ন সাম্যতার গতিক দেখিতেছি না, এবং শরীরের অবস্থার ভাবান্তর বিবেচনা করিতেছি। আমার পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত স্থাবর অস্থাবর বিষয় বিভব যে আছে, আমার অবর্ত্তমানে তত্তাবতের উত্তরাধিকারী কন্যা পুত্রাদি সন্তান সন্ততি কেহই নাই, তুমি পত্নী মাত্র আছ। সেমতে তোমাকে অনুমতি দিতেছি যে, আমার অবর্ত্তমানে, আমার জ্ঞাতিকুলের মধ্যে, অথবা অন্য কোন সদ্বংশজ একটী পোষ্যপুত্র যথাশাস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার সংস্কারাদি করাইবা। ঈশ্বর না করেন যদি ঐ পুত্রের কোন ব্যাঘাত হয়, কিম্বা ঐ পুত্র স্বধর্ম্মবর্ত্তী ও তোমার বশতাপন্ন না হয়, তবে ঐ পোষ্যপুত্র সত্ত্বে কি তদন্যথায়, এক কি ততোধিক পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবা। যাবৎ ঐ পুত্র কি পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত না হইবেক, তাবৎ তুমি অছি সুরত্ বিষয় বিভবের কর্ত্তৃত্ব করিবা, কোন বিষয় বস্তু ক্ষতি কি তছরূপ করিতে পারিবা না। আর তোমার জীবদ্দশাকালপর্য্যন্ত নিজ ব্যয় ও ধর্ম্মকর্ম্মের নিমিত্ত তুমি মাসিক ২৫০৲ আড়াই শত টাকার হিসাবে বাৎসরিক ৩০০০৲ তিন হাজার টাকা, আমার ইষ্টেট হইতে পাইবা। এই নিয়মে, স্থির চিত্তে, অনুমতিপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী।

এগ্রিমেণ্ট।

শ্রীযুত বাবু যজ্ঞেশ্বর মিত্র মহাশয়, পিতার নাম ৺জন্মেজয় মিত্র মহাশয়, সাং ৩৩ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্, চোরবাগান, সহর কলিকাতা, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীগিরিশচন্দ্র দে, সাং চন্দননগর, ডিঃ হুগলি—এগ্রিমেণ্ট পত্র

মিদং সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—সহর কলিকাতা বাহির সিমুলিয়া শঙ্কর ঘোষের গলির মধ্যে ২৭ নং মহাশয়ের দোমহলা বাটী অন্দর বাহির ১৯ কামরা মায় বাগান ও পুষ্করিণী যে আছে, ঐ বাটী মাসিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা ভাড়া ধার্য্যে অদ্যকার তারিখ হইতে তিন বৎসর মেয়াদে আমি মহাশয়ের স্থানে ভাড়া লইলাম। ঐ মেয়াদ মধ্যে উক্ত বাটী ত্যাগ করিব না, যদি করি ঐ মেয়াদের যত দিন বাকী থাকিতে ত্যাগ করিব, তাহার ভাড়ার দায়ী হইব। মাসিক ভাড়ার টাকা যখন যাহা দিব তাহার চেক দাখিলা লইব, বিনা দাখিলা কোন টাকা আদায়ের ওজর করিব না। ঐ মেয়াদ মধ্যে বাটী বাগান মেরামত্ পক্ষে যে খরচ হইবেক তাহা আপনি করিবেন, যদি না করেন এবং আমার বসবাসের বিঘ্ন ও ব্যাঘাত হয়, তবে আমি নিজ খরচে রীতিমত মেরামত্ করিয়া লইব এবং ঐ টাকা ভাড়ার টাকা হইতে বাদ যাইবেক, তাহাতে আপনি কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না। এতদর্থে বাটী ভাড়া লইয়া, স্বেচ্ছানুসারে ও স্থিরচিত্তে এগ্রিমেণ্ট লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী।

চুক্তিনামা।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু পূর্ণেন্দুপ্রকাশ বসু মহাশয়, পিতার নাম ৺শরদিন্দু বসু মহাশয়, সাং নন্দগ্রাম, পং বুজরুক আহম্মদপুর, থানা পলাশী, ডিঃ নোয়াখালি, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীকানাই মিস্ত্রি, সাং বলাইপুর, পং নিতাইনগর, থানা জিরেট্, ডিঃ নোয়াখালি—ইমারত্ গাঁথুনীর চুক্তি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—নন্দগ্রাম মোকামে মহাশয় যে বৈঠকখানা বাটী প্রস্তুত করিতেছেন, ঐ ইমারতের গাঁথুনী নীচে তালার বুনিয়াদ হইতে কাঠ থামল পর্য্যন্ত উর্দ্ধে ৯ হাত, ভিতের প্রস্থ ১॥০ দেড় হাত্। ঐ পাকা গাঁথুনী ফি হাত ৸৶০ চৌদ্দ আনা হিসাবে, এবং উপর তালা উর্দ্ধে ৮ হাত প্রস্থে ১।০ সওয়া হাত ভিত, গাঁথুনীর দাম ফি হাত ৸০ বার আনা হিসাবে, আমি চুক্তি করিয়া লইলাম, ঐ ধার্য্য চুক্তিমত মজুরী পাইব। তদ্ভিন্ন নীচে তালা ও উপর তালার কড়ি কাঠ বাঁধা ও বরগা

ছাওয়া মায় কলম্ দেওয়া আমার ঐ ফুরাণচুক্তির ভিতরে রহিল, তাহার আলাহিদা মজুরী চাহিব না, এবং ঐ ফুরাণের অধিক দাবী করিব না। মহাশয় কেবল নীচে ও উপর তালার ছাত্ ও মেজের খোয়া দেওয়াইয়া ছাত্ মেজে তৈয়ারী পক্ষে যে মজুরী লাগিবেক তাহা দিবেন, ছাত্ মেজে তৈয়ারির সহিত ফুরাণের কোন সংশ্রব নাই। চালা সুরখী ও চুনের সমান ভাগ মিশ্রিত মশলায় গাঁথুনী গাঁথিবার কালীন জল দিয়া উত্তম সিধা ও মজবুতরূপে গাঁথুনী করিব, যদি গাঁথুনী খামী কি টেড়া কি গরপছন্দ হয়, তবে মহাশয়ের আদেশ-মতে সেই স্থান ভাঙ্গিয়া পুনরায় ভাল করিয়া গাঁথিয়া দিব, তাহাতে কোন ওজর করিব না। এই চুক্তি সম্বন্ধীয় কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, মহাশয়ের যে ক্ষতি হইবেক ঐ ক্ষতিপূরণ ও চুক্তিভঙ্গ জন্য আমার নামে নালিশ করিয়া ঐ ক্ষতি আদায় করিয়া লইবেন। এই নিয়মে ফুরাণ করিয়া লইয়া স্থিরচিত্তে চুক্তিনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন। তারিখ।

ইসাদী।

অর্পণনামা।

লিখিতং শ্রীসুজনকুমার রায়, পিতার নাম ৺কীর্ত্তিনারায়ণ রায়,জাতি বৈদ্য, সাং ভোগবাটী, পরগনে চিত্তানন্দপুর, থানা রাণীক্ষেত, ডিঃ হুগলি—অর্পণপত্র-মিদং সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—জেলা নদীয়ার মোতালক্ পরগনে ভরতভুমের অন্তঃপাতি ও থানা রাণাঘাটের অধীন মৌজে গন্ধর্ব্বনগর মায় পটী শুক্তিডাঙ্গা ও কিশমত্ শ্রীমানবাটী একলক্ত তিন মৌজা, আমার খরীদা কালেক্টরী জমীদারী, যাহার হস্তবুদ সালিয়ানা মং ২১৭৲৴০ টাকার মধ্যে, কালেক্টরী সদর মালগুজারী মং ৫৬২।০ টাকা উক্ত জেলার কালেক্টরী সেরেস্তায় ৫৩ নম্বরে আমার নামে যে তাহুত্ লেখা যায়, ঐ গন্ধর্ব্বনগর মায় পটী শুক্তিডাঙ্গা ও কিশমত্ শ্রীমানবাটীর রাই-য়তী, খামার ও মাল সায়ের ও জলকর, ফলকর আদি আদ্যোপান্ত চতুঃসীমা-চ্ছন্ন যাবতীয় দরোবস্ত হকুক, আমি পুণ্যার্থে স্বীয় ইচ্ছাধীন আমার পৈতৃক দেবতা শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুর জীউকে অর্পণ করিলাম। অদ্যকার তারিখ হইতে উক্ত মহলে আমার কি আমার উত্তরাধিকারিগণের কোন

স্বত্ব সংশ্রব রহিল না, শ্রীশ্রী৺জীউর স্বত্ব বর্ত্তিল। উক্ত মহলে আমার নাম খারিজ হইয়া ৺জীউর নাম দাখিল হওয়া বিষয়ে কালেক্টরিতে দরখাস্ত দাখিল করিব। ৺জীউর সেবা কার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত ভোগবাটী গ্রামবাসী আমার পুরোহিত শ্রীযুত সুশীলকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সেবায়েত্ নিযুক্ত করিলাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয়, উক্ত মহলের উশুল তহসীল ও সদর মাল-গুজারী আদায়ের কার্য্য লোকনিয়োগের দ্বারা সমাধা করিয়া মুনাফার টাকা হইতে ৺জীউর নিত্য ও নৈমিত্তিক ও যাত্রা মহোৎসবাদির খরচ আমার কৃত বরাওর্দ্দ অনুসারে ব্যয় করিবেন, তদ্বিষয়ে আমার উত্তরাধিকারী প্রভৃতি কেহ কখন হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। তবে যদি ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক ৺সেবার বিষয় বস্তু ক্ষতি খেয়ানত্ হয়, কি সেবার ব্যাঘাৎ কি লাঘব হয়, তবে আমার জীবিতকালে আমি, ও তৎপরে আমার উত্তরাধিকারিগণ, কি বংশের মধ্যে কেহ, দেবত্রবিষয় রক্ষণ সম্বন্ধে যে সকল আইন বর্ত্তমানে জারী আছে ও ভবিষ্যতে হইবেক, তাহার বিধানক্রমে ঐ তছরূপ ও খেয়ানত্ বিষয়ে অত্র জেলার জজ সাহেবের হুজুরে দরখাস্ত করিয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরিবর্ত্তে পুরোহিত বংশ মধ্যে যে ব্যক্তি অধ্যয়নশীল ও ধার্ম্মিক ও জ্ঞানবান হইবেন, তাঁহার প্রতি সেবায়েতী ভারার্পণের প্রার্থনা করিব ও করিবেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক সুন্দররূপে সেবা নির্ব্বাহ হইতে থাকিলে, তাঁহার জীবনাবধি তাঁহার দ্বারায় সেবাকার্য্য হইবেক, তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার উত্তরাধিকারী মধ্যে যদি কেহ পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক থাকেন, তিনি, নচেৎ তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ মধ্যে তদ্রূপের কেহ নিযুক্ত হইবেন। এই নিয়মে উক্ত বিষয় দেবতাকে অর্পণ করিয়া সুস্থশরীরে, স্থিরচিত্তে, অর্পণ পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন সদর। তারিখ।

ইসাদী।

প্রকারান্তর।

পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবী, স্বামীর নাম ৺পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জাতি ব্রাহ্মণ, হাল সাকিম দুর্গাপুর, পং শ্রীনগর, সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন দৌলতপুর, ডিষ্ট্রীক্ট ফরিদপুর, কল্যাণবরেষু।—

লিখিতং শ্রীঅন্নদা প্রসাদ খাসনবীশ, পিতার নাম ৺রাধিকা প্রসাদ খাসনবীশ, জাতি ব্রাহ্মণ, পেশা চাকুরী আদি, সাং দুর্গাপুর, পং শ্রীনগর, সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন দৌলতপুর, জেলা ফরিদপুর—কস্য যাবজ্জীবন ভোগ করণার্থ অর্পণ পত্রমিদং সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—আমার একটী পুত্র ও চারিটী কন্যা, তন্মধ্যে তিনটী কন্যা পতিপুত্রবতী, তাহাদিগের ঈশ্বরেচ্ছায় কোন কষ্ট নাই। তুমি আমার তৃতীয়া কন্যা, পতিপুত্র বিহীনা, আমার ও আমার পুত্রের সংসার ভুক্ত হইয়া আছ, কি জানি ভবিষ্যতে আমার পুত্রের সহিত যদি বনি বনাও না হয় সে জন্য এই বিধান অবধারণ করিতেছি যে, ডিষ্ট্রীক্ট ফরিদপুর, সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন দৌলতপুর, পরগনে শ্রীনগরের অন্তঃপাতি দুর্গাপুর গ্রামে, নিম্নের চৌহদ্দীস্থিত আমার বসত্‌বাটী যে আছে, ঐ বাটীর উত্তরদিকস্থিত আমার কৃত দক্ষিণদ্বারী দুইটী পাকা কুঠারীর মধ্যে পূর্ব্বাংশের পাকা কামরাটী যাহার মূল্য অনধিক ১০০৲ একশত টাকা হইবে, তোমার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত ভোগ করণার্থ তোমাকে অর্পণ করিলাম। অদ্যকার তারিখ হইতে তুমি যাবজ্জীবন উক্ত কুঠারী ভোগ দখল করিবা। তোমার লোকান্তরপ্রাপ্তির পর, ঐ কামরা আমার পুত্র বা পৌত্রাদির হইবেক। তোমার জীবিত কালের মধ্যে তুমি উক্ত কামরা কাহাকেও দান বিক্রয়ের দ্বারা কি অন্য প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিবেনা, জীবদ্দশা পর্য্যন্ত উহা ভোগ দখল করিবা, তাহাতে আমি কি আমার উত্তরাধিকারিগণ কখন কেহ কোন আপত্তি করি কি করে সে অগ্রাহ্য। এতদর্থে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক সুস্থ শরীরে, ও স্থিরচিত্তে যাবজ্জীবন ভোগ করণার্থে অর্পণ পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন সদর। তারিখ ২৫এ বৈশাখ।

তপশীল্ বাটীর চৌহদ্দী।—

ইসাদী।

নিরূপণ পত্র।

পরম পূজনীয় শ্রীযুত জগৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পিতার নাম ৺হরিশ্চন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্য, তথা শ্রীযুত তারা চরণ ভট্টাচার্য্য, পিতার নাম ৺বপুদেব ভট্টাচার্য্য,

সাকিম কৃষ্ণপুর, পরগনে কৃষ্ণগঞ্জ, সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন রামপুর, ডিষ্ট্রীক্ট হাবড়া, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীরাধিকা প্রসাদ গুপ্ত, পিতার নাম ৺হরপ্রসাদ গুপ্ত, জাতি বৈদ্য, সাং কৃষ্ণপুর, পরগনে কৃষ্ণগঞ্জ, ইষ্টেসন রামপুর, জেলা হাবড়া,—কস্য জমাই জমী ও তদুপস্বত্ব সংক্রান্ত নিরূপণ পত্রমিদং সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে—জেলা হাবড়া, সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন রামপুর, পরগনে কৃষ্ণগঞ্জের সামিল মৌজে কৃষ্ণপুর গ্রামের মধ্যে বিমর্জ্জিম নীচের তপশীল ১ হইতে ৬নং পর্য্যন্ত চৌহদ্দীভুক্ত দশকিতার কাত্ মওয়াজী ১৬/০ ষোল বিঘা জমী, যাহার খাজানা সালিয়ানা ১৬৲ ষোল টাকা ও পথকর ও পবলিককর ৷৷০ আট আনা একুন মং ১৬৷৷০ ষোল টাকা আট আনা উক্ত গ্রামের জমীদার শ্রীশ্রী৺ রাধাকৃষ্ণ ঠাকুর জিউর সরকারে ধার্য্য আছে, ঐ জমী আমি মোকররী জমা লইয়া খেরাজ আদায়ে উপস্বত্ব ভোগী থাকিয়া ১, ২ ও ৩ নং চৌহদ্দীভুক্ত চারিকিতার কাত্ ৪/০ চারি বিঘা জমী সালিয়ানা খাজানা মং ১১৲ এগার টাকা ও পথকর, পবলিককর ।/১০ একুন ১১।/১০ এগার টাকা সাড়ে পাঁচ আনা জমায় ঐ গ্রামের ৺হরিহর দাসের পুত্র দুর্গাচরণ দাসকে এবং ৫নং চৌহদ্দীভুক্ত দুই কিতার কাত্ ২/০ দুই বিঘা জমী সালিয়ানা খাজানা মং ৫৲ পাঁচ টাকা ও পথকর পবলিককর ৵১০ একুন পাঁচ টাকা আড়াই আনা জমায় ঐ গ্রামের ৺ সুখময় চন্দের পুত্র পরমেশ্বর চন্দকে কোরফা বিলি করিয়া ঐ দুই দফা জমীর খাজানা ষোল টাকা আট আনা জমীদারের প্রাপ্য আমার স্থানে পথকর ও পবলিককর সমেত সালিয়ানা খাজানায় সন সন বরাত্ রাখিয়াছি। ঐ দুই কোরফা প্রজা জমীদারের সরকারে আমার দেয় বার্ষিক ১৬৲ ষোল টাকা খাজানা তদ্ভিন্ন পথকর ও পবলিককর ৷৷০ আট আনা সন সন আদায় দিয়া আমার নামের দাখিলা লইয়া ঐ দাখিলা আমাকে দিবেক ও আমার স্থানে উক্ত টাকার দাখিলা পাইবেক। উক্ত জমার সামিল ৪ ও ৬ নং চৌহদ্দীভুক্ত ৪ কিতার কাত্ মওয়াজী ১০/০ দশ বিঘা জমী, সালিয়ানা মং ২০৲ কুড়ি টাকা জমায় ঐ গ্রামের ৺ চণ্ডীচরণ সামন্তের পুত্র গোপাল চন্দ্র সামন্তকে কোরফা বিলি করিয়া ঐ কুড়ি টাকা ও তাহার পথকর ও পবলিককর ৷৷৵০ দশ আনা মোট

২০॥৵০ কুড়ি টাকা দশ আনা যাহা আমার মুনাফার জেরে আছে, আমি পুণ্য কর্ম্মে ও কীর্ত্তিকার্য্যে অর্পণ করিয়া আমার জীবিত কাল পর্য্যন্ত প্রতি সন প্রতি মাসের শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথিতে উপবাসাসমর্থের অনুকল্প একজন ব্রাহ্মণ ভোজনের খরচ জন্য ॥০ আট আনা করিয়া মাসিক এক টাকা হিসাবে বাৎসরিক ১২৲ বার টাকা, এবং জন্মাষ্টমী, শিবচতুর্দ্দশী, মহা অষ্টমী ও শ্রীরাম নবমির উপবাসের দং ব্রাহ্মণ ভোজনের খরচ ॥০ আনা হিসাবে ২৲ দুই টাকা এবং বৈশাখী, আষাঢ়ী, কার্ত্তিকী ও মাঘী পূর্ণিমায় ব্রাহ্মণ ভোজন জন্য ॥০ আট আনার হিসাবে ২৲ দুই টাকা, তদ্ভিন্ন কার্ত্তিক মাসের দীপদানের তৈল ও ঘৃতের খরচ ৪॥৵০ চারি টাকা দশ আনা বরাত্ রাখিলাম। আমার অবর্ত্তমানে উক্ত একাদশী তিথিতে ব্রাহ্মণ ভোজনের পরিবর্ত্তে আমার মৃত্যু তিথির দিনে, অর্থাৎ যে তিথিতে মৃত্যু হইবেক সেই তিথিতে, ব্রাহ্মণ ভোজন জন্য প্রতি সনের প্রতি মাসে শুক্ল কৃষ্ণ দুই পক্ষের তিথিতে ॥০ আট আনা করিয়া মাসিক এক টাকা হিসাবে বাৎসরিক ১২৲ বার টাকা এবং আমার মৃতাহে অর্থাৎ বৎসরের যে মাসে যে তিথিতে আমার শ্রাদ্ধ হয় সেই দিনের ব্রাহ্মণ ভোজনের খরচ ও নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের ধুতি চাদরের মূল্য ১॥০ দেড় টাকা ও পৌষ মাসের শুক্ল প্রতিপদে আমার পত্নীর মৃতাহে সধবা কিম্বা ব্রাহ্মণ ভোজনের খরচ ॥০ আট আনা ও সাটী কি ধুতি বস্ত্রের মূল ৷৹০ বার আনা মোট ১।০ এক টাকা চারি আনা, এবং শ্রাবণ মাসের শুক্ল নবমী তিথিতে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার মৃতাহে ঐরূপ সধবা কি ব্রাহ্মণ ভোজনের খরচ ॥০ আনা ও সাটী বা ধুতি বস্ত্রের মূল্য ৷৹০ বার আনা মোট ১।০ এক টাকা চারি আনা, তদ্ভিন্ন জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী অর্থাৎ যাহাকে ত্রিলোচনাষ্টমী কহে সেই তিথিতে এবং ভাদ্র মাসের অঘোরাক্ষ চতুর্দ্দশী তিথিতে আমার শিবলোক প্রাপ্তি কামনায় মৃণ্ময় উমা মহেশ্বরের প্রতিমা গঠনে, উত্তম ২ ফল ও মিষ্ট দ্রব্য সহযোগে, জ্ঞানবান লোকের দ্বারা উক্ত প্রতিমাদ্বয়ের বিধিবৈধ মতে পূজার খরচ ৪॥৵০ চারি টাকা দশ আনা সর্ব্বএকুন ২০॥৵০ কুড়িটাকা দশ আনা বরাত্ সুরত্ খরচের বন্ধান করিয়া আমার অবর্ত্তমানে ঐ কার্য্য চিরকাল সুনির্ব্বাহ হওয়া জন্য উক্ত জমাই জমির উপস্বত্বের মূল্য মং ২৫০৲ দুই শত পঞ্চাশ টাকা পরিমাণে এই নিরূপণ পত্র লিখিয়া দিতেছি যে, আপনারা ও

আপনাদিগের উত্তরাধিকারিগণ বংশাবলীক্রমে অর্থাৎ যাঁহারা আমার বংশাবলির পৌরহিত্য কার্য্য করিবেন তাঁহারা চিরদিন ঐ জমাই জমির দং জমীদারের খাজানা বরাত্ সুরত্ আদায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং ১,২,৩ ও ৫ নং জমির কোরফা প্রজাগণের স্থানে জমীদারের দত্ত আমার নামীয় খাজানার টাকার দাখিলা লইবেন এবং তদ্দৃষ্টে তাহাদিগকে আমার স্বরূপে ঐ টাকার দাখিলা দিবেন। যদি কোন প্রজার নিকট সহজে খাজানার টাকা আদায় না করিতে পারেন তবে এই নিরূপণ পত্রের বলে তাহার নামে নালিশ করিয়া টাকা আদায় করিয়া লইবেন। কোন কোরফা প্রজা কোন জমা ত্যাগ করিলে তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন পুত্র পৌত্রবান ও ব্যবসাদার ব্যক্তি যে জন জমির পাট ভালরূপে করিবে বুঝিবেন এমত ব্যক্তিকে উক্ত জমা বিলি করিবেন। ঐ কোরফা পাট্টায় আমার স্থলাভিষিক্ত স্বরূপে আপনাদিগের অথবা আপনাদিগের অবর্ত্তমানে আপনাদিগের উত্তরাধিকারিগণ মধ্যে প্রধানের দস্তখৎ হইবেক। ঐ জমার মুনাফার দং টাকা উপরের লিখিত নিয়মে ব্যয়িত হইবেক, কোন ক্রমে ঐ ব্যয়ের অন্যথা কি বিশৃঙ্খলা হইতে না পায় এবং অন্য কোন খরচে খরচ না হয়, যদি উক্ত টাকা অন্য খরচে খরচ হওয়া প্রকাশ পায় ও প্রমাণ হয়, তবে আমার উত্তরাধিকারিগণ মধ্যে যে কেহ বর্ত্তমান থাকিবেন তাঁহার প্রতি এমত ক্ষমতা রহিল যে আপনাদিগের বা আপনাদিগের উত্তরাধিকারিগণের নামে খেয়ানতের দাবিতে নালিশমতে আদালতের সাহায্যে, উপরিউক্ত ভারার্পিত কার্য্য হইতে আপনাদিগকে বা আপনাদিগের উত্তরাধিকারিগণকে অপসারিত করিয়া আমার স্বগ্রামবাসী অপর কোন ন্যায়পরায়ণ ও ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের হস্তে উক্ত কার্য্য ভার অর্পণ করিবেন। অপর উল্লিখিত জমির জমা নূতন বন্দোবস্তে বৃদ্ধি হইলে ঐ বৃদ্ধি মুনাফা ব্রাহ্মণভোজনে বৃদ্ধি করিয়া দিবেন, ন্যূন হইলে ঐ ন্যূন পরিমাণ টাকা বস্ত্রের মূল্য হইতে কমাইয়া দিবেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণভোজন চিরদিন আমার বাটীতে হইবেক ভিন্ন স্থানান্তরে হইবেক না। আমার বাটির শ্রীশ্রী৺ লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ঠাকুরের পূজা কার্য্যে যখন যিনি ব্রতী থাকিবেন তাঁহার প্রতি ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ ও আহার্য্য দ্রব্যাদি আহরণের ভার রাখিবেন। ঐ জমার জমী বা তদুপস্বত্ব আমার উত্তরাধিকারী বা অপর কেহ হস্তক্ষেপ কি দানবিক্রয় করিতে অথবা

ঐ উপস্বত্ব অন্য ব্যয়ে ব্যয় করিতে পারিবেন না। যদি করেন তাহা অগ্রাহ্য হইবেক এবং আপনারা বা আপনাদিগের উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তগণ তাহা নিবারণ করিতে আদালত পর্য্যন্ত সমর্থ হইবেন। এতদর্থে সুস্থ শরীরে ও স্থির চিত্তে এই নিরূপণ পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন সদর। তারিখ ২রা বৈশাখ—

তপশীল জমীর নম্বর ও চৌহদ্দী।

ইসাদী।

পোষক পত্র।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু পুরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, পিতার নাম ৺ প্রভবেশ্বর বসু, জাতি কায়স্থ, সাং ব্রহ্মপুর, পং বিষ্ণুবাটী, সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন সাঁতোর ডিঃ দিনাজপুর, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীযদুপতি সিংহ, পিতার নাম ৺ পার্ব্বতীপতি সিংহ; ও শ্রীমধুমতী দাসী, স্বামির নাম শ্রীযুত যদুপতি সিংহ, সাকিম মনোনীতপুর, পং বাজীতনগর, সবরেজেষ্টরী ইষ্টেসন হাবুল, ডিঃ হুগলি—পোষক প্রতিজ্ঞা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—জেলা বর্দ্ধমান, সবডিভিজন কালনার মোতালক্ পরগনে আমীরগড়ের সামিল ও থানা শ্রীবাটীর অধীন মৌজে শ্রীধরনগর, আমি যদুপতি সিংহ আমার স্বোপার্জ্জিত ধনে, ও আমি মধুমতী দাসী আমার স্ত্রীধনে খরীদা পত্তনী তালুক, যাহার মালগুজারী সালিয়ানা মং ৯৬৩৵০ নয় শত তেষট্টি টাকা দুই আনা, বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সরকারে ধার্য্য আছে, ঐ তালুক আমরা সন হালের গত ২৩ জ্যৈষ্ঠ তারিখে মং ৫৫০১৲ পাঁচ হাজার পাঁচশত এক টাকা পণে মহাশয়ের নিকট বিক্রয় করিয়া, রীতিমত বিক্রয় কোবালা লিখিত পঠিত করিয়া দিয়াছি। উক্ত মহল পুনঃ পুনঃ হাত্‌ফিরি ক্রমে খরীদ বিক্রয় হওয়ায়, আপনি সন্দেহ করাতে আমরা উভয়ে এই পোষক প্রতিজ্ঞা পত্র লিখিয়া দিতেছি যে, যদি আমাদিগের বায়া অর্থাৎ বিক্রয়কারী, কি আমাদিগের বায়ার বায়া, কি তাহাদিগের উত্তরাধিকারিগণ, কি অন্য জনের আপত্তিক্রমে উত্তরকাল আমাদিগের খরীদের প্রতি কোন আপত্তি ঘটনায় মহাশয়ের খরীদের ব্যাঘাত বর্ত্তে, তবে

উপরি উক্ত পণবাহার সমগ্র টাকা আমরা উভয়ে নিজ আদায়ে আদায় দিব, না দিলে মহাশয় আদালতে নালিশ করিয়া আমাদিগের কি আমাদিগের উত্তরাধিকারিগণের স্বনাম বেনাম স্থাবর অস্থাবর জায়দাদ্ ও জাত হইতে আদায় করিয়া লইবেন, তাহাতে আমরা কি আমাদিগের উত্তরাধিকারিগণ কোন ওজর আপত্তি করি কি করে সে অগ্রাহ্য। এতদর্থে পোষক প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩১৩ তেরশত তের সাল। তারিখ ২৫এ ভাদ্র।

ইসাদী।

বাটী বিক্রয়ের বায়না পত্র।

মহামহিম শ্রীযুত বাবু ধনপতি সিংহ মহাশয়, পিতার নাম ৺ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, জাতি কায়স্থ, পেশা চাকুরী আদি, সাং রোহিনীনগর, থানা বিরাজপুর, হাল সাং ১৯ নং অখিলচন্দ্র মিস্ত্রির গলি, চাঁপাতলা, কলিকাতা, বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, পিতার নাম ৺ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, জাতি ব্রাহ্মণ, পেশা চাকুরী, উভয় সাকিম শোভাগঞ্জ, থানা কেলীগঞ্জ, জেলা হুগলি, হাল সাং ৮ নং হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি, বৌবাজার, সহর কলিকাতা—কস্য দোতালা পাকা বাটী ও তত্তলস্থ ও তৎসংলগ্ন জমী বিক্রয়ের বায়নাপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—সহর কলিকাতা, বৌবাজার, শ্রীনাথ দাসের গলির মধ্যে নিম্নলিখিত তপশীল চৌহদ্দীস্থিত আমাদিগের যে খরীদা জমী ও তদুপরিস্থিত পাকা দোতালা বাটী আছে, যাহার মিউনিসিপেল নম্বর ২২।৩ ও যাহা কলিকাতার কালেক্টরীতে সালিয়ানা ১।৶৫ এক টাকা সাত আনা পাঁচ পাই জমা ধার্য্যে ৯৩ নং হোল্ডিং ভুক্ত সম্পত্তি বলিয়া বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য দিগের নামে লেখা যায়, ও যাহার বুক নং ২৭ দক্ষিণ ডিভিজন, ও ওয়ার্ডস্ নং ১৩, ওয়েষ্টারন্ নং ৪৭, বলিয়া উক্ত কালেক্টরীতে ও কলিকাতার মিউনিসিপেলিটীতে উল্লেখ আছে, এই সম্পত্তি যাহার অনুমান জমী ন্যূনাধিক দুই কাঠা তিন ছটাক দুই স্কোয়ার ফিট এগার স্কোয়ার ইঞ্চি ও তদুপরিস্থিত দক্ষিণদ্বারী দোতালা পাকা বাটী নীচে উপর সমাজ

১২ কামরা, আমরা উভয়ে পূর্ণস্বত্বে ও অন্যের বিনা সংশ্রবে স্বত্বাধিকারী থাকিয়া ভোগ দখল করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে উক্ত সম্পত্তি আমরা বিক্রয় করিবার অভিলাষ করায় আপনি তাহা খরীদ করিতে ইচ্ছুক হওয়াতে মং ৪৩০০৲ চারি হাজার তিন শত টাকা উক্ত সম্পত্তির মূল্য ধার্য্য করিয়া ঐ ধার্য্য পণের মধ্যে অদ্য তারিখে বায়নার স্বরূপ ১০১৲ একশত এক টাকা আপনার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া আমরা আপনাকে অত্র বায়নাপত্র লিখিয়া দিতেছি ও অঙ্গীকার করিতেছি যে :—

১। অদ্য হইতে ৭ সাত দিনের মধ্যে উক্ত সম্পত্তির যে কোন দলীল পত্র আছে তাহার অবিকল নকল বা ট্রু কপি আপনার সমক্ষে মূল দলিলের সহিত মিলাইয়া "ট্রু কপি" বলিয়া সহী করিয়া দিয়া উক্ত নকল দলীলাদি আমরা দলীল পরীক্ষার জন্য আপনাকে বা আপনার নিযুক্ত এটর্ণি বা উকীলকে উপযুক্ত রসীদ পাইয়া ছাড়িয়া দিব। পরে ঐ সমস্ত নকল দলীল মনোনীত হইলে তাহার মূল দলীল, কোবালা রেজেষ্টরী কালে কোবালার সহিত আমরা আপনাকে দিব। উক্ত নকল দলীলাদি দাখিল করার তারিখ হইতে আপনি ১৫ দিবসের মধ্যে দলীল পরীক্ষা ও মনোনীত এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য্য সমাধা করিয়া লইবেন, তৎপরে ৮ দিনের মধ্যে বিক্রয়-কোবালার মুসাবিদা মনোনীতমতে ষ্ট্যাম্পে লিখাইয়া স্বাক্ষর ও রেজেষ্টরী করাইয়া লইবেন এবং আমাদিগকে বায়না ১০১৲ একশত এক টাকা বাদে পণের বক্রী টাকা রেজেষ্টরী আফীসে রেজিষ্ট্রার মহাশয়ের সম্মুখে দিয়া বিক্রয় কার্য্য সমাধা করাইয়া লইবেন। সর্ব্ব সমেত অদ্য তারিখ হইতে অত্র বায়না পত্রের ৩০ ত্রিশ দিবস মেয়াদ ধার্য্য রহিল। যদ্যপি কোন কারণে দলীল পরীক্ষা ও মনোনীত করা এবং অত্র সম্পত্তি খরীদ সংক্রান্ত অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য্য উক্ত ত্রিশ দিনের মধ্যে শেষ হইয়া না উঠে, তবে উক্ত মেয়াদ গতে আরও ১৫ পনের দিনের মধ্যে আমরা উভয়ে কোবালা স্বাক্ষর ও রেজেষ্টরী করিয়া দিতে বাধ্য থাকিব।

২। যদ্যপি দলীল অসম্পূর্ণ ও দোষসংযুক্ত বলিয়া সাব্যস্ত হয় এবং তাহার সন্তোষজনক কারণ দর্শাইতে পারেন তবে উকীল কর্তৃক দলীল পরীক্ষা ও মনোনীত করার খরচ বাবদে ১৬৲ ষোল টাকা আমরা আপনাকে

দিতে বাধ্য থাকিব এবং উক্ত বায়নার টাকা আমরা আপনাকে বেওজর ফেরৎ দিব এবং অত্র বায়নাপত্র ক্যানসেল হইবে।

৩। উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কীয় দলীল সম্পূর্ণ ও নির্দ্দোষ সত্বেও যদ্যপি আপনি বৃথা আপত্তিতে উক্ত সম্পত্তি খরীদ করিতে অনিচ্ছুক হয়েন, তবে আদালতের সাহায্যে, আমরা আপনাকে চুক্তিসম্পন্ন করিবার জন্য বাধ্য করিতে পারিব এবং বায়নার টাকা ফেরত দিতে বাধ্য থাকিব না, এবং আমরাও যদি বিক্রয় কার্য্য সমাধা করিয়া দিতে কোন প্রকার ত্রুটী করি তবে আপনিও উক্ত প্রকারে চুক্তি পূর্ণ করাইয়া লইতে পারিবেন।

৪। পণের টাকা দেওয়ার তারিখ হইতে আমরা আপনাকে উক্ত সম্পত্তিতে দখল দেওয়াইব ও কোবালা সম্পাদন কালে উক্ত সম্পত্তির যে কোন মূল দলীল আমাদিগের নিকট আছে তাহা আমরা আপনাকে দিব।

৫। উক্ত সম্পত্তি আমরা কাহারও নিকট দান বিক্রয় বা কোন প্রকারে দায়সংযুক্ত বা বিক্রয় করিবার বায়না করি নাই, যদি এরূপ কোন কার্য্য করিয়া থাকি প্রকাশ পায়, তবে এটর্ণি বা উকীল কর্ত্তৃক দলীল পরীক্ষা করিয়া লইবার জন্য যে কোন ব্যয় হইবে তাহা আমরা আপনাকে দিব। আর যদ্যপি এই বায়নাপত্রের মেয়াদ মধ্যে আমরা এই সম্পত্তি অন্য লোকের সহিত বিক্রয় করিবার বায়না করি তবে তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে।

৬। উক্ত সম্পত্তি খরীদ করিবার যে কোন খরচা লাগিবেক অর্থাৎ ষ্ট্যাম্পের দাম ও রেজেষ্টরী ও সার্চিং ফি ও উকীলের মেহনতানা আপনাকে দিতে হইবে, আমাদিগের সহিত কোন সংশ্রব থাকিবে না।

৭। অত্র বায়না পত্রের সমস্ত সর্ত্তে আমরা যেরূপ বাধ্য থাকিলাম, আমাদিগের ওয়ারিসান্ ও স্থলাভিষিক্তগণও তদ্রূপ বাধ্য থাকিবেক, ও আপনি যেরূপ বাধ্য থাকিলেন, আপনার ওয়ারিস্ ও স্থলাভিষিক্তগণও তদ্রূপ বাধ্য থাকিবেক।——

এতদর্থে সুস্থ শরীরে স্বেচ্ছাধীন নিম্নলিখিত সাক্ষীগণের সম্মুখে বায়না বাবুদ উপরিউক্ত ১০১৲ একশত এক টাকা নীচের তপশীলের লিখিত নোট ও নগদে বুঝিয়া পাইয়া অত্র বায়নাপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি তারিখ ৮ই আষাঢ়। সন ১৩১৪ তেরশত চৌদ্দ সাল। ইংরাজী ২১এ জুন, ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ।

তপশীল চৌহদ্দী——

দক্ষিণ সীমানা, শ্রীগোবর্দ্ধন দাসের ২১ নং ভাড়াটীয়া বাটী; উত্তর সীমানা, শ্রীযদুনাথ মিত্রের ভাড়াটীয়া জমী ও বাটী; পূর্ব্ব সীমানা, ৺ মদন মোহন মিত্রের ঠাকুর বাটী ও অতিথিশালা; পশ্চিম সীমানা, শ্রীনটবর মল্লিকের দাতব্য চিকিৎসালয়।

• তপশীল নোট ও টাকা——

৯ কেতা গভর্ণমেণ্ট
করেন্সী নোট, ১০৲ দশ টাকা হিসাবে———৯০৲
নগদ———————————১১৲

১০১৲ মং একশত এক টাকা।

লেখক শ্রী—— ইসাদী ——

সাঃ নং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পত্তনী মহলের বাকী খাজানা সংক্রান্ত নোটিস্ ইস্তাহার।

ইস্তাহারনামা জমীদারী কাছারী মোকাম লালবাঘ, থানা ইছাপুর, জেলা পাবনা, সন ১৩১৩ তেরশত তের সাল। তাং ৯ই বৈশাখ।

বনাম।

জেলা পাবনা, পরগনে গোবিন্দবাটীর অন্তর্গত তরফ্ অমৃতধামের পত্তনীদার
শ্রীযুত কান্তিচন্দ্র গুহ।
সাং লাবণ্যপুর।
মোকাম কাছারী অমৃতধাম, থানা রামনগর।

যেহেতু আপনার নামে পত্তনী মহল অমৃতধামের গত ১৩১২ সালের খাজানার বাকী বাবুদ সন ১৮১৯ সালের আট আইন অনুসারে মং ৫৮৬৷৷/০ টাকার দাবিতে জেলা পাবনার কালেক্টরী কাছারীতে নালিশ উপস্থিত করায়, বর্ত্তমান সনের ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে উক্ত মহল অমৃতধাম নীলাম বিক্রয়ের দিন ধার্য্য হইয়াছে। এজন্য এই নোটিস্ ইস্তাহার দ্বারা আপনাকে জানান যাইতেছে যে, উক্ত ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখের পূর্ব্বে আমার জমীদারী

সেরেস্তার সদর কাছারী লালবাঘ মোকামে দাবীকৃত টাকা, মুলতুবী কালের সুদ সহ, খরচা সমেত দাখিল করিবেন, নচেৎ উক্ত ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে, উল্লিখিত বাকীপড়া পত্তনী মহল অমৃতধাম, পাবনার কালেক্টরী কাছারিতে বেলা ১২ ঘটিকা সময়ে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবে, তাহাতে আপনার কোন ওজর আপত্তি শুনা যাইবে না। ইতি। *

প্রজার প্রতি নোটিস্। †

নোটিস বনাম শ্রীরামহরি হাজরা, পিতা মৃত দিগম্বর হাজরা, সাং রাধানগর, থানা নাটাগড়ি, পং রাণীবাটী, জেলা চব্বিশ পরগনা।——

আমার কালেক্টরী মহল উক্ত রাধানগর গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় নীচের তপশীল চৌহদ্দী লিখিত ।১ ছয় কাঠা খামার পতিত জমিতে তুমি বসবাস করিতে ইচ্ছা করিয়া উক্ত রাধানগরের গোমাস্তার কহতমতে ঘর বাটী প্রস্তুত পূর্ব্বক বিগত সন ১৩১২ তেরশত বার সাল হইতে বাস করিতেছ। ঐ জমির জমা ধার্য্য করিয়া লইয়া তাহার কবুলতী দাখিল, ও সরকার হইতে ঐ জমির পাট্টা গ্রহণ করিবার জন্য তোমাকে পুনঃ পুনঃ আদেশ করাতেও এপর্য্যন্ত পাট্টা গ্রহণ ও কবুলতী দাখিল করিলে না। সেমতে এই নোটিসের দ্বারা তোমাকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, অদ্যকার তারিখ হইতে একমাস মধ্যে আমার সদর কাছারিতে উপস্থিত হইয়া পাট্টা গ্রহণ পূর্ব্বক রীতিমত কবুলতী দাখিল করিবা। তদন্যথায় মেয়াদ গতে তোমার নামে আইনানুসারে নালিশ উপস্থিত করা যাইবেক। ইতি সন। তারিখ।

তপশীল চৌহদ্দী।——

---

* এই নোটিস্ ইস্তেহার জমীদারের পাইক পেয়াদা দ্বারা, পত্তনীদার অথবা তাঁহার কর্ম্মচারির নিকট জারী করিয়া রসীদ লওয়া আবশ্যক। উহাদিগের অনুপস্থিতে ঐ ইস্তাহার পত্তনী মহলের প্রকাশ্য স্থানে অথবা কাছারী বাটীতে লটকাইয়া জারী করতঃ গ্রামের পাইক, মণ্ডল প্রভৃতির স্থানে রসীদ লইবার নিয়ম আছে।—

† জমীদারের দত্ত নোটিস্ ও ইস্তাহারে জমীদারের স্বাক্ষর ঐ নোটিস্ আদির শিরোলিপির উপরিভাগে মধ্যস্থলে বক্রভাবে করিবার নিয়ম।

প্রকারান্তর ঐ।

নোটিস্ বনাম শ্রীহরিদাস ঘোষ, পিতার নাম মৃত কৃষ্ণদাস ঘোষ, সাং রঘুরামপুর, থানা জিরাট, পং রামানন্দবাটী, জেলা নদীয়া।——

আমার পত্তনী তালুক উক্ত রঘুরামপুর জরীপ হইয়া মওয়াজী ৩৷৷° সাড়ে তিন বিঘা শালী জমির কাত্ মং ৭৲সাত টাকা জমা ধার্য্যে ইতিপূর্ব্বে তোমাকে পাট্টা দেওয়া হইয়াছে এবং তুমিও তাহার কবুলতী দাখিল করিয়াছ। সম্প্রতি পরতল জরীপে নীচের তপশীল চৌহদ্দী লিখিত ৩৷৷° সাড়ে তিন বিঘা জমির স্থলে ৪৷° চারিবিঘা পাঁচ কাঠা জমী মাপ হওয়াতে ৵° পনের কাঠা জমী সাবেক অপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে। ঐ বৃদ্ধি জমী পনের কাঠার কবুলতী ও অতিরিক্ত জমা সালিয়ানা ১৷৷° দেড় টাকা হিসাবে আমার সরকারে দাখিল করিবার জন্য তোমাকে বারম্বার জানান হইয়াছে। এপর্য্যন্ত তুমি সরকারে উপস্থিত হইয়া তাহার নিষ্পত্তি না করায়, এই নোটিসের দ্বারা তোমাকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, অদ্যকার তারিখ হইতে ১৫ পনের দিবস মধ্যে তুমি আমার সদর কাছারিতে উপস্থিত হইয়া, ঐ পরতল জরীপী বৃদ্ধি জমির রীতিমত কবুলতী দাখিল ও হিসাব অনুযায়িক বৃদ্ধি খাজানা আদায় করিবা। তদন্যথায় তোমার নামে উপযুক্ত আদালতে নালিশ রুজু করা যাইবেক। ইতি সন ১৩১৩ তেরশত তের সাল। তারিখ ২৮শে বৈশাখ।

তপশীল চৌহদ্দী।——

প্রকারান্তর ঐ।

জেলা নদীয়া, পরগনে সাহাবাদপুরের অন্তঃপাতি ও থানা বিজনগ্রামের অধীন চক্ চণ্ডীডাঙ্গা জমিদারী কাছারির নোটিস্।—

বনাম প্রজা শ্রীনটবর বিষুই, পিতার নাম মৃত হারাধন বিষুই, সাং চণ্ডীডাঙ্গা, মালুম করিবা।

যেহেতু চক্ চণ্ডীডাঙ্গার মাঠান জমী সকল জল সম্পোষ্য অভাবে ফশল উৎপন্নের যথেষ্ট বিঘ্ন ও ব্যাঘাত্ থাকায় পার্শ্বস্থ গ্রামাদির হার নিরিখের অনেক ন্যূনে উক্ত মাঠের জমী সকল ইতিপূর্ব্বে বিলি করা হয়। মধ্যে

আবাদের সুবিধার জন্য ঐ মাঠে সরকার হইতে একটী পুষ্করিণী খনন করিয়া দেওয়া যায়, এবং ঐ গ্রামের উত্তরদিকস্থ বহুকালের ভরাটী গাঙ্গটিয়া খাল দিয়া কপোতাক্ষ নদির জলাগমের পথ পরিষ্কার জন্য খালের খাদ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ায়, এক্ষণে নদির স্রোতে খালের খাদ অধিকতর বৃদ্ধি হওয়া সূত্রে ঐ খাল জলে পরিপূর্ণ হইয়া খালের জল মাঠে নির্গত হওয়ায়, উক্ত মাঠের সমস্ত জমির উর্ব্বরা শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে। ঐ মাঠের মধ্যে নীচের তপশীল চৌহদ্দীভুক্ত সাত কিতা জমির কাত্ মওয়াজী ১৬/০ ষোল বিঘা জমী, সালিয়ানা ৮৲ আট টাকা জমায়, তোমার যোতে বিলি আছে। এক্ষণে মাঠের প্রত্যেক বিঘা জমির খাজানা ১৷৹ দেড় টাকা ধার্য্য হওয়া সুলভ ভিন্ন অতিরিক্ত নহে। ঐ বৃদ্ধি জমা অনুসারে কবুলতী দাখিল করিবার জন্য তোমাকে বারম্বার আদেশ করা হইয়াছে, তুমি তদ্বিষয়ে কিছুই মনোযোগ কর নাই। সেমতে এই নোটিসের দ্বারা তোমাকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, তুমি অদ্যকার তারিখ হইতে একমাস মধ্যে উক্ত বৃদ্ধি হারে অর্থাৎ প্রতি বিঘা ১৷৹ দেড় টাকা নিরিখ স্বীকারে তোমার যোত জমির কবুলতী দাখিল করিবা, নচেৎ মেয়াদগতে উপযুক্ত আদালতে তোমার নামে নিরিখ বৃদ্ধি ও কবুলতী দাখিল সম্বন্ধে নালিশ রুজু হইবে। ইতি সন। তারিখ।

তপশীল চৌহদ্দী—

প্রকারান্তর ঐ।

নোটিস্ বনাম শ্রীভোলানাথ মণ্ডল, পিতার নাম মৃত কাশীনাথ মণ্ডল, সাং বারাণসীপুর, পং রাজঘাট, থানা গোবর্দ্ধনপুর, জেলা যশহর।—

এতদ্দ্বারা তোমাকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার জমিদারী জেলা যশহর, পং রাজঘাট, থানা গোবর্দ্ধনপুরের অধীন মৌজে বারাণসীপুরের মধ্যে নীচের তপশীল চৌহদ্দী লিখিত মওয়াজী ১১৷০ এগার বিঘা পাঁচ কাঠা সুনা জমী ইং সন ১৩০৮ নাগাইদ সন ১৩১২ তেরশত বার সাল এই পাঁচ সন মেয়াদে সালিয়ানা ১৬৷৶০ ষোল টাকা দশ আনা জমায় তোমাকে মেয়াদী পাট্টা দেওয়া যায়। তুমি উক্ত জমির কারকিত্ অর্থাৎ যথাযোগ্য প্রণালিতে

চাষ ও সার মাটী আদি না দেওয়াতে জমির উৎপাদিকা শক্তির অনেক হ্রাস হইয়াছে এবং পাট্টার মেয়াদ বিগত সন ১৩১২ তেরশত বার সালে অতীত হওয়াতেও তুমি বর্ত্তমান ১৩১৩ সনে জমী পরিত্যাগ কর নাই। আগামী সনের আবাদের কাল নিকট উপস্থিত হওয়ায়, ঐ জমী কোন ভাল যোত্‌দারকে বিলি করা আবশ্যক হইয়াছে। সেমতে এই নোটিস্ দ্বারা তোমাকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, তুমি উক্ত জমী অদ্যকার তারিখ হইতে ১৫ পনের দিন মেয়াদ মধ্যে পরিত্যাগ এবং বাকী খাজানা আদায় না করিলে, তোমার নামে রীতিমত উচ্ছেদের নালিশ উপস্থিত করা যাইবেক। ইতি সন ১৩১৩ তেরশত তের সাল। তারিখ ৬ই পৌষ।

তপশীল চৌহদ্দী।

সালিশ নিষ্পত্তি পত্র।

মোকদ্দমা নং ১২৫৪, সন ১৯০৭ সাল।

শ্রীনৃত্যগোপাল চৌধুরী, সাং নিত্যানন্দপুর——————বাদী।
শ্রীগৌরাঙ্গ গঙ্গোপাধ্যায় ও
শ্রীকৃষ্ণসখা গঙ্গোপাধ্যায়, সাং চৈতন্যপুর——————প্রতিবাদিগণ।

সালিশ নিষ্পত্তি রোবকারী মোতাল্লক ডিঃ হুগলি, বৈঠক সালিশান শ্রীযুত বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বরদাকান্ত রায় ও শ্রীযুত গণেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ইংরাজী ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ, ১৩ নভেম্বর। বাঙ্গালা ১৩১৪ সাল, ২৮এ অগ্রহায়ণ।

জেলা হুগলির দ্বিতীয় মোনসফী আদালতের বিগত ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখের একখণ্ড রোবকারী যোগে ঐ আদালতের উক্ত নং মোকদ্দমা, যাহাতে উক্ত বাদী উপরি উক্ত প্রতিবাদিদ্বয়ের নামে বাগান পুষ্করিণী বেদখল বাবুদ মং ৮১৫৲ টাকার দাবিতে ঐ আদালতে নালিশ করিয়াছেন, ঐ মোকদ্দমা উভয় পক্ষের প্রার্থনানুসারে সালিশিতে অর্পিত হইয়া অস্মদ

সালিশগণের নিকট সমাগত হওয়ায়, উভয়পক্ষকে উপস্থিত থাকিয়া প্রমাণাদি দর্শাইবার কারণ ২৯এ সেপ্টেম্বর দিনধার্য্যমতে বিজ্ঞাপন প্রচার করা যায়। উক্ত ধার্য্যদিনে উভয়পক্ষের দলীলাদি ও সাক্ষির ইসম্‌নবিশী দাখিল হওনানন্তর ৭ই নভেম্বর তারিখে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির দিনাবধারিত হয়। ঐ দিবস বাদির উকীল শ্রীযুত বাবু রাসবিহারী মল্লিক ও প্রতিবাদিগণের উকীল শ্রীযুত বাবু বিনোদবিহারী মিত্রের মোকাবিলায় উভয় পক্ষের মানিত সাক্ষিগণের জবানবন্দী গৃহীত হইয়া দিবাবসান হয়। পর দিবস প্রথম বৈঠকে, উভয় পক্ষের সহিত মোকদ্দমা রফা নিষ্পত্তি হইবার কল্পনা থাকা উভয়ের উকীলগণ প্রকাশ করায়, তিন দিবস মধ্যে রফানামাদি দর্শাইবার অনুমতি করা যায়। অদ্য উভয়ের পক্ষ হইতে এক যোগে এক খণ্ড রফানামা যে দাখিল হইল তৎপাঠে প্রকাশ যে, বিরোধীয় চৌহদ্দীভুক্ত বাগিচার উত্তর সীমা ১৩৬১/০ বিঘা জমী মায় বৃক্ষাদি বাদির জমাই স্বত্বমতে উহার দখলে থাকা, এবং বাগিচার দক্ষিণ সীমাস্থিত কুমুদ পুষ্করিণির উত্তরপাড়ের এক সারি আম্র বৃক্ষ ১২টা সহ উক্ত পুষ্করিণী মায় দক্ষিণ পশ্চিম ও পূর্ব্ব পাহাড়, অর্থাৎ ঐ বাগিচার দক্ষিণাংশের ৬১৩/০ বিঘা জমী সমেত জলকর প্রতিবাদিগণের তালুকের খাস খামার সূত্রে প্রতিবাদিগণের দখলে থাকা ও উভয়ের নির্দ্দিষ্ট সীমাদি চিহ্নিতরূপে পরস্পরে স্বত্বাধিকারী হওয়াদি মর্ম্মে রফা সুরত্ মোকদ্দমা নিষ্পত্তির প্রার্থনা উভয় পক্ষ করিয়াছেন। সেমতে

আদেশ হইল—

যে উপরিউক্ত রফানামা সুরত্ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবার অভিপ্রায়ে, সমাগত নথির সমস্ত কাগজাত্ জেলা হুগলির দ্বিতীয় মোনসফ্ রায় বাহাদুরের সমীপে পুনঃ প্রেরণ করা যায়। ইতি।

সালিশানের দস্তখত্।

মহাজনী সংক্রান্ত পশ্চাৎ লিখিত নক্শার ব্যাখ্যা।

এই নকশার ওজনের অঙ্ক লাল সিহাহিতে লিখিতে হইবে, তাহা না হইলে টাকা ও ওজনাঙ্কের নিকাশ নিষ্পত্তিকরণে সহসা ভ্রম সম্ভব। এতদ্দারা

প্রত্যেক দ্রব্যের প্রাত্যহিক ও মাসিক ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ ও মূল্য এবং জিনিস ও টাকার আয় ব্যয় স্থিতি সমস্তই অবগত হওয়া যাইতে পারিবেক। দৈনিক প্রত্যেক দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ের ওজন ও টাকার যে সমষ্টি মাসকাবারী ঠিকে পড়িবেক তত্তাবতের সমষ্টির সহিত ক্রয় বিক্রয়ের সর্ব্ব একুনের অঙ্ক-সমষ্টি তুল্যরূপে মিলিবে। তদন্যথায় সমষ্টির ভুল বিবেচনা করিতে হইবে, অর্থাৎ রোজ তারিখে যেমন ক্রয় ও বিক্রয়ের ও মূল্যের অঙ্ক সর্ব্বএকুনের ঘরে সমষ্টিরূপে লিখিত হয় তদ্রূপ মাসকাবারী ঠিকেও জানিতে হইবে। আর নিকাশ অর্থাৎ জিনিস ও টাকার আয় ব্যয় স্থিতি যেমন দিন দিন জানিতে পারা যায় তদ্রূপ মাসকাবারী ঠিকেও জিনিস ও টাকার আয় ব্যয় স্থিতের মাসিক নিদর্শণ স্থিরীকৃত হইবে। কেবল জিনিস ও টাকার সাবেক মৌজুদ বা সাবেক জমার ও তাহার একুনের ঘরের সমষ্টি মাসকাবারের ঠিকে পড়িবে না, ঐ একুন্‌ঘরের সমষ্টি অন্য অন্য জমার অঙ্কের সমষ্টিতে পূর্ণিত হইবেক। মাসের শেষ তারিখের যে মৌজুদ তাহাই মাসকাবারের ঠিকের মৌজুদ জানিতে হইবে। ব্যবসা আরম্ভের প্রথম মাসে সাবেক মৌজুদ না থাকায় তাহাতে শূন্য পড়িয়াছে।

যে মাস যতদিনে সমাপ্ত হয় সে মাসের নক্‌শায় ১লা অবধি শেষ তারিখ পর্য্যন্ত প্রতিদিনের নক্‌শা রীতিমত রাখা কর্ত্তব্য। পুস্তকের মধ্যে প্রতি-দিনের নক্‌শা লিখিতে গেলে বাহুল্য হয় বিধায় ৩।৪ তারিখ একত্রে এক এক ঘরে রাখা হইল। কর্জ্জদাদন খরচের নিম্নে কর্জ্জ আদায় জমা অঙ্ক বাদ দিলেই পাওনার নিকাশ হইতে পারিবে এবং ঐ বাকীঅঙ্কই বিলাতবাকী-রূপে পরিগণিত হইবে। আর কর্জ্জকর্দ্দন জমার নীচে কর্জ্জশোধ খরচাঙ্ক বাদ দিলে দেনার নিকাশ হইবে। ধনির দত্ত মূলধনও কর্জ্জকর্দ্দন মধ্যে গণনীয়। ধনির নামের খরচাঙ্ক কর্জ্জপরিশোধ গণ্যমতে ধনির নামের জমায় বাদ পড়িবেক। ধনির নামের জমা অপেক্ষা খরচ অতিরিক্ত হইলে তাহা পাওনা বা লহনা মধ্যে ধর্ত্তব্য হইবে। মাসকাবারী মোট মৌজুদ জিনিসের বিতং দিয়া লিখিতে গেলে নক্‌শা বাহুল্য হয় বিধায় লিখিত হইল না। মোট খরীদ জিনিসের ঠিকের ওজনাঙ্কের নিম্নে বিক্রীত জিনিসের ঠিকের ওজনাঙ্ক বাদ দিলেই মাসকাবারী মৌজুদ জিনিসের বিতং জানা যায়। মাসকাবারী

মুনাফা জানিতে হইলে মাসের শেষ দিনে এবং সালতামামী মুনাফা জানিতে হইলে বৎসরের শেষ দিনে, উপরিউক্ত পৃথক মৌজুদ জিনিসের মূল্য ধরিয়া যে টাকা হয় তাহা ও বিলাতবাকীর অঙ্ক মৌজুদ টাকার অঙ্কের নিম্নে রাখিয়া মোট যে টাকা হইবেক ঐ মোট টাকার অঙ্ক হইতে উশুল বাদ দেনার অঙ্ক বাদ দিলে অবশিষ্ট যে অঙ্ক বাকী থাকিবেক তাহাই নিকর মুনাফা জানিতে হইবেক, অথবা মাসকাবারী জিনিস বিক্রয়ের একুন্‌টাকার অঙ্কের নিম্নে মোট খরিদের টাকার অঙ্ক বাদ দিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকিবেক তাহার সহিত মাসের শেষ দিনের মৌজুদ জিনিসের মূল্যাঙ্ক যোগ দিয়া মোট যাহা হইবেক তাহা হইতে মাহিয়ানা খরচ ও ধোলাই খরচ এই উভয় খরচাঙ্ক বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবেক তাহাতেও মুনাফা স্থির হইবে।

অধিক দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় ও তাহার নিকাশ নিষ্পত্তি নক্‌শাওয়ারী একখানি কাগজে রাখিতে হইলে ঐ কাগজ অতিবাদ প্রকাণ্ড হয় এবং সহজে বোধগম্য হয় না। ঐরূপ স্থলে একখানি খরীদের, একখানি বিক্রয়ের, ও একখানি নিকাশের এইরূপ নক্‌শাওয়ারী পৃথক তিন খণ্ড কাগজ প্রস্তুত করিতে হইবে। ঐ খরীদ ও বিক্রয়ের পৃথক নক্‌শার সর্ব্বএকুনের সমষ্টির জিনিস ও টাকার অঙ্ক নিকাশী কাগজের নক্‌শায় এইমত উঠিবেক, অর্থাৎ রোজ তারিখের খরিদ জিনিসের সর্ব্বএকুন ঘরের ওজনাঙ্ক নিকাশী কাগজের জমায় খরীদ জিনিসের ঘরে, এবং বিক্রয় জিনিসের সর্ব্ব একুন ঘরের ওজনাঙ্ক ঐ নিকাশী কাগজের খরচে বিক্রয় জিনিসের ঘরে পড়িবেক। কিন্তু খরীদের কাগজের সর্ব্বএকুন ঘরের মূল্যাঙ্ক, নিকাশী কাগজের খরচে খরীদ খরচের ঘরে, এবং বিক্রয়কাগজের সর্ব্বএকুন ঘরের মূল্যাঙ্ক, নিকাশী কাগজের জমায় বিক্রয়জমার ঘরে রাখিতে হইবে।

এইরূপ বারমাসের বারখানি মাসকাবারের সমষ্টিতে সালতামামী জিনিস ও টাকার আয় ব্যয় স্থিতি এবং বাৎসরিক মুনাফা স্থিরীকৃত হইবে।

শব্দ—অর্থ
অন্দরে—মধ্যে।
অছি—কর্ম্মাধ্যক্ষ, ম্যানেজর।
অছিয়ত্—ভারার্পণ।
অকুয়াত্—দুষ্কার্য্য সকল।
অজুহাত্—বর্ণনা পত্র, কারণ নিচয়।
অলি—অভিভাবক।
আখিরী—শেষ, বৎসরের শেষ।
আখেরাজাত্—ব্যয়াদি।
আওলাত আকর—বৃক্ষাদি।
আপোস—ঐক্য, মিল।
আমল—স্বীকার, অধিকার।
আমলনামা—অধিকার পত্র।
আমলা—কর্ম্মচারী।
আমদানী—আয়।
আম—সাধারণ।
আমানত্—গচ্ছিত।
আবওয়াব—কর।
আসবাব—বস্তু সমস্ত।
আলামত্—চিহ্ন।
আঞ্জাম—নির্ব্বাহ, নিষ্পাদন।
আরজ—প্রার্থনা।
আরজী—প্রার্থনা পত্র।
আমীন—কর্ম্মচারী বিশেষ, ক্ষেত্র মাপক।
আদালত্—বিচারালয়।
আদায়—দেওন, প্রাপণ।
আরাস্ত—শোভিত করণ।

শব্দ—অর্থ
আসামী—প্রতিবাদী, অপরাধী।
আয়েন্দা—ভবিষ্যৎ, আগামী।
ইনাম—পুরস্কার।
ইম্‌সন—বর্ত্তমান সন।
ইমারত্—ইষ্টকালয়।
ইর্‌সাল—প্রেরণ, জমীদারের নিকট খাজানা প্রেরণ।
ইসম্ নবিসী—নামের লিষ্ট।
ইজারদার—যে ইজারা রাখে।
ইজারদারী—ইজারা সম্বন্ধীয় লভ্য।
ইসাদী—সাক্ষী।
ইস্তিম্‌রারী—চিরস্থায়ী।
ইস্তাহার—ঘোষণা পত্র।
ইয়াদ্‌দাস্ত—স্মারক লিপি।
ইস্তফা—ত্যাগ।
ইস্তক—হইতে।
উমেদ—ভরসা।
উশুল—আদায়।
একরার—প্রতিজ্ঞা, স্বীকার।
এয়োজ—বিনিময়।
এজ্জৎ—সম্মান।
এজ্জেতাছার—সম্মান বিশিষ্ট।
এজমাল—অবিভক্ত।
এজহার—ব্যক্তকরণ,শপথ, উক্তি।
এব্‌নে—পুত্র।
এলাকা—সম্বন্ধ, ক্ষমতা, অধিকার।
এলাকাত্—ব্যবধান সমূহ,বিষয় সকল।

শব্দ—অর্থ

এত্তেলা—বিজ্ঞাপন।

এন্তেকাল—হস্তান্তর।

ওগয়রহ—ইত্যাদি।

ওজর—আপত্তি।

ওজেহ—হেতুবাদ।

ওলদে—পুত্র।

ওহাদা—পদ, ভারের কর্ম্ম।

ওয়াকিফ্—জ্ঞাত।

ওয়াদা—কাল, নিয়ম।

ওয়াপেস্—ফিরিয়া দেওয়া।

ওয়ারিসান্—উত্তরাধিকারিগণ।

ওয়াসিলাত্—তুমার, খাজানা মোকাবিলা করণ।

কবজ—করপ্রাপ্ত নিদর্শণ লিপি।

কট—নিয়ম।

কড়ার—প্রতিজ্ঞা, নিয়ম।

কড়ার ওয়াকী—যথার্থ, প্রকৃতার্থ।

কবুল—স্বীকার।

কবুলতী—স্বীকৃত পত্র।

কারপরদাজ—কর্ম্মচারী।

কারকুন্—জমিজমার হিসাবকারক কর্ম্মচারী।

কামাল—সম্পূর্ণ।

কাহিলী—শৈথিল্য।

কায়েম—স্থির, দৃঢ়।

কিস্তি—সময়ের নিয়ম।

কিস্তি বকিস্তি—পুনঃ পুনঃ নিয়ম।

শব্দ—অর্থ

কিশমত্—পটী, সামান্য গ্রাম।

কিতা—খণ্ড।

কুত্—অনুমান, সংখ্যা।

কুল্লেহম—সামুদায়িক।

কৈফিয়ত্—অবস্থা, বিবরণ, হেতু দর্শান।

কোবালা—বিক্রয় পত্র।

কোরফা—অধীনস্থ।

ক্রোক—বদ্ধ, আটক।

ক্রোক সাঁজওয়াল—বদ্ধভূমি আদি বিষয়ে নিযুক্ত ব্যক্তি।

খত্‌রা—অপচয়।

খরিদ—ক্রয়।

খাস—অসাধারণ, বিশেষ।

খাস খামার—যে জমী প্রজা বিলি ভিন্ন পতিত থাকে।

খাজানা—কর, রাজস্ব।

খাজাঞ্চী—কোষাধ্যক্ষ।

খানাবাড়ী—বসত্ বাটী।

খারিজ—চ্যুত, ত্যাগ।

খুঁটাগাড়ী—কীলক রোপন।

খুঁট—মিল, ঐক্য।

খেতাব—উপাধী।

খেয়ানত্—ক্ষতি।

খেরাজী—করভুক্ত, সকর।

খেলাপ—বিপরীত, বহির্ভূত।

শব্দ—অর্থ

খেসারত্—ক্ষতি।

খোদ—স্বয়ং।

গাফিলী—শৈথিল্য, অনবধান।

গির্বি—বন্ধক।

গুজরাত্—মারফত্, দ্বারা।

গেরেফ্তার—ধৃত করণ।

গের্দ্দ—সংগ্রহ।

গোলজার—সুশোভিত।

গোয়েন্দা—চর।

চালান্—প্রেরণ, প্রেরণ লিপি।

চৌহদ্দী—চতুঃসীমা।

ছয়লাবী—জলপ্লাবন।

ছায়েল—আবেদনকারী।

ছাড়—ত্যাগ পত্র।

ছানি—পুনঃ, দ্বিতীয়বার।

জওয়াব—উত্তর।

জওয়াব দিহি—উত্তর প্রদান, দায়।

জওয়াবল্‌জওয়াব—প্রতিউত্তর, প্রতিবাদির আপত্তিতে বাদীর উত্তর।

জহরাত্—মণিময় আভরণ।

জব্দজমী—বদ্ধভূমি।

জমাবন্দী—ভূমির করাবধারণ।

জমীদারী—ভূমি সম্পত্তি, যে ভূমির কর গভর্ণমেণ্টে দিতে হয়।

জরীপ—ভূমির পরিমাণ নির্ণয়।

জরিমানা—অর্থদণ্ড।

শব্দ—অর্থ

জবানী—বাচনিক, মৌখিক।

জাত—সমূহ, শরীর।

জায়দাদ্—স্থাবর অস্থাবর বিষয়।

জায়নশীন্—স্থলাভিষিক্ত, কর্ম্মচারী।

জারী—প্রচার।

জানেব—পক্ষ।

জাবেতা—নিয়ম, দস্তুর।

জায়দাদ্—সম্পত্তি।

জায়েজ—সিদ্ধ, সাব্যস্থ।

জালসাজী—কৃত্রিম।

জিম্মা—ভারগ্রহণ, নিকটে রাখন।

জুমুল—সমষ্টি, একুন।

জুলুম—অত্যাচার।

জওজে—পত্নী।

জেরা—বিপরীত পক্ষ কর্ত্তৃক জবান্‌বন্দী গ্রহণ।

ডিহি—গ্রামাদির প্রধান গ্রাম।

ডিহিদার—গ্রাম্য মণ্ডল স্বরূপ কর্ম্মচারী।

তকরার—বাদানুবাদ, পুনরুক্তি।

তক্‌সিম—অংশ।

তকসির—অপরাধ।

তগীর—কর্ম্মচ্যুত।

তছরূপ—ক্ষতি, অপব্যয়।

তজ্‌বীজ—পরীক্ষা, অনুসন্ধান, বিচার।

তদ্‌বীর—উদ্যোগ, উপায়, চেষ্টা।

তন্‌কী—অনুসন্ধান।

শব্দ—অর্থ

তনথা—বৃত্তি।

তপশীল—জায়।

তফরিক—বিভিন্ন।

তমসুক—ঋণ গ্রহণ পত্র, খত্ পত্র।

তম্বী—অনুযোগ, তিরস্কার।

তরফ্—পক্ষ, প্রধান গ্রাম।

তরফ ছানি—বিপরীত পক্ষ।

তরতফাৎ—ইতর বিশেষ।

তরদ্দুদ্—কৃষিকার্য্য, চেষ্টা।

তরতিব—শৃঙ্খলা, পর পর ক্রম।

তরমিম্—সংশোধন।

তহবীল—জিম্মার টাকা।

তহকীক—তদন্ত।

তহসীল—করাদি সংগ্রহ করণ।

তহসীলদার—কর সংগ্রহ কারক।

তদারক—তথ্য, সন্ধান।

তস্‌দিক—প্রমাণ করণ, সাব্যস্থ করণ।

তা—পর্য্যন্ত।

তায়দাদ—সংখ্যা, আদালত জানত দলীল বিশেষ।

তাকীদ—দ্রুত, শীঘ্র।

তাগাবী—যোত্রহীন প্রজাকে আবাদ জন্য যে ঋণ দেওয়া যায়।

তাবে—অধীন।

তামীল—সমাধা, সম্পাদন।

তাহুত্—সংখ্যা, কালেক্টরী জমীদারির নম্বর।

শব্দ—অর্থ।

তুমার—উশুলী করের মোকাবিলা করণ।

তেজারত্—ব্যবসা, বাণিজ্য।

তৌজী—মহলাদির আদায়ের হিসাব।

দগাবাজী—প্রবঞ্চনা, তঞ্চকতা।

দফ্তর—সেরেস্তা।

দরোবস্ত—আদ্যোপান্ত।

দরমাহা—মাসিক বেতন।

দরপেশ—উত্থাপন, সমীপস্থ করণ।

দস্ত বদস্ত—হাতে হাতে।

দফাওয়ারী—ক্রমান্বয়, একাদিক্রমে।

দস্তাবেজ—দলীল, নিদর্শণ পত্র।

দরি—বর্ত্তমান সম্বন্ধীয়।

দাদ্ ছতদ্—দেওয়া লওয়া।

দাওয়া—দাবী।

দাখিল—দর্শান, দেওন।

দাখিলা—ভূমির কর সম্বন্ধীয় রসীদ।

দায়াদ—উত্তরাধিকারী।

দায়ের—উপস্থিত।

দোরস্ত—সটীক।

দোরস্তী—যথার্থ।

দোয়াজ্‌দামাহী—সাম্বৎসরিক।

নজর—উপঢৌকন।

নাতান্—অসঙ্গতি সম্পন্ন।

নজীর—দৃষ্টান্ত।

নামঞ্জুর—অগ্রাহ্য।

নাবালক—অপ্রাপ্ত বয়স্ক।

শব্দ—অর্থ

নামা—পত্র।
নারাজ—অসম্মত।
নিকাশ—ভারের কর্ম্ম বুঝাইয়া দেওয়া, শেষ হওয়া।
নিকাশী—নিকাশ সম্বন্ধীয়।
নিসা—দায় গ্রহণ, দায়ী হওন।
নিশানী—চিহ্ন।
নিশান্ দিহি—সনাক্ত কৃ, চিনাইয়া দেওয়া।
নিরিখ—ভূমির বিবিধ কর।
নেয়াবতী—নায়েবী।
পণবাহা—পণাপণ।
পয়মায়েশ—মাপ।
পয়স্থি—নদী ভরাটী।
পত্তনীদার—যে পত্তনী রাখে।
পাওনা—প্রাপ্য।
পাপর—যোত্রহীন ব্যক্তি।
পেশ—সমীপস্থ করণ।
পেস্কার—প্রধান কর্ম্মচারির নিম্ন পদ।
পোশীদা—গোপন।
প্রতিবাদী—যাহার বিরুদ্ধে নালিশ করা যায়।
ফয়সালা—আদালতের আদেশ সূচক নিষ্পত্তি পত্র।
ফারগ্ খত্—মুক্ত পত্র, ফারখত্।
ফাজিল—আয়াধিক্য ব্যয় অঙ্ক।

শব্দ—অর্থ

ফারখতী—অব্যাহতি।
ফি—প্রত্যেক, প্রতি।
ফিরিস্তি—কাগজাদির লিষ্ট।
ফেরারী—পলাতকা।
ফেরফার—পরিবর্ত্তন।
ফেরেব—কৃত্রিম, তঞ্চক।
ফেলসানী—গর্ভশ্রাব করণ।
ফ্রোক্ত—বিক্রয়।
ফৌতী—মৃত প্রজা সম্বন্ধীয়।
বকলম—একের হস্তাক্ষরে অন্যের নাম লিখন।
বখরা—ভাগ, অংশ।
বদস্তুর—অনুযায়ী, অনুরূপ।
বনাম—নামে।
বয়নামা—বিক্রয় পত্র।
বজায়—স্থিরতর।
বরাওর্দ্দ—বন্ধান, নিয়ম।
বলুগিয়ত্—বয়ঃপ্রাপ্ত।
বকেয়া—বাকী খাজানা।
বন্দোবস্ত—নিয়ম নির্দ্ধারণ, ব্যবস্থা করণ।
বাদী—যে নালিশ করে।
বাব্সবব্—ন্যায্যকর ভিন্ন প্রাপ্য।
বাবত্, বাবুদ—প্রসঙ্গ, সম্বন্ধ।
বাসন্দ—থাকুন।
বাহাল—নিযুক্ত, স্থিরতর।
বাতিল—মিথ্যা, রহিত।

শব্দ—অর্থ

বাসিন্দা—বাস কারক।

বাফিয়ত্—নিরাপদ।

বাজে জমী—নিষ্করভূমি।

বাহানা—ছল।

বাজেয়াপ্ত—লঙ্ঘন, মজুরা না দেওন।

বাটওয়ারা—বিভাগ, বণ্টন।

বারবরদারী—যাতায়াত খরচ।

বিমর্জ্জিম—অনুসারে।

বাঁশগাড়ী—বংশ রোপণ।

বে—বহির্ভূত, ব্যতীত।

বিতং—বিশেষ বিবরণ।

বেলকুল—সমুদায়।

বেলমোক্তা—সর্ব্ব সাকল্য, নির্দ্ধার্য্য।

বে-আবরু—অসম্ভ্রম, লজ্জা হানি।

বেনাম—অন্যনাম, গুপ্তনাম।

বেকবুল—অস্বীকার।

বেকসুর—নির্দ্দোষ।

বেদস্তুর—রীতিবহির্ভূত।

বেমৌসিম—অসাময়িক।

বেসিজিল—শৃঙ্খলা বহির্ভূত।

বেনৃতে—কন্যা।

বৈঠক—অধিবেশন।

মজকুর—উক্ত, উল্লিখিত।

মওয়াজী—ভূমির অঙ্কর পূর্ব্ব ব্যবহার্য্য সংজ্ঞা।

মফঃস্বল—গ্রামাদির পল্লিস্থান, গোপন, হিসাবের তপশীল।

শব্দ—অর্থ

মদিউন্—দেন্দার।

মবলগ—টাকার পরিমাণ, টাকার অঙ্কের পূর্ব্ব ব্যবহার্য্য সংজ্ঞা।

মবলগ্বন্দী—মোট অঙ্কের অঙ্করী করণ।

মহকুমা—সামান্য কাছারী।

মনাসিব—উচিত, ন্যায্য।

মহাফেজ—কাগজাদি রক্ষক কর্ম্মচারী।

মজুরা—প্রাপন, মিনাহ্ পাওন।

মাতব্বর—প্রধান, বিশ্বাসী।

মায়—সহিত, সহ।

মাল—সকরভূমি।

মাফিক—অনুযায়ী, মত।

মালগুজারী—রাজকর, রাজস্ব।

মালগুজারদারান্—করপ্রদগণ।

মাল জামিন্—বস্তু বদ্ধ সম্বন্ধীয় প্রতিভু।

মাস্কাবার—মাসিক আয় ব্যয়ের হিসাব, মাস সমাপন।

মাহালাত্—মহল সকল, গ্রাম সকল।

মালিক—স্বত্বাধিকারী, কর্ত্তা।

মালিকানা—কমিশন বিশেষ।

মামুল—চিরনিয়ম, ভোগ্য।

মালুম—জ্ঞাপন, জানা।

মামেলা—মোকদ্দমা, অভিযোগ।

মিছিল—নথী।

শব্দ—অর্থ

মিনাহ—কর্ত্তন, বাদ দেওন।
মুনশী—লিপি লেখক কর্ম্মচারী।
মুচ্‌লকা—শান্তিরক্ষা ও সদাচরণ জন্য জামীন্‌নামা।
মুনাফা—লভ্য।
মুদাফত্—পূর্ব্বাধিকারী।
মুসমা—মিনাহ, মজুরা।
মেরামত—জীর্ণ সংস্কার।
মেয়াদী—নিয়ম কালীক।
মেহনতানা—পারিশ্রমিক।
মোকরর—নিয়োগ, নিযুক্ত।
মোকররী—চিরস্থ, স্থিরতর।
মোছল্লম—সমগ্র, সামুদায়িক।
মোকাবিলা—ঐক্য করণ, সম্মুখ।
মোতফরেক—স্বতন্ত্র।
মোতাবেক্—অনুযায়ী।
মোতালক—সীমা, অন্তর্গত।
মোদ্দত—নিয়ম কাল।
মোজাহেম—আপত্তি।
মৌকুফ—রহিত।
মৌজা—গ্রাম।
মৌরূস—পূর্ব্ব পুরুষ।
মৌরূসী—চির স্বত্ব বিশিষ্ট।
রকবা—রকম, অংশ।
রকম—প্রকার, অংশের পরিমাণ।
রগ্‌বত্—ইচ্ছা।
রদ্—রহিত, স্থগিত।

শব্দ—অর্থ

রদ্দ জওয়াব—পুনরুত্তর।
রসদ—রাজ সৈন্যের ভক্ষণার্থ দ্রব্যাদি।
রসুম—শুল্ক।
রসীদ—প্রাপ্ত লিপি।
রাজী—সম্মত
রাইয়তী—প্রজাই।
রাস্তী—অবক্রতা, সারল্য।
রাহাজানী—রাজপথে সর্ব্বস্বাপহরণ।
রাহাগির—পথিক, ভ্রমণকারী।
রূপোস—লুক্কায়িত।
রেওয়াজ—রীতি।
রুজু—লিপ্ত, উত্থাপন।
রেসবৎ—উৎকোচ।
রোকসতী—বিদায় সম্বন্ধীয়।
রেয়াৎ—অব্যাহতি।
রোজ—দিন।
রোবকারী—আদেশ পত্র।
লক্ত—যুক্ত, সংলগ্ন।
লওয়াজিমা—জমীদারী সম্বন্ধীয় কাগজ, প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহ।
লাট—গ্রামসমূহসূচক সংজ্ঞা।
লাখেরাজ—নিষ্কর।
লেন্‌দেন্—টাকা আদান প্রদান।
শিকস্তি—নদীকূলের ভগ্নতা।
শুরু—আরম্ভ।

শব্দ—অর্থ

ষষমাহী—ষাণ্মাসিক।

সদর—প্রধান, উচ্চ, সম্মুখ।

সন্হাল—বর্ত্তমান সন।

সওদা—ক্রয় বিক্রয়, বাণিজ্য।

সওয়াল—প্রশ্ন।

সনন্দ—ভূম্যাদি সম্পত্তি বা বিষয় কার্য্য প্রদান সম্বন্ধীয় লিপি।

সবব—হেতু।

সরকার—সংসার।

সরাকত্—অংশদারী।

সরবরাহ—নির্ব্বাহ, চালান।

সরবরাহকার—নির্ব্বাহ কর্ত্তা।

সরহদ্দ—সীমা।

সরাসরী—স্বত্ব সাব্যস্থ ভিন্ন মোকদ্দমা।

সফিনা—সাক্ষী তলবের হুকুমনামা।

সরিক—অংশী।

সমেত—সহিত।

সাফিনামা—আপোষ নিষ্পত্তির সম্মতি সূচক দরখাস্ত।

সাজশ—ষড়যন্ত্র।

সালতামামী—সাম্বৎসরিক, বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব।

সাদী সেলামী—বিবাহ সম্বন্ধীয় প্রণামী।

সাবালক—প্রাপ্ত বয়স্ক।

শব্দ—অর্থ

সামিল—সহযোগ।

সালিয়ানা—সাম্বৎসরিক, বার্ষিক।

সাবুৎ—প্রমাণ।

সাবেক—পূর্ব্ব।

সায়ের—ভূমির নিকর কর ভিন্ন জলকর ফলকর ইত্যাদি।

সাহিদ্—সাক্ষী।

সিজিল—শৃঙ্খলাবদ্ধ।

সুরত্—অনুসারে।

সেওয়ায়—ব্যতীত।

সেরেস্তা—কাছারী, দপ্তরখানা।

সেহা—প্রাপ্ত করাদি সম্বন্ধীয় হিসাব।

সোবে—সন্দেহ।

হকদার—প্রকৃত অধিকারী।

সোলেনামা—আপোষ নিষ্পত্তি পত্র।

হক্সফা—অন্যের অগ্রে সম্পত্তি ক্রয় করণের অধিকার।

হকিয়ত্—স্বত্ব, স্বত্ব সাব্যস্থর নালিশ।

হরবিরূ—নানা প্রকারের জমী।

হরজ—বিঘ্ন, ক্ষতি।

হরকত্—ব্যাঘাত্।

হকুক—স্থাবর বিষয়, স্বত্ব।

হলফ্—শপথ।

হা—সমূহ।

হাকীম—বিচারপতি।

শব্দ—অর্থ

হাজির—উপস্থিত।

হাজির জামিন্—উপস্থিত করণক প্রতিভূ।

হাওয়ালা—অর্পণ, দেওন, চির স্বত্ব বিশিষ্ট ভূমি।

হামকালেব—সম্পর্কীয়, তুল্য, সদৃশ।

হার—দর, নিয়ম।

হাল—বর্ত্তমান অবস্থা।

হালশানা—জ্ঞাতশীল সংজ্ঞক গ্রামের চাকর।

হামরাও—অনুগামী, সঙ্গী।

শব্দ—অর্থ

হাবিলী—প্রাসাদ, বাটী, ঘর।

হাসিল—উর্ব্বরা, সমাধা, প্রাপ্তি, লভ্য।

হিস্যা—অংশ।

হুকুমনামা—অনুজ্ঞা পত্র।

হুরমৎ—সম্মান, সম্ভ্রম, খ্যাতি।

হেফাজত্—সাবধান, রক্ষাকরণ।

হেবা—দান।

হোশিয়ারী—দক্ষতা, অপ্রমাদশীলতা।

ষ্ট্যাম্প আইন।

ষ্ট্যাম্প বহুবিধ। পাট্টা, কবুলতী, খত্, মোক্তারনামা প্রভৃতি দলীল ষ্টাম্প-কাগজে লিখিত পঠিত হওয়ার নিয়ম। যে দলীল যত মূল্যের ষ্ট্যাম্পে লেখাপড়া করা কর্ত্তব্য নিম্নে তাহার তালিকা সন্নিবেশিত হইল।

ক। বিক্রয় কোবালা :—

৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত ... ... ॥০ আনা

৫০৲ টাকার উপর ১০০৲ পর্য্যন্ত ... ... ১৲ টাকা

১০০৲ এক শত টাকার উপর একহাজার টাকা পর্য্যন্ত প্রত্যেক এতশত বা তাহার ভগ্নাংশের বাবদ ১৲ টাকা। এক হাজার টাকায় শত করা এক টাকা হিসাবে ১০৲ টাকা, এক হাজার টাকার উপর প্রত্যেক ৫০০৲ টাকা বা তাহার ভগ্নাংশ ৫৲ টাকা।

খ। কর্জ্জ খত্।—

১০৲ টাকা পর্য্যন্ত ... ... ৵০ আনা।

১০৲ টাকার উপর ৫০৲ পর্য্যন্ত ... ।০ আনা ।

৫০৲ টাকার উপর ১০০৲ পর্য্যন্ত ... ॥০ আনা।

১০০৲ টাকার উপর ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত প্রত্যেক একশত বা তাহার ভগ্নাংশের বাবদ ॥০ আট আনা। এক হাজার টাকায় শতকরা আট আনা হিসাবে ৫৲ টাকা। এক হাজার টাকার উপর প্রত্যেক ৫০০৲ শত টাকা বা তাহার ভগ্নাংশ ২॥০ আড়াই টাকা।

খতের ষ্ট্যাম্প যে হিসাবে দেওয়া হয়, নীচের লিখিত দলীলগুলির ষ্ট্যাম্পও সেই হিসাবে দেওয়া হইয়া থাকে,—

(১) জামিনীনামা।

(২) বাটওয়ারা নামা (যে সম্পত্তি বিভাগ হয় তাহার মোট মূল্য হিসাবে)।

(৩) ফারখত্। হাজার টাকা পর্য্যন্ত খতের কাগজ, হাজারের উর্দ্ধ হইলেও ৫৲ টাকার কাগজে লেখাপড়া হইয়া থাকে।

(৪) সালিশী রোয়দাদ।—ঘরাও সালিশ হইলে ও সম্পত্তির মূল্য হাজার টাকা পর্য্যন্ত হইলে ঐ মূল্য পরিমাণ টাকার খতের কাগজে, তদূর্দ্ধে ৫৲ টাকার কাগজেই লেখাপড়া হইয়া থাকে।

(৫) কর্ম্মচারিগণের কবুলতী।—গোমাস্তা ও অন্যান্য কর্ম্মচারিরা আপন আপন ভারের কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ ও আদায় উশুলী টাকার হিসাব নিকাশ দেওয়ার জন্য মনিব বরাবর সম্পত্তি আদি আবদ্ধ রাখিয়া যে কবুলতী লিখিয়া দেয় ঐ কবুলতির লিখিত টাকার পরিমাণ হাজার টাকা পর্য্যন্ত হইলে ঐ টাকার খতের কাগজে, তদূর্দ্ধেও ৫৲ টাকার কাগজে লেখাপড়া হইয়া থাকে। ক্ষতিপূরণ পত্র লিখিত পঠিতেও এইমত ষ্ট্যাম্প দিতে হয়।

(৬) মীমাংসা পত্র (নিষ্পত্তি সূচক সম্পত্তির মূল্য হিসাবে)।

গ। বন্ধকী খত্ বা মর্টগেজ :—

(১) লিখিত পঠিতের সময় যদি বন্ধকী সম্পত্তি মহাজনের দখলে রাখা হয় অথবা রাখার অঙ্গীকার করা হয় তবে কোবালার কাগজ।

(২) বন্ধকী সম্পত্তি মহাজনের দখলে না দিয়া অথবা দখলে রাখিবার কোন অঙ্গীকার না করিয়া টাকা কর্জ্জ লইলে খতের কাগজ।

ঘ। এক সম্পত্তি একবার বন্ধক রাখিয়া সেই সম্পত্তির উপর সেই মহাজনের নিকট পুনরায় টাকা কর্জ্জ লইলে—

(১) সম্পত্তি মহাজনের দখলে থাকিলে শেষে যে টাকা কর্জ্জ লওয়া যায়, তাহার বাবদ কোবালার কাগজ।

(২) সম্পত্তি মহাজনের দখলে না থাকিলে খতের কাগজ।

ঙ। বন্ধক খালাশপত্র, অর্থাৎ বন্ধকী সম্পত্তি খালাশ লইবার জন্য লেখাপড়া করিতে হইলে যদি এক হাজার বা এক হাজারের কম টাকার জন্য সম্পত্তি আবদ্ধ রাখা হইয়া থাকে, তবে উক্ত খালাশপত্রের লিখিত টাকার পরিমাণে কোবালার কাগজে লিখিত পঠিত আবশ্যক। এক হাজার টাকার অধিক হইলেও দশ টাকার কাগজেই লেখাপড়া হইয়া থাকে।

চ। বন্ধকী খত্ বা ইজারার স্বত্ব কি স্থাবর ট্রষ্ট সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে হইলে উর্দ্ধ সংখ্যায় ৫৲ টাকার কাগজ আবশ্যক হয়, কিন্তু ঐ সমস্ত বিষয় ৫৲ টাকার কম মূল্যের কাগজে লিখিত পঠিত থাকিলে, প্রথমে যে মূল্যের

কাগজে লেখাপড়া ছিল, হস্তান্তর পত্রও সেই মূল্যের কাগজে হইয়া থাকে।

ছ। পাট্টা—

(১) বিনাপণে—

এক বৎসরের কম মেয়াদে যদি কোন পাট্টা দেওয়া যায় তাহা হইলে খাজানার পরিমাণ খতের কাগজ।

এক বৎসর হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত মেয়াদে পাট্টা দিতে হইলে, এক বৎসরের খাজানা ধরিয়া ঐ টাকার পরিমাণ খতের কাগজে লেখাপড়া হয়। বাৎসরিক খাজানার পরিমাণ কম বেশী থাকিলে ঐ কয়েক সনের মোট খাজানা ধরিয়া বাৎসরিক খাজানা স্থির করিতে হয়।

তিন বৎসরের অধিক কালের জন্য পাট্টা দিতে হইলে, যদি বাৎসরিক খাজানার পরিমাণ সমান না থাকে তবে সমস্ত কয়েক সনের খাজানা সমষ্টি মতে বাৎসরিক খাজানার পড়ন করিয়া এক সনের খাজানার পরিমাণে কোবালার কাগজে লেখাপড়া করিতে হয়।

(২) বিনা পণে মেয়াদী অর্থাৎ কোন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য পাট্টা দিতে হইলে, প্রথম দশ সনের খাজানা একত্র যোগ করিয়া ঐ যোগাঙ্কের দশমাংশ বাৎসরিক খাজানা হিসাবে ধৃতমতে, এক সনের খাজানার পরিমাণ কোবালার কাগজে লিখিত পঠিত করিতে হয়।

(৩) স্থিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পাট্টা হইলে, প্রথম ৫০ পঞ্চাশ বৎসরের খাজানা একত্র যোগ করিয়া ঐ যোগাঙ্কের পঞ্চমাংশ পরিমাণ টাকার বিক্রয় কোবালার কাগজে লেখাপড়া করিতে হয়।

(৪) পণ আর খাজানা এই দুই দিবার কথা থাকিলে বিনা পণে পাট্টা দিতে হইলে যে ষ্ট্যাম্প লাগিত, তাহার উপর পণের বাবদ বিক্রয় কোবালার ষ্ট্যাম্প যত মূল্যের লাগিবে এই দুই ষ্ট্যাম্পের মূল্য হিসাব করিয়া মোট এক খানি ষ্ট্যাম্প খরীদ করা আবশ্যক।

জ। পাট্টা সম্বন্ধে কোন চুক্তিপত্র লেখাপড়া করিতে হইলে, পাট্টার সহিত সমান ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। কিন্তু উপযুক্ত ষ্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র লেখাপড়া হইয়া পরে পাট্টা হইলে ঊর্দ্ধ সংখ্যা আট আনার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

ঝ। পাট্টা উপযুক্ত ষ্ট্যাম্পে লিখিত পঠিত হইলে কবুলতী এক টাকার

ষ্ট্যাম্পেই হইতে পারে; কিন্তু এক টাকার কম ষ্ট্যাম্পের পাট্টা হইলে পাট্টা ও কবুলতী সমান সমান ষ্ট্যাম্পে লেখাপড়া হইয়া থাকে।

ঞ। কোন পাট্টার লিখিত জমী ইস্তফা (পরিত্যাগ) করিতে হইলে, ত্যাগপত্র ৫৲ টাকার কাগজে লেখাপড়া করা আবশ্যক, কিন্তু মূল পাট্টায় ৫৲ টাকার কম ষ্ট্যাম্প থাকিলে, পাট্টার সহিত সমান ষ্টাম্প দিলেই চলে। প্রকৃত চাষের জমির মেয়াদ এক বৎসর পর্য্যন্ত হইলে, ও তাহার খাজানা একশত বা তাহার কম টাকা হইলে, সে জমীর পাট্টা কবুলতী ষ্ট্যাম্পে লেখাপড়া করিবার প্রয়োজন নাই। ঐ জমী পরিত্যাগ করিতে হইলে সেই ত্যাগপত্র বা ইস্তফা নামাতেও ষ্ট্যাম্পের আবশ্যক নাই।

ট। আদালতে নীলামে কোন সম্পত্তি খরিদ করিয়া সার্টিফিকেট অর্থাৎ বয়নামা লইতে হইলে, বিক্রয় কোবালার ষ্ট্যাম্প দিতে হয়।

ঠ। সম্পত্তি বিনিময় করিতে হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের সম্পত্তি থাকিলে তাহারই মূল্য ধরিয়া সেই মূল্যের পরিমাণ বিক্রয় কোবালার কাগজ দিতে হয়।

ড। দানপত্র বা হেবানামায় সম্পত্তির মূল্যের পরিমাণ কোবালার কাগজ দিতে হয়।

ঢ। কুড়ি টাকার উপর কোন ঋণ স্বীকারপত্রে, চেক বা রসীদে এক আনা মূল্যের পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প বসাইতে হয়।

ণ। মুদ্দতী হুণ্ডী বা হ্যাণ্ডনোট ২০৲ কুড়ি টাকার অধিক হইলে এবং চাহিবামাত্র টাকা পরিশোধের অঙ্গীকার থাকিলে ঐ হুণ্ডী বা নোট এক আনা মূল্যের পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্পযুক্ত করিতে হয়।

ত।	অছি নিয়োগপত্র	১৫৲ টাকা ষ্ট্যাম্প
থ।	কোন কোম্পানি অর্থাৎ ... ... সম্প্রদায়ের নিয়মপত্র	২৫৲ টাকা "
দ।	বখরানামা।	
	অংশীদারের মূলধন পাঁচশত টাকার অনধিক হইলে	২॥০ টাকা "
	তদূর্দ্ধে	১০৲ টাকা "

ধ। বখরা ভঙ্গনামা ... ... ৫৲ টাকা ষ্ট্যাম্প

ন। পোষ্যপুত্র লইবার অনুমতিপত্র ... ... ১০৲ টাকা "

প। কোন সম্পত্তির ট্রষ্ট বিষয়ক পত্র (উইলে
তদ্বিষয় লিখিত না থাকিলে)।
সম্পত্তির মূল্য পরিমাণ টাকার খতের কাগজ, কিন্তু পণের টাকার ষ্ট্যাম্পের অতিরিক্ত কোন স্থলে নহে।

ফ। ট্রষ্ট রহিতপত্র (উইল ভিন্ন অন্য লিখিত
পঠিতের দ্বারা)।
সম্পত্তির মূল্য পরিমাণ টাকার খতের কাগজ, কিন্তু দশ টাকার ষ্ট্যাম্পের অতিরিক্ত কোনস্থলে হইবে না।

ব। হাইকোর্টে উকীল বা এডভোকেট
স্বরূপে প্রবেশাধিকার পাইবার প্রার্থনা পত্র ... ৫০০৲ টাকা ষ্ট্যাম্প।

ভ। ঐ এটর্‌ণি সম্বন্ধে ... ২৫০৲ টাকা "

ম। নিরূপণ পত্র (স্থাবর সম্পত্তির)। সম্পত্তির মূল্য পরিমাণ টাকার কোবালার কাগজ।

য। মোক্তারনামা—

(১) কোন এক নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে এক কি তাহার অধিক
দলীল রেজেষ্টরী করিয়া দিবার জন্য হইলে ... ॥০ আনা ষ্ট্যাম্প।

(২) কোন এক নির্দ্দিষ্ট কার্য্য চালাইবার
জন্য দেওয়া হইলে ... ১৲ টাকা "

(৩) একযোগে এবং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে সকল
কার্য্য চালাইবার জন্য এক হইতে পাঁচ
ব্যক্তির নামে দেওয়া হইলে ... ৫৲ টাকা "

(৪) পাঁচজনের অধিক দশজন পর্য্যন্ত হইলে ... ১০৲ টাকা "

(৫) অন্যান্যস্থলে প্রত্যেক ব্যক্তির বাবদ ... ১৲ টাকা "

র। যে বিষয়ের দলীল হয়, লিখিত পঠিতের সময় তাহার মূল্য স্থির না হইলে, দলীলে যত মূল্যের দরূণ ষ্ট্যাম্প থাকে, সেই মূল্যের পরিমাণ টাকা ভিন্ন অতিরিক্ত টাকার দাবী চলে না।

ল। কোন সম্পত্তি বিক্রয় কি বন্ধক কার্য্য সমাধা করণার্থ অনেকগুলি দলীল ব্যবহৃত হইলে কোন্ দলীল্খানি ঐ গুলির মধ্যে প্রধান তাহা স্থির করিয়া উহা নিয়মিত ষ্ট্যাম্পযুক্ত করিয়া লিখিত পঠিত করিয়া দিতে হয়, অবশিষ্ট দলীল গুলির প্রত্যেক খানি এক টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্পে লিখিত পঠিত করিতে হয়। কিন্তু উপরিউক্ত কার্য্যে উক্ত দলীল গুলির মধ্যে যে দলীলে সর্ব্বোচ্চ মাশুল লাগে সেই মাশুল পরিমাণ ষ্ট্যাম্প কাগজ ঐ স্থিরীকৃত প্রধান দলীলে ব্যবহার করিতে হইবে।

ব। কোন দলীলে ভিন্ন ভিন্ন অনেকগুলি বিষয় লিখিত হইলে, প্রত্যেক বিষয়ের জন্য যে মাশুল ধার্য্য আছে সেই হিসাবে সমস্ত বিষয়ের মাশুল সমষ্টি-মতে ঐ মাশুল পরিমাণ টাকার কাগজে দলীল খানি লিখিত পঠিত করিতে হয়। যদি দলীল খানি এরূপ ভাবে নির্ম্মিত হয় যে তাহা দুই বা ততোধিক প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন মাশুলের মধ্যে পড়ে, তবে উহার মধ্যে যে মাশুল সর্ব্বোচ্চ সেই মাশুল পরিমাণ ষ্ট্যাম্প কাগজে ঐ দলীল খানি লিখিত পঠিত করিতে হইবে।

শ। খত্, বন্ধকী খত্, বন্ধকী খতের চুক্তিপত্র, ক্ষতিপুরণপত্র, বন্ধক-খালাশ পত্র, ফারখত্, জামিনীনামা ও হস্তান্তর পত্রের ষ্ট্যাম্প, দলীলদাতাকে দিতে হয়।

ষ। বিক্রয় কোবালা ও নীলামী সম্পত্তির বয়নামার ষ্ট্যাম্প ক্রেতাকে দিতে হয়।

স। পাট্টা বা পাট্টার চুক্তিপত্রের ষ্ট্যাম্প পাট্টাগ্রহীতাকে এবং কবুলতির ষ্ট্যাম্প পাট্টাদাতাকে দিতে হয়।

হ। বাটওয়ারানামা বা বিভাগপত্রের ষ্ট্যাম্প, সকল সরিককে স্ব স্ব অংশমত দিতে হয়।

কোন দলীল ষ্ট্যাম্পে লিখিত হইয়া বাতিল হইলে, অথবা লিখিত ও স্বাক্ষরিত হওয়ার পর অকর্ম্মণ্য হইলে, অথবা কোন গতিকে কালি পড়িয়া কি ছিন্ন হইয়া অকর্ম্মণ্য হইলে, অথবা দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যক্তি দলীলে স্বাক্ষর করিয়াছে অপর ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা দস্তখৎ করে নাই কি মারা গিয়াছে তজ্জন্ত ষ্ট্যাম্প অকর্ম্মণ্য হইলে, কিম্বা যে ব্যক্তির দলীলে

দস্তখৎ করা উচিত তাহার পরিবর্ত্তে ভুলক্রমে অপর ব্যক্তি উহাতে দস্তখত্ করা জন্য দলীল নষ্ট হইলে, অথবা যে দলীলের যে ষ্ট্যাম্প সে ষ্ট্যাম্পে লিখিত পঠিত না হইয়া অন্য ষ্ট্যাম্পে বা অধিক মূল্যের ষ্ট্যাম্পে লিখিত পঠিত হইয়া ষ্ট্যাম্প বাতিল হইলে, ঐ দলীলের লিখিত তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে কালেক্টরিতে দলীল সম্বলিত দরখাস্ত করিলে ঐ দলীলের মূল্যের ষ্ট্যাম্প অথবা ঐ মূল্য পরিমাণ নগদ টাকা কালেক্টরী হইতে ফেরত পাওয়া যাইতে পারে। টাকা ফেরত লওয়া স্থলে, টাকা প্রতি এক আনা হিসাবে বাদ দিয়া লইতে হয়।

রেজেষ্টরী আইন।

নিম্নোক্ত দলীল গুলি রেজেষ্টরী না করিলে যে উদ্দেশ্যে দলীল লিখিত পঠিত হয় তাহা সিদ্ধ হয় না এবং প্রমাণ স্বরূপে আদালতে গৃহীত হয় না :—

(১) স্থাবর সম্পত্তির দানপত্র।

(২) যে কোন দলীল দ্বারা একশত টাকা কি বেশী মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি সৃষ্টি, হস্তান্তর, সঙ্কোচ, লোপ অথবা পরিত্যাগ করা যায়। *

(৩) স্থাবর সম্পত্তি সৃষ্টি, হস্তান্তর, সঙ্কোচ, লোপ বা পরিত্যাগ করার জন্য যে পণ আদান প্রদান হইয়া থাকে সেই পণের রসীদ।

(৪) স্থাবর সম্পত্তি এক সনের উর্দ্ধকাল বন্দোবস্তর মেয়াদী পাট্টা।

(৫) পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি পত্র।—উইলে পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি দেওয়া থাকিলে এই অনুমতি পত্র রেজেষ্টরী না করিলেও কোন ক্ষতি নাই।

দলীল খানি রেজেষ্টরী জন্য দাখিল করিবার পূর্ব্বে বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া তাহার কোন স্থানে চাঁছা, মোছা, কাটকুট আছে কিনা

---

* প্রজাস্বত্ব ও সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক আইন অনুসারে তালুক মুলুক বা যোত জমা হস্তান্তর বা বিক্রয় করিতে হইলে মূল্যের পরিমাণ একশত টাকার কম হইলেও লেখা-পড়া রেজেষ্টরী করিতে হইবে, রেজেষ্টরী না করিলে হস্তান্তর বা বিক্রয় গ্রাহ্য হইবে না।

দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। দলীলের কোন্ স্থানে, কত ছত্রের পর, কোন্ শব্দ চাঁছা; কাটকুট বা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা দলীলের শেষে লিখিয়া লেখকের ও দলীল কর্ত্তার স্বাক্ষর করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা দলীল রেজেষ্টরী করিবার জন্য গৃহীত হয় না। স্থাবর সম্পত্তির দলীলে উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দী লিখিত না থাকিলে উহা রেজেষ্টরী জন্য লওয়া হয় না।

দলীলে যে তারিখ লিখিত হয় সেই তারিখ হইতে চারি মাসের মধ্যে দলীল রেজেষ্টরীর জন্য দাখিল করা আবশ্যক। যদি কোন বিশেষ কারণ বা অপরিহার্য্য ঘটনা সূত্রে এই সময়ের মধ্যে দাখিল না হয় তবে উক্ত কারণ আদি দর্শাইলে চারিমাসের পর আর চারি মাসের মধ্যে দাখিল হইতে পারে ও চলিত রসুমের অনধিক দশগুণ জরীমানা দিলে রেজেষ্টরী হইয়া থাকে, তৎপরে আর রেজেষ্টরী হয় না। অনেক লোক, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একখানি দলীল লিখিত পঠিত করিয়া দিলে দলীলখানি রেজেষ্টরী ও পুনঃ রেজেষ্টরী করণ জন্য প্রত্যেক লোককে তাহার লিখিত তারিখ হইতে চারিমাস মধ্যে রেজেষ্টরী আফীসে দাখিল করিতে হয়। উইল রেজেষ্টরী করার জন্য কোন সময় নির্দ্ধারিত নাই, যে কোন সময়ে রেজেষ্টরী হইতে পারে।—

স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক দলীল, যে সবরেজেষ্টরী আফিসের অধীন সম্পত্তি থাকে সেই স্থানে, রেজেষ্টরীর জন্য দাখিল করিতে হয়। দলীলের লিখিত সম্পত্তি একাধিক সবরেজেষ্টরী আফীসের অধীনে থাকিলে ঐ সমস্ত রেজেষ্টরী আফিসের যে কোন আফিসে দলীল রেজেষ্টরির জন্য দাখিল হইতে পারে। অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় দলীল, দাতা ও গ্রহীতার সুবিধা মতে স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের অধীন যে কোন সবরেজেষ্টরী আফিসে রেজেষ্টরী হইতে পারে। জেলার রেজেষ্টরী আফিসে ঐ আফিসের অধীনস্থ সকল সবরেজেষ্টরী আফীসের এলাকার দলীল রেজেষ্টরী হইতে পারে। উইল ও পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি পত্র, যে কোন রেজেষ্টরী বা সবরেজেষ্টরী আফিসে রেজেষ্টরী করিবার জন্য দাখিল হইতে পারে। উইল-কর্ত্তা ইচ্ছা করিলে আপন উইল সীল মোহর যুক্তে রেজেষ্টরী আফিসে দাখিল করিতে পারেন।

রেজেষ্টরী আফিসে দলীল দাখিল করিলে একমাস মধ্যে রসীদ দিয়া দলীল ফেরত্ লইতে হয়। একমাস পরে ফেরৎ না লইলে, যত দিন বিলম্ব

হইবে প্রতি মাসে চারি আনা হিসাবে জরীমানা দিতে হয়। উইল ভিন্ন অন্য দলীল দুই বৎসর কাল পর্য্যন্ত ফেরত্ না লইলে লাওয়ারিশগণ্যে তৎপরে উহা পুড়াইয়া ফেলা হয়।

দলীল রেজেষ্টরী করিবার মাশুল।

১। দানপত্র, যৌতুকপত্র, বিক্রয় কোবালা, বন্ধকী খত্, পাট্টা, তমসুক, প্রভৃতি রেজেষ্টরী করিতে হইলে নিম্নের লিখিত নিয়মানুসারে ফি দিতে হয়।

১০০৲ একশত টাকা পর্য্যন্ত লিখিত পঠিতের ... ... ৷৹ আনা।

১০০৲ টাকার উপর ২৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত ... ... ১৲ টাকা।

২৫০৲ টাকার উপর ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ... ... ১৷৹ টাকা।

৫০০৲ টাকার উপর ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ... ... ২৲ টাকা।

এক হাজার টাকার উপর প্রত্যেক হাজার টাকা বা তাহার ভগ্নাংশের বাবদ ১৲ টাকা।

(ক) পাট্টা স্থলে সম্বৎসরের খাজানা ও সেলামী বা পণ একুন করিয়া মোট যাহা হইবে সেই পরিমাণ টাকার রসুম দিতে হয়।

(খ) তমসুক কিম্বা বন্ধকীপত্রের স্থলে, দলীলের লিখিত টাকার উপর রসুম ধৃত হয়।

(গ) পাট্টা, কবুলতী একযোগে দাখিল হইলে, দুই দলীল এক রসুমে রেজেষ্টরী হয়।

২। সীলমোহর করা খামের মধ্যে উইল গচ্ছিত হইলে ... ২৲ টাকা।

ঐ খাম খুলিতে হইলে ... ... ২৲ টাকা।

৩। উইল খোলা অবস্থায় রেজেষ্টরী করিবার জন্য দাখিল করিলে ... ... ৪৲ টাকা।

৪। দত্তক গ্রহণের অনুমতি পত্র ... ... ৪৲ টাকা।

৫। চাকুরী করিবার কড়ারপত্র ... ... ৷৷৹ আনা।

উপরি লিখিত কয়েক প্রকার দলীল ব্যতীত অন্য দলীল রেজেষ্টরী করিতে হইলে ২৲ টাকার বেশী রসুম নাই, তবে রেজেষ্টরী বহির এক পৃষ্ঠায় দলীল লেখা হইলে এক টাকা রসুমেও হইতে পারে।

কোন দলীল রেজেষ্টরী আফিসে অনুসন্ধান করিতে হইলে, প্রথম বৎসরের বাবদ ১৲ টাকা রসুম দিতে হয়, একাধিক বৎসরের জন্য তল্লাস করিতে হইলে প্রথম বৎসরের বাবদ এক টাকা, তাহার পর প্রত্যেক বৎসরের বাবদ চারি আনা হিসাবে দিতে হয়। তল্লাসী রসুম ৫৲ টাকার বেশী নাই।

রেজেষ্টরী আফিস হইতে কোন দলীলের নকল লইতে হইলে যদি রেজেষ্টরির সম সময়ে দরখাস্ত করা যায় তাহা হইলে আর তল্লাসী ফি দিতে হয় না, নচেৎ উপরিউক্ত হিসাবে তল্লাসী রসুম দিতে হয় এবং বাঙ্গালা দলীলের নকল লইতে হইলে প্রতি একশত কথায় ./০ আনা হিসাবে ও ইংরাজী দলীল হইলে প্রতি একশত কথায় ৶০ আনা হিসাবে নকল-ফি দিতে হয়।

কাহারও বাটী যাইয়া কোন দলীল রেজেষ্টরী করিতে হইলে ১০৲টাকা কমিসন ফি দিতে হয়, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন কিম্বা কারাবদ্ধ থাকা প্রযুক্ত রেজেষ্টরী আফিসে হাজির হইতে না পারিলে ৫৲ টাকা ফি দিলে চলিতে পারে। তদ্ভিন্ন রেজেষ্টরী আফিসের এক মাইল অধিক দূরে যাইতে হইলে প্রত্যেক মাইলের জন্য চারি আনা হিসাবে বারবরদারী দিতে হয়। একাধিক ব্যক্তি এক বাটীতে বাস করিয়া এক দলীল স্বাক্ষর করিলে, সেই সকল ব্যক্তির পক্ষে এক কমিসন-ফি দিলেই চলে।

খাস মোক্তারনামা তজদিক্ করিতে হইলে ১৲ টাকা ও আমমোক্তার-নামা তজদিক্ করিতে হইলে ২৲ টাকা রসুম দিতে হয়।

কোন দলীল নকল করিতে যদি রেজেষ্টরী বহির দুই পৃষ্ঠায় শেষ না হয়, তাহা হইলে উপরে যে রসুমের কথা উক্ত হইয়াছে তাহা ব্যতীত দুই পৃষ্ঠার উপর যত পৃষ্ঠা হইবে প্রত্যেক পৃষ্ঠার বাবদ অতিরিক্ত চারি আনা হিসাবে রসুম দিতে হইবে। রেজেষ্টরী বহির প্রতি পৃষ্ঠায় ৩০০ শত কথা লিখিত হইবার নিয়ম, বড় দলীল হইলে কথা গুণিয়া কত রসুম লাগিবে তাহা ঠিক করিতে হয়, ভুলক্রমে কম রসুম দাখিল করা হইয়া থাকিলে অবশিষ্ট রসুম না দিলে দলীল ফেরৎ পাওয়া যায় না।

কোর্ট ফি আইন।

আদালতের কার্য্যে যে ষ্ট্যাম্প ব্যবহৃত হয় তাহাকে কোর্টফি কহে। কোর্টফি যুক্ত না করিলে আরজী ও দরখাস্ত আদি আদালতে গৃহীত হয় না।

(ক) আরজী।—দাবীর পরিমাণ টাকার উপর প্রত্যেক ৫৲ টাকায় ছয় আনা হিসাবে একশত টাকায় সাড়ে সাত টাকা, একশত টাকার উপর এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত প্রত্যেক দশ টাকা বা তাহার ভগ্নাংশ বার আনা, এক হাজার টাকার উপর পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত প্রতি একশত টাকা বা তাহার ভগ্নাংশ পাঁচ টাকা, পাঁচ হাজার টাকার উপর দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত প্রতি আড়াই শত টাকা বা তাহার ভগ্নাংশ দশ টাকা, দশ হাজার টাকার উপর কুড়ি হাজার টাকা পর্য্যন্ত প্রতি পাঁচ শত টাকা বা তাহার ভগ্নাংশ পনের টাকা, কুড়ি হাজারের উপর ত্রিশ হাজার পর্য্যন্ত প্রতি এক হাজার টাকা বা তাহার ভগ্নাংশ কুড়ি টাকা, ত্রিশ হাজার টাকার উপর পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত প্রতি দুই হাজার টাকা বা তাহার ভগ্নাংশ কুড়ি টাকা, পঞ্চাশ হাজার টাকার উর্দ্ধে প্রতি পাঁচ হাজার টাকা বা তাহার ভগ্নাংশ ২৫৲ টাকা হিসাবে কোর্টফি দিতে হয়। কিন্তু কোন স্থলে তিন হাজার টাকার অতিরিক্ত কোর্ট ফি দিতে হয় না।

(খ) দরখাস্ত।—মোকদ্দমা সম্বন্ধে কোন তদ্বীরের দরখাস্তে দাবী ৫০৲ টাকার কম হইলে ⁄॰ আনা এবং দাবী ৫০৲ টাকা কি তাহার অধিক হইলে আট আনার কোর্টফি দিতে হয়। ডিক্রী জারির দরখাস্তেও এই নিয়ম। সাক্ষী তলবের প্রথম দরখাস্তে কোর্টফি দিতে হয় না। ছানী বিচারের দরখাস্ত, ডিক্রীর তারিখ হইতে ৯০ দিনের মধ্যে দাখিল করিলে আরজির অর্দ্ধেক পরিমাণ এবং ৯০ দিন পরে করিলে আরজির সহিত সমান কোর্টফি দিতে হয়। বাদির অনুপস্থিতে কোন মোকদ্দমা ডিসমিস হইলে বা প্রতিবাদির অনুপস্থিতে কোন মোকদ্দমা একতরফা ডিক্রী হইলে বাদী বা প্রতিবাদী যদি ঐ ডিসমিস বা ডিক্রী রদ হইবার কারণ মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করেন তবে দাবির পরিমাণ ৫০৲ টাকার কম

হইলে এক আনা এবং দাবী ৫০৲ টাকা কি তাহার অধিক হইলে আট আনার কোর্টফি দ্বারা দরখাস্ত করিতে হয়। ফৌজদারিতে কোন নালিশ করিতে হইলে আট আনার কোর্টফি দিয়া দরখাস্ত করিতে হয়। আদালতে রাজস্ব বা খাজানা আমানতির দরখাস্তে কিম্বা ক্ষতিপূরণার্থ জমীদারের নিকট হইতে প্রজার প্রাপ্য টাকা আদালত কর্ত্তৃক স্থিরীকরণ জন্য প্রার্থনার দরখাস্তে আট আনা মূল্যের কোর্টফিযুক্ত করিবার নিয়ম।—

(গ) এফিডেভিট।—এফিডেভিটে এক টাকার কোর্টফি দিতে হয়।

(ঘ) ওকালত্‌নামা বা মোক্তারনামা।—হাইকোর্ট ভিন্ন দেওয়ানী ফৌজদারী বা রাজস্ব আদালতে মোকদ্দমা চালাইবার জন্য আট আনার কোর্টফি; রেভিনিউ, কষ্টম ও বিভাগীয় কমিশনরের নিকট এক টাকার কোর্টফি; হাইকোর্ট, বোর্ড অব রেভিনিউতে দুই টাকার কোর্টফি দিতে হয়।

(ঙ) মোজাহেম।—ডিক্রীজারী মোকদ্দমায় মোজাহেম দিতে হইলে আট আনার কোর্টফি যুক্তে মোজাহেম দাখিল করিতে হয়।

(চ) বর্ণনাপত্র (জবাব)। দাবী ৫০৲ টাকার কম হইলে এক আনা, এবং দাবী ৫০৲ টাকা কি তাহার অধিক হইলে আট আনার কোর্টফি যুক্তে বর্ণনাপত্র দাখিল করিতে হয়। প্রথম ধার্য্য দিনে বিনা কোর্টফি সাদা ডিমাই কাগজে বর্ণনা পত্র দাখিল হইতে পারে। আদালতের আদেশানুযায়ীক যে বর্ণনা পত্র দাখিল হয় তাহাতে কোর্টফি লাগে না।

(ছ) উইল।—উইল প্রবেট করিতে হইলে উইলের লিখিত সম্পত্তির মূল্য এক হাজার টাকার অনধিক হইলে কোর্টফি দিতে হয় না। সম্পত্তির মূল্য এক হাজার টাকার বেশী হইলে শতকরা দুই টাকা হিসাবে কোর্টফি দিতে হয়।

(জ) পাপর।—পাপরে নালিশ করিবার অনুমতি লইতে হইলে আট আনার কোর্টফি দিয়া দরখাস্ত করিতে হয়। পাপরে আপীল করিবার অনুমতি লইতে হইলে জেলাকোর্টে ১৲ টাকা এবং হাইকোর্টে বা কমিশনরীতে দুই টাকার কোর্টফি যুক্তে দরখাস্ত করিতে হয়।

(ঝ) এড্‌মিনিষ্ট্রেসন সার্টফিকেট (নাবালকদিগের শরীর ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে)। যে সম্পত্তির জন্য সার্টফিকেট প্রদত্ত হয় উক্ত সম্প-

ত্তির মূল্য ৫০০৲ টাকার অনধিক হইলে পাঁচ টাকার কোর্টফি, ৫০০৲ টাকার উপর এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত ১০৲ টাকার কোর্টফি এবং এক হাজার টাকার উপর প্রতি এক হাজার টাকা বা তাহার ভগ্নাংশ বাবদ ৫৲ টাকার কোর্টফি দিতে হয়।

(ঞ) পোষ্যপুত্র রহিত।—পোষ্যপুত্র রদের নালিশী আরজীতে দশ টাকার কোর্টফি দিতে হয়।

(ট) আপীলের দরখাস্ত।—আরজী অগ্রাহ্য জন্য বা ডিক্রী কি ডিক্রী স্বরূপ হুকুমের অন্যথায় আপীল না হইলে হাইকোর্ট ভিন্ন অন্য আদালতে আপীলের দরখাস্তে ॥০ আট আনার কোর্টফি এবং হাইকোর্টে দুই টাকার কোর্টফি দিতে হয়।

(ঠ) আসামীর তলবানা।—খত, খেসারত্, খাজানা ও অস্থাবর সম্পত্তির দাবী ঘটিত মোকদ্দমায় দাবির পরিমাণ ৫০৲ টাকার বেশী না হইলে একজন আসামির তলবানা আট আনা, এক হইতে দুই জন আসামির তলবানা আট আনা, দুই জনের উপর প্রত্যেক আসামির বাবদ চারি আনা হিসাবে দিতে হয়। দাবির পরিমাণ ৫০৲ টাকার বেশী হইলে চারি জন পর্য্যন্ত আসামির তলবানা এক টাকা, চারি জনের উপর প্রত্যেক আসামির জন্য চারি আনা হিসাবে দিতে হয়। তদ্ভিন্ন অন্যান্য মোকদ্দমায় দাবির পরিমাণ এক হাজার টাকার অনধিক হইলে এক হইতে চারি জন পর্য্যন্ত আসামির তলবানা ১৲ টাকা, চারি জনের উপর প্রত্যেক আসামির বাবদ চারি আনা হিসাবে দিতে হয়। দাবী এক হাজারের উপর হইলে জজ অথবা সব জজ আদালতে এক হইতে চারি জন আসামী পর্য্যন্ত ২৲ টাকা, চারি জনের উপর প্রত্যেক আসামির জন্য আট আনা হিসাবে দিতে হয়।

(ড) সাক্ষির তলবানা।—আসামির তলবানার সহিত সমান হিসাবে দাখিল করিতে হয়। শুদ্ধ খত্, খেসারত্, অস্থাবর সম্পত্তি ও খাজানার মোকদ্দমার দাবী পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত হইলে এবং একজন সাক্ষী থাকিলে আসামির তলবানার ন্যায় আট আনা না দিয়া চারি আনা দিতে হয়।

(ঢ) ক্রোকী মেয়াদ—

(১) স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক জন্য হইলে...১৲ টাকা।

(২) কলেক্টরী তৌজী ভুক্ত মহল জন্য হইলে ... ২৲ টাকা।

(৩) খত, খেসারত, অস্থাবর সম্পত্তি ও খাজানার ডিক্রীজারিতে মূল মোকদ্দমার দাবী ৫০৲ টাকা কি তাহার কম থাকিলে ক্রোকী মেয়াদ আট আনা, দাবী ৫০৲ টাকার উপর এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত হইলে এক টাকা। অন্যান্য সকল ডিক্রীজারিতেই এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত দাবিতে এক টাকা মেয়াদ দিতে হয়। এক হাজার টাকার উপর সকল ডিক্রীজারিতে ২৲ দুই টাকা মেয়াদ দিতে হয়।

(ণ) গহরী।—মাল ক্রোক করিতে যাইয়া পেয়াদার যে কয়েক দিন বিলম্ব হয় অর্থাৎ আদালতে অনুপস্থিত থাকে তাহাকে গহরী কহে। ক্রোক করণার্থ যে কয়েক জন পেয়াদার প্রয়োজন হয় তাহাদিগের প্রত্যেকের গহরী জন্য চারি আনা দিবার নিয়ম; সব জজ বা জজ আদালতের মোকদ্দমায় ছয় আনা দিতে হয়। কোন্ ডিক্রীজারিতে কত গহরী দিতে হয় আদালত তাহা স্থির করিয়া দিয়া থাকেন। নিম্ন আদালতে সচরাচর প্রায় একজন পেয়াদার তিন দিনের গহরী দেওয়া হইয়া থাকে। মুন্‌সেফী বা ছোট আদালতে ক্রোকী বস্তুর অবস্থা ও দূরত্ব বিবেচনা মতে কখন কম এবং কখন বেশী গহরী দিতে হয়। অস্থাবর সম্পত্তি ব্যতীত, স্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের জন্য প্রার্থনা করিলে গহরী দিতে হয় না।

(ত) নোটিশ।—নীলামের নোটিশ বা অন্য কোন প্রকার নোটিশ হইলে নিম্ন আদালতে প্রত্যেক নোটিশের জন্য মেয়াদ ... ১৲ টাকা।

(থ) নীলাম ইস্তাহার জারীর মেয়াদ।

(১) অস্থাবর সম্পত্তি জন্য ... ... ২৲ ,,

স্থাবর সম্পত্তি জন্য ... ... ১৲ ,,

(দ) নীলামী অর্ডার ফি এক টাকা দিতে হয়।

(ধ) পাউণ্ডেজ ফি।—প্রত্যেক পঁচিশ টাকা বা তাহার ভগ্নাংশ বাবৎ আট আনা হিসাবে দিতে হয়। এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত নোটিশ, ইস্তাহার সম্বন্ধে এই হারে দিবার নিয়ম। এক হাজার টাকার অতিরিক্ত দাবী হইলে সব জজ বা জজ আদালতে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য দুই টাকা হিসাবে দিতে হয়।

(ন) গ্রেপ্তারী রোজ।—খত্, খেসারৎ, অস্থাবর সম্পত্তি এবং খাজানার ডিক্রিতে মূল মোকদ্দমার দাবী ৫০৲ টাকার অনধিক হইলে ১৲ টাকা এবং দাবী ৫০৲ টাকার উপর এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত হইলে ৪৲ টাকা রোজ দিতে হয়। তদ্ভিন্ন অন্যান্য সকল ডিক্রীজারিতে এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত দাবির পরিমাণ থাকিলে ৪৲ টাকা রোজ দিতে হয়। দাবী এক হাজার টাকার বেশী হইলে গ্রেপ্তারী রোজ ১০৲ টাকা দিতে হয়।

(প) কমিশন—মুন্সেফী কিম্বা ছোট আদালত ঘটিত মোকদ্দমায় কমিশন দ্বারা সাক্ষির জবানবন্দী করাইতে হইলে কমিশন-ফিজ্ এক টাকা ও প্রত্যেক সাক্ষির জন্য চারি টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক দিতে হয়। উচ্চ আদালতের মোকদ্দমায় কমিশন-ফিজ্ দুই টাকা ও প্রত্যেক সাক্ষির বাবৎ দশ টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক দিবার নিয়ম। বিচারপতি স্বয়ং সাক্ষির জবানবন্দী করিতে যাইলে উচ্চ ও নিম্ন আদালতের উপরি উক্ত কমিশন ফিজ বাদে পারিশ্রমিক হিসাবে দৈনিক তিন টাকা দিতে হয়।

(ফ) দলীলাদির নকল।—হাইকোর্ট ভিন্ন অন্য আদালতের রায় কিম্বা হুকুমের নকল বা তরজমা লইতে হইলে মূল মোকদ্দমার দাবী ৫০৲ টাকা কি তাহার ন্যূন হইলে চারি আনা, দাবী পঞ্চাশ টাকার ঊর্দ্ধ হইলে আট আনা কোর্ট ফি দিতে হয়। হাইকোর্টের রায় কি হুকুম হইলে ১৲ এক টাকা কোর্ট ফি দিতে হয়।

হাইকোর্ট ভিন্ন অন্য আদালতের ডিক্রীর নকল লইতে হইলে মূল মোকদ্দমার দাবী ৫০৲ টাকার অনধিক হইলে আট আনা, তদূর্দ্ধে এক টাকার কোর্ট ফি দিবার নিয়ম, হাইকোর্টের ডিক্রী হইলে ৪৲ টাকার কোর্ট ফি দিতে হয়।

রাজস্ব বা বিচার সম্বন্ধীয় অন্যান্য কাগজ পত্র, হিসাব, কার্য্য বিবরণ, রিপোর্ট আদি, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত এবং রাজস্ব সংক্রান্ত ও বিভাগীয় কমিশনর আফীস ও আদালত হইতে লইতে হইলে প্রতি ৩৬০ কথা বা তাহার ভগ্নাংশ বাবদ আট আনার কোর্ট ফি দিতে হয়।

আদালত সংক্রান্ত কাগজ পত্রের নকল চারি আনা মূল্যের নন্ জুডিসিয়েল নামক ষ্ট্যাম্পে হইয়া থাকে। কিন্তু এক্ষণে দুই আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজ

নকলের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। দুই আনা মূল্যের একখানি ষ্ট্যাম্প কাগজে নকল শেষ হইলেও চারি আনা মূল্য পূরণ করিয়া দিবার জন্য দুইখানি উক্ত কাগজ দিতে হয়, দুই দুই খানি ভিন্ন, ষ্ট্যাম্প, নকলনবীসেরা গ্রহণ করেন না। একখানি উক্ত ষ্ট্যাম্প কাগজে ৭৫টী ইংরাজী ও ১৫০ শত বাঙ্গালা কথা লিখিবার নিয়ম।—

যে তারিখে নকল পাইবার প্রার্থনা করা যায়, ঐ তারিখে নকল পাওয়া আবশ্যক হইলে ১৲ এক টাকার কোর্ট ফি অতিরিক্ত দিতে হয়। নকল ৮ খানি কাগজের অতিরিক্ত হইলে প্রত্যেক দুইখানি কাগজের জন্য উক্ত অতিরিক্ত এক টাকার উপর আর চারি আনা হিসাবে না দিলে সেই তারিখে নকল পাওয়া যায় না। বাদী ও প্রতিবাদী তাঁহাদিগের মোকদ্দমা সংক্রান্ত যে কোন কাগজের ও পরস্পরের দাখিলী দলীলের নকল পাইতে পারেন। কোন ব্যক্তির প্রতি কোন জবাব দাখিল করিবার জন্য আদালত হইতে আদেশ হইলে যে পর্য্যন্ত তিনি জবাব দাখিল না করেন সে পর্য্যন্ত তিনি তাহার পক্ষের অপর কোন ব্যক্তির জবাব দৃষ্টি করিতে বা উক্ত জবাবের নকল পাইতে পারেন না।

মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পর, পক্ষ ভিন্ন অপর কোন তৃতীয় ব্যক্তিও আরজী, দরখাস্ত, বর্ণনা পত্র, এফিডেভিট, রায়, ফয়সালা আদির নকল পাইতে পারেন, কিন্তু মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পূর্ব্বে বিশেষ সন্তোষজনক কারণ দর্শাইতে না পারিলে অপর কাহাকেও উক্ত প্রকার কোন কাগজের নকল দেওয়া হয় না। মোকদ্দমায় দাখিলী দলীলের নকল, পক্ষ ভিন্ন আর কাহারও পাইবার অধিকার নাই, তবে যে ব্যক্তি দলীল দাখিল করেন তাঁহার মত হইলে যাঁহার ইচ্ছা তিনিই দলীলের নকল পাইতে পারেন।

ব। নিম্নলিখিত দরখাস্ত গুলিতে কোর্ট ফি দিতে হয় না:—

(১) জমী পরিত্যাগ বা জমা বৃদ্ধির জন্য নোটিশ জারী করণের দরখাস্ত।

(২) গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোন জমী অচিরস্থায়ী নির্দ্দিষ্ট খাজানায় বন্দোবস্ত করিয়া লইলে ঐ জমী পরিত্যাগ বা ঐ জমির আবাদ বৃদ্ধির বিষয়ে ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক রাজস্ব কর্ম্মচারির নিকট অনুমতি প্রার্থনার দরখাস্ত।

(৩) জমীর রাজস্ব বন্দোবস্ত সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পূর্ব্বে, জমির করধার্য্য

বা স্বত্ব নির্দ্দেশ সম্বন্ধে কালেক্টর বা অন্য রাজস্ব বন্দোবস্তকারক কর্ম্মচারী কি বোর্ড অব রেভিনিউ বা রেভিনিউ কমিশনরের নিকট দরখাস্ত।

(৪) কয়েদী বা হাজতের আসামির দরখাস্ত।

(৫) কোন অপরাধ কার্য্য পুলিশে জানাইবার জন্য দরখাস্ত।

(৬) গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা ফেরত লইবার দরখাস্ত।

(৭) চৌকীদারী বা মিউনিসিপেল ট্যাক্সের বিরুদ্ধে আপীলের দরখাস্ত।

(৮) সাধারণ কার্য্যের জন্য কোন সম্পত্তি লওয়া হইলে তাহার ক্ষতি পূরণের দরখাস্ত।

প্রজাস্বত্ব বিষয়ক বা খাজানার আইন।

১। কলেক্টরী তৌজিভুক্ত সকর ও নিষ্কর ভূমিকে মহাল কহে।

২। যে ব্যক্তি কোন মহাল বা মহালের আংশিক মালিক হন তাঁহাকে ভূস্বামী বা জমীদার কহে।

৩। যে ব্যক্তির অব্যবহিত অধীনে কোন প্রজা ভূমি ভোগ করে সেই ব্যক্তিকে ভূম্যধিকারী কহে। ভূম্যধিকারির মধ্যে গভর্ণমেণ্টকেও ধরা হইবে।

৪। যে ব্যক্তি খাজানা দিয়া জমী ভোগ দখল করে তাহাকে প্রজা কহে। খাজানার পরিবর্ত্তে ভূম্যধিকারির সহিত কোন ব্যক্তির অন্য কোন রূপ চুক্তি থাকিলেও তাহাকে প্রজা কহে। যেমত চাকরান্ প্রজা।—

৫। ভূমি ভোগ দখল করণ জন্য ভূম্যধিকারিকে নগদ টাকা বা শস্য স্বরূপ আইনানুসারে প্রজা যাহা দিতে বাধ্য হয় তাহাকে খাজানা কহে।

৬। জমীদার এবং রায়ত এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রজা যে স্বত্ব উপভোগ করে সেই স্বত্বের নাম মধ্যস্বত্ব এবং সেই স্বত্বের অধিকারিকে মধ্যস্বত্বাধিকারী কহে। পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, সে পত্তনীদার, হাওয়ালাদার, গাঁতিদার, ইজারদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বাধিকারী নামে বাচ্য।

৭। যে মধ্যস্বত্বের উত্তরাধিকার হইতে পারে ও অবধারিত সময়ের জন্য যাহার ভোগ হয় না তাহার নাম কায়েমী মধ্যস্বত্ব।

৮। কৃষিবৎসর বলিলে যেখানে বাঙ্গালা সন চলিত আছে তথায় বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসর বুঝাইবে। যেখানে ফসলী বা আমলী সন প্রচলিত সেখানে আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসর বুঝাইবে এবং যেখানে কৃষি কার্য্যের জন্য অন্য কোন সাল চলিত আছে তথায় সেই সাল বুঝাইবে।

প্রজাদিগের শ্রেণির বিষয়।

বর্ত্তমান আইনে প্রজাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—

(ক) মধ্য স্বত্বাধিকারী। (অধীন মধ্যস্বত্বাধিকারিরাও ইহার অন্তর্গত)।

(খ) রায়ত।

(গ) কোর্ফা রায়ত বা পেটাও রায়ত। কোর্ফা রায়তের অধীনস্থ রায়তেরাও কোর্ফা রায়ত নামে বাচ্য। জমীদার কি মধ্যস্বত্বাধিকারির অধীনে কেহ কোন জমী ভোগ না করিলে তাহাকে রায়ত না বলিয়া কোর্ফা রায়ত গণ্য করা হইবে।—

যে ব্যক্তি স্বয়ং বা আপন পরিবারস্থ ব্যক্তি দ্বারা বা বেতনভোগী চাকর দ্বারা কিম্বা ভাগ যোতে চাষ আবাদ করিবে বলিয়া জমী লয় তাহাকে রায়ত কহে। রায়তদিগকেও তিন ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে যথা :—

(১) মোকররী রায়ত। অর্থাৎ চিরকালের জন্য নির্দ্দিষ্টহারে খাজানা দিয়া যাহারা ভুমি ভোগ দখল করে।

(২) দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত অর্থাৎ যাহাদের ভোগ কৃত জমিতে দখলী স্বত্ব জন্মিয়াছে।

(৩) দখলী স্বত্ববিহীন রায়ত অর্থাৎ যাহাদের জমিতে দখলী স্বত্ব জন্মে নাই।

কাহারও কোন একটী জমায় একশত বিঘার অধিক জমী থাকিলে তাহাকে একজন মধ্যস্বত্বাধিকারী বলিয়া জ্ঞান করা হইবে। কিন্তু কে রায়ত কে মধ্যস্বত্বাধিকারী ইহা স্থির করিতে হইলে প্রথমতঃ কি উদ্দেশ্যে জমী বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হইয়াছিল অর্থাৎ মূলে যখন সেই জমার সৃষ্টি হয় তখন প্রজা নিজে চাষ আবাদ করিবে বলিয়া জমী পত্তন লইয়াছিল

কি সেই জমার অন্তর্গত অন্য অন্য রায়ত দিগের নিকট খাজানা আদায় করিবে ও নূতন রায়ত পত্তন করিয়া তাহাদের দ্বারা চাষ আবাদ করিবে বলিয়া জমা লইয়াছিল তাহা দেখিয়া রায়ত কি মধ্য স্বত্বাধিকারী ইহা স্থির করিতে হইবে। কেহ একশত বিঘার কম জমী রাখিলে তাহাকেও মধ্যস্বত্বাধিকারী গণ্য করা হইতে পারে। কোন একটী জমায় একশত বিঘার অধিক জমী থাকিলেও যদি দেশাচার মতে তাহাকে রায়তের মধ্যে ধরা হইয়া থাকে তবে আর তাহাকে মধ্যস্বত্বাধিকারী জ্ঞান করা হইবে না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তব সময় যে সকল মধ্যস্বত্বর সৃষ্টি হইয়াছিল এক্ষণে আর সে সকল স্বত্বের খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারা যাইবে না, তবে দেশাচার মতে যদি বৃদ্ধি করা যায় কিম্বা যে নিয়মে এতকাল ঐ সকল মধ্যস্বত্ব ভোগ করিতে দেওয়া হইয়াছে সেই নিয়ম অনুসারে যদি বাড়াইতে পারা যায় তাহা হইলে খাজানা বৃদ্ধি হইবে। মধ্যস্বত্বাধিকারী প্রজা কোন্ সময় তাহার খাজানা কমাইয়া লইয়াছিল প্রমাণ করিতে পারিলেও খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারা যাইবে। কিন্তু উক্ত প্রজা যদি জমী কমির আপত্তি করিয়া জমা কমী করিয়া লইয়া থাকে তাহা হইলে সে কারণে আর খাজানা বৃদ্ধি হইবে না। জমী কমী ভিন্ন অন্য কারণে জমা কমী করিয়া লইয়া থাকিলেও এক্ষণে যদি বৃদ্ধি হারে জমী হইতে খাজানা উঠিবার সম্ভাবনা না থাকে তাহা হইলেও বাড়াইতে পারা যাইবে না। তবে যদি জমির পরিমাণ বেশী হইয়াছে দেখাইতে পারা যায় তাহা হইলে খাজানা বৃদ্ধি হইবে। খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে মধ্যস্বত্বাধিকারী প্রজা ও ভূম্যাধিকারির মধ্যে কোন রূপ চুক্তি থাকিলে সেই চুক্তিমতই খাজানা বৃদ্ধি হইবে নতুবা নিকটবর্ত্তী স্থানের সমশ্রেণির প্রজারা যে হারে খাজানা দিয়া থাকে তাহার অতিরিক্ত বৃদ্ধি করা যাইবে না। মধ্যস্বত্বাধিকারী প্রজা ও ভূম্যাধিকারির মধ্যে কোন রূপ চুক্তি না থাকিলে এবং সমশ্রেণির প্রজারা কি হারে খাজানা দিয়া থাকে তাহার স্থিরতা না হইলে উক্ত প্রজা মোট যে টাকা বৎসর ২ তাহার মধ্যস্বত্ব হইতে আদায় করিয়া থাকে তাহার মধ্যে আদায় তহশীলের সরঞ্জামী খরচ বাদে বাকী টাকার উপর শতকরা দশটাকা হিসাবে প্রজার লাভ রাখিয়া খাজানা বাড়াইতে পারা যাইবে। কিন্তু এই মধ্যস্বত্ব যখন

গ্রাম সৃষ্টি হয় সেই সময় যিনি ইহার অধিকারী ছিলেন তিনি তাঁহার নিজের পরিশ্রমে কি ব্যয়ে এই মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত জমা জমী সর্ব্ব প্রথমে আবাদ করিয়াছিলেন কি না, সে সময়ে কোন পণ বা সেলামী দেওয়া হইয়াছিল কি না এবং জমী হাসিল করাইবার নিমিত্ত খুব অল্প খাজানায় এই মধ্যস্বত্ব বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল কি না ও মধ্যস্বত্বাধিকারী বা তাহার পূর্ব্ব পুরুষের মধ্যে কেহ এই মধ্যস্বত্বের কখন কোন উন্নতি সাধন করিয়াছেন কি না, এই সকল বিবেচনা করিয়া কোন্ মধ্যস্বত্বাধিকারী প্রজার কি পরিমাণ খাজানা বৃদ্ধি হইবে আদালত তাহা স্থির করিয়া দিবেন। কোন মধ্যস্বত্বাধিকারির খাজানা আদালত দ্বারা বা চুক্তি অনুসারে বৃদ্ধি হইলে বৃদ্ধির তারিখ হইতে পনের বৎসর মধ্যে আর খাজানা বাড়ান যাইবে না। কোন কায়েমী মধ্যস্বত্বাধিকারী প্রজাকে চুক্তিভঙ্গ জন্য উচ্ছেদ করিবার সর্ত্ত থাকিলে জমীদার উচ্ছেদ করিতে পারেন তদ্ভিন্ন উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না। প্রজা ইচ্ছা করিলে তাহার কায়েমী মধ্যস্বত্ব দান, বিক্রয় বা বন্ধকাদি সূত্রে হস্তান্তর করিতে পারিবেন কিন্তু ঐ হস্তান্তর পত্র রেজেষ্টরী না করিলে হস্তান্তর গ্রাহ্য হইবে না। রেজেষ্টরী করিবার রসুম ব্যতীত ভূম্যধিকারির উপর পরওয়ানা জারির রোজ ও ভূম্যধিকারির সেরেস্তায় নাম খারিজ দাখিলের রোজ এই রোজ দুইটী রেজেষ্টরী আফিসে আমানত না করিলে হস্তান্তর পত্র রেজেষ্টরী হইবে না। যে মধ্যস্বত্ব হস্তান্তর করা হয় তাহার বার্ষিক খাজানার উপর শতকরা দুই টাকা হিসাবে নাম খারিজ দাখিলের রোজ আমানত করিতে হইবে। খাজানার পরিমাণ যাহাই হউক ঐ রোজ কখন একটাকার কম ও একশত টাকার বেশী লওয়া হইবে না। যে মধ্যস্বত্বের জন্য কোন খাজানা দিতে হয় না তাহা হস্তান্তর করিতে হইলে মোটের উপর দুই টাকা রোজ দিলেই হইবে। পরওয়ানা জারির রোজ গভর্ণমেণ্ট লইবেন আর নাম খারিজ দাখিলের রোজ ভূম্যধিকারী পাইবেন। রেজেষ্টরী অন্তে রেজেষ্টরী আফিসের কর্ত্তৃপক্ষ জেলার কালেক্টরের নিকট হস্তান্তর বিষয়ক একটী নোটিস পাঠাইবেন এবং তাহার সহিত নাম খারিজ দাখিলের রোজও পাঠাইয়া দিবেন এবং কালেক্টর সেই নোটিস্ ভূম্যধিকারী বা তাহার কর্ম্মচারির উপর জারি করিয়া তাহার প্রাপ্য রোজের

টাকা তাহাকে দেওয়াইবেন। বাকী খাজানা ভিন্ন অন্য ডিক্রীজারিতে কোন মধ্যস্বত্ব নীলাম হইলে নিলাম সিদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বে নীলাম খরিদারকে উক্ত রোজ দুইটী হিসাব করিয়া দাখিল করিতে হইবে। তৎপরে নীলাম সিদ্ধ হইলে আদালত হইতে কালেক্টরের নিকট নীলামের নোটিস্ ও নাম খারিজ দাখিলের রোজ পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। কালেক্টরী হইতে ভূম্যধিকারী বা তাহার কর্ম্মচারির উপর উক্ত নোটিশ জারী হইবে ও তাহার প্রাপ্য রোজ তাহাকে দেওয়ান হইবে। বাকী খাজানার দায়ে কোন মধ্যস্বত্ব নীলাম হইলে উক্ত কোন রোজ নীলাম খরিদারকে দিতে হইবে না এবং ভূম্যধিকারির উপরও কোন নোটিস্ জারী হইবে না, আদালত হইতে কেবল কালেক্টরিতে একটী নোটিস্ দেওয়া হইবে। উত্তরাধিকারীত্ব সূত্রে কেহ কোন কায়েমী মধ্যস্বত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহাকে কালেক্টরীতে যাইয়া নোটিস্ দিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে উল্লিখিত রোজ দুইটী দাখিল করিতে হইবে, উত্তরাধিকারী ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত তাহা না করিবেন সে পর্য্যন্ত প্রাপ্ত সম্পত্তি বিষয়ে তাহার বাকী খাজানার মোকদ্দমা, ফসল ক্রোক এবং আদালত সম্বন্ধীয় কোন কার্য্য করিবার তাঁহার অধিকার হইবে না। কেহ কোন মধ্য স্বত্বের ষোল আনা হস্তান্তর না করিয়া কথকাংশ হস্তান্তর করিলে কি কোন মধ্যস্বত্বের কিয়দাংশ উত্তরাধিকারীত্ব সূত্রে প্রাপ্ত হইলেও উপরি উক্ত নিয়মে নোটিস্ জারী ও নাম খারিজ দাখিলের রোজ আমানত করিতে হইবে। জমীদারের লিখিত সম্মতি ভিন্ন কোন মধ্যস্বত্বের বিভাগ বা খাজানা বণ্টণ গ্রাহ্য হইবে না।

মোকররী প্রজা।

কোন মোকররী প্রজাকে উচ্ছেদ করা যাইতে পারিবে না, তবে প্রজা ভূম্যধিকারির সহিত কোনরূপ চুক্তি করিলে এবং ঐ চুক্তি পালন না করার জন্য উচ্ছেদের সর্ত্ত থাকিলে তাহাকে উচ্ছেদ হইতে হইবে। মোকররী স্বত্ব দান বিক্রয়াদি সূত্রে হস্তান্তর করা যাইতে পারিবে এবং মধ্য স্বত্বাধিকারী প্রজাদের সম্বন্ধে হস্তান্তর বিষয়ে যে সকল নিয়মের কথা উক্ত হইয়াছে মোকররী প্রজাদিগের বিষয়েও সেই সকল নিয়ম বর্ত্তিবে এবং হস্তান্তর গ্রহী-

তাকে নোটিশ জারির ও নাম খারিজ দাখিলের রোজ আমানত করিতে হইবে। যেখানে মোকররী জমা রেজেষ্টরী করিবার নিয়ম আছে সেখানে যদি সেই জমা রেজেষ্টরী না হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রজা ২০ বৎসর এক হারে ও এক নিয়মে খাজানা লওয়া দেখাইতে পারিলেও বৃদ্ধি হারে খাজানা দেওয়ার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে না।

স্থিতিবান্ রায়ত।

কোন ব্যক্তি যদি একান্বয়ে ১২ বার বৎসর কাল যাবৎ রায়ত স্বরূপে কোন গ্রামে জমী ভোগ দখল করে তাহা হইলে তাহাকে সেই গ্রামের স্থিতিবান্ রায়ত কহে। ক্রমাগত একই জমী ১২ বার বৎসর ভোগ করিলে যে স্থিতিবান্ রায়ত হইবে তাহা নহে, বৎসর বৎসর ভিন্ন ভিন্ন জমী ভোগ দখল করিলেও স্থিতিবান্ রায়ত হইবার অধিকার জন্মে। কোন ব্যক্তি একবার স্থিতিবান্ রায়ত বলিয়া গণ্য হইলে তখন তাহার দখলে যত ভূমি থাকিবে সে সমস্ত ভূমিতেই তাহার দখলী স্বত্ব জন্মাইবে। কোন ব্যক্তি রায়ত স্বরূপে কোন জমী ভোগ দখল করিয়া পরলোকগত হইলে তাহার উত্তরাধিকারী যেন নিজে ক্রমান্বয়ে সেই জমী ভোগ দখল করিয়া আসিতেছে এইরূপ জানিতে হইবে। তজ্জন্য পিতা ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন গ্রামে জমী ভোগ করিয়া মরিলে পুত্র যদি সেই গ্রামে আর ৫ পাঁচ বৎসর জমী ভোগ দখল করিতে পারে তাহা হইলে তাহার দখলের স্বত্ব বর্ত্তিবে। দুই বা তাহার অধিক রায়ত, ভাগে কোন জমী দখল করিয়া পরে যদি তাহারা আলাহিদা-রূপে জমী দখল করিতে থাকে তাহা হইলে ভাগের সময় ধরিয়া ১২ বার বৎসর পূর্ণ হইলেই তাহারা প্রত্যেকে স্থিতিবান্ রায়তরূপে গণ্য হইবে। স্থিতিবান্ রায়ত যতদিন গ্রামে থাকিয়া জমী ভোগ দখল করিবে ততদিন তাহার দখলী স্বত্ব বজায় থাকিবে। গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া যাইলে, পরিত্যাগ করিয়া যাইবার তারিখ হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে ঐ গ্রামের এক জন স্থিতিবান্ রায়ত বলিয়া জ্ঞান করা হইবে। গ্রাম ছাড়িয়া যাওয়ার পর এক বৎসরের মধ্যে যদি সে পুনরায় সেই গ্রামে আসিয়া কোন জমী দখল করে তাহা হইলে সেই জমিতে তাহার দখলী স্বত্ব বর্ত্তিবে।

দখলী স্বত্ব।

কোন জমীদার বা মধ্যস্বত্বাধিকারী যদি অধীনস্থ কোন দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের নিকট হইতে তাহার দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সে স্বত্ব লোপ হইয়া থাকে। দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়ত যদি কালে তাহার দখলী জমির ষোল আনা রকমে জমীদার হয় কি ষোল আনা রকমে ঐ জমির মধ্য স্বত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও দখলী স্বত্ব লোপ হইয়া থাকে। কিন্তু উল্লিখিত রায়ত যদি এজমালিতে তাহার দখলী জমির জমীদারী বা মধ্যবর্ত্তী প্রজাই স্বত্ব প্রাপ্ত হয় তবে তাহার দখলী স্বত্ব লোপ হইবে না। কালক্রমে যদি তাহার এজমালী জমীদারী বা প্রজাই স্বত্ব লোপ হয়, তাহা হইলে তাহার দখলী স্বত্ব স্থিরতর থাকিবে। ইজারদার স্বরূপে কেহ কোন জমী ভোগ দখল করিলে ইজারদারী আমলে তাহার ইজারার অন্তর্গত কোন জমিতে দখলী স্বত্ব জন্মিবে না। রায়ত কোন জমিতে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইলে যাহাতে জমির দর কমিয়া যায় বা যে জন্য তাহাকে জমী দেওয়া হইয়াছিল তাহার অনুপযোগী হইয়া পড়ে এমন কোন কার্য্য জমির উপর করিতে পারিবে না। চাষের জমীতে পুষ্করিণী খনন কি বাগান কাটিয়া চাষের জমী প্রস্তুত করা রায়তের অধিকার হইবে না। দেশাচার না থাকিলে রায়ত জমির বৃক্ষ কর্ত্তন করিতে পারিবে না। দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়ত আপনার যোতের জন্য উপযুক্ত ও ন্যায্য হারে অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী স্থানে ঐ প্রকার জমির যে হারে খাজানা দেওয়া হইয়া থাকে, উক্ত হারে খাজানা দিবে। দখলী স্বত্ব-বিশিষ্ট রায়তকে তাহার দখলী জমী হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে না, তবে যে উদ্দেশ্যে রায়তকে জমী দেওয়া হইয়াছিল, তাহার বিপরীত ব্যবহার করিয়া যদি জমী কার্য্যের অনুপযোগী করা হইয়া থাকে, কি রায়ত যদি উচ্ছেদ হইবার সর্ত্তে ভূম্যধিকারির সহিত বিশেষ কোন চুক্তিকরতঃ সেই চুক্তি ভঙ্গ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ভূম্যধিকারী সেই রায়তের নামে উচ্ছেদের জন্য আদালতে নালিশ করিয়া ডিক্রীকরতঃ সেই ডিক্রীজারিতে তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন। ডিক্রীজারী ব্যতীত কাহাকেও উচ্ছেদ করা যাইবে না। দখলী স্বত্ববিশিষ্ট কোন রায়ত পরলোক প্রাপ্ত হইলে তাহার স্বত্ব তাহার উত্তরাধিকারিকে বর্ত্তে। কিন্তু দখলী স্বত্ব সম্বন্ধে যেখানে

সে প্রকার কোন দেশাচার নাই সেখানে বর্ত্তে না। ওয়ারিশবিহীন রায়তের জমির দখলী স্বত্ব লোপ হইয়া ঐ জমী জমীদারের খাস হয়।

খাজানা বৃদ্ধির বিষয়।

কোন দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের দেয় খাজানা ভূম্যধিকারী অন্যায় ও অনুপযুক্ত বলিলে তাঁহাকে তাহার প্রমাণ করিতে হইবে। প্রমাণ করিতে না পারিলে ঐ খাজানাই ন্যায্য বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। যে সকল দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত নগদ টাকা খাজানা দিয়া থাকে তাহাদের খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে প্রথমতঃ দেখা উচিত যে ভূম্যধিকারির সহিত ঐ সকল রায়তদিগের খাজানা বৃদ্ধির কোনরূপ চুক্তি আছে কি না। রায়ত শুদ্ধ চুক্তি করিলেই হইবে না, উহা লিখিত পঠিত করিয়া রেজেষ্টরী করাইয়া লইতে হইবে। চুক্তিপত্র রেজেষ্টরী করিয়া না লইলে, সেই দলীলের বলে ভূম্যধিকারী বেশী খাজানার দাবী করিতে পারিবেন না ও আদালতেও নালিশ চলিবে না। কিন্তু তিন বৎসর কি ততোধিক যে রায়তের নিকট বেশী হারে খাজানা আদায় হইয়া আসিতেছে তাহার সহিত সেই বৃদ্ধি খাজানার বাবদ কোন চুক্তিপত্র লিখিত পঠিত না হইয়া থাকিলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব সনের আদায়ের কাগজ দৃষ্টে সেই বেশী খাজানার বাবদে নালিশ ও ডিক্রী হইতে পারিবে তাহাতে রায়ত চুক্তিপত্র লিখিত পঠিত হয় নাই বলিয়া আপত্তি করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। চুক্তি অনুসারে যে খাজানা ধার্য্য হইবে তাহা চুক্তির তারিখ হইতে ১৫ বৎসর মধ্যে আর বৃদ্ধি করা যাইবে না এবং রায়ত যে খাজানা দিয়া আসিতেছে তাহার উপর টাকায় ৵০ দুই আনার বেশী কখন কোন চুক্তির বলে খাজানা বাড়াইতে পারা যাইবে না। ভূম্যধিকারী নিজ ব্যয়ে যদি কোন জমির উন্নতি সাধন করেন এবং সেই উন্নতির ফল ভোগ করিবার জন্য রায়ত যদি বৃদ্ধি হারে খাজানা দিবার চুক্তি করিয়া থাকে তবে সে স্থলে টাকায় ৵০ দুই আনার বেশী পরিমাণে খাজানা বাড়াইতে কোন বাধা হইবে না। উন্নতির জন্য বৃদ্ধিহারে খাজানা দিবার কথা যাহা বলা যাইতেছে তাহা উন্নতি না হইলে রায়তের নিকট

দাবী চলিবে না এবং জমির যতদিন উন্নতির অবস্থা থাকিবে ও রায়ত সেই উন্নতির ফল ভোগ করিবে ততদিনই বৃদ্ধিহারে খাজানা আদায় হইবে। তৎপরে সে হারে খাজানা দেওয়ার জন্য রায়তকে বাধ্য করা যাইবে না। তবে রায়তের দোষে যদি সেই উন্নতির অবস্থা নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে বৃদ্ধিহারে খাজানা দেওয়ার দায় হইতে রায়ত কখন অব্যাহতি পাইবে না। চুক্তি ভিন্ন নিম্নলিখিত কতিপয় কারণে দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারা যাইবে ;—

(ক) কোন গ্রামে এক প্রকার ও একই সুবিধাজনক জমির বাবদ দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের নিকট যে হারে খাজানা আদায় হইয়া থাকে তদপেক্ষা কোন রায়ত কম হারে খাজানা দিলে যদি তাহার কম হারে খাজানা দেওয়ার বিশেষ কোন কারণ না থাকে, অথবা—

(খ) বর্ত্তমান খাজানা চলিত থাকার সময় প্রধান খাদ্য শস্যের দর যদি সে স্থানে বৃদ্ধি হইয়া থাকে, অথবা—

(গ) বর্ত্তমান খাজানা চলিত থাকার সময় ভূম্যধিকারির ব্যয়ে যদি রায়তের ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে, অথবা—

(ঘ) নদীর স্রোতের গতি পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়া কোন জমিতে জল দেওয়ার সুবিধা হওয়ায় যদি সে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

যাহারা খাজানা বাবদ নগদ টাকা না দিয়া জমির ফশল দেয়, উপরি উক্ত কোন কারণে তাহাদের কর বৃদ্ধি হইবে না।

জরীপে যদি রায়তের জমীর পরিমাণ বৃদ্ধি হয় তাহা হইলেও ভূম্যধিকারী তাহার খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। ভবিষ্যতে যদি উন্নতির ফল না ফলে বা ফলা বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে রায়তের প্রার্থনা মতে বর্দ্ধিত কর, আবার কম হইতে পারিবে। নদীর স্রোতের পরিবর্ত্তন জন্য কোন জমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া কর বৃদ্ধির নালিশ করিলে যদি উৎপাদিকা শক্তি স্থায়ীরূপে বৃদ্ধি না হইয়া সামান্য কিছু দিনের জন্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে তাহা হইলে কর বৃদ্ধি হইবে না।

খাজানা কমির বিষয়।

দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের মধ্যে কাহারও যোতের জমির উৎপাদিকা শক্তি যদি কোন কারণসূত্রে চিরকালের জন্য হ্রাস হইয়া যায়, কি যে গ্রামে রায়তের বাস সেই স্থানে বা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে যদি কোন স্থায়ী কারণবশতঃ প্রধান খাদ্য শস্যের দর চিরকালের জন্য কমিয়া যায় তাহা হইলে রায়ত খাজানা কমির প্রার্থনায় ভূম্যধিকারির নামে নালিশ করিতে পারিবে, কিন্তু যে সকল রায়ত নগদ টাকা খাজানা না দিয়া ফশলের অংশ দেয় তাহারা উক্ত কোন কারণে খাজানা কমির প্রার্থনা করিতে পারিবে না, রায়তের দোষে কোন জমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হইলে তাহার খাজানা কমির দাবী চলিবে না। জরিপ করিয়া কোন রায়তের দখলে কম জমী থাকা সাব্যস্থ হইলে রায়ত খাজানা কমির নালিশ করিতে পারিবে।

দখলীস্বত্ব বিহীন রায়ত।

কোন দখলীস্বত্ব বিহীন রায়তকে যখন কোন জমী দখল করিতে দেওয়া হয় তখন তাহার সহিত খাজানা সম্বন্ধে কোন বন্দোবস্ত হইয়া থাকিলে তাহাকে সেই বন্দোবস্তমত খাজানা দিতে হয়, রায়ত পরে তাহাতে আপত্তি করিতে পারে না। খাজানা বৃদ্ধি দিব বলিয়া কোন দখলীস্বত্ব বিহীন রায়ত যদি তাহার ভূম্যধিকারী বরাবর কবুলতী রেজেষ্টরী করিয়া দিয়া থাকে তাহা হইলে সেই কবুলতির সর্ত্তমত তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইবে। রেজেষ্টরী করা কবুলতী না থাকিলে এবং উক্ত রায়ত বৃদ্ধি হারে খাজানা দিতে অস্বীকার হইয়াছে বলিয়া তাহার নামে উচ্ছেদের নালিশ করিতে হইলে প্রথমতঃ বৃদ্ধি খাজানা ধরিয়া একখানি কবুলতির খশড়া করতঃ যে আদালতে তাহার নামে তাহার দখলী যোতের বাবদ বাঁকী খাজানার নালিশ করিতে পারা যাইত উক্ত আদালত দ্বারা ঐ খশড়া কবুলতী তাহার উপর জারী করিতে হইবে। উক্ত খশড়া কবুলতী জারির রোজ ভূম্যধিকারিকে দিতে হইবে। রায়তের উপর খশড়া কবুলতী জারী হইলে রায়ত যদি সেই কবুলতী লেখাপড়া করিয়া দিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে জারির তারিখ হইতে একমাসের মধ্যে তাহাকে দস্তরমত লেখাপড়া করিয়া আদালতে দাখিল করিতে হইবে এবং

আদালতে তাহা দাখিল হইলে ভূম্যধিকারিকে নোটিস্ জারির দ্বারা জানাইয়া দেওয়া হইবে ও নোটিস্ জারির রোজ রায়তকে দিতে হইবে। কবুলতী লেখা পড়া করিয়া রায়ত আদালতে দাখিল করিলে, তাহার পর সন হইতে কবুলতির লিখিত বৃদ্ধি হারে খাজানা রায়তের নিকট হইতে আদায় হইতে থাকিবে। যদি কবুলতী লেখা পড়া করিয়া দিতে রায়ত অস্বীকার করে তাহা হইলে তিন মাসের মধ্যে তাহার নামে উচ্ছেদের বাবদ নালিশ করা যাইতে পারিবে। উচ্ছেদের নালিশ হইলে আদালত ঐ রায়তের পক্ষে ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত খাজানা কি হইতে পারে তাহা স্থির করিয়া দিবেন। রায়ত উক্ত খাজানা দিতে স্বীকৃত হইলে কবুলতির তারিখ হইতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে সেই জমী দখল করিতে পারিবে এবং ৫ বৎসর পরে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইবে। কিন্তু এই পাঁচ বৎসর মধ্যে তাহার সেই জমিতে যদি দখলের স্বত্ব জন্মায় অর্থাৎ উচ্ছেদের মোকদ্দমা হওয়ার পূর্ব্বে সেই জমিতে রায়তের দখল থাকিলে পাঁচ বৎসর শেষ হওয়ার সময় যদি তাহার সর্ব্ব সাকুল্যে ১২ বৎসর দখল পূর্ণ হয় তাহা হইলে আর তাহাকে উচ্ছেদ হইতে হইবে না। ৫ বৎসর পরে রায়ত সহজে জমী ছাড়িয়া দিবে না বুঝা গেলে, ছয় মাস থাকিতে তখন তাহার নামে নোটিস দিয়া উচ্ছেদের নালিশ করিতে হইবে। আদালত যে খাজানা ধার্য্য করেন রায়ত তাহাও দিতে যদি স্বীকৃত না হয় আদালত তখন তাহার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের ডিক্রী দিবেন।

নিম্নলিখিত কোন কারণ ব্যতীত, অন্য হেতুবাদে কোন দখলী স্বত্ববিহীন রায়তকে জমী হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে না।

(ক) বাকী খাজানা না দেওয়ার জন্য ;

(খ) ভূমি অযথা ব্যবহার করিয়া অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিলে, কিম্বা কবুলতির কোন সর্ত্ত ভঙ্গ করিলে এবং সেই সর্ত্তভঙ্গ জন্য কবুলতিতে তাহাকে উচ্ছেদ করিবার সর্ত্ত থাকিলে ;

(গ) রেজেষ্টরী করা পাট্টা দ্বারা কোন রায়তকে জমী দখল করিতে দেওয়া হইয়া থাকিলে সেই পাট্টার মেয়াদ শেষ হইলে ;

(ঘ) আদালত কর্ত্তৃক ন্যায্য ও উপযুক্ত বলিয়া রায়তের উপর যে কর

ধার্য্য হয় সেই খাজানা সে দিতে অস্বীকার করিলে, কিম্বা সেই খাজানা দিয়া যে মিয়াদ পর্য্যন্ত সে জমী দখল করিতে স্বত্ববান হয় সেই মিয়াদ শেষ হইলে।

বাকী খাজানার বাবদ উচ্ছেদ করিতে হইলে নালিশ ও ডিক্রী করিয়া সেই ডিক্রীজারিতে উচ্ছেদ করা যাইবে। বাকী খাজানার ডিক্রী হইলেও ডিক্রীর তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে রায়ত যদি মায় খরচা ডিক্রির টাকা পরিশোধ করিতে পারে তাহা হইলে আর তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইবে না। রায়ত অন্যায় রূপে জমী ব্যবহার করিয়াছে কি কবুলতির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া তাহাকে উচ্ছেদ করিবার জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইলে প্রজায় কি রূপে জমির অপব্যবহার করিয়াছে এবং কি নিয়মই বা সে ভঙ্গ করিয়াছে তাহা প্রথমতঃ নোটিস্ দ্বারা প্রজাকে জানাইয়া দিতে হইবে এবং উক্ত অপব্যবহার বা নিয়ম ভঙ্গের যদি কোন প্রতিকার থাকে কি তত্তাবতের ক্ষতি পূরণ করিবার যদি কোন উপায় থাকে তাহা হইলে সেই নোটিসে সেই প্রতিকার বা ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য প্রজার প্রতি আদেশ করিতে হইবে। প্রজা যদি উপযুক্ত সময়ের মধ্যে সেই আদেশ পালন না করে তবেই তাহার নামে উচ্ছেদের নালিশ হইবে। রেজেষ্টরী করা পাট্টার মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ ছয়মাস পূর্ব্বে দখল ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য রায়তের নামে নোটিস দিতে হইবে এবং মেয়াদ শেষ হইলে ছয়মাসের মধ্যে উচ্ছেদের জন্য রায়তের নামে নালিশ করিতে হইবে। মিয়াদ অন্তে ছয়মাসের মধ্যে নালিশ না করিলে রায়ত যতকাল ইচ্ছা জমী ভোগ দখল করিতে পারিবে, তাহাকে আর দূরিভূত করিতে পারা যাইবে না। রায়তের নামে যে আদালতে যোত উচ্ছেদের নালিশ হইবে উচ্ছেদের নোটিস্ও সেই আদালত হইতে জারী করিতে হইবে। ভূম্যধিকারী রোজ দিলে সমন জারির ন্যায় এই নোটিস্ জারী হইবে।

যে সকল দখলী স্বত্ববিহীন রায়ত পূর্ব্ব হইতে জমী জমা ভোগ দখল করিতেছে, তাহাদের এক্ষণে নূতন করিয়া মিয়াদী পাট্টা দিলে যখন তাহাদের পূর্ব্বের দখল নষ্ট হইবে না এবং পরের মিয়াদী পাট্টার মিয়াদ গতেও যখন তাহাদিগকে উপরিউক্ত "ক" "খ" "গ" এবং "ঘ" ধারার বিধান ব্যতীত অন্য প্রকারে উচ্ছেদ করা যাইবে না, তখন যাহাদের পাট্টা নাই বা যাহাদের

পাট্টা রেজেষ্টরী হয় নাই তাহাদিগকে এক্ষণে নূতন করিয়া পাট্টা দিলে অনেক স্থলে ভূম্যধিকারির ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, কারণ এক ব্যক্তি ৬। ৭ সন ধরিয়া কোন জমী দখল করিয়া আসিতেছে তাহাকে যদি এক্ষণে ৬। ৭ সন মিয়াদে সেই জমির পাট্টা দেওয়া যায় তাহা হইলে মিয়াদ অন্তে তাহার সেই জমিতে দখলের স্বত্ব জন্মাইবে এবং তাহাকে আর কখনই উচ্ছেদ করা যাইবে না। এজন্য যে সকল দখলী স্বত্ববিহীন রায়ত পূর্ব্ব হইতে জমী জমা দখল করিয়া আসিতেছে তাহাদের পাট্টা থাক্ বা নাই থাক্, তাহাদের নামে পূর্ব্বোক্ত বিধান মতে উচ্ছেদের নালিশ করিয়া উচ্ছেদ করতঃ তাহাদের দখলী জমী অপরকে বিলি করিতে হইবে এবং যাহারা এক্ষণে নূতন পত্তন হইবে তাহাদিগকে রেজেষ্টরী যুক্ত মেয়াদী পাট্টা দিয়া মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্ব্বে নোটিস্ দিয়া উচ্ছেদ করিতে হইবে তাহা হইলে আর কাহারও দখলের স্বত্ব পাইবার আশা থাকিবে না।

কোর্ফা রায়ত।

রায়ত তাহার অধীনস্থ কোর্ফা রায়তের দখলী জমির জন্য যে টাকা খাজানা দেয় তাহার উপর শতকরা ৫০৲ ও ২৫৲ টাকা হিসাবে টাকায় আট আনা ও চারি আনার বেশী কখন কোন কোর্ফা রায়তের নিকট খাজানা আদায় করিতে পারিবে না। কোর্ফা রায়তকে রেজেষ্টরীযুক্ত পাট্টা দেওয়া হইয়া থাকিলে শতকরা ৫০৲ টাকা হিসাবে টাকায় আট আনা ও কোন পাট্টা দেওয়া না হইয়া থাকিলে শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে টাকায় চারি আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হারে খাজানা ধার্য্য করিতে পারা যাইবে। কোর্ফা রায়তকে উচ্ছেদ করিতে হইলে যদি তাহাকে পাট্টা না দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে অগ্রে তাহাকে নোটিস্ দিতে হইবে। যে সন নোটিস্ দেওয়া হইবে তাহার পরবর্ত্তী সন শেষ না হইলে উচ্ছেদ করা যাইবে না এবং কোর্ফা রায়তকে পাট্টা দেওয়া হইয়া থাকিলে পাট্টার মিয়াদ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাঁকে উচ্ছেদ করিবার অধিকার হইবে না। বাকী খাজানার ডিক্রী হইলে কোর্ফাদার যদি ১৫ দিন মধ্যে টাকা আমানত না করে তাহা হইলে সেই ডিক্রীজারিতে যখন ইচ্ছা উচ্ছেদ করা যাইবে, তাহাতে কোন প্রতিবন্ধক হইবে না।

খাজানা আদালতে আমানত্ করার বিষয়।

চারি কারণে প্রজা খাজানা আদালতে আমানত করিতে পারে ;—

(ক) প্রজা খাজানা দিতে গেলে ভূম্যধিকারী যদি তাহা না লয়েন বা দাখিলা দিতে স্বীকৃত না হয়েন।

(খ) ভূম্যধিকারী পূর্ব্বে কোন সময় একবার খাজানা লইতে বা দাখিলা দিতে অস্বীকার করায় প্রজার মনে যদি এরূপ ধারণা হইয়া থাকে যে ভূম্যধিকারী খাজানা লইবেন না বা দাখিলা দিবেন না।

(গ) যে সকল সরিকী মহলে এজমালিতে সকল সরিকের খাজানা আদায় হইয়া থাকে সেখানে সকল সরিকে মিলিয়া যদি দাখিলা না দেয় এবং তাহাদের সকল সরিকের পক্ষ হইতে দাখিলা দিতে পারে এমন লোক যদি কেহ না থাকে।

(ঘ) দুই বা ততোধিক ব্যক্তি খাজানার জন্য তলপ করিলে, যে খাজানা পাইতে যথার্থ অধিকারী তদ্বিষয়ে প্রজার মনে সন্দেহ হইলে।

প্রজা খাজানা না দিলে যে আদালতে তাহার নামে বাকী খাজানার নালিশ হইত সেই আদালতে হাত নাগাইদ খাজানা যাহা দেনা হয় সমস্ত আমানত্ করিতে হইবে এবং আমানত্ করিবার জন্য দরখাস্ত করিয়া আদালতের অনুমতি লইতে হইবে। খাজানা আমানতের দরখাস্তে সত্যপাঠ লিখিয়া নীচে এবং শিরোভাগে দস্তখত করিতে হইবে। প্রজা খাজানা আমানত্ করিলে আদালত হইতে তাহাকে একখানি রসীদ দেওয়া হইবে। স্বয়ং ভূম্যধিকারিকে খাজানা দিয়া রসীদ লইলে যে ফল হইত এই রসীদের দ্বারাও সেই ফল হইবে। আমানতী টাকা সম্বন্ধে এই রসীদ ফারখতের ন্যায় গণ্য হইবে। খাজানা আমানত্ করিতে হইলে প্রজাকে নিম্নলিখিত হারে রসুম দিতে হইবে, যথা ;—

২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত ।০ চারি আনা, ২৫৲ টাকার উপর প্রত্যেক ২৫৲ টাকা বা তাহার ভগ্নাংশের বাবত চারি আনা হিসাবে দিতে হইবে, অর্থাৎ ২৫৲ টাকায় চারি আনা; ২৫৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত ।।০ আট আনা; ৫০৲ টাকা হইতে ৭৫৲ টাকা পর্য্যন্ত ৷৷৹ বার আনা, এই হিসাবে ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ৫৲ পাঁচ টাকা; ৫০০৲ টাকার উপর যত টাকাই আমানত্ করা হউক, ৫৲ টাকা রসুমেই হইবে।

কাহাকে টাকা দেওয়া উচিত আদালত তাহা স্থির করিতে না পারিলে যে পর্য্যন্ত দেওয়ানী আদালত হইতে সে বিষয় মিমাংসা না হইয়া আসে সে পর্য্যন্ত আমানতী টাকা আদালতে মৌজুদ থাকিবে। আমানতের তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে যদি কাহাকেও টাকা না দেওয়া হয় তবে আমানত্কারী আদালতের দত্ত রসীদ দাখিল করিয়া আমানতী টাকা ফেরত পাইবার প্রার্থনা করিলে টাকা তাহাকেই ফেরত দেওয়া হইবে। আমানতী টাকা যাহার প্রাপ্য তাহাকে না দিয়া আদালত যদি আর কাহাকেও দেন তাহা হইলে সে কারণে আদালতের নামে কখন নালিশ হইবে না, তবে যাহাকে দেওয়া হয় তাহার নামে নালিশ চলিবে।

বাকী খাজানার বিষয়।

মধ্য স্বত্বাধিকারী কি মোকররী রায়ত কি দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়ত যদি খাজানা বাকী ফেলে তাহা হইলে তাহাদের নামে নালিশ করিয়া বাকী পড়া তালুক বা যোত জমা নীলাম করাইতে হইবে, বাকী খাজানার বাবত তাহাদের কখন উচ্ছেদ করা যাইবে না। দখলী স্বত্ববিহীন এবং কোর্ফা রায়তের নিকট বৎসরের শেষে খাজানা বাকী থাকিলে ভূম্যধিকারী তাহাদের নামে উচ্ছেদের বাবত নালিশ করিতে পারিবেন।

ফশলী বা ভাওলী খাজানার বিষয়।

যে স্থলে ফশল যাচাই বা বিভাগ করিয়া খাজানা লওয়া হয় সে স্থলে যাচাই বা বিভাগ করিবার সময় যদি ভূম্যধিকারী কি প্রজা স্বয়ং কি আপনাপন কার্য্যকারকের দ্বারা উপস্থিত না হয়, কিম্বা ফশলের পরিমাণ বা মূল্য সম্বন্ধে প্রজা ভূম্যধিকারির মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়া সহজে বিভাগ না হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যে কোন পক্ষ কালেক্টরের নিকট খরচের টাকা আমানত করিয়া দরখাস্ত করিলে কালেক্টর তাঁহার জনৈক কর্ম্মচারির দ্বারা ফশল যাচাই বা বিভাগ করিয়া দিয়া থাকেন। যে পর্য্যন্ত উক্ত কর্ম্মচারির দ্বারা ফশল যাচাই বা বিভাগ শেষ না হইবে সে পর্য্যন্ত সে ফশল কেহ স্থানান্তরিত করিতে পারিবে না। উক্ত কর্ম্মচারী যে সময়ে ও যে

স্থানে যাইয়া ফশল যাচাই বিভাগ করিয়া দিবেন তাহার নোটিস্ প্রজা ও ভূম্যধিকারী উভয়কেই দিতে হইবে, প্রজা ভূম্যধিকারিদিগের মধ্যে কোন পক্ষ উপস্থিত না থাকিলে এক তর্ফা কার্য্য হইবে। কার্য্য শেষ হইলে উক্ত কর্ম্মচারী কালেক্টরের নিকট রিপোর্ট পাঠাইবেন। সেই রিপোর্টে প্রজা ভূম্যধিকারির কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে কালেক্টর তাহা শুনিবেন এবং কোন বিষয় তদন্ত করা আবশ্যক হইলে তদন্ত করিবেন এবং তৎপরে রিপোর্টের উপর হুকুম দিবেন। ঐ হুকুম চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং ডিক্রির ন্যায় উক্ত হুকুম জারী করা যাইবে। ফশল যাচাই বা বিভাগ না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত ফশল প্রজার দখলে থাকিবে এবং বিভাগ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রজা খামার হইতে ফশল স্থানান্তরিত করিতে পারিবে না, করিলে নিকটস্থ সেই প্রকার জমিতে ফশল যত বেশী পরিমাণে যাচাই হইবে তত ফশল হইয়াছিল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভূম্যধিকারির পরিবর্ত্তনে খাজানার দায়ীত্ব।

বড় বড় মহল হইতে সামান্য সামান্য যোত পর্য্যন্ত যাহাই হস্তান্তর করা হউক, হস্তান্তর মতে যিনি নূতন ভূম্যধিকারী হইবেন তাঁহাকে হস্তান্তরের বিষয় প্রজাদিগকে নোটিস্ দ্বারা জানাইয়া দিতে হইবে। গ্রাম্য কাছারিতে কিম্বা হস্তান্তরিত সম্পত্তির কোন সদর স্থানে দুই জন লোকের সমক্ষে প্রজাদিগের নামে নোটিস্ লট্‌কাইয়া দিলে এবং হস্তান্তরিত সম্পত্তির মধ্যে গ্রামে গ্রামে ঢোল সহরতের দ্বারা হস্তান্তরের বিষয় জানাইয়া দিলে সকল প্রজাকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে বুঝা যাইবে। যদি উক্ত নোটিশ দ্বারা জানাইয়া না দেওয়া হয় তাহা হইলে হস্তান্তরের পরের খাজানা যদি কোন প্রজা তাহার পূর্ব্ব ভূম্যধিকারিকে দেয়, তবে সে খাজানা বাবত প্রজাকে আর দায়ী করা যাইবে না।

আবওয়াব মাথট।

প্রকৃত খাজানা ব্যতীত আবওয়াব মাথট বলিয়া প্রজার উপর কোন কর ধার্য্য করিলে তাহা আইন বিরুদ্ধ হইবে এবং ঐরূপ কর দেওয়ার জন্য কোন

সর্ত্ত বা নিয়ম করিলে তাহা অসিদ্ধ হইবে। আবওয়াব বা মাথট বলিয়া কোন প্রজার নিকট কোন টাকা বা ফশল আদায় করিয়া লইলে আদায়ের তারিখ হইতে ছয়মাসের মধ্যে প্রজা তাহার ভূম্যধিকারির নামে আদায়ী টাকা বা ফশলের মূল্য ব্যতীত আরও ২০০৲ দুইশত টাকার দাবিতে নালিশ করিতে পারিবে। আদায়ী টাকা বা ফশলের মূল্য দ্বিগুণ করিয়া ২০০৲ টাকার বেশী হইলে সেই দ্বিগুণ টাকা পর্য্যন্ত দাবী প্রজা করিলেও করিতে পারিবে।

উন্নতি।

যোতের উন্নতি বলিলে যে উদ্দেশ্যে যোত বিলি করা হইয়াছে তাহার উপযোগী ও সেই উদ্দেশ্য সাধন হওয়া চাহি। কোন কার্য্য যোতের উপর না করিয়া ভিন্ন স্থানে করিলেও যদি তাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যোতের উপকার দর্শে তাহা হইলেও সে কার্য্যকে যোতের একটী উন্নতির কার্য্য বলিয়া গণ্য করা হইবে। নিম্ন লিখিত কার্য্যগুলি উন্নতির কার্য্য বলিয়া ধরা হইবে।—

(ক) কৃষি কার্য্যের জন্য কিম্বা কৃষকদিগের ও চাষের বলদের জলপানের জন্য কূপ, পুষ্করিণী অথবা জল-প্রণালী খনন করা।

(খ) জল সেচনার্থ ভূমি প্রস্তুত করা।

(গ) আবাদী বা আবাদযোগ্য জমী হইলে জমী হইতে জল বাহির করা, নদী কি বিল খাল আদির জল হইতে জমী উদ্ধার করা, বন্যা হইতে জমী রক্ষা করা কিম্বা জলে জমির ক্ষয় বা অন্য কোন ক্ষতি না হয় এরূপ উপায় করা;

(ঘ) কৃষি কার্য্যের জন্য কোন জমী হাসিল বা পরিষ্কার করা, ঘিরিয়া দেওয়া বা অন্য কোন স্থায়ী উন্নতি করা।

(ঙ) উপরিউক্ত কোন কার্য্য নূতন করিয়া মেরামত করা, পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করা;

(চ) রায়তের ও তাহার পরিবারের বাসের জন্য ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া।

ভূম্যধিকারী স্বয়ং কোন জমির উন্নতি করিবেন বলিয়া রায়তকে সেই

জমির উন্নতি করিতে নিষেধ করিতে পারেন এবং রায়তও নিজে কোন উন্নতি করিবে বলিয়া ভূম্যধিকারিকে নিষেধ করিতে পারে, তদ্ভিন্ন আর কোন কারণে কেহ কাহাকে উন্নতি করিতে নিষেধ করিতে পারিবে না। ভূম্যধিকারী ও রায়ত উভয়েই একযোগে কোন জমির উন্নতি করিতে ইচ্ছা করিলে যদি সেই উন্নতির দ্বারা ভূম্যধিকারির অধীনস্থ অপর কোন জমির উপকার না দর্শায় তবে রায়তকেই উন্নতি করিতে দিতে হইবে। রায়তের কথা যে বলা হইল তাহা কেবল মোকররী ও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তদিগের বিষয় বুঝাইবে। রায়ত ও ভূম্যধিকারির মধ্যে উন্নতি করিবার স্বত্ব সম্বন্ধে বা উন্নতির কার্য্য বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে যে কোন পক্ষ কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন এবং কালেক্টর তাহা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন। দখলীস্বত্ববিহীন রায়ত জমিতে জল দিবার জন্য কূপাদি খনন বা আবাস গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে। এতদ্ভিন্ন তাহার জমী সম্বন্ধে অন্য কোন উন্নতির কার্য্য করিতে হইলে ভূম্যধিকারিকে তাহা করিয়া দিবার জন্য প্রথমতঃ লিখিত দরখাস্ত করিতে হইবে। ভূম্যধিকারী যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা করিয়া না দেন তখন উক্ত রায়ত নিজে সে কার্য্য করিয়া লইতে পারিবে। রায়ত দরখাস্ত করিয়া পরে নিজে কোন কার্য্য করিলে ভূম্যধিকারী যদি কখন তাহাকে উচ্ছেদ করেন তাহা হইলে রায়তকে ক্ষতি পূরণ দিতে হইবে। ভূম্যধিকারী নিজে কোন জমির উন্নতি করিলে কিম্বা তাঁহার খরচে কোন উন্নতির কার্য্য হইলে কি তাহার সাহায্যে প্রজা কোন উন্নতির কার্য্য করিয়া থাকিলে ভূম্যধিকারী তাহা জেলার কালেক্টরের নিকট অথবা যে মহকুমায় উন্নতি হইয়াছে সেই মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিয়া রেজেষ্টরী করিয়া লইতে পারিবেন। ইমারত করিবার জন্য কিম্বা ধর্ম্ম, শিক্ষা বা দান সংক্রান্ত কোন হিতকর কার্য্যের জন্য কোন ভূম্যধিকারী তাহার প্রজার যোতের অন্তর্গত কোন জমী যদি লইতে ইচ্ছা করেন এবং কালেক্টর সেই কার্য্যে অনুমতি দেন তাহা হইলে প্রজাকে সেই জমির মূল্য ও ক্ষতিপূরণ দিয়া ভূম্যধিকারী তাহা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

কোর্ফাবিলির বিষয়।

কোর্ফা পাট্টা রেজেষ্টরী করিয়া না লইলে পাকা হয় না, তবে যদি রায়ত তাহার ভূম্যধিকারির সম্মতি লইয়া কাহাকেও কোর্ফা পাট্টা দিয়া থাকে তাহা হইলে বিনা রেজেষ্টরিতে দোষ হয় না, কিন্তু যে পাট্টা রেজেষ্টরী হয় নাই এবং ভূম্যধিকারীও যাহাতে সম্মতি দেন নাই তাহা ভূম্যধিকারী অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। নয় বৎসরের বেশী মিয়াদে কোর্ফা পাট্টা দিলে তাহা রেজেষ্টরী হইবে না।

ইস্তফার বিষয়।

কোন রায়ত তাহার যোত ইস্তফা (পরিত্যাগ) করিতে ইচ্ছা করিলে পৌষমাসের মধ্যে ভূম্যধিকারিকে নোটিস্ দিয়া চৈত্রমাসের শেষে তাহাকে যোতের দখল পরিত্যাগ করিতে হইবে। নোটিস্ না দিয়া পরিত্যাগ করিলে ভূম্যধিকারী যদি সে ইস্তফা মঞ্জুর না করেন তাহা হইলে পরসনের জন্য রায়তকে খাজানার দায়ীক থাকিতে হইবে। ইস্তফার নোটিস নিজে কিম্বা আপন লোক দ্বারা ভূম্যধিকারির উপর জারী করিতে পারা যায় অথবা রায়তের যোত যে দেওয়ানী আদালতের বিচারাধীন সেই আদালতে রোজ আমানত ও দরখাস্ত করিয়া জারী করা যায়। নোটিস্ জারির দরখাস্ত সাদা ডেমি কাগজে কোর্টফি না দিয়া দাখিল করিতে পারা যায়। যে সকল রায়ত মেয়াদী পাট্টা রাখে তাহারা মিয়াদ শেষ হওয়ার পূর্ব্বে জমী ইস্তফা করিতে পারিবে না। রায়ত তাহার রেজেষ্টরী যুক্ত দলীল দ্বারা অপর এক জনকে কোর্ফা বিলি করিয়া বা অপর একজনের নিকট বন্ধক রাখিয়া জমী ইস্তফা করিতে পারিবে না। রায়ত তাহার যোতের কতক অংশ দখলে রাখিয়া বাকী অংশ ভূম্যধিকারির সম্মতি ব্যতীত ইস্তফা করিতে পারিবে না। কোন রায়ত ভূম্যধিকারিকে না বলিয়া এবং তাহার খাজানা দেওয়ার কোন বন্দোবস্ত না করিয়া যদি বাটী ছাড়িয়া পলাইয়া যায় ও তাহার যোতের জমীর চাষ আবাদ যদি বন্ধ করিয়া দেয় তাহা হইলে যে সন উক্ত রায়ত পলাতকা হয় ও চাষ বন্ধ করিয়া দেয় তাহার পর সন ভূম্যধিকারী কালেক্টরিতে নোটিস্ দিয়া তাহার যোতের জমিতে অপর প্রজাকে পত্তন করিতে পারিবেন বা ঐ জমী নিজে চাষ আবাদ করিতে পারিবেন। এই নোটিস্ জারী করি-

বার জন্ত ভূম্যধিকারিকে ১৲ একটাকা রোজ দিতে হইবে, রোজ দিলে পরিত্যক্ত যোতের উপর ঢোল সহরতের দ্বারা নোটিস্ জারী হইবে এবং একখণ্ড নকল নোটিস্ সেই যোতের উপর কোন সদর স্থানে দুই জন লোকের সমক্ষে লট্‌কাইয়া দেওয়া হইবে। এই নোটিস্ জারির পর মোকররী ও দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়ত হইলে দুই বৎসর ও দখলী স্বত্ববিহীন রায়ত হইলে ছয় মাসের মধ্যে আপনাপন যোত জমী পুনরায় দখল পাইবার জন্য নালিশ করিতে পারিবে এবং তাহারা আপন ইচ্ছা পূর্ব্বক যোতজমী পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই প্রমাণ করিতে পারিলে পুনরায় জমিতে দখল পাইবে। কিন্তু রায়ত যে সময় পলাতকা হইয়াছিল সে সময়ের বাবত তাহাকে খাজানা দিতে হইবে এবং তাহার পলাতকার সময় অন্য কোন ব্যক্তি সে জমিতে পত্তন হইয়া থাকিলে তাহার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। পরিত্যক্ত যোত বা তাহার কোন অংশ রেজেষ্টরী যুক্ত পাট্টা দ্বারা কোর্ফা বিলি হইয়া থাকিলে কোর্ফা রায়তকে জিজ্ঞাসা না করিয়া ভূম্যধিকারী সে যোত অপর-কাহাকেও বিলি করিতে পারিবেন না। পলাতকা রায়ত যে খাজানা দিত সেই খাজানা ও তাহার নিকট কোন খাজানা বাকী থাকিলে সেই বাকী খাজানা কোর্ফাদার দিতে স্বীকৃত হইলে তাহার পাট্টার মিয়াদ পর্য্যন্ত সমগ্র যোত তাহাকেই বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে। আর তাহা না হইলে ভূম্যধিকারী কোর্ফা পাট্টা অসিদ্ধ করিয়া যোতের জমী নিজে চাষ আবাদ বা অপরকে বিলি করিতে পারিবেন।

ফশল ক্রোক করিবার বিধি।

কোন রায়ত বা কোর্ফা রায়তের নিকট খাজানা প্রাপ্য হইলে যে তারিখে খাজানা পাওয়ানা হয় সেই তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে ভূম্যধিকারী তাহার ফশল ক্রোক করিয়া খাজানা আদায় করিতে পারিবেন। কিন্তু একবৎসরের পূর্ব্বের খাজানার বাবত ফশল ক্রোক হইবে না এবং বাকী খাজানার বাবত রায়ত কোন জামিন দিয়া থাকিলেও ভূম্যধিকারী তাহার ফশল ক্রোক করিতে পারিবেন না। ফশল যে পর্য্যন্ত গোলাজাত না হয় সে পর্য্যন্ত জমীতেই থাকুক বা কাটা হইয়া জমীর উপরে বা বাটী-

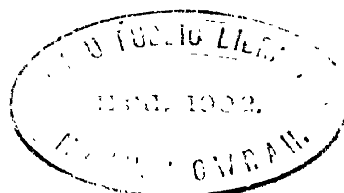
তেই রাখা হউক মলাই ও গোলাজাত হওয়ার পূর্ব্বে সকল স্থান হইতে সকল অবস্থাতেই ক্রোক হইতে পারিবে। ১৮৮৩ সালের ৭ আইন মতে যে সকল ভূম্যধিকারির নাম জারী হয় নাই তাহারা ফশল ক্রোক করিতে পারিবে না। পূর্ব্ব সনের কেবল বাকী খাজানার বাবত পরসনে ফশল ক্রোক করা যাইবে। রায়ত ভূম্যধিকারির লিখিত সম্মতি লইয়া যে জমী কোর্ফা বিলি করিয়াছে সে জমীর ফশল ভূম্যধিকারী ক্রোক করিতে পারিবেন না। ফশল ক্রোক করিতে হইলে সে যোত যে দেওয়ানী আদালতের অধীন সেই আদালতে যোতের বিবরণ, বাকী খাজানার পরিমাণ ও ফশলের অবস্থা এবং মূল্য আদি লিখিয়া দরখাস্ত করিতে হইবে। ফশল ক্রোকের দরখাস্তের সঙ্গে আবশ্যকীয় দলীলাদি দাখিল করিতে হইবে এবং দরখাস্ত মঞ্জুর হইলে আদালত হইতে কর্ম্মচারী যাইয়া ফশল ক্রোক করিয়া হয় নিজের নিকটে রাখিবেন বা অপর কাহারও জিম্মায় রাখিয়া দিবেন। যে ফশল সঞ্চয় করিয়া রাখা যায় যথা বেগুন, পটল, শাক শবজী, তাহা ক্ষেত্র হইতে কাটিবার ও তুলিবার অন্ততঃ বিশ দিন পূর্ব্বে ক্রোক করিতে হইবে। ক্রোক করিবার সময় রায়তকে তাহার দেনা খাজানা ও ক্রোকের খরচা সম্বন্ধে একটী হিসাব দেওয়া যাইবে। ক্রোকের সমস্ত মায় খরচা খাজানার টাকা না দিলে নীলামের ইস্তাহার (ঘোষনা পত্র) জারী হইবে তাহাতে ক্রোকী ফশলের সবিশেষ বৃত্তান্ত এবং দাবীর টাকা উল্লেখ থাকিবে এবং কোথায় কোন দিন নীলাম হইবে তাহাও প্রকাশ থাকিবে। নীলামের ইস্তাহার গ্রামের কোন প্রকাশ্য স্থানে লট্‌কাইয়া জারী হইবে। ক্রোকী ফশল সঞ্চয় করিয়া রাখিবার মত না হইলে তুলিবার বা কাটিবার পূর্ব্বেই নীলাম হইবে। নীলামে ক্রোকী ফশল উপযুক্ত মূল্যে ডাক না হইলে রায়ত বা তাহার পক্ষের কর্ম্মচারী পরদিন পর্য্যন্ত বা নিকটে হাট থাকিলে হাটের দিন পর্য্যন্ত নীলাম স্থগিদ রাখিবার জন্য যদি প্রার্থনা করে তাহা হইলে নীলাম স্থগিদ রাখিতে হইবে এবং সেই দিন যে মূল্যেই ডাক হউক নিতান্ত কম মূল্য হইলেও নীলাম সিদ্ধ হইবে। মূল্যের টাকা মিটাইয়া দিলে খরিদারকে এক খানি সার্টিফিকেট্, সম্পত্তি ও মূল্যের টাকা উল্লেখে, দেওয়া হইবে। নীলাম করিয়া যে টাকা আদায় হইবে তাহাতে মায় খরচা খাজানার টাকা নীলামের দিন পর্য্যন্ত সুদ হিসাব করিয়া মিটাইয়া

দিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইবে তাহা রায়তকে দেওয়া হইবে। ফশল ক্রোক হওয়ার পর নীলামের পূর্ব্বে রায়ত যদি মায় খরচা খাজানার টাকা আদালতে আমানত করে বা ক্রোক্‌কারী কর্ম্মচারির হস্তে দেয় তাহা হইলে তাহাকে এক খানি রসীদ দিয়া ফশল খালাস দেওয়া হইবে। রায়ত টাকা আমানত করিলে আমানতের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে ভূম্যধিকারিকে তাহা দেওয়া হইবে, কিন্তু এই একমাসের মধ্যে রায়ত যদি অন্যায় ক্রোক করিয়াছে বলিয়া ভূম্যধিকারির নামে ক্ষতিপূরণের বাবত নালিশ করে তাহা হইলে সে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত টাকা আদালতে মৌজুদ থাকিবে। রায়ত খাজানা না দেওয়ায় তাহার কোর্ফা রায়তের বা কোর্ফা রায়তের অধীন কোন কোর্ফা রায়তের ফশল ক্রোক হইলে কোর্ফা রায়ত বা কোর্ফা রায়তের অধীন কোর্ফা রায়ত যদি মায় খরচা ভূম্যধিকারির পাওয়ানা টাকা আমানত করিয়া দেয় তাহা হইলে কোর্ফা রায়ত দিলে সে তাহার উপরিস্থিত রায়তকে যে টাকা খাজানা দিত সেই খাজানার মধ্যে আমানতী টাকা মুসমা দিতে পারিবে এবং কোর্ফা রায়তের অধীন কোর্ফা রায়ত আমানত করিলে সে তাহার উপরিস্থিত কোর্ফা রায়তকে যে টাকা খাজানা দিত সেই খাজানার মধ্যে আমানতী টাকা কর্ত্তন করিয়া লইতে পারিবে এবং সেই কোর্ফা রায়তও তাহার উপরিস্থিত রায়তকে যে টাকা খাজানা দিত সেই খাজানার মধ্যে যে টাকা সে তাহার অধীন রায়তের নিকট পাইল না তাহা মুসমা দিতে পারিবে, ফশল ক্রোক ও নীলাম হইলে নিম্নোক্ত হারে তলবানা, গহরী ও রোজ দিতে হইবে, যথা ;—

ক্রোকী পরওয়ানার তলবানা—৷৷৹ আনা

ফশল ক্রোক করিয়া পেয়াদার দখলে রাখিতে হইলে যে কয়জন পেয়াদার প্রয়োজন হইবে তাহাদের প্রত্যেকের বাবদ দিন।৹ চারি আনা হিসাবে গহরী, ফশল কাটিয়া সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া দিতে হইলে যত জন মজুরের দরকার তাহাদের প্রত্যেকের মজুরী দৈনিক।৹ আনা হিসাবে, ইহা ব্যতীত রেল, নৌকা ভাড়া, পারাণী খরচ, লাগিলে তাহাও আমানত করিতে হইবে।

সম্পূর্ণ।



OPINIONS.

No. 1029.

From

The Inspector of Schools, Central Division.

To

Rai Kali Prasanna Sen.

Dated, Fort William, the 11*th August*, 1863.

Sir,

With reference to your letter dated the 9th instant, I have the honor to state that I have no funds to purchase more copies of yeur "Boishaika Byabahara", but that when the book is introduced into the schools the boys themselves will purchase it.

I have &c.

(s. d) H. Woodrow,

Inspector of Schools.

No. 13.

From

H. L. Harrison Esqr.

Offg. Inspector of Schools, South-West Division.

To

Rai Kali Prasanna Sen.

Dated Midnapore, the 5th May, 1864.

Sir,

I have looked into your "Boishaika Byabahara" and consider it a very useful Work. I shall do my best to promote its circulation in this division.

I have &c

(s. d) H. L. Harrison.

Offg. Inspector of Schools, South-West Division.

No. 140.

From

The Additional Inspector of Schools.

To

Rai Kali Prasanna Sen.

Dated Hooghly, the 30*th July*, 1863.

Sir,

I beg to acknowledge with thanks your present of a

copy of your work entitled "Boishaika Byabahara". I have little doubt that your book will prove extremely useful to the general reader.

I have &c.
(s. d.) Bhoodeb Mukherji,
Additional Inspector of Schools.

Susang Durgapur, Mymensingh.
Dated the 10*th November*, 1895.

Dear Sir,

I thankfully acknowledge the due receipt of a copy of "বৈষয়িক ব্যবহার" so kindly presented to me. I have no doubt that the book will prove to be useful to those for whom it is intended.

Yours faithfully,
(s. d.) Kumud Chandra Singha
Moharaja of Susang.

লালগোলা রাজবাটী, মুর্শিদাবাদ।
১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫।

মহাশয়,

আপনার রচিত একখণ্ড "বৈষয়িক ব্যবহার" পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি।
* পুস্তকখানি সাংসারিক কার্য্য জন্য বিশেষ উপকারী বলিয়া বোধ
উক্ত পুস্তক কুড়িখানি ডাকযোগে পাঠাইবেন ও তাহার মূল্য যাহা
বেন পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

(S. d.) Jogendra Narain Roy
Rao Bahadur.

---

৪০ নং দরজিপাড়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩রা জুন, ১৮৯৭।

শ্রীরায় কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত মহাশয় প্রণীত "বৈষয়িক ব্যবহার" পুস্তক পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। ইহা অতি উত্তম হইয়াছে এবং সকলের পক্ষে ব্যবহার যোগ্য তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা

প্রদেশে এই পুস্তকখানি সকলের ঘরে থাকা আবশ্যক এবং উহা সকলের পাঠ করা উচিত ও সুফলদায়ক। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, এই পুস্তক এক এক খানি ক্রয় করিয়া গ্রন্থকর্ত্তাকে উৎসাহান্বিত করা সকলের কর্ত্তব্য।

(স্বাক্ষর) শ্রীঅমৃতলাল দে, বি, এ, বি, এল,

উকীল।

শ্রীশ্রী৺ লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ।

কাশীমবাজার,

শ্রীপুর রাজধানী, মুর্শিদাবাদ।

২০এ চৈত্র, ১৩০২ সাল।

মান্যবরেষু।—

সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

আপনার প্রেরিত "বৈষয়িক ব্যবহার" নামক জমীদারী কার্য্য সংক্রান্ত পুস্তকের একখণ্ড উপহার প্রাপ্ত হইয়া শ্রীল শ্রীযুক্তা মহারাণী মহোদয়া অতীব প্রীত হইয়াছেন এবং উহার ১৫ খণ্ড রাজধানীর পুস্তকালয়ের জন্য ক্রয় করিয়া আপনাকে উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তদনুসারে লিখিতেছি, আপনি ১৫ পনের খণ্ড "বৈষয়িক ব্যবহার" বুকপোষ্টে রাজধানী প্রেরণ করিবেন। মূল্য যথা সময়ে প্রেরণ করা যাইবে।

বৈষয়িক ব্যবহারে, জমীদারী সংক্রান্ত যে সকল বিষয় সন্নিবেশিত তাহাতে বঙ্গীয় সাধারণ জমীদারবর্গের কার্য্যাদির অনেকটা সুবিধা সম্ভাবনা। * * * ইহার দ্বারা সাধারণতঃ জমীদারী সংস্মৃষ্ট অনেক নূতন বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। পুস্তকের বহুল প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীশ্রীনাথ পাল

(রায় বাহাদুর)

ম্যানেজার।

